

From Photograph taken by his son
Dr. S. C. Banerjee in 1892.

REMINISCENCES, SPEECHES
and
WRITINGS
of
Sir Gooroo Dass Banerjee Kt.

M.A., D.L., PH.D

COMPILED BY
UPENDRA CHANDRA BANERJEE

IIPA LIBRARY



20542



CALCUTTA
NARKELDANGA PRINTING HOUSE

1927

Printed by

A. MITRA at the Narkeldanga Printing House
CALCUTTA.

Part I.

Reminiscences & Events of Life.

ভূমিকা।

এই পুস্তকের প্রথমাংশে সন্নিবিষ্ট কথাগুলির অধিকাংশ পিতৃদেবের সমসাময়িক এবং তাঁহার স্মৃতি বিষয়ক সংবাদপত্র, মাসিকপত্র, এবং পিতৃদেবকে লিখিত পত্রাবলী হইতে সংগৃহীত হইল। ভারতবর্ষ পত্রিকা হইতে “জননী সোণামণি” প্রবন্ধ গৃহীত এবং মানসী পত্রিকা হইতে “জীবন স্মৃতি” প্রবন্ধ গৃহীত। এই প্রবন্ধদ্বয় উদ্ধৃত করিবার অনুমতি দানের জন্ত ঐ দুই পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়দিগের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। প্রবন্ধ দুইটির লেখক দুইজনেই ইহজগৎ ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজলি অর্পণ করিতেছি। স্মৃতিকথায় সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধ দুইটি সাপ্তাহিক মর্ম্মবাণী ও প্রবাহিনী পত্রিকা হইতে গৃহীত। প্রবন্ধলেখকদ্বয় শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এবং শ্রীযুক্ত নম্বথনাথ বোষ মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইতেছি। পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী মহাশয়কে তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধের জন্ত আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। পরম পূজনীয় গুরুপুত্র পণ্ডিত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহোদয় পিতৃদেবের জীবনের শেষ কয়েক দিনের কথা লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার চরণে সভক্তি প্রণাম জানাইতেছি। পিতৃদেবের বাস ভবনের ছায়াচিত্রের জন্ত শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার সোম মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই পুস্তক মুদ্রণের জন্ত নারিকেলডাঙ্গা সার স্করুদাস ইন্সটিটিউটের কয়েকজন সভ্য পরিচালিত নারিকেলডাঙ্গা প্রিন্টিং হাউসের সহদয় সাহায্য এবং নানাবিধ তথ্য সংগ্রহের জন্ত উক্ত ইন্সটিটিউটের অগ্রতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গৌরীমোহন মিত্রের অক্লান্ত পরিশ্রম, উত্তম, ও সাহায্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা আমার কর্তব্য।

পুস্তকের দ্বিতীয়াংশে পিতৃদেবের কতকগুলি বক্তৃতা ও লেখা সন্নিবিষ্ট হইল। আর কতকগুলি বাকি রহিল এবং ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রসঙ্গক্রমে নিজের কথা বলিতে হয় বলিয়া জীবনস্মৃতি বিবৃত করিতে করিতে যিনি বন্ধ করিয়াছিলেন, যথাসাধ্য লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকাই যাহার জীবনের অভ্যাস ছিল, মহাপ্রস্থানের সময় পর্যন্ত যাহার ইচ্ছা ও উপদেশ এই ছিল যে “যেমন চুপি চুপি পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম সেইরূপ চুপি চুপি যেন চলিয়া যাইতে পারি” এবং সেই ইচ্ছার অমুসারে ভগবৎ কৃপায় অমাবস্তার নিশীথ রাত্রে যাহার দেহত্যাগ হইয়াছিল তাঁহার কথা সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া, তাঁহার পুণ্যস্মৃতি-জড়িত, তাঁহার জন্মস্থান নারিকেলডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার পবিত্র নামে উৎসর্গীকৃত নারিকেলডাঙ্গা সার গুরুদাস ইন্সটিটিউটের সভ্যগণের কর কমলে অর্পণ করিলাম। এই পুস্তক উল্লিখিত ইন্সটিটিউটের সম্পত্তি হইল। মুদ্রণ ও প্রকাশকের ব্যয় নির্বাহ করিয়া যাহা কিছু উদ্ভূত হইবে তাহা ইন্সটিটিউটের কর্তৃপক্ষগণ যেরূপ বিবেচনা করিবেন সেইরূপ ব্যয় করিবেন।

যে সকল প্রতিষ্ঠানের কথা এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউট, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ এবং নারিকেলডাঙ্গা ইন্সটিটিউটকে পিতৃদেব বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এই প্রতিষ্ঠান কয়টির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে নিজের অভিপ্রান্ন ব্যক্ত করিবার জন্ত যে গান রচনা করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই ভূমিকা শেষ করিলাম।

নারিকেলডাঙ্গা
১৪ই মাঘ ১৩৩৩।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ

ভুলনা আনন্দময়ে আজি এ আনন্দ দিনে,
সুখে সুখে দুঃখে দুঃখে কে দিবে আর তিনি বিনে।
সুখ দুঃখে, দুঃখ সুখে, বিজড়িত মর্ত্য লোকে
সুখ দুঃখ অমিশ্রিত, নাহি হেথা কোন খানে।
সুখ দুঃখ সম হেরি, দীর্ঘা দৃষ্য পরিহরি,
লোক হিতে হও রত, যথা শক্তি যথা জ্ঞানে।

কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট

সফল জন্ম মম হবে কিসে, জানিবারে,
ডেকেছি হে সুধীগণ বড় ব্যাকুল অন্তরে ।
আজি মম জন্ম দিনে, কত আশা আসে মনে,
পূরে সে সব কেমনে, শিখায় দেহ আমারে ।
চাহিনা কোন উৎসব, নিত্য কন্ঠে যে গোরব,
তাই যেন হয় লাভ, সাধি কার্য ধীরে ধীরে ।
ঝঞ্ঝাবাতে বত্মাশ্রোতে, কবির কল্পনা মাতে,
ভাবে মন ভরে কিন্তু, অভাব কারো না পূরে ।
মৃত্ত মন্দ সমীরণে, ধীর ধারা বরষণে,
বাঁচে জীব লভে অন্ন, সবে ব্যগ্র তারি তরে ।
হে মম বান্ধবগণ, শুদ্ধ কর দেহ মন,
তাজ প্রেম ভজ শ্রেয়, নিত্য সুখ লভিবারে ॥

নারিকেলডাঙ্গা ইনস্টিটিউট

এস এস বন্ধুগণ এস এ শুভ মিলনে ।
বর্ষ গেল বর্ষ এল এ ছয়ের সন্ধি স্থানে ।
এক যায় আর আসে, কেহ কাঁদে কেহ হাসে,
দুঃখ সুখময় এই, পুনঃ পুনরাবর্তনে ॥
যে গেছে ফিরে পাবে না, যে আছে তারে ছেড়না
বৃথা গতানুশোচনা, মন রাখ বর্তমানে ।
উৎসবে কি প্রয়োজন, নিত্যকন্ঠে দেহ মন,
পাইবে পরমানন্দ, সাধি কার্য সযতনে ।
কন্ঠে তব অধিকার, ফল চাহিও না তার,
যদি কিছু থাকে ফল, অর্পিবে বিভু চরণে ॥

CONTENTS.

জননী সোনাঙ্গি দেবী	১
(শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,—ভারতবর্ষ)			
জননী সোনাঙ্গি দেবী	১৭
(বামাবোধিনী পত্রিকা)			
জীবন-স্মৃতি	২১
(শ্রীগৌরহরি সেন,—মানসী)			
স্মৃতিকথা	৮৯
(শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সাপ্তাহিক মন্ডবালী)			
স্মৃতিকথা	৯৭
(শ্রীমন্মথনাথ বোষ—প্রবাহিনী)			

Events of His Life :—

Copy of notes left by Sir Gooroodass Banerjee about the events of his own life	...	110
Member of Committee to report on amalgamating the Town of Calcutta with portions of the Suburbs under one system of Municipal Government	...	119
Member Bengal Legislative Council	...	121
Judge Calcutta High Court	...	123
Vice Chancellor Calcutta University	...	140
President Central Text Book Committee	...	148
Member Indian Universities Commission 1902	...	161
Retirement from High Court	...	171
Knighthood	...	186

Connection with different Institutions :—

Calcutta University	...	200
---------------------	-----	-----

Indian Association for the Cultivation of Science	204
Calcutta University Institute	206
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ	211
National Council of Education	}	...	220
জাতীয় শিক্ষায় সার গুরুদাস		...	
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, পি, আর, এন্স		...	
লিখিত		...	
Hindu University Society and	}	...	228
Beneras Hindu University		...	
Narkeldanga George High School	232
City College	234
সার গুরুদাস ও ইডেন হিন্দু হোষ্টেল কবি সম্মিলনী	236
শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী এম, এ লিখিত	
Narkeldanga Sir Gooroodas Institute	241
Politics and Political Associations	245
Books Written			
Hindu Law of Marriage and Stridhana	247
The Elements of Arithmetic	247
A Few Thoughts on Education	248
Elementary Geometry according to Modern Method	255
The Education Problem in India	256
জ্ঞান ও কর্ম	257
শিক্ষা	263
সরল গণিত ১ম ভাগ পাটীগণিত	}	...	
ঐ ২য় ভাগ বীজগণিত		...	265
ঐ ৩য় ভাগ জ্যামিতি		...	
A note on the Devanagari Alphabet for Bengali Students	269

জীবনের শেষ কয়েক দিবসের কথা ...	270
পূজনীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখিত	
জীবনের শেষ কয়েক দিবসের কথা ...	285
কর্ণেল সুরেশ প্রসাদ সর্বস্বিকারী	
Tributes to his Memory	
High Court ...	288
University of Calcutta ...	293
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ...	308
The Bengalee ...	325
The Amrita Bazar Patrika ...	329
The Hindu Patriot ...	332
The Capital ...	335
The Englishman ...	336
The Statesman ...	337
Allahabad Law Journal ...	337
The Central Hindu College Magazine ...	341
বসুমতী ...	342
নায়ক ...	346
বঙ্গবাসী ...	351
ভারতবর্ষ ...	353
সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত অধ্যাপক	
খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রবন্ধ (লেখক কর্তৃক	
পরিবদ্ধিত) ...	356



ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	২	বিমল	বিমল
৩২	১৭	মত্র	মিত্র
৭৫	১৫	বলিনেন	বলিতেন
৯৩	২৩	হউক	হউন
১০১	১	হৃদয়গ্রাহী	হৃদয়গ্রাহী
১০৩	১৭	উপাত্তাসাদি	উপত্নাসাদি
১০৪	১৫	ব্যক্তিগণেরই	ব্যক্তিগণেরই ?
115	10	question	questions
117	19	honourary	honorary
126	20	notice	notice
132	14	—	এডুকেশন গেজেট

Insert below

ও সাপ্তাহিক বাতী-
বহু ২৫শে কার্তিক
১২৯৫

৯ই নভেম্বর ১৮৮৮

157	27	potronage	patronage
158	28	genearally	generally
160	13	described	desirable
201 to 203	Heading	Events of his life	Calcutta University
204 to 205	do	do	Science Association

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
206 to 210	do	do	Calcutta University Institute.
228	৮	স্বপ্ত	সপ্ত
265	১৯	সৌষ্টব	সৌষ্টব
266	১৩	দ্বরা	দ্বারা
272	৫	স্থানান্তরে	স্থানান্তরে
274	১৪	ছিগ্ত্তে	ছিগ্ত্তে
310	১৪	মারিষা	মারিয়া
313	৬	একনিষ্ট	একনিষ্ট
320	২৩	ধৃষ্টতা	ধৃষ্টতা
332	21	In the supercilious	In supercilious
338	22	reitrare	reiterate
346	১০	মহর্ষিকল্প	মহর্ষিকল্প
349	১৬	জজায়তা	জজীয়তী
„	২০	বাড়াবাড়া	বাড়াবাড়ী
351	২	ষে	ষে
355	১৮	সাংঘাতিক	সাংঘাতিক
358	25	alotted	allotted



জননী সোণামণি দেবী ।

—:—

—বহুদিনপূর্বে প্রসঙ্গক্রমে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শ্রর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃদেবীসম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ আমার হস্তগত হয়। তখন হইতেই এই স্বর্গীয়া পুণ্যশীলা মহিলা'র বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমার হৃদয়ে স্থান লাভ করে; কিন্তু নানাকারণে সে সময়ে তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারি নাই। এক্ষণে সেই পুণ্যকাহিনীর আলোচনায় আমার লেখনী সার্থক ও হৃদয় পবিত্র করিতে অগ্রসর হইতেছি।

শ্রর গুরুদাসের পিতামহ কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চল হইতে নারিকেল-ডাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন। শ্রর গুরুদাসের পিতৃদেব ৬রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খুব রাশভারি লোক ছিলেন, বাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। ৬দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'কার-ঠাকুর কোম্পানী'র আফিসে রামচন্দ্র পঞ্চাশ টাকা বেতনে কর্ম করিতেন। সেখানে তাঁহার বথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার সম্ভাবননা পূজাআফিসে একটু বেলা হইত, স্কতরাং আফিসে উপস্থিত হইতে একটু বিলম্ব হইত। অতঃপর কর্মচারীদের বিলম্ব হইলে তিরস্কৃত হইতে হইত, তাঁহাকে কেহ কিছু বলিত না। এই বিষয় লইয়া অত্যন্ত ক্রোধ বখন কর্তৃপক্ষকে বিব্রত করিতে আরম্ভ করিল তখন কর্তৃপক্ষ নিতান্ত অনিচ্ছা সবেও প্রতিকার-পরায়ণ হইলেন; কিন্তু এই নিষ্ঠাবান ও কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারীটিকে তাঁহারা কোন কথা না বলিয়া হাজিরা বহি'খানির (Attendance Register) ভার তাঁহার উপর দিলেন।

সকলের যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার উপর দৃষ্টি রাখিতে গিয়া তিনি আপনা হইতেই ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিলেন। অল্প বয়সে তাঁহার লোকান্তরগমন জ্ঞাত শ্রম গুরুদাসের পিতৃগৃহে দৈনন্দিন্যের সংঘটন হয়। স্বর্গীর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের আফিস হইতে পেন্সন হিসাবে মাস মাস কিছু টাকা মঞ্জুর করিবেন, এমন সময় নানাবিপৎপাতে আফিস উঠিয়া গেল। সে সাহায্য দানের আর সুবিধা ঘটে নাই। এই অকাল-মৃত্যুনিবন্ধন গুরুদাসের পিতৃপরিবার তাঁহার বাল্যাবস্থায় দারিদ্র্যক্লেশ ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

শ্রম গুরুদাসের মাতৃদেবী অধ্যাপক-বংশসম্মত। শোভাবাজার নব-কৃষ্ণের স্ট্রীটে রামকানাই গঙ্গোপাধ্যায় ছাত্রবাচস্পতি বাস করিতেন। তিনি প্রতিষ্ঠাবান অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহারই চতুর্থকন্যা সোণামণি দেবীর সহিত রামচন্দ্রের পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এই অধ্যাপক-কন্যা সোণামণি দেবীই শ্রম গুরুদাসের জননী। কলিকাতায় বাস হইলেও বাচস্পতি মহাশয়ের কলিকাতার বাসায় বারমাসে তের পার্শ্ব পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিত। এখনকার মত শিথিল ভাব তখনও দেখা দেয় নাই; সুতরাং বাচস্পতি মহাশয়ের প্রতিষ্ঠা ও সম্মান প্রচুর ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা রামমণি স্বামীর অন্তিমুখ্য হইয়াছিলেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কন্যা হইয়া এবং এই হিন্দু-গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ দেখিয়া গুরুদাসের মাতৃদেবী নিজচরিত্র গঠন করিয়াছিলেন; তাই তিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত-ধারণী হইয়া জীবনবাচন করিয়া গিয়াছেন। বাচস্পতি ও তদীয় পরিবারে লালিত পালিত কন্যা সোণামণি অশ্রু-পরিগ্রাহী ছিলেন; এইজন্য লোভ-সংবরণ-শিক্ষা প্রথমাবধিই লাভ করিয়া ছিলেন। লোভ-শূন্যতাই গুরুদাস-জননীর সকল শিক্ষার মেরুদণ্ডরূপ জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত বর্তমান ছিল।

• আমরা জ্ঞান-শিক্ষার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু এখনকার শিক্ষাস্থলে সেকালের হিন্দু-মহিলা-সমাজের ধাতুটুকু যে লোপ পাইতে বসিয়াছে তাহার কিনারা কে করিবে ? তখনকার শাখা-সাড়ীতে তুষ্ট বঙ্গীয় রমণীকুল ত্যাগের আদর্শ ছিলেন । তখন, এখনকার মত, স্বল্পে কাতরা পরিশ্রম-বিমুখ মহিলাদের প্রতিষ্ঠা ছিল না । সর্বকক্ষে নিপুণা গৃহিণী ঘরে ঘরে পাওয়া যাইত । এখন সেকালের মত সামাজিক ভোজের অনুষ্ঠানই কচিং দৃষ্ট হয় ! এখনকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোজের অনুষ্ঠানে রন্ধনকার্য্য নির্বাহের জন্ত অর্থ ব্যয় করিয়া “বামুন ঠাকুর” সংগ্রহ করিতে হয় ; কিন্তু সে কালের গৃহিণীরাই হাজার হাজার লোকের আহাৰ্য্য প্রস্তুত করিয়া যথাসময়ে অসংখ্যালোককে আহার করাইয়া কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন । আত্মীয়, স্বজন ও ভদ্রমণ্ডলীর আহারীয় দ্রব্যের আয়োজন ও প্রস্তুত করণে যে নিষ্ঠার প্রয়োজন, বলিতে আক্ষেপ হয় যে, এখনকার গৃহে ও সমাজে সে নিষ্ঠার অভাব দাঁড়াইয়াছে । এখন কর্তার আহারই অনেকস্থলে অত্রের হস্তে গুপ্ত । শ্রুর গুরুদাসের জননী সেই প্রাচীনকালের নিষ্ঠাপূর্ণ পদ্ধতির চির-পক্ষপাতী ছিলেন । পুত্রকে এবং পরিবারের অপর সকলকেও সেই-ভাবে গঠন করিয়া গিয়াছেন ।

শৈশবকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই শ্রুর গুরুদাসের পিতৃবিয়োগ হয় । তখন তাঁহার বয়স দুই বৎসর দশমাস । স্মরণ্য পুত্রের লালনপালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদান-বিষয়ে শ্রুর গুরুদাসের জননী একাকিনীই পিতৃ-মাতৃকর্তব্য-ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । আর সে সময়ে—সেই সচ্ছলতার দিনেও ঐ ক্ষুদ্র সংসারের অভাব-অনটন বোধে ছিল । নিঃস্বল ক্ষুদ্র হিন্দু সংসারে দুঃখ-দারিদ্র্যের কক্ষদৃষ্টি বৈরাগ্য স্বাভাবিক, শ্রুর গুরুদাসের মাতৃগৃহে তাহার অভাব ছিল না ।

এইরূপ অবস্থা-বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত হইয়াও, এই এক পুত্র লইয়া অল্পবয়সে বৈধব্য ও তজ্জাত শত ক্লেশ ও অসুবিধা মস্তকে ধারণ করিয়া, তিনি পুত্রটির প্রতিপালনে মনোনিবেশ করিলেন। কিরূপ ভাবে ছেলেটিকে মানুষ করিয়া তুলিবেন, এই একমাত্র চিন্তা তখন তাঁহার হৃদয়-মন পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। সেই সময়ের কএকটি ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করি, তাহা হইলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, এই বাঙ্গালী মায়ের হৃদয়ের স্নেহ-পারাবার কিরূপ দৃঢ় বেষ্টনীদ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

শ্রুর গুরুদাসের পিতৃবিয়োগের পর, বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই যে আঁবের সময়, অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস, আসিল—তখন তিনি সমগ্র জ্যৈষ্ঠ মাস ব্যাপিয়া দুই বেলা দুটা, কোন দিন বেশীও, আঁব খাইতে পাইরাছেন। ১লা আষাঢ় তারিখে আহ্বারের সময় আঁব চাহিবামাত্র তাঁহার মাতৃদেবী বলিলেন, “আজ আর আঁব খায় না, আঁব জ্যৈষ্ঠ মাসেই খায়, আষাঢ় মাসে আঁব খায় না, তুমিও থেয়ো না।” গুরুদাস আঁবের জন্য আব্দার ধরিলেন। আঁব না হইলে, ভাত খাইবেন না। শেষ কাঁদাকাটি মারধোর্ ব্যাপার—জননী কিছুতেই আঁব দিবেন না। গুরুদাসের সম্পর্কে এক ভাগিনের সেইখানে বসিয়াই আঁব খাইতেছে, তিনি তাহা দেখিয়া নিজের আঁব পাইবার অধিকার প্রতিপন্ন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন; গুরুদাসের পিতামহী ন্নিতান্ত কাতরা হইয়া বালকের আব্দার পূরণের জন্য বধুমাতাকে বলিলেন “দাও না, ঘরে আছে দাও,—বখন না থাকিবে তখন না দিও।” বধুমাতা খাণ্ডী ঠাকুরানীকে অতি মিষ্টভাবে সম্মানে বলিলেন, “এই বায়নার উপর আঁবটি দিলেই দিন দিন ভয়ানক আব্দারে হয়ে উঠবে তখন কোথায় পাব? আজ দিব না, কাল দিব, না হয় বিকালে

দিব, কিন্তু এখন দিব না।” তাঁহাকে তখন বিনা আঁবেই ভাত খাইতে হইল। তৎপরে অপরাহ্নে আঁব পাইয়া আনন্দ আর ধরে না। (১)

শ্রুর গুরুদাসের জননী অনেক সময় পুত্রের সঙ্গে খেলা করিতেন। বাল্যকালে বাটীর বাহিরে বাইবার হুকুম ছিল না। একাধিক প্রতিবেশী বালক বাড়ীতে আসিয়া গুরুদাসের সঙ্গে খেলা করিলে তিনি আপত্তি করিতেন না, কারণ, নিজের, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্যন্ত বালকের, প্রতি স্বয়ং দৃষ্টি রাখিতেন। কোন প্রকারে নিজের অভিপ্রেত পথের বাহিরে বাইতে দিতেন না। কোন প্রকার অপ্রিয় সংবটন, কলহ ইত্যাদির স্বেচ্ছা বর্জিত না। মায়ের বিনামূল্যে বাটীর বাহিরে বাইবার অধিকার ছিল না এবং মায়ের অজ্ঞাতসারে গুরুদাস সে অধিকার প্রায় কখনও গ্রহণ করিতেন না। এ বিষয়ে মাতাপুত্র উভয়েরই গুণপনার উত্তম পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মাতা কেমন সুন্দর উপায়ে পুত্রটিকে বাল্যকালে, যৌবনে ও পরিণত বয়সে আপন বশে রাখিয়াছিলেন, আবার পুত্রও, এই বর্তমান ব্যক্তিত্বভিমানের

(১) জননী সোণামণি দেবীর পুত্রকে সুশিক্ষা দিবার জন্ত হৃদয়ের দৃঢ়তা সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা উল্লেখ যোগ্য। পুত্র পাঠশালায় প্রথম পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিয়া ছুইদিন চেষ্টা করিয়াও “ক” অক্ষর ঠিক ভাবে লিখিতে সমর্থ হন নাই। তৃতীয় দিন জননী পণ করিলেন যে যত বেলাই হউক ঠিক করিয়া “ক” লিখিতে না পারিলে পুত্রকে কিছুই বাইতে দিবেন না। অনেক বেলায় অনেক চেষ্টার পর ঠিক করিয়া “ক” লিখিয়া মাতাকে দেখাইলেন এবং খাইতে পাইলেন। বিষয় জননীর একমাত্র শিশু পুত্রের শিক্ষার জন্ত হৃদয়ের দৃঢ়তার কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দিনে, কেমন সহজে মাতৃ-আজ্ঞার অনুবর্তী হইয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন।—এইটি বর্তমান সমাজের পক্ষে উচ্চ আদর্শ বলিয়া মনে হয়।

অনেক স্থলে পিতামহী, মাতামহী বিধবা পিতৃস্বর্গগণের স্নেহ-প্রাবল্যে মাতৃশক্তি কার্য্যকারী হয় না। এ ক্ষেত্রে গুরুদাসের পিতামহী তাঁহার বধুমাতার পুত্রপালন-পদ্ধতি অবলোকন করিয়া একরূপ বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি কখনও “খোদার উপর খোদকারি” করিতে যাইতেন না। অবশ্য এটা হয়ত স্ত্রীর গুরুদাসের শুভপ্রহের ফল বলিতে হইবে, কারণ অনেক স্থলেই প্রবীণ গুরুজনের অসাবধানতায় মাতৃশক্তি উত্তমরূপে কার্য্য করিতে পার না; এ বিষয়ে গুরুদাসের পিতামহী দেবী ভিন্নধাতুর লোক ছিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুরুদাসের অতি কোমল ও নম্র স্বভাবের পরিচয় পাইয়া নারিকেলডাঙ্গা পল্লীসমাজ তাঁহার মাতৃদেবীকেই প্রাণস্বাবাদ করিতে লাগিল। তাঁহার পুত্রপালন পদ্ধতি প্রতিবেশিনী মহিলা-মহালে বিশেষ একটা প্রতিষ্ঠালাভ করিল। পাড়ায় কেহ পুত্রকন্যা লইয়া বিব্রত ও বিপন্ন হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই দ্বারস্থ হইত। তিনিও সর্ব্বদাই অতি সহজে তাঁহার কোমল-কঠোর-নীতি প্রয়োগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ছরস্ত বালক-বালিকাকে শান্ত করিয়া দিতেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে ঐরূপ অশিষ্ট বালক-বালিকাকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া কিছু আহার দিতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া তাহার আবদার বা রাগের কারণ জানিয়া লইতেন; পরে, স্থল-বিশেষে তাহার আত্মীয়স্বজনকে ছ'একটা মিষ্টভংসনা করিয়া, শেষে তাকে অতি অল্পসময়ের মধ্যে তাহার দৌরাখ্যা ও বেরাদবি বুঝাইয়া দিতেন,—তখন সে স্বীয় নিজের দোষ স্বীকার করিয়া শান্তভাব ধারণ করিত।

প্রতিবেশিগণের মধ্যে এই দেবী-স্বভাবা রমণী নানা কারণে প্রচুর সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সে গুলির পূজ্যত্বপূজ্য আলোচনা বহুজ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ হইলেও, সহসা সে গুলির সংগ্রহ সম্ভবপর নহে। তবে এ কথা ঠিক যে, শ্রুর গুরুদাসের অকপট, নির্মল ও সৌজন্ত্যপূর্ণ মিষ্টব্যবহার দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার মাতৃদেবীকে নিকটবর্তী জনমণ্ডলীমধ্যে পূজার পাত্রী করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার সাধু ব্যবহারের অন্তরালে লোকে তাঁহার সাধবী ও পুতকন্যামুরাগিনী জননীর নিষ্ঠা ও ধর্ম্যভাবের আভাস অনুভব করিয়া থাকে।

হিন্দুরমণী শ্বশুরকুলের নাম রক্ষার জন্ত যেমন লালায়িত; শ্বশুরের ভিত্তির প্রদীপ দেওয়াও তেমনই গোরবের বিষয় বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। গুরুদাস জ্ঞান ও গুণের অধিকারী হইয়া যখন বহরমপুরে ওকালতি করিতে যান, তখন তাঁহার মাতা অনিচ্ছাপূর্বক সকলকে লইয়া পুত্রের সঙ্গে বিদেশবাসিনী হইলেন, কিন্তু সর্বদাই নারিকেল ডাঙ্গার ডাঙ্গাটি তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া থাকিত। সর্বদাই বলিতেন, “সামান্য কিছু করিয়া লও, পরে চল বাড়ী যাই; বাড়ীতে থেকে ক্লেশ পাই সেও ভাল! এখানে কেন থাকিবে?” নিয়ত মায়ের এই ইচ্ছা শুনিতে শুনিতে শ্রুর গুরুদাস কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আসিলেন। মাতৃ-আদেশে পুনরায় নারিকেলডাঙ্গার বাটীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।

হাইকোর্টের জজ হইবার পর বন্ধুবান্ধবদের অনেকে চৌরঙ্গী অঞ্চলে বাড়ী করিয়া, বা ভাড়া লইয়া, বাস করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। সে পরামর্শ মাতাপুত্র উভয়ের—কাহারই মনঃপূত হয় নাই। হৃদিনের সংগ্রামক্ষেত্র নারিকেলডাঙ্গার বাসভবন গুরুদাসের জননীর বড়ই প্রিয়-স্থান ছিল। তিনি এই স্থানটিকে জীবন-সংগ্রামের তীর্থ-স্থান বলিয়া মনে করিতেন।

শ্রুত গুরুদাসের বালাবস্থায় রন্ধনের জন্ত একখানি গোলপাতার
 ঘর ছিল। ঐ পাকশালার অতি নিকটে এক পার্শ্বে একটি কাগুজি
 লেবুর গাছ ছিল,—গাছটিতে এত লেবু হইত যে, পাড়ার লোক,
 দাসদাসী, মুটেমজুর, যাহার যখন প্রয়োজন হইত, চাহিবামাত্র লেবু
 পাইত। গাছটিতে এত ফল ধরিত যে, লেবু পুষ্ট হইবার সময়
 গাছটিকে আসন্ন প্রসবা গর্ভিণীর ত্রায় অবসন্ন ও ফলভার-বিগ্ন বলিয়া
 বোধ হইত। সেই সময় প্রতিবেশিগণের বাৎসরিক প্রাপ্য বিতরিত
 হইত,—সে বিতরণে পাড়ার এক প্রাণীও বাদ পড়িত না। এইরূপ
 সময়ে একদা এক মুটিয়া, কাঠের মোট নামাইয়া পারিশ্রমিক লইবার
 সময় লেবুগাছের দিকে দৃষ্টি পড়ায়, মা ঠাকুরাণীর নিকট অতি ব্যাকুল-
 ভাবে একটি লেবু চাহিয়াছে! তাঁহার কোন সময়েই সহজে ধৈর্য-
 চ্যুতি হইত না। সর্বদাই প্রসন্নচিত্তে সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ-
 জুলি সম্পন্ন করিতেন, কেবল কখন কখন গুরুদাসের বালাবাবহারে
 বিরক্তির কারণ ঘটিলেই তিনি কাতর ও বিরক্ত হইয়া পড়িতেন। মা
 ঠাকুরাণী তখন ঐরূপ একটি ঘটনায় চিত্তাঞ্চল্য ভোগ করিতেছিলেন-
 ঠিক সেই সময়ে মুটিয়া লেবু চাহিয়াছে; তাই রুক্ষভাবে বিরক্তির
 স্বরে তাহাকে বলিয়া ফেলিলেন “কেন?—যে আসবে, যার দরকার,
 সেই লেবু চাহিবে কেন? না,—লেবু পাবে না।” লোকটা নিতান্ত
 অপ্রস্তুত হইয়া নীরবে প্রাপ্য পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। অল্পকাল
 পরেই ঠাকুরাণীর বিরক্তির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেই মুটিয়ার অনুসন্ধান
 আরম্ভ হইল,—তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া গেল না!—গুরুদাসের
 মাতৃদেবীর মানসিক শ্রানি ও অশান্তির মাত্রাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।
 ক্রমশঃ সে দিন গেল, পর দিন গেল, কিন্তু উঠিতে বসিতে “লোকটাকে
 লেবু দেওয়া হইল না” এই কথাটি বাক্য সর্বদাই তাঁহার মুখে

প্রকাশ পাইছে নাগিল!—সে কি অশাস্তি! এইরূপে কএকদিন কাটিয়া গেলে, একদিন পুত্রকে বলিলেন—“খালধারে যেখান হইতে আমাদের কাঠ আসে, স্থল থেকে আসিবার সময় সেইখানে লোকটির সন্ধান লইও, পাইলে তাহাকে ডাকিয়া আনিবে, তাহাকে লেবু না দিয়া আমি স্থির হইতে পারিতেছি না।” মাতৃদেবীর এইরূপ আশ্বাস, স্থান, স্থায়নিষ্ঠা ও কর্তব্যজ্ঞানের সুবিমল প্রভাব যে গুরুদাসের বাল্যজীবন গঠনের পরিপোষক—ঐ মায়ের সুবুদ্ধিপ্রসূত বিবিধ উপকরণ যে জীবনগঠনের উপাদানরূপে নিরোজিত হইয়াছিল—সে জীবনের পরবর্তী অভিনয় যে সমগ্র জনসমাজকে মুগ্ধ করিবে, সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? শ্রব গুরুদাসকে ঠেকিয়া শিথিতে হয় নাই। মাতৃ-স্নেহের বেষ্টিত মধ্যে থাকিয়া মাতৃজীবনের ক্রিয়াকলাপ, আচার-ব্যবহার, সৌজ্ঞ্য ও সীলতাই তাঁহার বেদ-বাইবেল-কোরাণে পরিণত হইয়াছিল, —তিনি মাতাকে দেখিতে দেখিতে নিজে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। (২)

৭(২) পিতৃদেব রচিত “জ্ঞান ও কন্দ” পুস্তকের নিয়ে উদ্ধৃত কয়েক ছত্র পাঠ করিলে বাল্য জীবনের এই ঘটনার প্রভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

“পুত্র কন্তার নীতি-শিক্ষার নিমিত্ত পিতামাতার প্রথম কর্তব্য এই যে তাঁহারা এমন ভাবে জীবন যাপন করিবেন যে তাঁহাদের দৃষ্টান্তই নীতি শিক্ষাদিবে। তাহা না হইলে তাঁহাদের বা অপার শিক্ষকের মুখের উপদেশ বিশেষ কার্যকর হয় না। অনেক স্থলে নানা কারণে পরিণামে পুত্রকর্তা পিতামাতা অপেক্ষা ভাল হয় বা মন্দ হয়। কিন্তু প্রায়ই প্রথমে তাঁহারা পিতা মাতার রীতিনীতি অনুসারে চলিতে শিখে, আর সেই রীতিনীতি উচ্চাদর্শের হইলে তাঁহাদের সুনীতি শিক্ষা

শ্রুর গুরুদাসের শৈশব, বাল্য, ও প্রথম-যৌবনকাল এইরূপে মায়ের উপদেশ ও পরামর্শের অধীন হইয়া অতি পবিত্রভাবে অতিক্রান্ত হইয়াছিল, গৃহের বাহিরে কখনও জনস্পর্শের প্রয়োজন হয় নাই। বাল্যকাল হইতে এই প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত সমগ্রজীবনে—বোধ হয় পঞ্চদশায়—মোটের উপর ছই তিন দিন বিছালয়ে মিষ্টান্নভক্ষণ ও পিপাসার জল পান করিয়াছিলেন।—তাহাও জননী জানিতে পারিয়া আপত্তি করিয়া নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন। সেই প্রবীণ গৃহিণীর সংসারধর্ম পালনের ফলে, আজ পর্য্যন্ত শ্রুর গুরুদাসের পুত্রপৌত্রগণ এই নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। পারিবারিক জীবনে এরূপ বিচিত্র নিষ্ঠা এদেশে আরও অনেক আছে কিনা বলিতে পারি না। আজ-কালকার দিনে পারিবারিক ‘দাঁড়া-দস্তুরের’ এরূপ দৃঢ়তা যে নিতান্ত বিরল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরে গুরুদাসের মাতৃপ্রতিষ্ঠিত

সুগম হয়। একটি সামান্য উদাহরণ দিব। কোন সময় এক গৃহস্থের বাটীতে একজন কাঠের মুটে তাহার মোট ফেলিয়া উঠানে একটি ফলভারে অবনত লেবুগাছ দেখিয়া বাটার কর্ত্তাকে বলিল “মা ঠাকরুণ গাছটিতে খুব লেবু হয়েছে আমি একটি নেব?” কর্ত্তা পরম ধর্ম-পরায়ণা ও অতি কোমল হৃদয়া ছিলেন, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সে সময় একটু বিরক্ত ভাবে থাকাতে কিঞ্চিৎ কর্কশস্বরে উত্তর দিলেন “হারে বাপু ভিথিরি আসে সেও লেবু চায়, মুটে আসে সেও লেবু চায়”। তাহাতে সেই মুটে আর কিছু না বলিয়া তাহার মোটের পয়সা লইয়া দুঃখিত ভাবে চলিয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে তাহার সেই বিরক্তিবাব গেলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলেন কেন আমার এমন দুঃখতি হইল, মুটেকে কেন মিছে ভৎসনা করিলাম। একটি

এই নিয়মরক্ষা করিয়া তিন পুরুষ চলিতেছেন, ইহা স্মরণ করিয়া তিনি আনন্দিত হইতে পারেন। এ বিমল আনন্দে শ্রবণ গুরুদাস প্রবেশিকা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পরীক্ষাতেই উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। প্রবেশিকার সময়ে জরে খুব কষ্ট পাইতেছিলেন। বেচুচাটুঘ্যের ষ্ট্রীটের ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ ঘোষ বহুবলে পরীক্ষার পূর্বে জরমুক্ত করেন। ইংরেজি পরীক্ষার দিনেও গুরুদাস পথ্য পান নাই। এইরূপ অবস্থায় পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করা কিছু অসম্ভব ব্যাপার সন্দেহ নাই! কিন্তু যাহার দীর্ঘজীবনে বাগমাসের নিত্য-আহার প্রায় একাদশীর কাছাকাছি, তাহার পক্ষে জরের পর উপবাসে ইংরেজি সাহিত্যের পরীক্ষা দিতে বাওয়া ও পরীক্ষায় প্রথম হওয়া বেশী বিচিত্র ব্যাপার নাও হইতে পারে। ঐ পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট ফললাভের জন্ত গুরুদাস ও তদীয় মাতৃদেবী ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ ঘোষের নিকট চিরদিনই কৃতজ্ঞ ছিলেন। ইহার পরে একবার ৩১শতাব্দী পূজার সময়ে মাতার

নেবু নিলে কি ক্ষতি হইত?" আর তার পর দুই তিন দিন এই কথা বলিতে থাকেন এবং তাহার বালক পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন "ইস্কুলে যাইবার পথে সেই মুটেকে দেখিতে পাওয়া যায় না? যদি দেখিতে পাও তাহাকে নেবু লইয়া যাইতে বলিও।" একজন সামান্য লোককে একটি কর্কশ কথা বলাতে মাতার এইরূপ আন্তরিক কাতরতা হইয়াছে দেখিয়া সেই বালকের মনে অবশ্যই ধ্রুব ধারণা জন্মিয়াছিল যে কাহাকেও কটু কথা বলা উচিত নহে। সেরূপ ধারণা কখনই যাইবার নহে, এবং কেবল উপদেশ দ্বারা নীতি শিক্ষায় তাহা জন্মিবারও নহে!"

আদেশমত ডাক্তার ঘোষের বাটিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া সন্ধান অতিক্রান্ত হইয়া যায়;—পুত্রের অত্যধিক বিলম্ব দেখিয়া জননী অস্থির হইয়া পড়িলেন। প্রত্যেক পদক্ষেপে গুরুদাসের বাটি প্রত্যাভর্তন-কল্পনা করিয়া, পরে নিরাশ হইয়া উৎকণ্ঠার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া, অসংপোষিত ক্রোধ অনুভব করিতেছেন!—রাত্রি আটটার পর গুরুদাস গৃহে আসিবার মাত্র মাতা পুত্রকে বিলম্বের জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। গুরুদাস ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিলেন, “ডাক্তার বাবু আমাকে পূজার আরাতি হওয়া পর্য্যন্ত আটক করিয়া রাখিলেন,—আমি কি করিব?” মাতা বলিলেন, “তুমি তাঁকে কেন বলিলে না যে মা বিরক্ত হইবেন।” পুত্র বলিলেন, “আমি কি অন্তের নিকট ‘মা বিরক্ত হইবেন’—এ কথা বলিতে পারি?” পুত্রের এই সুবিবেচনা-সঙ্গত-বাক্যে মায়ের বিরক্তির বিরতি হইল;—আর কিছুই বলিলেন না। গুরুদাসের বালাজীবনে একুশ ঘটনা অধিক ঘটে নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, লোভ-শূন্যতা এই পরিবারের প্রধান অলঙ্কার-লোভ না থাকিলে মানুষ স্ফূহার বশবর্তী হইয়া জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারে না; কিন্তু স্ত্রীর গুরুদাসের জননী সর্বদাই পুত্রকে স্ফূহার অধীন হইয়া বিছা-অর্জনে অত্যধিক বাধা দিয়া বলিতেন, ‘বেশী খাটাখুটি, বেশী বাড়াবাড়ী, কিছুই ভাল নহে। নিজের শক্তি সামর্থ্যের অনুরূপ শ্রমসহকারে পড়াশুনা কর,—ফললাভ তোমার হাতে নাই;—বেশী খাটিলেই যে উত্তম ফল ফলিবে, তা’ মনেও ক’রো না, ফলদাতা বিধাতা উপযুক্ত সময়ে যোগ্যপাত্রের উপযুক্ত ফল বিধান করিয়া থাকেন। এই বলিয়া মাতা সর্বদাই পুত্রের অধিক পরিশ্রমে বাধা দিতেন। স্ত্রীর গুরুদাসও হৃষ্টচিত্তে মাতৃআজ্ঞা পালন করিয়া বিধাতার কৃপার উপর নির্ভর করিতে শিখিতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও প্রথম যৌবনের

উৎসাহ, উত্তম এবং কর্মপটুতা কোথায় যাইবে? আবার ইহার উপর তাঁহার পরীক্ষার ফল সর্বদাই তাঁহাকে বঙ্গদেশীয় ছাত্রমণ্ডলীর শীর্ষস্থানে স্থাপন করিতেছে!—সেরূপ স্থলে আত্মসংযম বড়ই কঠিন ব্যাপার। বি, এল পরীক্ষার সময় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবার জন্য ও মেডেলটি পাইবার জন্য বেশ একটু পরিশ্রম সহকারে পড়াশুনা করিতেছেন;—শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় (যিনি পরে পাইক-পাড়া রাজ স্টেটের ম্যানেজার হন) ঐ সময় তাঁহাদের বাটিতে ভাড়াটিয়া থাকিতেন এবং স্ত্রীর গুরুদাসকে দাদা বলিতেন, তিনিই একদিন বলিতেছিলেন, “সব কটা পরীক্ষায় দাদা সকলের উপর হইয়াছে, এইটা হইলেই হয়!—এতে আবার একখানা সোণার চাকতি দেয় কিনা!” গুরুদাসের জননী জানিতে পারিয়া ভুরায় নিকটে আসিয়া সমস্ত শুনিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—“এরূপ জয়লাভের বাসনা মনে পোষণ করা অত্যাশ! তুমি সব বিষয়ে ভাল হ’য়েছ—ভালই কিন্তু অত্যাশে পরাজয় করিবার বাসনা কখনও মনে স্থান দিও না। তা’তে ধর্মহানি হইবে!—ওটা প্রশস্ত পথ নহে। তুমি পাশ্ হইলেই আমি স্ত্রী হইব।” প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র শ্রীযুত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ও গুণবান ও কর্মপটু হইয়াও গুরুদাসকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই শুনিয়া, এবং এবার তাঁহারই সঙ্গে পাল্লা চলিবে, ত্রৈলোক্যবাবুর মুখে গুরুদাস জননী এই সংবাদ অবগত হইয়া, হর্ষবিমিশ্রিত কাতরস্বরে বলিলেন,—“আহা! এবার সেই যেন সোণার চাকতি পায়,—তুমি পাশ হইলেই আমি খুসি হইব।” কিন্তু কার্যতঃ স্ত্রীর গুরুদাস মাতৃঅজ্ঞা রক্ষা করিতে—মাতৃইচ্ছা পালন করিতে পারেন নাই!—নীলাম্বরকে পশ্চাতে রাখিয়া, সোণার চাকতিখানি দইয়া, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফিট্রাছিলেন। জানি না, এইরূপ মাতৃইচ্ছার অনুবর্তী হইতে না

পারায় গুরুদাসের কোন অপরাধ হইয়াছিল কি না ! তাঁহার মা কিন্তু সে দিন কল-কামনার বিরুদ্ধে গীতাসঙ্গত সত্বপদেশ দ্বারা, লাগলার বশবর্তী হইয়া আশার পথে ছুটাছুটি করা যে অত্যন্ত অত্যাচার আর তাহাতে যে চরিত্রের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়, ইহা তাঁহাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন । শ্রুর গুরুদাস দীর্ঘজীবনে মাতৃ-আদর্শে একরূপ নিরীহ প্রকৃতিতে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন যে, ছাত্রজীবনে অমিত গৌরব, পরবর্তী জীবনে বহু অর্থ ও প্রচুর মানসস্ত্রম অর্জন করিয়াও কোথাও—কখনও—কোনও কারণে আত্মপ্রাণের পরিচয় দেন নাই এবং পদমর্যাদার প্রতাপে কখন কোন কার্যোদ্ধারের প্রয়াস পান নাই । সুযোগ এবং সুবিধা হইলে পরে সে বিষয় আলোচনা করা যাইবে ।

শ্রুর গুরুদাসের গৃহস্থজীবন যখন বিধাতার রূপায় বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল,—ক্রমশঃ পুত্রকন্ঠা ও পরিজনবর্গে যখন গৃহ পূর্ণ হইতে লাগিল,—তখন সেই প্রাচীনা বৃদ্ধা জননী বস্তুবৃত্তীর ত্রায় বহু নাতি নাতিনী লইয়া সুখে কালযাপন করিতেন !—তখনও সকলকে আপনবিশেষ রাখিয়া আপনার শাসননীতি জারি করিয়া সকলকে সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । সময় সময় গৃহের শিশুরা জননীদেবীর নিকট দোরাঅনিবন্ধন প্রহার, পুরস্কার পাইলে, বৃদ্ধা বলিতেন—

“ছেলে মারে, কাপড় ছেঁড়ে,

নিজের ক্ষতি নিজে করে ।”

তিনি বালকবালিকাদিগকে প্রহার করার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন । তাঁহার বিশ্বাস ছিল—স্নেহ মমতা ও মিষ্ট কথায় বত কাজ হয়, কঠোর ব্যবহারে তাহা হয় না । তাই তিনি শিশুদিগের উপর কখন কঠোর ব্যবহার করিতেন না !—কাহাকেও সেরূপ করিতে দেখিলে ক্রোধ

হইতেন। শ্রুত গুরুদাসের মাতৃদেবী পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের শিশু-পালননীতি-বিবরণ কখন অবগত ছিলেন না ; কিন্তু স্বভাবগুণে আপনা আপনি সেগুলি তাঁহার উচ্চচরিত্রে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বধূমাতাদের কেহ কখন পুত্রকন্যাকে শাসন কালে “মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব” বলিলেই তিনি বলিতেন, “কখনও অমন অত্যাচার ও অসভ্য কথা বলিও না। তুমি ত ওর একখানি হাড়ও ভাঙ্গিবে না, তবে বল কেন ? ছেলের কাছে তোমার কথার মর্যাদা থাকিবে না ! এতেই মিথ্যা বলার অভ্যাস প্রবল হইয়া পড়িবে !—নানা রকমে অনিষ্ট হইবে ! বাহ্য করিবে না, তাহা বলিও না।”

শ্রুত গুরুদাসের জননী শ্বেবয়সে সর্বদাই অপরাহ্নে জ্যোতি পোত্র হারাণচন্দ্রের নিকট বসিয়া গীতার পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়া হারাণ বাবুর নিকট কোন কোন বিষয় বুঝিয়া লইতেন। হারাণ বাবুও আনন্দে ঠাকুরমায়ের ধর্মচিন্তা ও ধর্মচর্চার সহায়তা করিতেন। একদা প্রসঙ্গক্রমে হারাণ বাবু বলিয়াছিলেন, “ঠাকুরমা ! তোমার গীতা-শ্রবণের প্রয়োজন কি ? তুমি যেভাবে জীবন-যাপন করিলে, এই ত গীতা ! গীতায় যাহা আছে তোমাতেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই !—আমরা বাড়ীতেই জীবন্ত গীতা দেখিতে পাইতেছি !” ঠাকুরাণী পোত্রের এতাদৃশ সমাদর প্রদর্শনে নিতান্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া বলিয়াছিলেন “ছি, ছি, অমন কথা কি মুখে আনিতে আছে ? ওসব দেবতার কথা,—দেবতার লীলা—মাছুষে কখন সম্ভব হয় না। অমন কথা বলিতে নাই।”

শ্রুত গুরুদাসের মাতৃবিয়োগের পর আত্মশ্রদ্ধ নিকটতর হইয়া আসিয়াছে ;—এই সময়ে ‘নববিধান’ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত মহাশয় শ্রুত গুরুদাসের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিয়া

ছিলেন, “তিনি (জননী) যেকোন উদার-হৃদয়া ধর্মপারায়ণা রমণী ছিলেন, তাহাতে আমাদের বড়ই ইচ্ছা যে তাঁহার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে, হিন্দুর অনুষ্ঠেয় সকল ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আমরা একদিন আপনার গৃহে (স্ত্রীর গুরুদাসের গৃহে) কীর্তনাদি করিতে বাই।” উপবৃত্ত মাতার উপবৃত্ত পুত্র তৎক্ষণাৎ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়া বলিয়াছিলেন, “তিনি যেকোন জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এ প্রস্তাব তাঁহার সম্পূর্ণ উপবৃত্ত হইয়াছে।” তদনুসারে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর একদিন অনেকগুলি শ্রদ্ধাবান্ ব্রাহ্ম মিলিত হইয়া নারিকেলডাঙ্গার বাটিতে মিলিত হইয়া কীর্তনাদি করিয়াছিলেন।

মাতাপুত্রের চরিত্র-চিত্র আলোচনা করিয়া আরও অনেকগুলি কথা বলিবার রহিল। সেগুলি বারাস্তরে বিবৃত হইবে।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ভারতবর্ষ ভাদ্র ১৩২০

জননী সোণামনি দেবী ।

(২)

বামাবোধিনীর পার্ঠিকাগণ সভ্য দেশের মহিলাগণের মহজ্জীবনের কাহিনী অনেক শুনিয়াছেন, একটা প্রবীণা হিন্দু মহিলা কেবল সহজ জ্ঞান এবং ঈশ্বরনির্ভরের গুণে কিরূপ সুন্দর প্রণালীতে গৃহধর্ম পালনপূর্বক সন্তানকে সংপথে পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন, তদ্বিবরণ কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন ।

হাইকোর্টের জজ মাননীয় ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতা একটা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু রমণী ছিলেন । ডাক্তার গুরুদাস যখন তিন বৎসরের, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় । তদীয় জননী এক মাত্র সন্তানকে লইয়া আপনার পিতৃভবনে ছিলেন । তথায় থাকিয়া সন্তানকে লেখা পড়া শিখান । গুরুদাস বাবু বলেন, “যখন আমি চারি বৎসরের, সেই কালে ঠাকুর দালানের সিড়িতে ইট এবং মাটির টিল লইয়া খেলা করিতেছিলাম, মাসী ঠাকুরাণী ঠাকুরের ভোগ লইয়া বাইবার সময় আমাকে ধমক দিয়া খেলার সামগ্রী পদ দ্বারা তেলিয়া ফেলিয়া দেন । তাহাতে আমার বড় রাগ হয় এবং রাগবশতঃ এক টিল তাঁহার পায়ে ছুড়িয়া মারি, তাহাতে আঘাত লাগে । এই ঘটনায় মাতাঠাকুরাণী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, ও আমাকে ক্রমাগত দশ বার ঘণ্টা ভৎসনা করেন । সেই হইতে আমি গুরুপ কাৰ্য্য জীবনে

কখনও করি নাই। আমার মাতুল আমাকে আদর দেখাইতেছিলেন, কিন্তু জননী তাহার প্রতিবাদ করিলেন। এই ঘটনাটি আমার চির-স্মরণীয় এবং বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।”

ষোল বৎসর বয়সে গুরুদাস বাবু প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হন। যখন তিনি রাত্রি জাগিয়া অধিক পরিশ্রম করিতেন, তখন জননী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—“এত পরিশ্রম করিলে কি হইবে? ঠাকুরের উপর নির্ভর রাখিয়া পরিমিত পরিশ্রম কর। যদি হ’বার হয় তাহাতেই হইবে।” জগদীশ্বর কৃপা না করিলে কোন কার্য সিদ্ধ হয় না, এই কথা পুত্রকে তিনি সচরাচর বলিতেন। পরে যখন প্রথম বারে তিনি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া জলপানি পাইলেন এবং এল,এ, দিব্যর জন্ত অধিকতর উৎসাহের সহিত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, তখনও জননী বলিলেন, “বেশী আশা করা ভাল নয়। যদি পাশ না হও, কি করিবে?”

নিজের জলপানির টাকায় গুরুদাস বাবু এম, এ, পর্যন্ত পড়িলেন। তদনন্তর কিছুদিন কলিকাতায় শিক্ষকের কাজে ব্রতী হন। দূরে গেলে বেশী বেতন পাইতেন, মাতৃঅনুরোধে যাইতে পারিতেন না। শেষে বহরমপুর কলেজের আইন শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কাজে কি আগে কেউ ছিল?”

উত্তর। “ধিনি ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।” জননী বলিলেন, “এক জনের স্ত্রী পুত্র সেধান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিতেছে? আর তুমি সেই চাকরী করিয়া সুখভোগ করিবে? না বাওয়া হইবে না! এখানে বা কিছু পাও, তাই আমার ভাল।” পরে আত্মীয়-গণের অনুরোধে তিনি সন্তানকে উক্ত স্থানে যাইতে অনুমতি দেন।

গুরুদাস বাবু বহরমপুরে ছয় বৎসর কাল থাকেন। তথায় ওকালতিতে বেশ পসার হইল। মাসে হাজার বার শত টাকা পাইতে লাগিলেন।

কখন জননী বলিলেন, “কলিকাতায় চল এখানে আর থাকা হইবে না। সেখানে যাহা পাইবে, তাহাতেই চলিবে। চিরকাল বিদেশে থাকা বায় না।”

গুরুদাস বাবু বলেন, “জননীর বিশেষ অনুরোধেই কলিকাতায় আসিতে হইল, আমার ইচ্ছা ছিল না। তথায় বেশী অর্থ লাভের প্রত্যাশা ছিল। এখন দেখিতেছি, তাঁর কথায় মঙ্গল হইয়াছে। তাঁহার শিক্ষার গুণে অর্থ উপার্জনের লালসাও আমার কমিয়া গিয়াছে।”

জননী যে দিন শুনিলেন পুত্র হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন, সে দিন তাঁহার এক অতিরিক্ত ভাবনা বাড়িল। পুত্রকে বলিলেন, “ওকালতির কাজে তোমার নিজের উপর দায়িত্ব ছিল না, এখন তোমার কথার উপরে লোকের মঙ্গলামঙ্গল অনেক নির্ভর করিবে। এ কাজ তোমার যেমন ভাল হইল, তেমনি ভাবিবার বিষয় হইল।”

এই ধর্মপরায়াণা হিন্দু মহিলা ৭৫ বৎসর বয়সে সম্প্রতি দেহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। প্রতিদিন তিনি গৃহের সমস্ত কার্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, এবং বরাবর স্বহস্তে রাঁধিতেন। এত রাঁধিতেন যে তাহাতে পরিবারস্থ লোকদিগের অর্দ্ধেক আহাৰ্য্য প্রস্তুত হইত। ছোট ছোট সন্তানদিগকে কখনও তিনি প্রহার করেন নাই। বলিতেন “যে মারে, ছেলেরা তাহাকে শত্রু জ্ঞান করে।” অথচ ছোট ছোট ছেলেরা তাঁর কাছে আসিলেই শান্তভাব ধারণ করিত। পান ভোজন বিষয়ে বিধবার ব্রহ্মচর্যের অনুরূপ আচরণ ছিল। ধর্মনিষ্ঠা বা কঠোরতা সম্বন্ধে বেশী বাড়ি-বাড়ি ছিল না, কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে ভগবানের প্রতি নির্ভর করিতেন এবং অপরকে করিতে বলিতেন। ব্রাহ্মেরা এক সময়ে তাঁহার ভবনে কীর্তন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গীত শুনিয়া বিশেষ প্রীত হন এবং স্বর্গারোহণের পূর্বে সেইরূপ কীর্তনের প্রশংসা করেন।

লেখা পড়া না শিখিয়া স্বভাবতঃ ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবে হিন্দুমহিলা কেমন বুদ্ধিমতী ও গৃহকার্যদক্ষ হইতে পারেন, ইহা তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গুরুদাস বাবু এমন বিদ্বান্ এবং উচ্চপদস্থ হইয়াও জননীর সহিত পরামর্শ ব্যতীত কোন গুরুতর কার্যে হাত দিতেন না। তিনি বলেন, “এত দিন কেবল তাঁহাকে সংসারের মা বলিয়াই দেখিয়া আসিয়াছি। এখন তাঁহাকে স্বর্গের দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবার ইচ্ছা হইতেছে।” অন্তিমকালে পুত্র বলিলেন, “গঙ্গা আপনাকে আমাদের কোল শূণ্য করিয়া লইতে পারিতেছেন না।” তত্বত্তরে তিনি বলিলেন, “আর অমন কথা বলিও না। আমার এখন আর কাহারও প্রতি মায়ী নাই।”

এই মহিলা কিরূপ উন্নতমনা ছিলেন, পুত্রের সদগুণ, ভদ্র বাবহার, বিনয়, সচ্চরিত্রতা দেখিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গুরুদাস বাবু মাতৃশ্রদ্ধা * উপলক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। শেষের দিনে ব্রাহ্মদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া কীর্তনাদি শ্রবণ করেন। বলিয়াছিলেন, “আমার মায়ের নামে একদিন সার্বভৌমিক প্রার্থনা “universal prayer” হয় এইটাই ইচ্ছা ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ জননীর ইনি দৃষ্টান্তস্বরূপ সংপূত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১২৯৬।

*A NOTABLE social function took place yesterday, in connection with the death of the mother of one of our High Court Judges—the last not the least. Baboo Gurudas Banerjee had fallen so ill from exposure and strain in attendance upon his mother, that he was unable to perform the obsequial ceremony of the 10th day. He took the first opportunity after his recovery of performing it. Yesterday was the Day of Assembly, and of the consecration of the Bull and of Gifts for the soul of the deceased. The weather which had been foul and rainy from the previous week was arrested for the day—in deference, as Hindus believe, to the pious old Brahmani gone to her rest. It is needless to say that everybody attended on whom—according to our beautiful mourning custom—Baboo Banerjee had waited. The articles consecrated were all substantial. If the silver vessels were small, they will be given away whole. The process of distribution by cutting to which more massive plate's subjected, is shabby and, perhaps, unscriptural. One gift was much to our taste—the Vedas published by Pandit Satyabrata Samasrami, of which we remarked several sets. This was an improvement. The *śraddha* is as old as the Vedas, and nothing can be a more appropriate offering to Brahmins and Pandits on such an occasion. Another point that we noticed with great pleasure was in connection with the consecration of the enfranchised Bull. The stamping with red-hot iron is a cruel business. In this case, it was a nominal operation.

REIS AND RAYYET. (November 23. 1889.

জীবন স্মৃতি ।

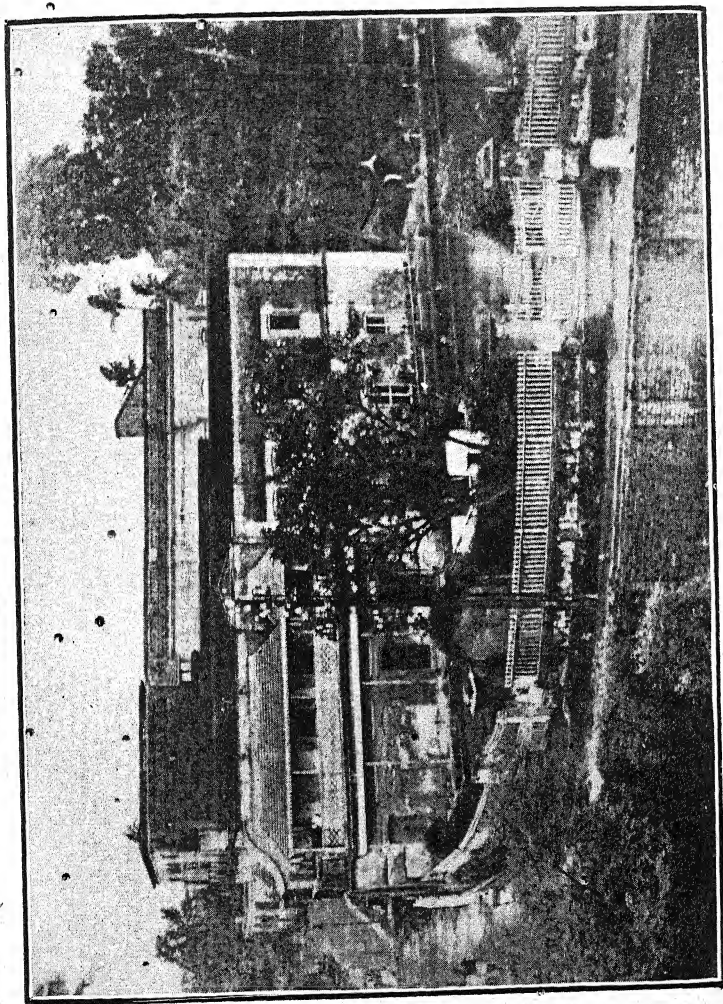
পূজনীয় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া তাঁহার আদর্শ জীবনের শিক্ষাপ্রদ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিলে, বঙ্গ সাহিত্যের চরিতাখ্যান বিভাগে একটি অমূল্য রত্ন সঞ্চিত হইতে পারিত। মার্কাস অরিলিয়স ও সেন্ট অগাস্টিন হইতে, ফ্রাঙ্কলিন, রুসো, মিল ও টলষ্টয় পর্যন্ত, মানবজাতির শীর্ষস্থানীয় অনেক মনীষী, আত্ম-জীবন-চরিত রচনায় দ্বিধা বোধ করেন নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিনয়-মূলক সঙ্কোচ এই কর্তব্য সাধনে সর্বপ্রধান অন্তরায়। শ্রদ্ধামাত্র-সম্বল অক্ষম লেখকের নির্বন্ধনতিশয্যে সার গুরুদাসের চরিত-রত্ন-মঞ্জুষা হইতে যে সম্পদ আহৃত হইয়াছে, বঙ্গীয় পাঠক সমাজে তাহা নিবেদিত হইল।

ভায়মণ্ড হারবারের নিকটবর্তী বরুগ্রামে সার গুরুদাসের পূর্বপুরুষ-দিগের বাস। তাঁহার পিতামহের নাম মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থোপার্জন হেতু তিনি কলিকাতায় আসিয়া, পটলডাঙ্গায় এক আত্মীয়ের ভবনে আশ্রয় লন। ধনাগমের চেষ্টায় যৌবনকালে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করিলে, একজন বিদ্রূপ করিয়া বলে, বুড়ো মিন্বে আবার এ, বি, সি, পড়চে—ইহাতে তাঁহার ঐ ভাষা আয়ত্ত করিবার ইচ্ছা আরও প্রবল হয়। দাসত্বে সহি করিবার ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার জন্মিলে, তিনি গুল ক্যামেল কোম্পানির আফিসে নিযুক্ত হন। তথায় তাঁহার বেতন পঞ্চান্ন টাকা পর্যন্ত হইয়াছিল। সে কালে মাসিক পঞ্চান্ন টাকা আয়েও লোকে ছ'পয়সার মুখ দেখিতে পারিত। লক্ষ্মীর কৃপা হইতে আরম্ভ হইলে,

মাণিকচন্দ্র কলিকাতায় ভদ্রাসন প্রস্তুত করিবার জন্ত ব্যস্ত হইলেন ! তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তিনি অপরের বাস্তুভিটা উঠাইয়া তথায় বাস করিবেন না । মনোমত জমির অনুসন্ধানে তিনি নারিকেলডাঙ্গায় উপস্থিত হন এবং বর্তমান ঘণ্টীতলা রোডের নিকটবর্তী এক কলাবাগান ক্রয় করেন । তখন উহার মূল্য ছিল কুড়ি টাকা কাঠা । মাণিকচন্দ্র তথায় একতলা পাকা চণ্ডীমণ্ডপ ও শয়নঘর এবং গোলপাতার পাকশালা ও গোয়ালঘর নির্মাণ করেন । ভবিষ্যতে সার গুরুদাস, মাতৃদেবীর আদেশানুসারে, পিতামহের নিশ্চিত বনিয়াদের উপরেই ঠাকুরঘর তৈয়ারী করেন । বাটী ও বাগানের পরিসর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া, এখন তিনি তিন বিঘায় দাঁড় করাইয়াছেন ।

পিতামহের আত্মবিলোপ সম্বন্ধে সার গুরুদাসের নিকট একটি গল্প শুনিয়াছি । শুদ্ধ কলাবন দেখিয়া, মাণিকচন্দ্রের গৃহিণী তাঁহাকে বলেন যে এমন জায়গা কিনলে, যেখানে তোমার নিজের পুকুর নাই, পরের পুকুরে সন্নিবেশ হয় । তাঁহার বাটীর পশ্চিম ধারের পুকুরিণী ক্রয় করা যখন তাঁহার অত্যাশঙ্কক, ঠিক সেই সময়ে একজন প্রতিবাদী কায়স্থ-বন্ধু আসিয়া, ঐ পুকুর নইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মাণিকচন্দ্র দ্বিরুক্তিমাত্র করেন নাই । ভবিষ্যতে ঐ কায়স্থের উত্তরাধিকারীর নিকট সার গুরুদাস তাঁহার সদরের পুকুরিণী ক্রয় করেন । সত্তর আশী বৎসর পূর্বে নারিকেল-ডাঙ্গায় অসংখ্য ডোবা ও পুকুর ছিল, কেন না সহরের গৃহ নির্মাণের অধিকাংশ ইষ্টক তখন উক্ত অঞ্চলে তৈয়ারী হইত ।

সার গুরুদাসের পিতা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কার টেগোর কোম্পানির আফিসে কর্ম করিতেন । পিতৃদেবের R. C. B. স্বাক্ষরযুক্ত একখানি পুস্তক এখনও তাঁহার নিকট আছে । রামচন্দ্রের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল । তাঁহার শিশু পুত্রকে কোলে বসাইয়া, তিনি প্রতাহ গীতা পাঠ



নারিকেলাডাঙ্গার বাসভবন

করিতেন। R. C. B. স্বাক্ষরিত সেই গীতাখানি হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া সার গুরুদাস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল তিন বৎসরেরও কম। একমাত্র পুত্রশোকে বিহ্বলা হইয়া, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতামহী কাশী বাস করেন।

১২৫০ বঙ্গাব্দের (১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ) ১৪ই মাঘ (সম্ভবতঃ ২৭শে জানুয়ারী), শুক্রবার, সপ্তমী তিথিতে, বেলা প্রায় দশটার সময়, সার গুরুদাস জন্মগ্রহণ করেন। হাতে খড়ি হইতেই তিনি পল্লীস্থ মিত্র মহাশয়ের ভবনে, প্রত্যহ পাঠাভ্যাস করিতে যাইতেন। তাঁহাদের বন্ধে তিনি ইংরাজীতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিন্তু গণিতে ব্যুৎপত্তি হইতে তাঁহার বিলম্ব হইয়াছিল, তিনি ১২ ও ১০২এ কি প্রভেদ তাহা অনেককাল বুঝিতে পারেন নাই। আট নম্বর বৎসর বয়সের সময় তিনি হেড্‌মাস্টার জেনেরল এসেম্ব্লিজ ইন্সটিটিউসনে ভর্তি হন। তখন ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বেতন দিতে হইত না। ঐ খানে মাস কয়েক বিদ্যাভ্যাসের পর তাঁহার শরীর অসুস্থ হয়, এবং তাঁহার মাতুল তাঁহাকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি করাইয়া দেন। পিতামহী কাশীধামে গমন করিলে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিছু দিনের জন্ত, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটে মাতুলালয়ে বাস করেন। সার গুরুদাসের মাতুলের নাম গঙ্গানারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি কেম্ব্রিজ এড্‌জুট্যান্ট জেনেরেলের আফিসে হেড্‌ এসিষ্ট্যান্ট ছিলেন। চিংপুর রোড ও মসজিদ-বাটী ষ্ট্রীটের মিলনস্থলের পশ্চিমে, ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ব্রাঞ্চ স্কুল ছিল। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয়ের পিতা কৈলাসচন্দ্র বসু তথাকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। কৈলাস বাবুর শিক্ষা-নৈপুণ্যে ঐ স্কুলের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। গরাণহাটার আদি ওরিয়েন্টাল সেমিনারি তখন কলিকাতার একটা শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় ছিল। প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে লোকে ইহাকে গৌরমোহন আচ্যের স্কুল বলিত। স্বনাম-ধন্য

কাপ্তেন ডি, এল্, রিচার্ডসন কয়েক বৎসর উহার অধ্যক্ষ ছিলেন। কিছুকাল পরে রিচার্ডসন সিঁড়িরিয়াপটির মেট্রপলিটান কলেজে চলিয়া যান। নিজের কাছে রাখিয়া, অর্থাৎ নারিকেলডাঙ্গায় পিত্রালয়ে না পাঠাইয়া, ভাগিনেয়ের শিক্ষা পরিদর্শন করিতে স্বেচ্ছা হইবে, এই মানসে সার গুরুদাসের মাতুল তাঁহাকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিমত্তী মাতৃদেবী ইহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। একমাত্র সন্তানকে দূরে রাখিবার ক্রেশ ইহার একমাত্র কারণ নহে; তাঁহার ভাগ্যবান ভ্রাতার বৈঠকখানায়, নানাবিধ লোকের গল্প শুভবে, তাঁহার শিশুপুত্রের পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে, এ সন্দেহ তাঁহার পুরামাত্রায় ছিল। ভয়ীর অভিমত সমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, সার গুরুদাসকে তাঁহার মাতুল হেয়ার স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। এইবার তিনি গ্রামপুকুরের মাতুলালয় ত্যাগ করিয়া নারিকেলডাঙ্গা হইতে স্কুলে বাতায়নাত করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রায় বাট বৎসর পূর্বে যখন সার গুরুদাস হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন, তখন বর্তমান হেয়ার স্কুলের বাট, প্রেসিডেন্সি কলেজ, সেনেট হল প্রভৃতির চিহ্নমাত্রও ছিল না। ভবানীচরণ দত্তের স্ট্রীটে, বর্তমান ওভার্টুন হলের দক্ষিণে, একতলা বাটীতে, হেয়ার সাহেবের স্কুল ছিল। চতুর্থ হইতে অষ্টম শ্রেণী পাশাপাশিভাবে একটাল হলে বসিত। প্রথম হইতে তৃতীয় শ্রেণী অগ্ৰদিকে বসিত। সার গুরুদাস অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। উহা হইতে একেবারে পঞ্চম শ্রেণীতে ও তৎপরে একেবারে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। অষ্টম শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। ষষ্ঠী জাতীয় একজন বয়স্হ ছাত্র তাঁহার সতীর্থ ছিলেন, তিনি প্রথম হন। একটু লেখাপড়া শিখিবার পর এই বালক তাহার পিতার বড়রাজারের দোকানের কাজ করিতে আরম্ভ করে। পঞ্চম শ্রেণী হইতে সার গুরুদাস

বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করিতে আরম্ভ করেন—ভবিষ্যতে কোনও পরীক্ষায় তাঁহাকে এই সম্মান হইতে বঞ্চিত হইতে হয় নাই ।

প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে হেয়ার স্কুলের নিচের ক্লাশগুলিতে নন্দলাল দে ও চণ্ডীচরণ দে নামক দুইজন স্বযোগ্য শিক্ষক ছিলেন । চণ্ডীবাবু বিরক্ত হইলে ছাত্রদিগকে হাণ্ডবর ও হাঁদা বলিতেন, তজ্জন্তু ছেলে মহলে তাঁহার নাম ছিল “হাঁদা চণ্ডী” । তৎকালে হেয়ার স্কুলে ইংরাজী গণিত ও ইতিহাসের বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তক ছিল না । Marshman-এর “History of India”, Keightley-এর “History of Rome” এবং Keightley-এর “History of Greece”, ইংরাজী গণিত এবং পুরাবৃত্ত উভয় হিসাবেই পঠিত হইত । School Book Society কর্তৃক প্রকাশিত ইংরাজী পদ্য-সংগ্রহ (Poetical Reader) দুই তিন বৎসরে সমাপ্ত করা হইত । ব্যবস্থা-সচিব মাশবর ডিক্‌ওয়ার্টার বীটনের (Bethune) গ্রাম্য সুবিদ্বান ব্যক্তি, স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত গ্রন্থাবলী প্রণয়নে সহায়তা করিতেন বলিয়া, ঐ সকল পুস্তক সর্বদা স্নন্দর হইত । তখন Barnard Smith-এর “Arithmetic” ও Playfair-এর “Euclid” প্রচলিত ছিল ।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অধ্যাপক বিশ্বনাথ শাস্ত্রী কিছুকাল মার গুরুদাসের ভবনে বাস করিয়াছিলেন । তাঁহার সাহায্যে বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বাল্যকালে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং তাঁহার প্ররোচনায় অমরকোষ অভিধান কর্তৃক করেন । হেয়ার স্কুলে অবস্থিতি কালে মার গুরুদাস অক্ষয় দত্তের “চাক্রপাঠ”, তারাক্ষরের “কাদম্বরী” প্রভৃতি কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ গদ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । তখনকার পণ্ডিত মহাশয়দের অধিকাংশই বাঙ্গালা সাহিত্য উত্তমরূপে পড়াইতে পারিতেন না । কলেজ ছাড়িবার পূর্বে মার গুরুদাস একখানিও বাঙ্গালা বা ইংরাজী উপগ্রাস পাঠ করেন নাই । এম্-এ গ্রাশ হইবার পর তিনি

বন্ধিমের “ভূর্গেশনন্দিনী” এবং বহরমপুর কলেজে আইনের অধ্যাপক হইবার পর তিনি Scott এর “Ivanhoe” উপন্যাস পাঠ করেন। Johnson এর “Rasselas” নামক উপাখ্যান তিনি বাল্যকালে পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহার মতে ইংরাজী ভাষা শিখিবার পক্ষে উহা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

যে তিন জন আদর্শ শিক্ষকের গুণ গরিমার কথা সার গুরুদাস শত মুখে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন, সেই লোকবিশ্রুত প্যারীচরণ সরকার, নীলমণি চক্রবর্তী ও গিরিশচন্দ্র দেব মহাশয়ত্রয়, তাঁহার ছাত্রাবস্থায় হেয়ার স্কুলের প্রথম তিন শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতেন। জ্যামিতির মূলসূত্রগুলি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বুদ্ধিগম্য হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল; গিরিশচন্দ্রের শিক্ষানৈপুণ্যে তাঁহার ঐ বিদ্যায় অধিকার জন্মে। নীলমণি একটু কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। ঘণ্টা বাজিতেই ক্লাশে উপস্থিত হইতে না পারিলে, তিনি সে ছাত্রকে সে ঘণ্টায় ক্লাশে ঢুকিতে দিতেন না। একদিন কয়েকজন ছাত্র এই প্রকারে বাহিরে থাকিতে বাধা হইয়া ইটগোল করিতেছে, এমন সময় প্রধান শিক্ষক প্যারীচরণ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর শুনিয়া, লঘু দোষে গুরু শাস্তি হইয়াছে মনে করিয়া, তিনি নীলমণিকে লিখিয়া পাঠাইলেন, “Pray don't stretch your chord too tight, it may break” (বেশী টানলে ছিঁড়ে যাবে)। যে কাগজে প্যারীচরণ ঐ মন্তব্যটি লিখিয়াছিলেন, নীলমণি তাহা পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, কিন্তু সার গুরুদাসের সতীর্থগণ ছিন্নাংশগুলি জুড়িয়া তাহার উদ্ধার সাধন করেন। সামান্য খুঁটিনাটিতেও নীলমণির নজর থাকিত। সময়ে সময়ে ভূগোলের কোনও কথার উচ্চারণ ঠিক করিয়া দিবার জন্ত, তিনি বেলা পাঁচটা পর্যন্ত ক্লাস করিতেন, এবং কোনও ছাত্রকে একই কথা পাঁচ ছয় বার বলিয়া দিতে ক্রেশ বা বিরক্তি বোধ করিতেন

না। নীলমণি প্রায়ই হাঁদিতেন না, কিন্তু ছাত্রদের কেহ ভাল ম্যাপ আঁকিতে পারিলে, তিনি আফ্লাদে আটখানা হইয়া, তাহা হাতে করিয়া, তিন চারিটি ক্লাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সার গুরুদাসের ছাত্রাবস্থায় অঙ্কিত একখানি ভারতবর্ষের মানচিত্র আজও পর্য্যন্ত বর্তমান আছে ; সে খানি এত সুন্দর সে দূর হইতে দেখিলে তাহা ছাপান বলিয়া মনে হয়।

হেয়ার স্কুলের শিক্ষক-জ্যোতিষ্কের স্বরূপ ছিলেন প্যারীচরণ সরকার। তিনি যখন বারানাসে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, তখন হাইকোর্টের ভবিষ্যৎ বিচারপতি ট্রেভর (Trevor) তথাকার হাকিম ছিলেন। প্যারীচরণের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও চরিত্র-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, ট্রেভর তাঁহাকে কলিকাতায় কর্ম্মগ্রহণের জন্ত অনুরোধ করেন। নম্র প্রকৃতি প্যারীচরণ জুগুপ্স বা বিচলিত হইতেন না, কিন্তু তাঁহার গান্ধীর্ঘ্যে নিতান্ত দুর্বিনীত ছাত্রগণও ভীত হইত। বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের একজন বেশী বয়সের সহাধ্যায়ী ক্লাশে গোলমাল করিলে, শিক্ষক তাঁহাকে দাঁড়াইতে বলেন। সে বলিল, “সার, আমি সবার চেয়ে বয়সে বড়, আমাকে অল্প কোনও রকম শাস্তি দিন।” শিক্ষক ঐ শাস্তির কথাই বারংবার উল্লেখ করিলেন, কিন্তু সে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিল না। তখন তিনি অগত্যা প্রধান শিক্ষক প্যারীচরণকে এই ব্যাপার জানাইলেন। প্যারীচরণকে সংবাদ দেওয়া হইতেছে দেখিয়া ঐ বালক বলিল, “এইবার সারলে রে।” প্যারীচরণ ঘটনাস্থলে আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া, দৃঢ়স্বরে বলিলেন—তোমাকে তোমার শিক্ষকের আজ্ঞা অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে। ঐ বালক তখনই দাঁড়াইল। দাঁড়াইবামাত্র প্যারীচরণ তাহাকে বলিলেন, তোমার শিক্ষকের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়াছ, এইবার তিনি অনুমতি দিলে বসিতে পার। এই কথা বলিবার সময় তিনি উক্ত শিক্ষকের দিকে চাহিলেন, শিক্ষকও প্যারীচরণের ইঙ্গিত বুঝিয়া উক্ত বালককে বসিতে

বলিলেন। প্যারীচরণ যদি ঐ দুর্দান্ত বয়স্হ বালককে অধিকক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখিতেন, তাহা হইলে তাহার আত্মসম্মান জ্ঞান ক্ষুণ্ণ হইয়া তাহার স্থানে বিদ্রোহীভাবের আবির্ভাব হইত। এক সঙ্গে ছাত্রের ঔদ্ধত্য দমন ও শিক্ষকের সম্মান রক্ষা করিয়া প্যারীচরণ সকলের শ্রদ্ধা-ভাজন হইলেন।

প্যারীচরণের অন্তঃকরণে বিলাস, অহঙ্কার ও হুজুগ-প্রিয়তার কথা-মাত্রও ছিল না। উচ্চ বেতন ও পুস্তক-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ সম্বন্ধেও তিনি কখনও গাড়ি ঘোড়া করেন নাই; ছাতাটি হাতে করিয়া, চাপকান আঁটিয়া, প্রতিদিন বাটা হইতে কর্মস্থলে যাতায়াত করিতেন। বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। বৈজ্ঞানিক সার জন হার্শেলের একখানি পুস্তক তিনি চমৎকার পড়াইয়াছিলেন। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্ত তিনি মাঝে মাঝে মেডিকাল কলেজে বাহিতেন। তথাকার অধ্যাপক ডাক্তার ওসাগ্নেসির (O' Shaughnessy) সহিত তাঁহার সৌহার্দ ছিল। উক্ত চিকিৎসক সম্বন্ধে সার গুরুদাস এক মজার গল্প বলেন। ক্ষিপ্ত কুকুর দষ্ট একজন লোক চিকিৎসার্থ মেডিকাল কলেজে আসে। একটা ঘরে ভূরি পরিমাণে গাঁজার ধোঁয়া জমাইয়া, ডাক্তার ওসাগ্নেসি ঐ রোগীকে অনেকক্ষণ ধরিয়া তন্মধ্যে রাখেন। ইহাতেই তাহার প্রাণরক্ষা হয়। গঞ্জিকার মাহাছোই বোধ হয় কৈলাসপতি বিষপান করিয়াও নীলকণ্ঠ হইয়া অমর হইয়াছেন!

১৮৫৯ সালে, মার্চ ও ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ দুইবার এন্ট্রান্স পরীক্ষা হয়। মার্চ মাসের পরীক্ষায় গোয়াবাগান নিবাসী, হাইকোর্টের উকিল, শ্রীযুক্ত অমরনাথ বসু প্রথম হন। বন্যোপাধ্যায় মহাশয় ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষা দেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষা টাউনহলে বসিত। পরীক্ষার অল্পদিন পূর্বে সার গুরুদাসের ম্যালেরিয়া হয়। তাঁহার বাটার

কয়েক হস্ত পূর্বে ইষ্টার্প বেঙ্গল রেলওয়ের লাইন পাতা হওয়াতে নারিকেলডাঙ্গার জলনিকাশে বাধা পড়ে ও জ্বররোগের প্রাদুর্ভাব হয় । সার গুরুদাস পীড়িত হইয়াছেন শুনিয়া, প্যারীচরণ তাঁহাকে গাড়ী বা পাল্কি করিয়া টাউনহলে বাইতে আদেশ করেন এবং তিনি ভাড়া দিবেন এই কথা বলিয়া পাঠান । দৌর্য্যল্যবশতঃ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় পাল্কি করিয়া টাউনহলে গমন করিয়াছিলেন । পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে, প্যারীচরণ সার গুরুদাসের নিকট আসিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করেন “How much do I owe you, my boy ?” এবং তাঁহাকে জোর করিয়া পাল্কিভাড়া গছাইয়া দেন ।

প্যারীচরণ সরকারের ছাত্র দেবোপম শিক্ষক লাভ যে কত বড় সৌভাগ্য তাহা বলিতে বলিতে সার গুরুদাস তন্ময় হইয়া উঠেন । প্যারীচরণ ছাত্রদিগকে প্রতিদিন কিছু লিখিতে দিতেন । লর্ড বেকনের “Writing makes an exact man” এই কথা তাঁহার মনোমধ্যে জাগরুক ছিল । রচনা (essay), অনুবাদ, শিক্ষকের পঠিত বিষয় নিজের ভাষায় লেখা (reproduction), ইতিহাস গণিত সকল বিষয়েই তিনি লেখাইতেন । এই সকল অনুশীলন (exercise), প্যারীচরণ ও তাঁহার সহযোগিবর্গ মনোযোগ সহকারে শুদ্ধ করিয়া দিতেন । এক খানি বড় খাতায়, প্রত্যেক ছাত্রের প্রত্যেক অনুশীলনের নম্বর লিপিবদ্ধ হইত এবং বৎসরান্তে সে গুলি যোগ করা হইত । কেবলমাত্র বাৎসরিক পরীক্ষার ফলের উপর বৃত্তি বা পারিতোষিকপ্রাপ্তি নির্ভর করিত না । ক্লাসের দৈনিক অনুশীলনের নম্বর যোগ করিয়া বৎসরান্তে যে ছাত্র যে স্থান অধিকার করিত, তাহারই গৌরব অধিক ছিল । বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নম্বর হিসাবে, বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের এক সতীর্থ দ্বিতীয় হন; কিন্তু ক্লাশের খাতায় নম্বর যোগ দিয়া তিনি তৃতীয় হন । শিক্ষাবিভাগের

তৎকালীন অধ্যক্ষ ইয়ং সাহেবের নিকট গিয়া, প্যারীচরণ ক্লাসের নম্বরের যোগফল হিসাবে স্থান নির্ধারণের জন্ত অমুরোধ করেন এবং সেই অমুরোধ রক্ষিত হইয়াছিল। বেলা চারটার পূর্বে exercise লেখা সমাপ্ত না হইলে, প্যারীচরণের বেহারার নিকট উত্তরের কাগজগুলি দিলেই চলিত— শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে ছাত্রগণ বলাবলি করিত না বা অর্থপুস্তক দেখিত না। তিনি ছাত্রদিগকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন এবং তাহারা প্রাণপণে সেই বিশ্বাসের যোগ্য হইতে চেষ্টা করিত।

সার গুরুদাস বলেন যে, তাঁহাদের আমলের ছাত্রেরা যথেষ্ট খাটুত্ব এবং সেই পরিশ্রমে আনন্দ বোধ করিত। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে, বর্তমানকালে অনেক ছাত্রই অর্থপুস্তকের গত কপচাইয়া ও গৃহ-শিক্ষকের স্বক্ষে সমস্ত বোঝা চাপাইয়া, কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা করে। ইহার ফলে তাহারা বিদ্যাশিক্ষার বিমল আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। অনেকেই দামি জুতা পায়ে দিয়া, সোয়েটার গায়ে দিয়া, গড়ের মাঠে একবন্টা দৌড়াদৌড়ি করিবে, কিন্তু মা বাপের অস্বখ করিলে আখখানা রাত্রি জাগিলেও ক্লেশ বোধ করিবে, চার আনার বাজার করিতে চক্ষে সুরিবা ফুল দেখিবে। এ সকল বিষয়ে সবই যে ছেলেদের দোষ নহে, এ কথাও তিনি বলেন। তাঁহার সমক্ষে “কলিকালের” ছেলেদের নিন্দা করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ কলিকালের মাষ্টার ও বাবা মহাশয়দিগের কীর্ত্তি বোষণা করিতে ছাড়েন না।

১৮৫৯ সালের শেষে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সার গুরুদাস হেয়ার স্কুলের ছাত্রদের প্রথম স্থান কথিকার করেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির বর্তমান ডাইস-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত নীলাধর মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজ হইতে ঐ পরীক্ষা দিয়া, ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম হন। হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মল্লিকের পিতা অতুলচরণ মল্লিক (O. C.

Mullick হিন্দুস্কুলের ছাত্রদের প্রথম হন। ইঁহারা প্রেসিডেন্সি কলেজে সার গুরুদাসের সহাধারী হইয়াছিলেন। স্প্রসিন্ধ এটর্নি শ্রীযুক্ত কালীনাথ মিত্র, সি-আই-ই, এবং স্বর্গীয় এটর্নি নবীনচাঁদ বড়াল, হিন্দু স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাস হইয়া, প্রেসিডেন্সি কলেজে ফার্স্ট ইয়ার ক্লাশে বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে ভর্তি হন। সে কালের নিয়মামুসারে বি-এ পাস না করিয়াও তাঁহারা এটর্নি হইয়াছিলেন।

১৮৬০ সালের জানুয়ারি মাসে সার গুরুদাস প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। তখনকার প্রেসিডেন্সি কলেজ বলিতে গোলদিঘির উত্তর দিকে বর্তমান সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দুস্কুলের একাংশ বুঝিতে হইবে। যে বাটী এখন প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে প্রসিদ্ধ, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন ছোট লাট সার জর্জ কাম্বেল কর্তৃক তাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। সার গুরুদাসের আমলে প্রেসিডেন্সি কলেজের থার্ড ও ফোর্থ ইয়ার এবং আইনের একটি ক্লাশ, বর্তমান আলবার্ট হল নামক পরিচিত গৃহে বসিত।

সার গুরুদাস যখন ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসে ভর্তি হন, তখন এণ্ট্রান্স ও বি-এর মাঝখানে “ফার্স্ট আর্টস” বলিয়া কোনও পরীক্ষা ছিল না। এণ্ট্রান্সের পর সেকালে অনেকে “সিনিয়র স্কলারশিপ” পরীক্ষা দিত। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, রায় ঈশ্বরচন্দ্র মজ্র বাহাছর প্রভৃতি কয়েকজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা ব্যক্তি সিনিয়র স্কলার ছিলেন। ১২৬০ সালের মধ্যভাগে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এফ-এ পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলে, সার গুরুদাস সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিবার অভিলাষ ত্যাগ করিয়া, এফ-এ, পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করেন। ১৮৬২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রথম এফ-এ পাশের দল বাহির হন, বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের অন্ততম। এফ-এ পাশ না হইলে বি-এ পরীক্ষা দিতে অনুমতি পাওয়া যাইবে না বলিয়া, প্রসিদ্ধ উকিল ডাক্তার ত্রৈলোক্যানাথ

মিত্র, থার্ড ইয়ারে পড়িবার কালে, সেকেণ্ড ইয়ারের নূতন এফ-এ পরীক্ষা দিতে বাধ্য হন। ব্রৈলোক্যানাথের ছাত্র থার্ড ইয়ারের মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে, সার গুরুদাসের একটু ভয় হইয়াছিল, কিন্তু গেজেটে তাঁহারই প্রথম হইবার সংবাদ ঘোষিত হইয়াছিল।

বন্ধ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আমলে এফ-এ ক্লাশে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোনও পুস্তক পঠিত হইত না। “Keightleyর History of England” ইতিহাসের পাঠ্য ছিল। Bacon এর “Advancement of Learning” এর প্রথমার্দ্ধ পঠিত হইত। তখন সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য ছিল না। সকলকেই বাঙ্গালা পড়িতে হইত এবং পাঠ্যগ্রন্থের মধ্যে কাশীরাম দাসের “মহাভারত” ছিল। গণিতের নির্দিষ্ট পুস্তক ছিল Todhunter’s Algebra, Todhunter’s Trigonometry, Potts’ Euclid এবং Potter’s “Statics”। দর্শনশাস্ত্রের পাঠ্য পুস্তক ছিল Abercrombie’s Mental and Moral Science. ইংরাজী সাহিত্যের পাঠ্য ছিল Addison’s Spectator, Milton’s Paradise Lost, Pope’s Essay on Criticism প্রভৃতি।

সার গুরুদাস বলেন যে, তাঁহারা কলেজকে দেবমন্দিরের ছাত্র পবিত্র স্থান বলিয়া মনে করিতেন। ক্রমশঃ শেক্সপীয়ার, গিণ্টন, বেকন প্রভৃতি মানব-শিরোমণিদিগের রচনার সংস্পর্শে আসিতেছেন, এই আনন্দে তাঁহার মন উৎফুল্ল হইয়া থাকিত। ফার্স্ট ইয়ারে তাঁহাদের ইংরাজী পড়াইতেন অধ্যাপক হ্যাণ্ড (Hand)। ভবিষ্যতে ইনি বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক (সুতরাং head) হইলে, একজন রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, “Hand in the place of head”। “পদ্মিনী” ও “কর্ন্দেবী” প্রণেতা কবিবর রঙ্গলাল বন্ধ্যোপাধ্যায়, অল্পদিনের জন্ত ফার্স্ট ইয়ারে বাঙ্গালা পড়াইয়াছিলেন। সার গুরুদাস তাঁহার নিকটে ইংরাজী হইতে বঙ্গানুবাদ

করিবার করেকটি সঙ্কেত শিখিয়াছিলেন। রঙ্গলাল ভবিষ্যতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন।

গণিতের অধ্যাপক রীস (Rees), স্বর্গীয় আচার্য্য পার্শ্বভালের (Percival) ছাত্র, চট্টগ্রামের লোক ছিলেন। তাঁহার ইংরাজী উচ্চারণে একটু চাটগৈয়ে টান ছিল এবং তিনি মাঝে মাঝে খুব হাসাইতেন। একদিন তিনি এই কবিতা আওড়াইয়াছিলেন :—

“Live, vile and evil have the self-same letters,

They live but vile, whom evil holds in fetters.”

আর একদিন আসিয়া তিনি নিম্নোক্ত ল্যাটিন বাক্যটী বলিলেন ; ইহা গোড়া হইতে শেষ এবং অন্ত হইতে আশ্রয় পর্য্যন্ত পড়িতে এক, যেমন “রমাকান্ত কামার” :—*“Otto tenet mappam medidem mappam tenet otto”*; ইহার ইংরাজী অর্থ হইতেছে *Otto holds a towel and wet towel holds otto*। আর এক দিন ক্লাসে আসিয়া রীস প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন, *“How many editions of Euclid have you got?”* অনেকেরই একরকম ভিন্ন ছিল না, সার গুরুদাসের সাত প্রকার ছিল। রীস সদর্পে বলিলেন, *“I have got seventeen editions”*। কয়েক বৎসর পরে, কোম্পানির চাকরি ছাড়িয়া রীস বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের পুত্রের গৃহ-শিক্ষক হইয়াছিলেন।

ইতিহাসের অধ্যাপক সগুর্স (Saunders) সাহেবের অধ্যাপনা-পদ্ধতি একটু নূতন রকমের ছিল। ক্লাশে তিনি যে সকল exercise লিখিতে দিতেন, সেগুলি ঐ ক্লাশের বার জন ছেলের সাহায্যে পরীক্ষা করিতেন। এই বার জনের নাম হইত Inspector। মাঝে মাঝে ইনস্পেক্টরের দল বদলি হইত, তাহার ফলে প্রত্যেক ছাত্রেরই ঐ পদ

লাভ হইত। এক এক জনের হাতে পাঁচ ছয় খানা কাগজ পরীক্ষার ভার পড়িত এবং একই বিষয় উপযুক্ত পাঁচ ছয় বার অধীত হওয়াতে, বিষয়টি তাহাদের মুখস্থ হইয়া বাইত। ইন্স্পেক্টরদের কার্যের উপর সওয়াস সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিতেন।

সেকালে হিন্দু স্কুলে কলিকাতার ধনাঢ্য সম্প্রদায়ের বংশধরেরাই পড়িতেন, সেই জন্ত ঐ স্কুলের যে সকল বালক প্রেসিডেন্সি কলেজের ফাষ্ট ইয়ারে ভর্তি হইয়াছিলেন, তাঁহারা একটু বাবুগোছের ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের শিষ্টাচারের কখনও ক্রটি হইত না।

সার গুরুদাসের আমলে সেকেণ্ড ইয়ার ও বি-এ ক্লাসে স্বনামধাত্য কাউয়েল সাহেব ইতিহাস পড়াইতেন। তাঁহার গ্রায় সুপণ্ডিত, বিনয়ী, বাদ্দালী-হিতৈষী ইংরাজ খুব অল্পই এদেশে আসিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে ৭৫০ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হিসাবে ৩০০ বেতন পাইতেন। এত টাকা আয়েও তাঁহার অশ্বন বসন দরিদ্রের গ্রায় সাদা সিধা রকমের ছিল। কাউয়েল শেষ ঘণ্টায় থাকিলে প্রায়ই ৪টার পরিবর্তে ৫টার ছুটি হইত। অধ্যাপনাকালে তিনি কিরূপ ভয় হইতেন, সার গুরুদাস তাহার গল্প করেন। কাউয়েল পড়াইতেছেন এমন সময় চারিটার ঘণ্টা দিল, তিনি তাহা শুনিতে পাইলেন না। পাঁচটার কিছু পূর্বে তাঁহার মেম গাড়ী করিয়া আসিয়া বাহির হইতে সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্তু তাঁহার অধ্যাপনাশ্রোতে ভাঁটা পড়িল না। আরও একবার কি দুই বার তাড়া দিলে তবে তাঁহার চৈতন্য হইত। সংস্কৃত কলেজের ভবিষ্যৎ অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র গ্রায়রত্নের নিকট কাউয়েল সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। গ্রায়রত্ন তজ্জ্ঞ বৈতন লইতেন না, শুদ্ধ বাওয়া আসার গাড়িভাড়া লইতেন। Elphinstone এর

History of India গ্রন্থের নূতন সংস্করণের জন্ত কাউয়েল যে সকল টাকা টিপ্পনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার ছাত্রবৃন্দের মধ্যে সার গুরুদাস ও তাঁহার সতীর্থগণই তাহা প্রথমে লিপিবদ্ধ করিবার সৌভাগ্যে অধিকারী হইয়াছিলেন। শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কাউয়েল যে কথাটি মাঝে মাঝে বলিতেন, তাহা আজও সার গুরুদাসের মনে আছে :—“The best form of Government is Despotism with Akbar for your despot, but the danger is there's Aurangzeb following” অর্থাৎ প্রজাবৎসল আকবরের স্থায় বখ্শেচ্ছাচারী রাজা হইলে, বখ্শেচ্ছাচারতন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনপ্রণালী, কিন্তু মুস্লিম এই যে শেষে আকবরের গদিতে ঔরংজেব আসিয়া বসে। কাউয়েল সাহেব দিনকতক “ম্যাক্বেথ” নাটক পড়াইয়াছিলেন, সে চমৎকার অধ্যাপনার কথা সার গুরুদাসের মনে আজও জাগরুক আছে। পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠার চারি ধারে, কাউয়েল খুব ছোট অক্ষরে টাকা লিখিতেন এবং সেইগুলি ছাত্রদিগকে লিখাইয়া দিতেন। পুরাবৃত্তে তাঁহার কতকগুলি বাঁধা প্রশ্ন ছিল, তিনি সেই-গুলি উন্টাইয়া পান্টাইয়া পরীক্ষাকালে দিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে ঐ কয়টা প্রধান কথা আয়ত্ত করিতে পারিলেই, ছাত্রদের ইতি-হাস পাঠ সার্থক হয়। কাউয়েল সাহেব একবার সার গুরুদাসকে বিলাতে যাইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করেন। [১]

[১] প্রৌঢ় বয়সে আর একবার এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। সম্রাট সুপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে লর্ড কার্জন তাঁহাকে ভারতের অগ্রতম প্রতিনিধি স্বরূপ বিলাত যাইবার জন্ত অনুরোধ করেন। তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হন নাই। এই সম্বন্ধে লর্ড কার্জনের সহিত তাঁহার কিছু বাদানুবাদ হইয়াছিল। সেই বাদানুবাদের সঠিক মর্ম্ম চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

২ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অস্বীকার করিয়া বলেন যে, বোধ হয় অভুল
ব মল্লিক বাইতে পারেন। কাউয়েল তাহাতে বলেন “We wish that a
f Brahmin should go” (আমাদের ইচ্ছা যে এক জন ব্রাহ্মণ যায়)।

সার গুরুদাস যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়েন,
তখন প্যারীচরণ সরকার তথাকার প্রোফেসর নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্সি
কলেজের প্রোফেসর হওয়া তখন সম্মানের বিষয় ছিল। তিনি
সেকেণ্ড ইয়ারে ছাত্রদের ইংরাজী রচনা পরীক্ষা করিতেন। বন্দ্যো-
পাধ্যায় মহাশয় একবার পাতলা কাগজে রচনা লিখিলে, প্যারীচরণ
মন্তব্য লিখিয়াছিলেন :—“The essay is good, but written on
indifferent paper” ।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ সাটক্লিফ গণিতের অধ্যাপনা করিতেন।
তিনি সেকেণ্ড ইয়ারে Statics পড়াইতেন। Exercise দিবার পর,
তিনি সমস্ত ঘণ্টা ক্লাসের প্রত্যেক ছেলের পিছনে গিয়া, উত্তরগুলি
দেখিতেন। জানি না বা পড়া তৈরি হয় নাই বলিয়া ক্লাসে বসিয়া
থাকিবার জো ছিল না—তিনি বই খুলিয়া নকল করিতে আদেশ
দিতেন। এই প্রকারে কুড়ের সর্দারদিগেরও থানিকটা পড়া তৈয়ারি
হইত। হস্তাক্ষর খারাপ দেখিলে সাটক্লিফ চঞ্চল হইয়া উঠিতেন ও বলিতেন,
“A neat hand wins half the battle”

সার গুরুদাসের এফ-এ পরীক্ষা দিবার বৎসরে প্রশ্নপত্র চুরি গিয়া-
ছিল বলিয়া, পরীক্ষা একমাস পরে গৃহীত হয়। ১৮৬২ সালের
প্রারম্ভে তিনি ঐ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার
করেন। শ্রীযুক্ত নীলাধর মুখোপাধ্যায় ঐ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হন।
তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে এণ্ট্রান্স ও এফ-এ দিয়াছিলেন—
প্রেসিডেন্সিতে বি-এ পড়িতে আসিয়া তিনি প্রথম প্রথম লজ্জারশতঃ

পিছনে বসিতেন। বি-এ ক্লাসে তখন ছয়টি বিষয় পঠিত হইত— ইংরাজী, বাঙ্গালা, ইতিহাস, দর্শন, গণিত ও বিজ্ঞান। প্রাণীতত্ত্ব, রসায়ন, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় মেডিকাল কলেজে গিয়া পড়িতে হইত। মেডিকাল কলেজে তখন চেভার্স (Chevers), ম্যাকনামারা (Macnamara) প্রভৃতি উচ্চদরের অধ্যাপক ছিলেন। রসায়নের অধ্যাপক ম্যাকনামারার সহকারী ছিলেন রায় কানাইলাল দে বাহাদুর, সি-আই-ই। এণ্ট্রান্স পাস করিয়াই তখন ডাক্তারি পড়া চলিত— অনেক ছাত্র এই জন্ত ইংরাজীতে একটু কাঁচা থাকিত। শারীরতত্ত্ব শিখিবার জন্ত সার গুরুদাস দূর হইতে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ দেখিতেন— মাতৃদেবীর আদেশানুসারে কখনও শবদেহ স্পর্শ করেন নাই। কে আগে বসিবে এই লইয়া, সার গুরুদাসের আমলের কিছু পূর্বে, মেডিকাল কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে খুব মারামারি হয়। সার তারকনাথ পালিত ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই দাঙ্গার সময়, মেডিকাল কলেজের মিলিটারি ছাত্রদের সহিত খুব ঘুঁসাঘুঁসি করিয়াছিলেন। এই কলহের পর কিছুকাল প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের মেডিকাল কলেজে গিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা বন্ধ ছিল। সার গুরুদাসের সহাধ্যায়িগণ “They were peace-breakers, we will be peace-makers” এই বলিয়া ঝগড়া মিটাইয়া লন এবং স্থির হয় যে মেডিকাল কলেজের ছাত্রগণ সম্মুখে ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণ পশ্চাতে নির্দিষ্ট আসনে বসিবে।

• শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য থার্ড ও ফোর্থ ইয়ারে বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। মাইকেলের “মেঘনাদ বধ” পড়াইবার সময় ভাবোচ্ছ্বাসে সময়ে সময়ে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইত। সার গুরুদাস বলেন যে ব্যাকরণ জ্ঞানের জন্ত তিনি আচার্য্য কৃষ্ণকমলের নিকট শ্রী। বাঙ্গালা কাব্য

২

ব

।

:

অধ্যাপনাকালে তিনি মিল্টন, ভবভূতি, কালিদাস প্রভৃতি মহাকবি-
দিগের কাব্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিতেন, তাহাতে ছাত্রদের
প্রভূত উপকার হইত ।

প্রত্যক্ষবাদী কোম্‌টের শিষ্য লব্ (Lobb) এই সময়ে প্রেসি-
ডেন্সি কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন । স্বাস্থ্যের
পীড়াবশতঃ তিনি উচ্চেষ্ট্রের কথা কহিতে পারিতেন না । স্টিভেনসন
(Stephenson) নামে একজন কেম্ব্রিজের Wrangler এই সময়ে
গণিতের অধ্যাপক ছিলেন । ব্যারিষ্টারি করিয়া অধিক উপার্জন
করিবার আশায়, তিনি কিছু কাল পরে শিক্ষাবিভাগের কার্য পরিত্যাগ
করিয়া, বিলাতে আইন পড়িতে বান । একদিন একজন ছাত্র
তঁাহাকে কবিবার জন্ত একটি অত্যন্ত কঠিন অঙ্ক দিলে, তিনি চটয়া
বলেন, “I can teach you Mathematics, I cannot solve
puzzles” (আমি গণিত শিখাইতেই পারি, কিন্তু প্রহেলিকা সমাধানে
অসমর্থ) । ব্যবহার শাস্ত্র ও গণিত উভয়েই ব্যুৎপন্ন যে কয়জন ব্যক্তি
প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে কলিকাতায় ছিলেন, হাইকোর্টের বিচারপতি
ফিয়ার (Phear) তঁাহাদের অন্যতম । “Hydrostatics” সম্বন্ধে
একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক ফিয়ারের লেখনী প্রসূত । গণিতজ্ঞ বন্দো-
পাধ্যায় মহাশয় তঁাহার শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন ।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক সার উইলিয়ম হ্যামিল্টনের ছাত্র জোন্স (Jones)
বি-এ ক্লাসে দর্শনশাস্ত্র পড়াইতেন । প্রথম বর্ষায় কাউয়েল ও দ্বিতীয়
বর্ষায় জোন্স থাকিলে তঁাহার একটা কাজ বাড়িত । সার গুরু-
দাসের আমলে প্রতি বর্ষায় রেজিষ্টারী ডাকা হইত না, প্রথম বর্ষায়
ডাকার রীতি ছিল । কাউয়েল প্রায়ই রেজিষ্টারী ডাকিতে ভুলিতেন,
সুতরাং দ্বিতীয় বর্ষায় জোন্স আসিলে ছাত্রেরা—বিশেষতঃ ও. সি.

মল্লিক—উহা স্মরণ করাইয়া দিতেন। একদিন ঐরূপ স্মরণ করাইয়া দিবার পরও যখন জেন্স রেজিষ্টারি করিলেন না, তখন ও. সি. মল্লিক এই বলিয়া তাগাদা করেন, “Sir, do you mean not to call the register?” প্রশ্নের ভাষায় অধ্যাপক বিরক্ত হইয়া, অধ্যক্ষ সাটক্লিফের নিকট এই ব্যাপার রিপোর্ট করেন। সমস্ত শুনিয়া যখন সাটক্লিফ বুঝিলেন যে অধ্যাপককে রুঢ় কথা বলিতে মল্লিকের তিলমাত্রও ইচ্ছা ছিল না, তখন তিনি বলেন, “Your English was faulty, your manners were not at fault.”

গ্রেপ্ল (Grapel) নামক একজন ব্যারিষ্টার ইংরাজী কাব্য পড়াইতেন। ভবিষ্যতে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Registrar হইয়াছিলেন। শব্দের প্রতিশব্দ দিতে তাঁহার খুব বাহাহুরি ছিল। তর্কশাস্ত্রের অধ্যাপক সণ্ডার্স (Saunders) Whateleyর Logic পড়াইবার কালে টাইটেল পেজ এবং উৎসর্গপত্র পর্যন্ত পড়াইয়াছিলেন; টাইটেল পেজে D. D. মানে কি, Dর পাশে ফুটকি কেন, ইত্যাদি তথ্য বুঝাইয়াছিলেন। Syllogism শীর্ষক অধ্যায় পড়াইবার সময়, তিনি একদিন Barbara, Celarent, Darii, Ferioque, *prioris প্রভৃতি পাঁচ পংক্তি ক্লাসের সকলকে কণ্ঠস্থ করাইয়া তবে ছাড়িয়া ছিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বি-এ পরীক্ষায়, সার গুরুদাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তিনি গণিত, দর্শন ও বঙ্গসাহিত্য এই তিন বিষয়ে প্রথম হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত নীলাশ্বর মুখোপাধ্যায় ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়াছিলেন, এবং হাইকোর্টের ভবিষ্যৎ উকিল প্রমুখ চন্দ্র রায় বিজ্ঞানে

২

ব

f

শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ওয়ঙ্গার (Wenger) নামক একজন সাহেব সে বৎসর বাঙ্গালার পরীক্ষক ছিলেন। সার গুরুদাস রহস্য করিয়া বলেন যে, ঐ সাহেবের বাঙ্গালা পরীক্ষার দাপটে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছিল—সংস্কৃতে অসাধারণ পারদর্শী নীলাম্বর তাঁর চেয়ে বাঙ্গালায় কম নম্বর পাইয়াছিলেন! পাদরী ফাইফ (Fyffe) সাহেব ইংরাজীর পরীক্ষক ছিলেন। তাঁহার নিজের ছাত্রেরা এবং তাহাদের অন্তরঙ্গগণ পরীক্ষার বহুপূর্বে প্রশ্নাবলীর সম্ভান পাইয়াছিল। সার গুরুদাস এই সম্ভান হইতে অনেক দূরে থাকিতেন তিনি কখনও খিড়কি দ্বার দিয়া সাফল্য-প্রাসাদে প্রবেশের চেষ্টা করেন নাই।

বি-এ পাশ করিবার অব্যবহিত পরে, সার গুরুদাস এক মাসের জন্ত, প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতের সহকারী অধ্যাপকের কার্য করেন। তাঁহার পূর্বে বাঙ্গালীর মধ্যে একমাত্র রমানাথ নন্দী মহাশয়, কলেজ ক্লাশে উক্ত শাস্ত্রে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। বন্দো-পাধ্যায় মহাশয়কে প্রত্যহ দুই বণ্টা অধ্যাপনা করিতে হইত; বেতন ছিল মাসিক দেড়শত টাকা। কাষ্ট ইয়ার ক্লাশে কবির নবীনচন্দ্র সেন ও আলবার্ট কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী সেন তাঁহার ছাত্র ছিলেন। এই একমাসের মধ্যে তাঁহাকে Byron এর “Prisoner of Chillon” নামক কাব্য পড়াইতে হইয়াছিল। ঠিক এই সময়ে শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এক মাসের জন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ছিল যে বি-এ পাশ করিবার একমাসের মধ্যে এম-এ পরীক্ষা দিলে, ছাত্রেরা পদক ও পুরস্কারের অধিকারী হইবে এবং এক বৎসর পরে দিলে কেবল

মাত্র এম্-এ উপাধি পাইবে। পাছে এম্-এর স্বর্ণপদক হাতছাড়া হয় এই ভয়ে, থার্ড ইয়ার ক্লাশে উঠিয়াই, সার গুরুদাস প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ সার্টিফিক্ সাহেবকে তাঁহার মনোভাব বক্ত করিয়া বলেন। সার্টিফিক্ তাঁহাকে বি-এ পরীক্ষার এক মাস পরে এম্-এ দিতে পুনঃ পুনঃ নিবেদন করেন ও বলেন, “Mind you, in attempting to grasp the shadow, you may loose the substance” [বাবুহে, বাড়াবাড়ি করলে সোণা ফেলে অঁচলে গেরো দিতে হবে।] সার গুরুদাসের সময় হইতেই এই সর্ব্বনেশে এক-মেসে নিয়ম উঠিয়া যায় ; তিনি এম্-এর জ্ঞ পুরা এক বৎসর সময় পাইয়াছিলেন।

বি-এ পরীক্ষা দিয়া নম্বর জানিবার জ্ঞ সার গুরুদাস একটু ব্যস্ত হইয়াছিলেন। জেনেরল এসেমব্রিজ ইন্সটিউশনের (এখন স্কটিশ চার্চেস কলেজ) ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার ওগিল্ভি সেই সময়ে দর্শন-শাস্ত্রের পরীক্ষক ছিলেন। বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার কয়েকজন সতীর্থ একদিন ওগিল্ভি সাহেবের কাছে পরীক্ষার ফল জানিবার জ্ঞ উপস্থিত হন। সাহেব খাতা বাহির করিয়া বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলেন, “Roll No. 9 you have done very well” । পূর্বেই বলিয়াছি যে, তিনি দর্শনশাস্ত্রে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সার গুরুদাসের এক দীর্ঘবপু সহাধ্যায়ী চুপি চুপি ওগিল্ভির পিছনে গিয়া, খাতার নম্বরগুলি দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সাহেব বিরক্ত হইয়া খাতাখানি বন্ধ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে আজ বাদে কাল যাহারা গ্র্যাজুয়েট হইবে, তাহাদের পক্ষে বালক-সুলভ চপলতা প্রদর্শন নিতান্তই অশোভন।

কি এ পাশ হইয়া সার গুরুদাস গগিতে এম্-এ দিবার জ্ঞ প্রস্তুত

হইতে লাগিলেন। সাটক্লিফ্, Calculus ও Analytical Geometry পড়াইতেন; বাকি বিষয়গুলি রীস ও ষ্টিভেন্সনের হস্তে ছিল। অধ্যাপক ষ্টিভেন্সন অনেক ছরুহ অঙ্ক খুব শীঘ্র কথিয়া দিতেন। ছাত্রেরা তাঁহার পটুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলে তিনি বলিতেন—আমি ধাঁ করে আঁকগুলা কষে ফেলি বলে তোমাদের তাক লেগে যায়, কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই; আমি অঙ্কগুলি আগে বাড়ীতে কষেছিলুম অভ্যাস হয়ে গেলে তোমরাও এই রকম না ভেবেচিন্তে কষতে পারবে।

সেকালে এন্ট্রান্স পরীক্ষা টাউন হলে বসিত; বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষা প্রেসিডেন্সি কলেজে গৃহীত হইত। পূর্বে বলিয়াছি যে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ তৈয়ারী হয় নাই—ঐ কলেজ বর্তমান সংস্কৃত কলেজে ও হিন্দু স্কুলের একাংশে এবং এলবার্ট কলেজে বসিত। এম্-এ পরীক্ষার সময় একদিন সার গুরুদাসের দুই তিন মিনিটের জন্ত বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হইলে, তিনি সেদিনকার “গার্ড” অধ্যাপক সগুর্সের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। সগুর্স হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, “That’s against rules” (বাহিরে যাওয়া নিয়ম-বিরুদ্ধ)। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিবেদন করিলেন যে, বাহিরে যাইবার সময় তাঁহার সঙ্গে একজন “গার্ড” দেওয়া হউক এবং এই বলিয়া Pope এর নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করিলেন :—

“If, where the rules not far enough extend,
(Since rules were made but to promote their end)
Some lucky license answer to the full
The intent proposed, that license is a rule.”

কবিতা গুনিয়া সওর্স সন্তুষ্ট হইলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব এসিষ্ট্যান্ট রেজিষ্টার রায় ত্রৈলোক্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের সহিত, সার গুরুদাসকে বাহিরে আসিতে অনুমতি দিলেন। ত্রৈলোক্য বাবু তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের পুস্তক রক্ষক ছিলেন। সার গুরুদাসের শ্রায় কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ছাত্রের জন্ত তিনি ছুটির মধ্যেও লাইব্রেরী খুলিতেন। নিরুপস্থিত ছেলেদের আবদার তিনি মোটে সহিতেন না—ফেল-হওয়া ছেলেদের তিনি “ফ-মার্ক” বলিতেন।

১৮৬৫ সালের প্রারম্ভে সার গুরুদাস গণিতশাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয় হইয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। সে বৎসর আরও দুই জন গণিতে এম্-এ হন—স্বর্গীয় অতুলচরণ মল্লিক (ভবিষ্যতে ইনি ব্যারিষ্টার হইয়া O. C. Mullick নামে পরিচিত হইয়াছিলেন) এবং লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। দাস মহাশয় যুগী জাতীয় ছিলেন—পরে তিনি গোহাটী স্কুলের (বর্তমান কটন কলেজ) প্রধান শিক্ষকপদে অধিষ্ঠিত হন। শ্রীযুক্ত নীলাশ্বর মুখোপাধ্যায় ঐ বৎসর সংস্কৃতে প্রথম হইয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ঐ বৎসর এম্-এ উপাধি প্রাপ্ত হন। মাদ্রাসা কলেজের লঙ্ক-প্রতিষ্ঠাধ্যক্ষ স্বর্গীয় ব্লকম্যান (Blochmann) সাহেব হিজ্রতে এম্-এ দিবেন এই সংবাদ পাইয়া, নীলাশ্বর বাবু সংস্কৃত কি গণিত লইবেন তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকেন্ডে ব্যবস্থার ভাষা তাঁহার মনে এই ভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছিল যে, ইংরাজী, গ্রীক, সংস্কৃত, ল্যাটিন প্রভৃতি সমস্ত সাহিত্যে পরীক্ষার্থীদিগের যাহার অধিক নম্বর হইবে, সে স্বর্ণপদক পাইবে। দুই খানা কি তিন খানা হিজ্র পুস্তক পড়িয়া (ঐ ভাষায় আর ভাল গ্রন্থ নাই) ব্লকম্যান অতি সহজেই বেশী নম্বর পাইবেন, নীলাশ্বরবাবুর এই ভ্রম ছিল।

তাহার পর যখন সংবাদ পাইলেন যে, ইংরাজী, গ্রীক, ল্যাটিন ইত্যাদি প্রত্যেক ভাষার জ্ঞান স্বর্ণ-পদক আছে, তখন তিনি সংস্কৃত লইলেন ।

১৮৬৫ সালে সার গুরুদাস অন্নদিনের জ্ঞান, দ্বিতীয় বার, প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতাধ্যাপক নিযুক্ত হন । ঐ সময়ে ঐ কলেজের কাষ্ট ইয়ার ক্লাসে “চাঁদের হাট” বসিয়াছিল । বঙ্গ-গৌরব রমেশচন্দ্র দত্ত, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ ও বরোদার বর্তমান অমাত্য শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত, সিভিলিয়ান-কুল-তিলক আনন্দরাম বড়ুয়া, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার কান্তিকচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি অনেকে এই সময়ে সার গুরুদাসের ছাত্র ছিলেন । তিনি বলেন যে উপযুক্ত ছাত্রমণ্ডলীর জ্ঞান প্রচুর পরিশ্রম করিতে তিনি প্রগাঢ় আনন্দ অনুভব করিতেন । তথাকথিত নীরস গণিতশাস্ত্রকে মজাদার উদাহরণ দিয়া ও কবিতা আবৃত্তি করিয়া তিনি সরস করিবার চেষ্টা করিতেন । একটি কবিতা এই :—

“Hence no force however great
Can stretch a chord however fine
Into a horizontal line,
That shall be accurately straight.”

মৌমাটির মধুচক্রের এক একটি ঘর সমবৃত্তাকার না হইয়া, সমবাহু ত্রিভুজ বা বর্গক্ষেত্রাকৃতি হইলে ও তন্মধ্যে গোলাকার ডিম্ম সন্নিবেশ করিলে, অনেকটা স্থান অব্যবহার্য থাকিত, ইত্যাদি কথা পাড়িয়া, বন্দোপাধ্যায় মহাশয় গণিতশাস্ত্রের অনেক তথ্যের অবতারণা করিতেন । এই সকল কারণে তাঁহার ছাত্রমণ্ডলী মনোযোগ সহকারে তাঁহার অধ্যাপনা শুনিত । অধ্যাপক-জীবনের প্রারম্ভে একদিনমাত্র তাঁহার

কয়েকজন ছাত্র তাঁহাকে না বলিয়া ক্লাস হইতে চলিয়া গিয়াছিল, তাহাতে তিনি তাঁহাদিগকে মিষ্টভাবে ভৎসনা করেন এবং যখন চাহিলেই ছুটি পাওয়া যাইত, তখন পলাইবার আবশ্যকতা ছিল না, ইহা বুঝাইতে গিয়া তিনি বলেন “What’s the good of jumping over the wall when the gateway was open?” ছাত্রগণ অল্পতপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল ।

সার গুরুদাস বাটীতে কবিবার জন্ত ছাত্রদিগকে প্রায় ছয়টি করিয়া অঙ্ক দিতেন ; সে গুলি সোজা হইতে শক্ত এই হিসাবে সাজান থাকিত । পর পর দুই দিন স্বর্গীর রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় অঙ্ক কবিয়া না আনাতে, সার গুরুদাস তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন । রমেশচন্দ্র উত্তর দেন যে অঙ্কশাস্ত্রে দক্ষতা না থাকায়, তিনি নির্দিষ্ট অঙ্কগুলি কষিতে চেষ্টা করেন নাই । এ উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া সার গুরুদাস বলেন যে এক-এ পরীক্ষার জন্ত যে টুকু গণিত শিখিতে হয়, তজ্জন্ত নিউটন বা লাপ্লাসের প্রতিভার প্রয়োজন হয় না এবং ঐ পরীক্ষার তরে যে টুকু সাহিত্য পড়িতে হয়, তজ্জন্ত শেক্সপীয়ারের বা মিল্টনের মনীষার আবশ্যকতা হয় না, একটুখানি খাটিলেই উহা সকলে আয়ত্ত করিতে পারে । এই সামান্য • তিরস্কার • বাক্যে রমেশচন্দ্রের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয় এবং তিনি সেই দিন হইতে অঙ্ক কষিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । সার গুরুদাস বলেন যে রমেশচন্দ্র যে ভাবে অবনতমস্তকে তাঁহার ছাত্র নবীন শিক্ষকের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কথা মনে হইলেই তাঁহার মন আনন্দ-রসে আপ্লুত হয় । (১)

(১) গণিত শিক্ষা সম্বন্ধে এই দৃষ্টান্তের কথা পিতৃদেব প্রণীত “The Education Problem in India (1914) নামক পুস্তকের ৮৩-৮৪

প্রেসিডেন্সি কলেজে কর্মত্যাগের মাস কয়েক পরে, সার গুরুদাস জেনেরল এসেমব্লিজে ইন্সটিটিউশনে (বর্তমান স্কটিশ চার্চেস কলেজ), গণিতের অধ্যাপক পদে বৃত্ত হন। ১৮৬৬ সালের জানুয়ারী হইতে যে মাস পর্যন্ত তিনি এই কার্য করেন। এখানে বেতন ছিল এক শত টাকা, কিন্তু পরিশ্রম ছিল হাড়ভাঙ্গা অর্থাৎ প্রত্যহ সাড়ে দশটা হইতে চারিটা পর্যন্ত। তখন ঐ কলেজের আয় এত কম ছিল, যে কর্তৃপক্ষের দুইজন গণিতাধ্যাপক রাখা অসম্ভব ছিল—এক জনকেই দুইজনের কার্য করিতে হইত। পাঞ্জাব চীফ কোর্টের জজ সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সময়ে সার গুরুদাসের ছাত্র ছিলেন। স্বর্গীয় উইলসন সাহেব এই সময়ে উক্ত কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের এবং শ্রীযুক্ত নীলাশ্বর মুখোপাধ্যায় দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। নীলাশ্বর বাবু তৎপরে হুগলী কলেজে গমন করেন এবং তথাকার অধ্যক্ষের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায়, অল্পদিনের মধ্যেই ঐ কার্য পরিত্যাগ করেন। বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কয়েক বৎসর পরে স্বর্গীয় গৌরীশঙ্কর দে মহোদয়, জেনেরল এসেমব্লিজে ইন্সটিটিউ-

প্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়, নাইট্ উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে পিতৃদেবকে যে অভিনন্দন পত্র লিখিয়াছিলেন (১৯০৪) তাহাতে নানাবিধ কথার মধ্যে তাঁহাদের ছাত্র ও শিক্ষক সম্বন্ধের কথা প্রথমে এবং শেষে লিখিত আছে।

"My personal relations with you, and my respect for your abilities and character, stretch back through a period of forty years. I sat at your feet as a humble learner in the Presidency College in the olden days.

* * * * *

Pardon me for writing all this: it is not often that I have time to indulge in sentiment in the midst of my laborious work. But your name in the papers of yesterday called back to my mind memories of nearly forty years, and if I have written down hurriedly what I felt, you will, no doubt, overlook the indiscretion of one who was your old student and is now your humble fellow-worker"

সনের গণিতাধ্যাপকের পদ, কিয়দধিক চল্লিশ বৎসর কাল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ।

পূর্বে যাহাদের বি-এল্ পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা থাকিত, তাঁহারা বি-এ পড়িবার সময়, আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের লেকচার শুনিতেন। সার গুরুদাস তাহাই করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ সালে বি-এল্ পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। শ্রীযুক্ত নীলাশ্বর মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় হন। বি-এল্ পরীক্ষা দিবার কিছু পূর্বে সার গুরুদাস রাত জাগিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। দিবাভাগে কলেজে পড়াইতে ও তজ্জগৎ প্রস্তুত হইতে যে সময় বাইত, রাত্রিকালে ঘুমের পরিসর কমাইয়া তাহা পোষাইয়া লইতেন। প্রথম প্রথম তিনি মশারির মধ্যে প্রদীপ রাখিয়া পড়িতেন। পাছে আগুন লাগে এই ভয়ে তাঁহার মাতৃদেবী নিয়ম করেন যে মশারির বাহিরে প্রদীপ রাখিয়া পড়িতে হইবে। রাত জাগিয়া যদি পীড়া হয়, এই ভয়ে তাঁহার জননী প্রায়ই অনুযোগ করিতেন। এই সময়ে সার গুরুদাসের এক আত্মীয় আসিয়া তাঁহাকে বলেন,—দাদা খুব চেপে পড়ো দেখো যেন সোনার মেডেলটা তোমার হাত পিছলে নীলাশ্বরের হাতে না যায়। বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃদেবী এই কথা শুনিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—তুমি কি তবে রেবারেষি করে রাত জাগচ? তুমি কি ছনিয়ার সমস্ত ভাল জিনিষ একচেটে কর্তে চাও? এত লোভ ত' ভাল নয়! অসুখ হ'লে তোমার একজামিন ও সোনার মেডেল কোথা থাকবে? আমি মন খুলে বলছি এবার নীলাশ্বর মেডেল পেলে আমি সুখী হইব। সে কেন একবার সোণার মেডেল পাবে না? তোমার কর্ম তুমি ভাল মনে করো বাও—রেবারেষি কোরো না—যিনি ফল দেবার কর্তা তিনি দেবেন।

মাতৃদেবীর কঠোর ভাদেশ ও উপদেশে সার গুরুদাসের চক্ষু ফুটিল তিনি রাত জাগিয়া পড়া বন্ধ করিলেন। বাহাতে রাত জাগিতে না পারেন, তজ্জন্ত তাঁহার মাতৃদেবী প্রদীপের তৈলের পরিমাণ কম করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে সেই পুণ্যবতী সাধ্বী যে কল্যাণ-বুদ্ধির অঙ্কুর রোপন করিয়াছিলেন, এখন তাহা মহাক্রমে পরিণত হইয়া তাঁহারই কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

বি-এল্ পড়িবার সময় সার গুরুদাস মন্ট্রিও (Montrio), বুলনোয়া (Boulnois) ও গুডীভ (Goodeve) সাহেবের লেকচার শুনিয়াছিলেন। সকালে ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত আইন ক্লাস বসিত। বুলনোয়া প্রথমে কলিকাতা ছোট আদালতের ও তৎপরে পাঞ্জাব চীফ কোর্টের জজ হইয়াছিলেন। গুডীভ সাহেব স্থগ্ৰীম কোর্টের Master in Equity ছিলেন; এখন ঐ পদ লুপ্ত হইয়াছে। মন্ট্রিও বিলাতী আইনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অধ্যাপনা-প্রণালী প্রশংসারযোগ্য ছিল না। একবার সার গুরুদাস তাঁহাকে আইন সম্বন্ধে কি কি পুস্তক পড়া উচিত ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, মন্ট্রিও রুদ্ধভাবে উত্তর দেন, "I don't teach books, I teach subjects" (আমি পুস্তক পড়াই না, আমি বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ দি)। হিন্দু ও মুসলমান আইন সম্বন্ধে মন্ট্রিওর জ্ঞান কিছু কম ছিল বলিয়া, তিনি তাঁহার নিজের ৭৫০ বেতনের কিসদংশ "ব্যবস্থা-দর্পণ" প্রণেতা বহুভাষাবিৎ গ্রামাচরণ সরকারকে দিয়া, উল্লিখিত আইন সম্বন্ধে বহুতা দিবার জন্য নিযুক্ত করেন। অতি দীন চুখীর সন্তান হইয়াও, অধ্যবসায় ও স্বাবলম্বন বলে, গ্রামাচরণ ভবিষ্যতে হাইকোর্টের ইন্টারপ্রিটার ও প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন-শিক্ষক হইয়াছিলেন। তিনি আইনের মূলতত্ত্বগুলি চমৎকার বুঝিতেন, কিন্তু

তঁাহার ইংরাজীতে অধিকার তদনুরূপ ছিল না। এক মোকদ্দমায় রামবাগানের দত্ত বংশের স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত (O. C. Dutt) অত্যন্ত জুরর (Juror) ছিলেন, এবং শ্রামাচরণ দোভাবীর কার্য্য করিতেছিলেন। “পোড়া মাগী”কে “Burnt woman” বলিয়া অনুবাদ করিতে কিছুতেই মানে বোঝা যাইতেছিল না—ও, সি, দত্ত উঠিয়া “Cursed woman” বলিয়া দিলে, জজ ও জুররগণ ব্যাপারখানা বুঝিলেন।

• প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, সার চন্দ্রমাধব ঘোষ বর্দ্ধমানের ওকালতি ছাড়িয়া, কলিকাতা হাইকোর্টে ভাগ্যপরীক্ষা করিতে আসেন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সার গুরুদাস তঁাহার নিকটে খাজনা সংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে লেক্চার শুনিয়াছিলেন। শ্রীনাথ দাস, চন্দ্রমাধব ঘোষ, নীলমাধব বসু প্রভৃতি জনকয়েক লব্ধপ্রাপ্তিষ্ট উকিলের, সেকালের নিয়মানুসারে বি-এ ও বি-এল পাস করা আবশ্যক হয় নাই।

১৮৬৬ সালের মধ্যভাগে সার গুরুদাস পুরাদস্তুর কৰ্ম্মজীবনে প্রবেশ করেন। সংসারারণ্যের কণ্টকাকীর্ণ পথে তঁাহার পাথেয় ছিল দেব-তুর্লভ চরিত্র, অদম্য অধ্যবসায়, অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং মহীয়সী মাতৃদেবীর ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ। এই অর্দ্ধ-শতাব্দী-ব্যাপী কল্যাণময় কৰ্ম্মজীবনের বিবরণ বারান্তরে দেওয়া যাইবে।

শ্রীগৌরহরি দেন।

মানসী আশ্বিন ১৩২০



বহরমপুরে ।

১৮৬৬ সালের গ্রীষ্মাবকাশে বহরমপুর কলেজে নিযুক্ত হইবার পূর্বে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে পাটনা কলেজে দুই শত টাকা বেতনের অধ্যাপকতা ও পরে গোহাটী হাই স্কুলে তিন শত টাকা বেতনের হেডমাষ্টারের জন্ত দরখাস্ত করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু মাতৃদেবীর নিষেধে তাঁহার অভিলাষ কার্যোপরিগত হয় নাই। অধ্যাপক রমানাথ নন্দীর দেহত্যাগে, বহরমপুর কলেজে তিন শত টাকা বেতনের পদ শূন্য হইলে, সার গুরুদাস নির্বন্ধসহকারে জননীর অনুমতি প্রার্থী হইলেন। কিন্তু তিনি সার গুরুদাসকে বলিলেন—তুমি হাঁসতে হাঁসতে বহরমপুরে কাজ করতে যাবে, আর রমানাথ বাবুর আত্মীয় স্বজন সেখান থেকে কঁাদতে কঁাদতে চলে আসবেন, এটা কি ভাল? অগত্যা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার মাতুলকে মাতৃদেবীর নিকট সুপারিস করিবার জন্ত ধরিলেন। তিনি আসিয়া তাঁহার ভগ্নীকে বুঝাইলেন যে রমানাথ বাবুর মৃত্যুতে যে পদ শূন্য হইয়াছে, তাহা ত' চিরকালের জন্ত খালি থাকিবে না, স্নতরাং তৎপ্রার্থী হইলে তাঁহার আত্মীয়দের প্রতি কণমাত্রও অবিচার করা হইবে কিরূপে? তিনি আরও বলিলেন যে গৃহদেবতাকে বহরমপুরে লইয়া যাইলে তাঁহার সেবার ক্রটি হইবে না। অনেক তর্কাতর্কির পর সার গুরুদাস মাতৃদেবীর নিকট কলিকাতা ত্যাগের অনুমতি পাইয়াছিলেন।

সেই সময়ে শোভাবাজার রাজবংশের রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব, মুর্সিদাবাদের নবাব নাজিমের দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ানের প্রতিপত্তি

যশ্বেষ্ট ছিল এবং বেতন ছিল মাসিক আড়াই হাজার টাকা। তিনি সার গুরুদাসের মাতুলের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। প্রথম বার বহরমপুরে গিয়া, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত দিনের জন্ত রাজা প্রসন্ননারায়ণের আতিথ্য গ্রহণ করেন। মুর্সিদাবাদের নবাববংশ তখন ইংরাজ গভর্নমেন্টের নিকট বাৎসরিক পেন্সন পাইতেন। নেপালে যেমন ইংরাজ গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি স্বরূপ একজন রেসিডেন্ট (Resident) থাকে, সেকালে মুর্সিদাবাদে সেইরূপ এক জন এজেন্ট (Agent) থাকিত। এই এজেন্ট পদগোরবে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশনারের গরিষ্ঠ। “History of Civilisation” প্রণেতা ঐতিহাসিক বাকুলের (Buckle) ভ্রাতা ডব্লু. বি. বাকুল এই সময়ে মুর্সিদাবাদে এজেন্ট ছিলেন।

উক্ত এজেন্টের দ্বিতীয় কেরানী এবং সার গুরুদাসের আত্মীয়, প্রেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এই সময়ে বহরমপুরে ছিলেন। তিনি নানা প্রকারে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পর্যটক রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুরের বহুপূর্বে, অভ্রভেদী নগরাজের দুর্গম পথ অতিক্রমপূর্বক তিব্বত দেশে গমন করিয়া, ইনি বাঙ্গালীর “ঘরমুখো” অপবাদের কথঞ্চিৎ নিরসন করিয়াছিলেন। প্রেমচন্দ্র খুব স্পষ্টবাদী ছিলেন—জবরদস্ত সাহেব প্রভুর নিকট তিনি কখনও আমতা আমতা করিয়া সত্যের অপলাপ করেন নাই। এক দিন তাঁহার মনিব Buckle, বাঙ্গালী জাতির অনুতবাদিতা সম্বন্ধে মুকুবি-রান্ন করিতে করিতে যাই বলিলেন যে, “We never speak an untruth” (আমরা কখনও মিথ্যা বলি না), প্রেমচন্দ্র তখনই টিপ্পনি করিলেন, “I doubt, Sir, whether you are speaking the truth this time” (মহাশয়, আমার সন্দেহ হইতেছে আপনি

এইমাত্র একটি মিথ্যা কথা कहিলেন)। এক বার একখানা পুরাতন ম্যাপ নকল করিবার পর দেখা গেল যে উহার কয়েক স্থল ফাটিয়া গিয়াছে। গোরা মনিব ক্রোধান্বিত হইয়া প্রেমচন্দ্রকে বাই বলিলেন যে তুমি উহা ছিঁড়িয়াছ, তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, “Not I, but constant use has torn it”। তাঁহার আত্মসংযম ও পরার্থ-পরতার কথা শুনিতে বিস্মিত হইতে হয়। বয়স্ক পুত্রকে শঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্ত দেখিয়া, তিনি কলিকাতা হইতে বহরমপুরে আসিতে বাধ্য হন। যথাসময়ে গৃহ হইতে পত্র না আসাতে, তিনি ও সার গুরুদাস উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। কিন্তু পর দিবসে ডাকপিয়ন পত্র দিয়া গেলে প্রেমচন্দ্র উহা কিছুতেই খুলিলেন না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে তিনি উত্তর দেন—তোমার আহার হ’লে তবে চিঠি খুলব, কেননা যদি কোন মন্দ সংবাদ থাকে তা, হ’লে তুমি অভুক্ত থাকবে।

প্রথম বার বহরমপুরে যাইবার সময় সার গুরুদাস জননী ও সহধর্মিণীকে সঙ্গে লন নাই। তথায় বাসা ঠিক করিয়া আসিয়া তাঁহাদের লইয়া যাইবেন তাঁহার এই সঙ্কল্প ছিল। তখন বহরমপুরে গমন করিতে হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে দিয়া যাইতে হইত। হাবড়ার গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহার সহযাত্রী জুটিলেন স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ হাণ্ড সাহেব। ভূদেব বাবু তখন স্কুলের ইনস্পেক্টর ছিলেন। একবার তাঁহার এক কণ্ঠার সহিত সার গুরুদাসের বিরাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার জামাতা তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যচনাথ বসু প্রথম বৎসরে এবং তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় বৎসরে বি-এ উপাধি

প্রাপ্ত হন। তাঁহারা তিনজনেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া ভূদেব বাবুর সহিত সার গুরুদাসের নানা বিষয়ে কথাবার্তা হয়। বিবাহে কুল খুঁজিবার প্রয়োজন কি ইহা বুঝাইবার কালে, ভূদেব বাবু সার গুরুদাসকে বলেন যে পাত্রের কুলের অপেক্ষা বিদ্যা, রূপ ও অর্থ অধিকতর আবশ্যক। ভূদেব বাবুর অমায়িকতা ও বাক্পটুতা সার গুরুদাসকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। হাও সাহেব তাঁহার কোটোগ্রাফ ভূদেব বাবুকে উপহার দিলে, তিনি সাহেব ও তাঁহার গৃহিণীর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "O, I like the original far better than this copy." (আমি আসল মানুষটিকে এই নকলের চেয়ে ঢের বেশী পছন্দ করি)। (১)

(১) ১৩২৫ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণের "এডুকেশন গেজেট" পত্রিকায় পুণ্যলোক ৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র খ্যাতনামা ৬ মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত পিতৃদেবের নিম্নোক্ত পত্র খানি প্রকাশিত হইয়াছিল।

২রা ফাল্গুন ১৩২২

কল্যাণবরেষু—

• আপনার সত্ত্ব প্রদত্ত আপনার পিতৃদেব প্রণীত গ্রন্থাবলী ও স্বপ্রণীত "সদালাপ" নামক গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি এবং ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

• আপনার 'সদালাপ' অতি সুন্দর গ্রন্থ। ইহা কেবল বালক ও যুবকের নহে, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরও শিক্ষাপ্রদ এবং আনন্দজনক।

আপনার পিতৃদেবের গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে বাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। আমার পৃষ্ঠদশা হইতেই তাঁহাকে একজন

সার গুরুদাস বহরমপুর কলেজে প্রত্যহ ৯টা হইতে ১০টা পর্যন্ত ব্যবস্থা শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। আইনের তিনটি ক্লাস সপ্তাহে দুই দিন করিয়া বসিত। ফোর্থ ইয়ার ক্লাসে বেলা ১০ টা হইতে ১১টা পর্যন্ত সপ্তাহে তিন দিন গণিত পড়াইতে হইত। সে সময়ে Stephen's "Commentaries on the Laws of England" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ বি-এল্ পরীক্ষার অন্ততম পাঠ্যপুস্তক ছিল। গ্রন্থখানির মূল্য প্রায় ৪৪\ ছিল বলিয়া অনেক দরিদ্র ছাত্র উহা ক্রয় করিতে সমর্থ হইত না। ছাত্রগণকে ঐ পুস্তকের সার সংগ্রহ লিখাইয়া, সার গুরুদাস তাহাদিগের অত্যন্ত সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব ছোটলাট সার জর্জ ক্যাম্বেলের দ্রাভা সি, এচ, ক্যাম্বেল,

অসামান্য পণ্ডিত ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি বলিয়া ভক্তি করিতে আরম্ভ করি, এবং ক্রমে তাঁহাকে যতই ঘনিষ্ঠভাবে জানিতে লাগিলাম এবং তাঁহার লেখা পড়িতে লাগিলাম ততই সেই ভক্তি প্রগাঢ়তর হইতে লাগিল। বহরমপুর কলেজের আইনের অধ্যাপক হইয়া যে দিন বহরমপুর যাত্রা করি সেই দিন ভূদেববাবুর সঙ্গে হাবড়া স্টেশনে প্রথম দেখা হয়। দেখিলাম তিনি একজন সুদীর্ঘকায় বিশাল ললাট শুভ্রবর্ণ সৌম্যমুর্তি পুরুষ। তাঁহার অন্তরের উদারতা ও প্রখর বুদ্ধি যেন তাঁহার মুখকান্তিতে বিকাশ পাইতেছিল। আমরা যে গাড়িতে উঠিলাম সেই গাড়িতে বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ হাও সাহেবও উঠিলেন, এবং তিনিই আমাকে ভূদেববাবুর নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। তাহাতে ভূদেববাবু এতই অমায়িকতা ও স্নেহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন যে বোধ হইল যেন আমার সঙ্গে তাঁহার কতকালের পরিচয় ছিল। হাও সাহেব নিজের একখানি ফটোগ্রাফ তাঁহাকে দেওয়াতে তিনি বলিলেন :—

ঐ সময়ে মুর্সিদাবাদ অঞ্চলের কমিশনার ছিলেন। “নীলদর্পণ” নাটকের ইংরাজী অনুবাদক পাদরি লড্ সাহেব তাঁহার বন্ধু ছিলেন। এক-দিন আইনের থার্ড ইয়ার ক্লাসে সার গুরুদাস Penal Code সম্বন্ধে লেকচার দিতেছেন, এমন সময়ে ক্যাম্বেল ও লড্ আসিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আরম্ভ করিলেন। ক্যাম্বেল সরকারি বিবরণীতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অধ্যাপনার গুণ কীর্তন করিয়াছিলেন।

সার গুরুদাসের পূর্বে বহরমপুর কলেজের গণিত ও আইনের অধ্যাপক রমানাথ নন্দী, মুর্সিদাবাদের নবাব নাজিমের বাঁধা উকিল (Retained Legal Adviser) ছিলেন। সার গুরুদাসকে ঐ পদ দিবার জন্ত, তাঁহার মাতুল দেওয়ান বাহাদুরকে অনুরোধ করিলে,

“It is a good likeness but I like the original better than the copy.”

তাঁহার সঙ্গে হাও সাহেবের ও আমার নানা বিষয়ে কথাবার্তা হইতে লাগিল। সে কথাগুলি সকল মনে নাই, কিন্তু ইহা বেশ মনে আছে যে তাঁহার কথাতে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব ছিল। এইরূপে ছগলী পর্য্যন্ত যাওয়ার পর তিনি ছগলী ষ্টেশনে নামিয়া গেলেন।

তাঁহার গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তাহাতে যে সকল কথার আলোচনা আছে তন্মধ্যে কতকগুলি কথা লইয়া মতভেদ থাকা বিচিত্র নহে, কিন্তু যতই সময় যাইবে ততই তাঁহার অধিকাংশ কথার বাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে, এবং সমাজ সংস্কারকেরা তাহার প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিবেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ।

রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বলেন যে, আপনার ভাগিনেয় বৈষ্ণব •মুহু স্বভাবের, তাহাতে তাঁহাকে মকদ্দমা দিতে সাহস হয় না। এই সংবাদে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ক্ষুব্ধ হন নাই; তিনি বলিয়াছিলেন যে নবাবের তহবিল হইতে যে কয়টি টাকা প্রাপ্তি তাঁহার অদৃষ্টে আছে, তাহা কেহ রোধ করিতে পারিবে না। অল্পদিন পরেই তিনি ঐ পদ লাভ করিয়াছিলেন।

প্রথম মকদ্দমায় অর্জিত টাকা পাঁচটি সার গুরুদাস তাঁহার মাতৃদেবীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে কন্স করা প্রথম মাসের বেতন জননীর হস্তে দিলে, তিনি তাহাতে গৃহদেবতার সিংহাসন তৈয়ারী করিয়াছিলেন। বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকিল স্বর্গীয় মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে সার গুরুদাস তাঁহার প্রথম ফী প্রাপ্ত হন। তিনি বলেন যে ব্যবহারাজীব জীবনের প্রারম্ভে মতিবাবুর ছায় বিচক্ষণ উপদেষ্টা ও সহৃদয় বন্ধু পাইয়া তিনি ধৃত হইয়াছিলেন। মতিবাবুর উদারতা সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছি। সম্পত্তির উত্তরাধিকার হস্তে এক মুসলমান সংসারে মোকদ্দমা বাধিলে, সার গুরুদাস তাহাতে জুনিয়র ও মতিবাবু সিনিয়র উকিল ছিলেন। তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিবার কালে, মহম্মদীয় আইনগ্রন্থ খুলিয়া সার গুরুদাস মতিবাবুকে এমন একটি বিষয় দেখাইলেন, যাহা ইতঃপূর্বে তাঁহার অজ্ঞাত ছিল। এই ব্যাপারে মতিবাবু সার গুরুদাসকে বলেন, “It is your discovery therefore you must argue the case” জুনিয়রকে স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইতে দিয়া, মতিবাবু যে অসাধারণ ঔদ্যোগ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, সেই কথা বলিতে সার গুরুদাসের কণ্ঠস্বর কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে রুদ্ধ হইয়া উঠে। মতিবাবুর

তেজস্বিতা সধব্ধে সার গুরুদাসের নিকট যে গল্প শুনিয়াছি, তাহা মফস্বলের বার লাইব্রেরি গুলির দ্বারদেশে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবার উপযুক্ত। বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেবের পুত্র তখন বহরমপুরের ম্যাজিস্ট্রেট। গ্রাণ্টের এজলাসে মতিবাবু এক সাক্ষীকে জেরা করিতেছেন এমন সময়ে হাকিম বলিলেন, “I disallow this question”। মতি বাবু তত্বতরে ছ’ একটি কথা বলিলে গ্রাণ্ট ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, “That sort of protest against the action of the Court may well become members of the English bar, who are educated gentlemen and who know their business, but it does not become any member of the mofussil bar, where we have only a half-educated bar *——। হাকিমের উক্তি সমাপ্ত হইবার পূর্বেই মতিবাবু দাঁ করিয়া বলিলেন, “And a quarter educated bench” †। আদালতশুদ্ধ লোক বজ্রাহতের আশ্রয় ভূক্ত হইলেন। অল্পক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গ্রাণ্ট নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন ও মতিবাবুকে বলিলেন, “Go on please”।

সরাসরি মকদ্দমায় কোনও পক্ষে ওকালতনামা লইয়া, নম্বরী মকদ্দমায় (Regular suit) তাহার বিপক্ষের নিকট ওকালত-নামা লইতে অনেকেই দোষাবহ মনে করেন না। ইহা যে সকল সময়

* হাকিমের সঙ্গে এরূপ বচসা করা বিলাতের অশিক্ষিত ও কাষ্যদক্ষ আইনজীবীদিগের শোভা পায়; হেথাকার পাড়াগাঁয়ে উকিলের ওরূপ ব্যবহার নিতান্ত অশোভন, কেননা তাঁহারা অর্ধশিক্ষিত—

† এবং ধর্ম্মাবতারগণ সিকি-শিক্ষিত।

আইন-বিরুদ্ধ তাহা নহে ; কিন্তু নীতিসঙ্গত নয় বলিয়া সার গুরুদাস কখনও এরূপ মকদ্দমার ভার লন নাই। বহরমপুর বাসের প্রারম্ভে বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে শ্রেয় বনাম প্রেয় এই জটিল প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে হইয়াছিল। উক্ত প্রকারের এক মকদ্দমায় জৈনক মক্কেল, অধিক ফীর লোভ দেখাইয়া, অনেক বৃথা হাঁটাচাটীর পর তাঁহাকে বলে—আপনি মতিবাবুর মত লউন, তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিলে আপনাকে ওকালতনামা লইতেই হইবে। মতিবাবু সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া সার গুরুদাসকে বলিলেন—আপনি এ মকদ্দমা নেবেন কি ছেড়ে দিবেন তার শ্রেষ্ঠ বিচারক স্বয়ং আপনি। মোটা ফী পেয়ে সেই টাকায় কি কি সুবিধা হয় তার একটা হিসাব করুন, আর টাকার হাড়কাটে কল্যাণবুদ্ধিকে কোপ মেরে মনের বিরূপ অশান্তি ও অধোগতি হয়, তার একটা হিসাব করুন, তার পরে নিজের রাস্তা ঠিক করে নিন। সার গুরুদাস ধর্মের ঋজু পথই গ্রহণ করিয়াছিলেন। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলেন বলিয়া, প্রথমে উক্ত মক্কেল অভিমান প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্লান্তি দিন পরে তিনি বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের গোঁড়া হইয়া উঠিয়াছিলেন।

দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ও পুণ্যাত্মা রামতনু লাহিড়ীর বন্ধু শ্রামাচরণ ভট্ট এই সময়ে বহরমপুরে ওকালতি করিতেছিলেন। তিনি বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। যৌবনের প্রারম্ভে শ্রামাচরণ নদীয়া আদালতে সামান্য চাকরি করিতেন। নদীয়ার তৎকালীন কলেक्टर ডি, আই, মানি (Money) তাঁহাকে অত্যন্ত অহুগ্রহ করিতেন। মানি মুর্শিদাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট জজ হইয়া শ্রামাচরণকে বলিলেন,—তুমি আমার সঙ্গে মুর্শিদাবাদে চল, আমি তোমাকে উকিল করে দোব। তখন ডিষ্ট্রিক্ট জজদের নিকট সনন্দ

পাইলেই উকিল হওয়া চলিত এবং সামান্য আইন পড়িয়াই গ্রামা-
চরণ তাঁহার মুরুবির নিকট সনন্দ পাইয়াছিলেন। মফঃস্বলের
বিচারালয়ে বাঙ্গালাই আদালতের ভাষা, সুতরাং রাজভাষায় অনধিকার
তাঁহার উকিল হইবার পথে বিঘ্ন হয় নাই। মানি তখনকার
উকিল সরকার (Government Pleader) রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্যকে
গ্রামাচরণের উপর রূপাদৃষ্টি করিতে বলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও
ফল না হওয়ায়, সাহেব তাঁহাকে কী না লইয়া মকদ্দমা করিতে
পরামর্শ দেন। ওকালতি করিয়া মেধাবী ও পুতচরিত্র গ্রামাচরণ
যথেষ্ট উপার্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি কাশী
বাস করিয়াছিলেন।

বহরমপুরে অবস্থান কালে, সার গুরুদাস বোতল-বাহিনীর অনুরাগী
কি না তাহার পরীক্ষা হইয়াছিল। “বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক
প্রস্তাব” প্রণেতা স্বর্গীয় রামগতি শ্রায়রত্ন, বহরমপুরের তদানীন্তন
শিক্ষক স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র রায় (ভবিষ্যতে ইনি হেয়ার ও হিন্দু স্কুলের
প্রধান শিক্ষক হইয়াছিলেন), স্বর্গীয় অধিকাচরণ বসু (ইনি শিক্ষা
বিভাগের অধ্যক্ষের সহকারী হইয়াছিলেন), সার গুরুদাস প্রভৃতি
কয়েকজন সখা এক দিবস গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে বন্দো-
পাধ্যায় মহাশয় দেখিলেন, যে তাঁহার বন্ধুবর্গ বোতল হইতে লোহিত
বর্ণের তরল পদার্থ ঢালিয়া সেবন করিতেছেন। তিনি তদর্শনে
আশ্চর্য্য ও লজ্জিত হইয়াছেন বুঝিয়া, তাঁহারা বলিলেন যে বহরমপুর
সন্দির জায়গা বলিয়া শরীরটা গরম রাখিবার জন্ত তাঁহারা একটু
আধটু টানিয়া থাকেন। অতঃপর তাঁহারা গেলার পূর্ণ করিয়া,
সার গুরুদাসকে উহা প্রসাদী করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন,
এবং তিনিও কায়মনোবাক্যে বাধা দিতে লাগিলেন। যখন প্রকাশ

পাইল যে বোতলের মধ্যে অগ্নিম্যান্ড্যের ব্রহ্মাজ জামের আরক ছিল, তখন কি পরিমাণে হাশ্বে রোল উঠিয়াছিল তাহা অনুমেয়।

সার গুরুদাস বহরমপুরে এক বিয়াল্লিশ-কন্ঠা ওস্তাগরের পাল্লায় পড়িয়াছিলেন। সুবিধাজনক দরে কিছু জিনিষ পত্র কিনাইয়া সে তাঁহার সঙ্গে বেশ ভাবসাব করিয়া লইয়াছিল। ঘন ঘন আসিয়া, লম্বা লম্বা সেলাম ঠুকিতে আরম্ভ করিল দেখিয়া, তিনি তাঁহাকে বলেন, যে মিছামিছি আনাগোনা করা অনাবশ্যক, প্রয়োজন হইলে তিনি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন। সে তবুও আসা-যাওয়া করিতে বিরত হইল না। একদিন সার গুরুদাস তাহাকে চাপাচাপি করিয়া ধরিলে, সে বলিল যে দর্জির কাজ তাহার একমাত্র ব্যবসায় নহে— সে চমৎকার জগ্‌ সূপ (Jug soup) তৈয়ারী করিতে জানে এবং অনেক হোমরা-চোমরা বাবুর রসনা তদাস্বাদনে ধৃত হইয়াছে। সার গুরুদাসের চোটপাট জবাব শুনিয়া ওস্তাগর তাঁহাকে বদ-রসিক ঠাহরাইল, এবং যাইবার কালে উপদেশ দিয়া গেল যে ডিরিঙ্ক (মত্ত) ও সূপের বন্দোবস্ত না করিলে তাঁহার দোস্তি (বন্ধু) জুটিবে না ও পসার জমিবে না।

ওকালতি করিবার কিছু পূর্ব হইতে সার গুরুদাস উর্দু ভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন। ইহাতে মুসলমান মক্কেলদিগের দলিল ও খাতাপত্র বুঝিতে সুবিধা হইত। তাঁহার সহাধ্যায়ী নীলাধর মুখোপাধ্যায় পঞ্জাবে ওকালতি করিতে মনস্থ করিয়া ঐ ভাষা আয়ত্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

বহরমপুরে আসিয়া সার গুরুদাসের স্বাস্থ্য, অর্থ, বন্ধু, সম্মান কিছুই অভাব হয় নাই—কিন্তু ষোল আনা সুখ মানুষের অদৃষ্টে ঘটে না। ক্রুদ্ধে তাঁহার মাতুল, জননী ও সহধর্মিণী মুসিদাবাদ

ভূমিযুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। পশ্চিমঘো নলহাটি ষ্টেশনে এক বিল্ডিং ঘাটে—পুরুষেরা একবার নামিয়াছেন এমন সময়ে গাড়ি ছাড়িয়া দেয়। বহরমপুরে পৌঁছিয়াই সার গুরুদাসের প্রথমা কন্যা দেড় বৎসর বয়সে বিস্মৃতিকা রোগে গতায়ু হন। তিনি পরমা সুন্দরী ছিলেন বলিয়া পিতামহী নাম রাখিয়াছিলেন মোহিনী। শ্রামাচরণ ভট্ট আসিয়া শোকবিহ্বল বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে সাহসনা দিতেন, “কি ভায়া এক ধাক্কা কাবু হ’য়ে পড়লো? সংসারে ঢের ধাক্কা খেতে হবে, কাবু হোয়ো না।” ভট্ট মহাশয়ের শোককাহিনী শ্রবণে ও আত্মসংবম দর্শনে সার গুরুদাস হৃদয়ে বললাভের চেষ্টা করিতেন।

ওকালতি করিবার প্রারম্ভে সার গুরুদাসের দেওয়ানি অপেক্ষা ফৌজদারি মকদ্দমার দিকে অধিক ঝোঁক ছিল এবং ভাগ্যক্রমে তাহার সুবিধা ঘটয়ছিল। মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে এক দল ধনাঢ্য লোক বাস করেন, তাঁহাদের পদবী বঙ্গাধিকারী। জনৈক বঙ্গাধিকারী তাহার স্ত্রীর নামে বিষয় বেনামি করিয়া এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিল। মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কন্যার বিবাহের পর জামাতাকে কেহ কেহ পরামর্শ দেয় যে তাহার স্বাশুড়ীর সম্পত্তি তাহার স্ত্রীর প্রাপ্য। ঐ বংশের প্রথা অনুসারে উক্ত কন্যা পিত্রালয়ে ছিল এবং দরিদ্র জামাতা স্বশুরালয়ে বাস করিত। স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া শ্রালকের সহিত মকদ্দমা করার অসুবিধা, তজ্জগৎ সে জোর করিয়া স্ত্রীকে নিজের বাটীতে আনিবার চেষ্টা করে। শ্রালক বাধা দেওয়ায় সে পুলিশের আশ্রয় লয়। একদিন দুই দলে দাঙ্গা হইবার সময় লাল-পাগড়ি মহাপ্রভুদের শ্রীঅঙ্গে কিঞ্চিৎ আঁচড় লাগে। তৎক্ষণে উক্ত বঙ্গাধিকারীর বিরুদ্ধে কোম্পানী বাহাদুরের লোক ও ধনবলের চক্র পুরাদমে ঘুরিতে আরম্ভ করে এবং প্রত্যহ পঞ্চাশ

ঢাকা দর্শনীতে সার গুরুদাস গভর্নমেন্টের পক্ষে উকিল নিযুক্ত হন। বহরমপুরের সমস্ত প্রবীণ উকিল বঙ্গাধিকারীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্রমাগত বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে তাঁহাদের মক্কেলের অনুচরবর্গ আত্মরক্ষার্থ মারামারি করিতে বাধ্য হইয়াছে। সার গুরুদাস যখন শকুন্তলা নাটকের ৫ম অঙ্ক হইতে

“সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈক সংশ্রয়াং

জনোহুতথা ভর্তৃমতীং বিশঙ্কতে ।

অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে

প্রিয়াহপ্রিয়া বা প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ ॥”

এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইলেন যে, জ্ঞানীলোক সতী হইলেও কেবলমাত্র পিতৃগৃহে বাস করিলে লোকে ব্যাভিচারিণী সন্দেহ করে বলিয়া তাহাদের ভর্তৃসন্নিধানে গমন অবশ্য কর্তব্য, তখন হাকিম সার গুরুদাসের দিকে টলিলেন এবং বঙ্গাধিকারীকে বিনা পরিশ্রমে তিন দিন মেয়াদের আঞ্জা দিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ছিল W. L. Heeley; তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন।

এই মকদ্দমায় মুসিদাবাদ অঞ্চলে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল এবং ইহাতে জয়লাভ করিয়া সার গুরুদাসের বশ বহুদূরব্যাপী হইয়াছিল। এই সৌভাগ্যের প্রসঙ্গ উঠিলে সার গুরুদাস ক্রমাগত বলেন যে, উহাতে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার বাহাদুরির কিছুই ছিল না, সমস্তই ঘটনাচক্রের ফল। তিনি প্রায়ই বলেন যে, এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে মানুষ কীটানুকীট মাত্র, তাহার আত্মগরিমা নিতান্ত অশোভন এবং পাশ্চাত্য দর্শনে কথিত মানবের “free will” স্থলদৃষ্টির

পরিচায়ক। এই তথ্য তাঁহার “জ্ঞান ও কন্ম” নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

মুর্সিদাবাদের নবাব নাজিমের এক মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিয়া সার গুরুদাস যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহা কলিকাতার সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার আর, ভি, ডয়েন (Doyne) সাহেবকে জ্ঞাপন করিলে, তিনি লিখিয়া দেন “I fully agree”। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শ-মত কার্য্য করিয়া নবাব নাজিমের সম্মত ও প্রায় বিশ’ হাজার টাকা রক্ষা পায়। ইহাতে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সার গুরুদাসকে ঘড়ি ও চেন উপহার দেন। মুর্সিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব বাহাদুর তাঁহার পৌত্র। নবাব নাজিম অত্যন্ত সদালাপী ছিলেন, ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বেশ অধিকার ছিল, শিষ্টাচারে তিনি আদর্শ-স্থানীয় ছিলেন, এবং অশ্বপৃষ্ঠে ছয় মাত ঘণ্টা থাকিয়াও তিনি ক্লান্তি বোধ করিতেন না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনি গুরুদাস সাহেব বলিয়া ডাকিতেন। প্রথম দিন নবাব নাজিমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময়, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নজর স্বরূপ একখানি মোহর লইয়া যান। সেলাম করিবার পর পরিষ্কার ক্রমালের উপর মোহর রাখিয়া, নবাবের সম্মুখে ধরিতে হইত। ঘনিষ্ঠতা প্রকাশের ইচ্ছা থাকিলে নবাব উহা গ্রহণ করিতেন—না থাকিলে কেবলমাত্র স্পর্শ করিতেন। প্রথম দিন “হজুর প্রনূর কা সাত” (পূর্ণচন্দ্র স্বরূপ প্রভুর সহিত) সাক্ষাৎ হয় নাই। সে দিন সার গুরুদাস “বড়ী” ও “মেজলা” সাহেবের সহিত (নবাব নাজিমের প্রথম দুই পুত্র) এবং আর একটি চোগা-টুপি-ধারী সদালাপী ব্যক্তির সহিত গল্পগুজব করিয়া চলিয়া আসেন। শেষোক্ত ভদ্রলোকটির মুসলমানী পোষাক দেখিয়া ও বিগত উর্দূতে কথাবার্ত্তা শুনিয়া, সার গুরুদাস

তাহাকে মুসলমান ঠাহরাইরাছিলেন। কিন্তু পরে শুনিলেন যে, তিনি নবাব নাজিমের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বনামখ্যাত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শম্ভুচন্দ্র পরে ত্রিপুরার মহারাজার অমাত্য হইরাছিলেন, এবং “Mookerji's Magazine” নামক মাসিক ও “Reis and Rayyet” নামক সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন করিয়া সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

নবাব নাজিমের দেড় কুড়িটি বেগম সাহেবা ছিল। প্রধান বেগম মূলকে জোমানিয়ার নিকটই তিনি অধিক সময় থাকিতেন। বেগম মহলের চারিদিকে জেলের মত উঁচু পাঁচিল ছিল এবং অনেকগুলি খোজা ঐ বেগম-কেল্লায় সাত্ত্বীর কার্যা করিত। নবাবের খাস দেউড়ির তোরণে নহবত বাজিত। তিনি বসিলে একজন ভৃত্য তাঁহার মাথার উপর জরির ছাতা ধরিয়া থাকিত। তাঁহার পাশে সোণার ডিবায় কতকগুলি পান ও মুক্তা পোড়ান চুগ রাখা হইত—সেগুলি অনবরত তাঁহার বদনাভ্যন্তরে আশ্রয় লাভ করিত। নবাব নাজিম এই অভ্যাসের এত বশীভূত ছিলেন যে, হাকিম প্রিন্সিপ—ভবিষ্যতে ইনি হাইকোর্টের জজ হন—একবার সাক্ষ্য লইবার জন্ত তাঁহার প্রাসাদে আসিলে, তিনি তাঁহার সমক্ষে পাণ চিবাইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রিন্সিপ হাসিয়া উত্তর দেন, “This is not my Court, this is your Highness's palace.”

প্রথম দিন কথাবার্তার সময় নবাব নাজিম সার গুরুদাসকে জিজ্ঞাসা করেন যে সর্বত্র জমির মূল্য বাড়িতেছে, কিন্তু টাকার দাম কমিতেছে, ইহার কারণ কি? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উত্তর দেন যে টাকা নোট এ সকল token (চিহ্ন) মাত্র—বিনা ক্রেসে উহাদের সংখ্যা বাড়ান চলে, কিন্তু বাসযোগ্য বা কর্ষণযোগ্য জমির

পরিমাণ বিনাব্যয়ে বিনাশ্রমে বাড়ান যায় না। টাকা বা নোট সাধারণতঃ বত প্রয়োজন, তাহার অভাব হয় না; কিন্তু মনোমত জমি বতটা আবশ্যক, তাহা সহজে প্রাপ্তব্য নহে। যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন অধিক কিন্তু জোগান অল্প, তাহাদের মূল্য চড়িতে থাকে।

নবাব নাজিমের উদারতা সম্বন্ধে সার গুরুদাস কয়েকটি গল্প বলিয়াছেন। একবার তাঁহার এক বেতনভুক জহুরি, এক ছড়া মতির মালা এমন সুন্দরভাবে গাঁথিয়াছিল, যে নবাব সমুদ্র হইয়া তাহাকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিবার অল্পমতি দেন। দেওয়ান এই আদেশে শুনিয়া তাঁহাকে বলেন—জহুর ও ত' মাহিনার চাকর, উহাকে অত টাকা বকসিস দিবার প্রয়োজন আছে কি? নবাব তাহাতে উত্তর দেন—মেরা খুসী আর আউর আদমিকা খুসীমে তফাৎ হোগা নেই? নবাব নাজিমের নিকট পরচর্চার সস্তা আনন্দ লুটবার আশায় এক দল লোক অপর দল সম্বন্ধে চৌর্য্য অপবাদ দিলে, তিনি বলিয়াছিলেন—কোন চোরি নেহি করতা? ছুনিয়ামে বহত চোরি কা মাল হায়। মেরা তকত কেয়া হায়? বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের উত্তরাধিকারীর মুখে, মুর্সিদাবাদের “তকত” যে “চোরিকা মাল,” এই উক্তি তাঁহার অসাধারণ সারল্যের পরিচায়ক।

বহরমপুরে অবস্থানকালে মজলিসি বন্ধুদিগের সাহচর্য্যে সার গুরুদাসের সময় অতি সুখে কাটিত। শ্রীবুদ্ধ বৈকুণ্ঠনাথ সেন সেই সময়ে তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির বীজ বপন করিতেছিলেন। বহরমপুরের তৎকালীন সদর আমীন, সাহিত্যচার্য্য শ্রীবুদ্ধ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা, স্বর্গীয় গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়, সাহিত্যচর্চায় ও আমোদ আহ্লাদে যুবকের ত্রায় উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। স্বর্গীয়

প্রব্রতস্বয়ং রামদাস সেন, রাজা রমানাথ ঠাকুরের ভাগিনেয় স্বর্গীয় উকিল আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় পরলোকগত উকিল শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি সুহৃদ্বর্গের সামাজিকতার কথা সার গুরুদাসের স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে। আশুবাবুর আত্মীয় স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক টাকা দেনা হইলে, তাঁহাকে শ্রীধর বাস হইতে রক্ষা করিবার জন্ত, আশুতোষ তাঁহার সমস্ত ঋণের জামিন হন। পাওনাদারের তাগাদায় অবশেষে তাঁহাকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হয়। ভবিষ্যৎ বিচারপতি অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের ও আশুবাবুর হাইকোর্টে ওকালতিতে প্রায় সমান পসার ছিল এবং কলিকাতায় থাকিলে হয় ত তিনিই অনুকূলবাবুর পরিবর্তে জজ হইতে পারিতেন। অনুকূলবাবুর হাইকোর্টে জজিয়তি লাভের সংবাদ বহরমপুরে পৌঁছিলে, মতিবাবু আশুবাবুকে বলেন—নগেন্দ্র ঠাকুরের দেনার বোঝা কাঁদে না করিলে, আপনিই হয় ত’ জজ হ’তেন। উদারহৃদয় আশুবাবুর উদরে সে দিন উত্তেজক পদার্থের মাত্রা একটু বেশী ছিল। তিনি মতিবাবুকে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “You have said like yourself, but I have acted like myself. যে আমার খেয়ে মানুষ, তাঁর ছেলেকে ধরে নিয়ে যাবে? নাই বা হাইকোর্টের জজ হলুম!”

তখন বহরমপুরের উকীলদের বসিবার জন্ত পৃথক গৃহ ছিল না। পুরাতনতন্ত্রের উকিলেরা আদালতের রোয়াকে মাদুর বিছাইয়া বসিতেন। নব্যতন্ত্রের উকিলেরা জজের বা সদর-আলার কেরাণীখানাতে আড্ডা মারিতেন। ক্রমে একটা আড্ডার নাম হইল “নবরত্ন সভা”। গঙ্গাচরণ বাবু ইহার কালিদাস এবং সার গুরুদাস ইহার বরুণ ছিলেন। গঙ্গাচরণ সরকার যেমন তেজস্বী তেমনই

প্রিহাসপটু ছিলেন। পূজা উৎসবাদি উপলক্ষে কাসীমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর বাটীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত, কিন্তু মহারাণীর জমিদারী সংক্রান্ত কোনও মোকদ্দমা যতদিন তাঁহার এজলাসে থাকিত ততদিন গঙ্গাচরণ তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না। এক বাত্রার আসরে অভিনেতাদিগের সামান্য উচ্চারণ দোষ সম্বন্ধে শ্রোতৃবৃন্দের অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য শুনিয়া তিনি বলেন—তোমরা এই উচ্চারণ শুনে হাঁস্চ, আমি শুনিচি “আজ-নন্দিনী মালা নাও, ইকিবিতে একে দাও” (রাজনন্দিনী মালা নাও, রিকিবিতে রেখে দাও)।

জজের আদালতের হেড ক্লার্ক স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ নাগের আশ্রয়ে, উক্ত “নবরত্ন সভা” বসিত বলিয়া তিনি রাজা বিক্রমাদিত্য আখ্যা প্রাপ্ত হন। সার গুরুদাস এই বিক্রমাদিত্য-বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধে যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন তাহা এই :—

“উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ যুমায়ে থেকনা আর,

অজ্ঞান তিমিরে তব স্নপ্ৰভাত হ’ল হের।

• নানা গুণে গুণমণি

হারায়ে ওগো জননি !

সেই রাজা পুণ্যবান্

বৈকুণ্ঠেতে অধিষ্ঠান

লয়ে নবরত্নগণে,

নানা সমস্তা পূরণে

বিক্রমাদিত্য নৃমণি

ছিলে বড়ই কাতর।

ভ্রমি স্বর্গে নানা স্থান,

হয়েছেন এইবার।

নানা শাস্ত্র আলাপনে,

বসেছেন পুনর্বার।”

• উক্ত কবিতায় যে সমস্তা পূরণের কথা সার গুরুদাস বলিয়াছেন, “নবরত্ন সভায়” তাহা এক প্রধান অঙ্গ ছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একদিন প্রশ্ন করেন—এমন কি জিনিষ, বাহা থাকা ভাল, না থাকা মন্দ, পাওয়া মন্দ, কিন্তু না পাওয়া ভাল। গঙ্গা-

চরণ বাবু উত্তরে বলেন, “কৃষ্ণ”। সার গুরুদাস “হ’ল নহ” বলিলে তিনি বলেন, “নয় ত’ নয়”। কিন্তু রাত্রে চিন্তার পর ঠিক অর্থ বাহির হইলে, তিনি পরদিন প্রাতঃকালে সার গুরুদাসকে লিখিয়া পাঠান :—

“হেঁয়ালির অর্থ তব শুনহে রসিক,
নর হ’তে নারী তাহা ধরয়ে অধিক ।
অধিক কি কব আর বুঝে দেখ ভাই,
কল্যা না বলিতে পেরে পাইয়াছি তাই !”

এই হেঁয়ালির উত্তর “লজ্জা”—সরকার মহাশয়ের সরস উত্তরে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরাজী ও সংস্কৃত হেঁয়ালিও বাদ পড়িত না।
উদাহরণ :—“A lady in white, the longer she stands the shorter she grows.” উত্তর—A burning white candle.

“তরুণ্যালিস্তিতঃ কণ্ঠো নিতম্ব স্থলমাপ্রিতঃ ।

গুরুণাং সন্নিধানেপি কঃ কূজতি মুহুমুজঃ ॥”

(তরুণীর কণ্ঠ আলিঙ্গন ও নিতম্ব আশ্রয় করিয়া কে গুরুজনের সন্নিধানেও পুনঃ পুনঃ শব্দ করে)। উত্তর—জলে ভরা কলসী।

ডাক্তার রামদাস সেন কবিবর মাইকেল মধুসূদন সম্বন্ধে এই কবিতাটা রচনা করেন :—

“মধু সম মধুমাসে মোহন বাঁশরী,
বাজান নিকুঞ্জবনে রাধাকান্ত হরি ।
শুনি, গোপ গোপীগণ আনন্দে বিহ্বল,
চকিত স্থগিত নেত্রে হেরে বনস্থল ।
তেমতি মধুর নাদে শ্রীমধুসূদন,
প্রেমানন্দে ভাসাইলা গোড়জন মন ।

বীরঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, তিলোত্তমা মুখে,
তানলয় মধুর সঙ্গীত শুনি স্নেহে ।
পুন মেঘনাদ মুখে রণভেরী শুনি,
সদর্পেতে বীর হিয়া জাগিল অমনি ।
নবরস প্রসূরিত তোমার সঙ্গীত,
কাব্যপ্রিয় বাঙ্গালীর বাহে জন্মে প্রীত ।
কাব্যের কানন পানে পুনঃ কর্ণ ধায়'
শুনিতে মধুর স্বর তোমার গাথায় ।”

মার গুরুদাস উক্ত কবিতার এই ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন :—

“Sweet as the charming pipe in pleasant May,
Radha's beloved Hari was wont to play.
When at the notes enraptured with delight,
Each rustic eyed the groves with stedfast sight.
So Michael's strains tuned with exquisite art,
Have filled with joy Bengala's feeling heart.
The heroine maid and Tilott'ma sweet,
Have sung their varied lays in metres meet,
And martial notes from Meghnad's bugle grave
Have roused with pride the hearts of all the brave.
Sweet are thy songs with pathos filled of every kind,
Fit to delight Bengala's poetic mind.
The ear still lingers by thy music groves.
To hear more songs of thine it so much loves.”

মার গুরুদাস মাইকেলের রচনার, বিশেষতঃ “মেঘনাদ বধ” কাব্যের,
অত্যন্ত অনুরাগী; ঐ কাব্যের অধিকাংশ তিনি অনর্গল মুখস্থ বলিতে

পারেন। আমি যখন তাঁহাকে নিবেদন করিলাম যে, ছাত্রাবস্থায় “Paradise Lost” ও “মেঘনাদ বধ” কাব্যের কয়েক সর্গ পাঠ করিয়া প্রৌঢ় বয়সে সেগুলি Wordsworth বা রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও কবিতার স্থায় অনেকবার পড়িতে লুক্ক হন না, এমন লোকের সংখ্যা বিরল নহে, তখন তিনি যেন একটু চমকাইলেন। যখন বলিলাম যে রবীন্দ্রনাথের “গান্ধারীর আবেদন,” “কর্ণ-কুন্তী সংবাদ” প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা অনেকবার পড়িয়াও বর্তমান লেখকের সাধ মেটে নাই, তখন তিনি বলিলেন—রবিবাবুর রচনার মাধুর্য্যে আমিও মুগ্ধ, কিন্তু স্থলে স্থলে তাঁহার লেখা hazy ও sensuous বলিয়া মনে হয় না কি? তাঁর লেখায় শৈলী ও টেনিসনের গুণ ও দোষ উভয়ই কিছু পরিমাণে বর্তমান। রবিবাবুর “কথা” নামক কাব্যের “শ্রেষ্ঠ শিক্ষা” শীর্ষক কবিতা সম্বন্ধে সার গুরুদাস বলিলেন যে, ঐ কবিতার রুচি অমার্জনীয়। (১)

(১) এই সম্বন্ধে ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত দ্বিতীয় বক্তৃতায় বাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

“যারা তথ্যের দিকে দৃষ্টি রাখে তাদের হাতে কবিদের কি হুগতি ঘটে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই :—

আমি কবিতায় একটি বৌদ্ধকাহিনী লিখেছিলাম। বিষয়টি হচ্ছে এই :—একদা প্রভাতে অনাথ পিণ্ডদ প্রভু বুদ্ধের নামে শ্রাবস্তী নগরের পথে ভিক্ষা মেগে চলেছেন। ধনীরা এনেদিলে ধন, শ্রেষ্ঠীরা এনে দিলে রত্ন, রাজঘরের বধুরা এনে দিলে হীরা মুক্তার কঙ্গী। সব পথে পড়ে রইল ভিক্ষার ঝুলিতে উঠলনা। বেলা যায়, নগরের বাহিরে পথের ধারে গাছের তলায় অনাথ পিণ্ডদ দেখলেন এক

বন্যোপাখ্যায় মহাশয় আমাকে তাঁহার “জ্ঞান ও কল্প” নামক গ্রন্থের ১৮৮ হইতে ১৯৫ পৃষ্ঠা পড়িতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন যে, রবিবাবুর অসাধারণ মনীষার তেজে তাঁহার সমসাময়িক অনেকের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে—চন্দ্ৰের জ্যোৎস্নায় মুগ্ধ হইয়া তাহার

ভিক্ষুক মেয়ে। তার আর কিছুই নেই, গায়ে একখানি জীর্ণ চীর। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এই মেয়ে লেই চীরখানি প্রভুর নামে দান করলে। অনাথ পিশুদ বললেন “অনেকে অনেক দিয়েছে, কিন্তু সবত কেউ দেয়নি। এতক্ষণে আমার প্রভুর যোগ্য দান মিলল, আমি ধন্য হলাম।”

একজন প্রবীন, বিজ্ঞ, ধার্মিক খ্যাতিমান লোক এই কবিতা পড়ে বড় লজ্জা পেয়েছিলেন, বলেছিলেন “এ ত ছেলে মেয়েদের পড়বার যোগ্য কবিতা নয়।” এমনি আমার ভাগ্য, আমার খোঁড়া কলম খানার মধ্যে পড়তেই আছে। যদি বা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ থেকে আমার গল্প আহরণ করে আনলুম, সেটাতেও সাহিত্যের আক্রমণ নষ্ট হল। নীতিনিপুনের চক্ষে তথ্যটাই বড় হয়ে উঠল, সত্যটা ঢাকা পড়ে গেল। হায়রে কবি, একেত ভিখারিণীর কাছ থেকে দান নেওয়াটাই তথ্য হিসাবে অধর্ম, তারপর নিতান্ত নিতেই যদি হয় তা হলে তাল পাতার কুঁড়ের ভাঙ্গা ঝাঁপটা কিংবা একমাত্র মাটির হাঁড়িটা নিলে ত সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষা হতে পারত। তথ্যের দিক থেকে এ কথা নতশিরে মানতেই হবে। এমন কি, আমার মত কবিও যদি তথ্যের জগতে ভিক্ষা করতে বেরত, তবে কখনই এমন গর্হিত কাজ করত না, এবং তথ্যের জগতে পাগলা গারদের বাইরে এমন ভিক্ষুক মেয়ে কোথাও মিলতনা, রাস্তার ধারে নিজের গায়ের একখানি কাপড় বে ভিক্ষা দিত; কিন্তু সত্যের জগতে স্বয়ং

কলঙ্ক নাই বলিলে চলিবে কেন? “শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা” শীর্ষক কবিতার যে কয় পংক্তি, বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যোরতর আপত্তিজনক বোধ হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইল :—

“দীন নারী এক ভুতল শয়ন,
না ছিল তাহার অশন ভূষণ,
সে আসি নমিল সাধুর চরণ

কমলে ।

অরণ্য-আড়ালে রহি কোনমতে,
একমাত্র বাস নিল গাত্র হ’তে
বাছটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে

ভুতলে !

ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য এমন ভিক্ষা নিয়াছেন এবং ভিখারিণী এমন অদ্ভুত ভিক্ষা দিয়েছে; এবং তার পরে সে মেয়ে যে কেমন করে রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে যাবে সে তর্ক সেই সত্যের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তথ্যের এত বড় অপলাপ নাটে, ও সত্যের কিছুমাত্র খর্ব্বতা হয় না—সাহিত্যের ক্ষেত্রটা এমনি। রসবস্তুর এবং তথ্যবস্তুর এক ধর্ম্ম এবং একমূল্য নয়। তথ্যজগতের যে আলোক রশ্মি দেয়ালে এসে ঠেকে যায়, রসজগতে সে রশ্মি স্থলকে ভেদ করে, অন্যায়সে পার হয়ে যায়, তাকে মিস্ত্রি ডাকতে বা সিঁধ কাটতে হয় না। রসজগতে ভিখারীর জীর্ণ চীর থানা থেকেও নেই, তার মূল্য ও তেমনি লক্ষ পতির সমস্ত ঐশ্বর্য্যের চেয়ে বড়। এমনি উটোপান্টা কাণ্ড।”

(বঙ্গবাণী ভাদ্র ১৩৩১ ৮-৯ পৃষ্ঠা)

ভিক্ষু উর্দ্ধভুজে করে জয়নাদ,
কহে “ধন্য মাতা, করি আশীর্বাদ,
মহা-ভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ
পলকে !

চলিলা সম্যাসী ত্যজিয়া নগর,
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর,
সঁপিতে বুদ্ধের চরণ-নখর-

আলোকে ।”

মাইকেলের রচনা সম্বন্ধে সার গুরুদাস বলিলেন যে “মেঘনাদবধ” কাব্য অধ্যাপনা কালে, আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কালিদাস ও মাইকেল বর্ণিত মদনভঙ্গ্য তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, উজ্জয়িনীর মহাকবির ওস্তাদি হাতের কাছে গৌড়দেশীয় মহাকবি হঠিয়া গিয়াছেন। “কুমারসম্ভব” কাব্যে মহাদেবের নয়ন-নিঃসৃত বহি বজ্রের আয় নিমেঘের মধ্যে মদনকে ভঙ্গসাৎ করিয়াছে, কিন্তু মধুসূদন তাহাকে আন্তে আন্তে পোড়াইয়া কাঁচা হাতের পরিচয় দিয়াছেন। মাইকেল লিখিয়াছেন :—

“হায় মা, কত জালা সহিলু কেমনে
নিবেদি ও রাঙা পায়ে ? হাহাকার রবে,
ডাকিলু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে ;
কেহ না আইল ; ভয় হইলু স্বপ্নে ;—
ভয়ে ভগ্নোত্তম আমি ভাবিয়া ভবেশে ।”

কালিদাস তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

“ক্রোধঃ প্রভো সংহর সংহরেতি
যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি ।

তাবৎ স বহির্ভবনেত্রজন্মা

ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥”

(হে প্রভো ক্রোধ সম্বরণ করুন, ক্রোধ সম্বরণ করুন, এই বাক্য আকাশস্থিত দেবগণের মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে হরনেত্র-নির্গত বহি মদনকে ভস্মশেষ করিয়া ফেলিল ।)

মাইকেলের “বীরেন্দ্র-কেশরী” ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল বাবু বলিতেন, “বীরকেশরী” বা “বীরেন্দ্র”ই যথেষ্ট—“বীরেন্দ্রকেশরী” যেন “চাই কুঁজো লেবে।” কুঁজো বেচিবার সময়, একদল লোক নাকি “চাই কুঁজো” বা “কুঁজো লেবে” না বলিয়া, “চাই কুঁজো লেবে” বলিয়া থাকে । (১)

মহারানী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান রাজীবলোচন রায়ের পুঁথিগত বিজ্ঞার পরিমাণ ছিল অত্যল্প, কিন্তু মেধা ছিল অসাধারণ । দ্বৈতবাদ,

(১) “রাসবিহারীর একবৎসর পূর্বে গুরুদাস পড়িয়াছিলেন । মেঘনাদ বধ পাঠ্যগ্রন্থ ছিল । গুরুদাস বিশেষ যত্নের সহিত ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং এখন পর্য্যন্ত আমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে আমি গ্রন্থের কোন স্থান কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছিলাম তাহা স্মরণ করাইয়া দেন । আমি অবশ্য সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছি ; কিন্তু অত বড় এক ব্যক্তি তাঁহার বালাকালে—একপ্রকার কথ শিখিবার সময়ে বলিলেই হয়, আমার নিকট কখন কি শুনিয়া যে মনে রাখিয়াছেন তাহা অবগত হইয়া আমার অবশ্যই বিশেষ প্রীতিলাভ হয় ।”

(আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

মহাশয়ের উক্তি ; শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত

প্রণীত “পুরাতন প্রসঙ্গ” ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা)

আত্মত্ববাদ প্রভৃতি বিষয় লইয়া কালীমবাজার রাজবাটীতে পণ্ডিতবৃন্দের বন বন শিখা সঞ্চালিত হইতেছে, এমন সময়ে রাজীবলোচন হঠাৎ এমন এক মনীষা-ব্যঞ্জক মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, বাহাতে পণ্ডিত মণ্ডলী চমৎকৃত হইতেন। তাঁহার সমক্ষে কেহ কোনও কর্মচারীকে উৎকোচগ্রাহী সাব্যস্ত করিয়া তাহার স্থলে অপরের নিয়োগের কথা বলিলে, রাজীবলোচন বলিতেন,—“আচ্ছা যে সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়াবো, যদি সেই সর্ষেতে ভূত থাকে।” অমনি পরচর্চার ভনভনানি মন্দীভূত হইত। মহারাণী স্বর্ণময়ী প্রতিবৎসর পৌষ মাসে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে শীত বস্ত্রাদি দান করিতেন। এই বিতরণের ভার দেওয়ান লইতেন বলিয়া, তাঁহার নিকট অসংখ্য সুপারিস পত্র আসিত। বন্ধুবান্ধবের নিকট বলা ছিল যেন প্রত্যেকে দুই খানির অধিক সুপারিস পত্র না দেন। পত্র লইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত হইলেই, তিনি নাম, ধাম, কোথায় কাহার বাসায় আছেন প্রভৃতি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। যদি কেহ বলিত, ঐ পত্রেই সব কথা খোলসা করিয়া লেখা আছে, তিনি অমনই বলিলেন বুড়ো মানুষকে আবার চশমা পরাবার কষ্ট দেবেন এই প্রকার জেরা করিয়া তিনি জ্ঞাতব্য অনেক কথা আদায় করিতেন, চশমা লইতে কষ্ট হওয়ার কথা চালাকি মাত্র। একবার সার গুরুদাস একজন সামান্য গোছের পণ্ডিতকে চিঠি দিয়াছেন সুতরাং আর এক জনকে আর একখানা সুপারিস চিঠি দেওয়া যাইতে পারে, এমন সময়ে মতিবাবু আসিয়া বলিলেন, আমি দুইখানা চিঠিই দেবার পরে একজন খুব বড় পণ্ডিত এসে ধরেছেন, তাঁহার সম্বন্ধে আপনি দেওয়ানকে অহুরোধ করুন। সার গুরুদাস তখন ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া, মতিবাবুর মুছুরি ঐ পত্রখানি লিখিয়া বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সহি করাইয়া লন। সার গুরুদাসের

চিঠি দুই খানি দেখিয়া রাজীবলোচন মনে করিয়াছিলেন, যে প্রথম খানি তিনি প্রাণ খুলিয়া লিখিয়াছেন, দ্বিতীয় খানি উপরোদ্ধে লিপিবদ্ধ। এই হিসাব করিয়া তিনি প্রথম অর্থাৎ সামান্য পণ্ডিতকে শালের জোড়া ও দশ টাকা, এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ খ্যাতনামা পণ্ডিতকে জামেয়ার ও পাঁচ টাকা দিয়াছিলেন। বিদায় দেখিয়া সার গুরুদাস ও মতিবাবু উভয়েই বুঝিলেন যে পাণ্ডিত্য হিসাবে ঠিক উল্টা দান হইয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া মতিবাবু জ্ঞাত হইলেন যে, দ্বিতীয় পণ্ডিত তাড়াতাড়িতে রাজীবলোচনের নিকট বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে তিনি “হাইকোর্টের” উকিল “গুরুচরণ” বাবুর নিকট হইতে আসিয়াছেন। মতিবাবু গিয়া দেওয়ানকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া বলিলে, উক্ত পণ্ডিত শালের জোড়া ও দশ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজীবলোচন এক জন ব্রাহ্মণকে কদাচারী বলিয়া জানিতেন। কাশীমবাজার রাজবাটিতে পূজানুষ্ঠান উপলক্ষে, রাজীবলোচন উক্ত ব্রাহ্মণকে দুই দিন পূর্বে বলেন, “কল্য সংঘম করিয়া থাকিবেন।” ব্রাহ্মণ দন্তরুচি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “আজ্ঞা আমরা ত’ প্রতাহই সংঘম করিয়া থাকি।” রাজীবলোচন বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ভৎসনা করিলেন না, কেবল দৃঢ়ভাবে বলিলেন “কাল নিশ্চয় সংঘম করিবেন।” গতিক মন্দ বুঝিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, “যে আজ্ঞা।”

১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, সার গুরুদাস প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা দিবার জন্ত দুই সপ্তাহের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসেন। তাঁহার পরীক্ষার বিষয় ছিল পাঁচটি—অমিশ্র গণিত, মিশ্র গণিত, ইংরাজী সাহিত্য, পদার্থবিজ্ঞান ও দর্শন। স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই বৎসর উক্ত পরীক্ষা

দেয়। তিন দিন পরীক্ষা দিয়াই কালীবাবু পীড়িত হন। মোটের উপর সার গুরুদাসের নম্বর আশুবাবুর অপেক্ষা অধিক হওয়াতেও তিনি বৃত্তি পান নাই, কেননা যে কয়টি বিষয়ে তাঁহার শতকরা চল্লিশের অপেক্ষা কম নম্বর হয়, তাহা একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। আশুবাবুই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী। ইতিহাস ও অর্থনীতিতে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার দেখিয়া, পরীক্ষক (‘‘Friend of India’’ পত্রের সম্পাদক জর্জ স্মিথ্) বিস্মিত হইয়াছিলেন। এফ-এ, বি-এ, এম-এ ও বি-এল্ উপর্যুপরি এই চারিটি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিবার পর, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় বিফল হইয়া, সার গুরুদাস গোঁ ধরিলেন যে আর পরীক্ষার জন্ত পড়িবেন না। বিদ্যার পরিসর বৃদ্ধি করিতে এখন তিনি বিশেষভাবে মনোযোগী হইলেন। হিন্দু ব্যবস্থাপন শিক্ষাকল্পে তিনি সংস্কৃতশিক্ষায় অভিনিবিষ্ট হইলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি শ্রায়রত্ন তখন বহরমপুরে ছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যার ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্ত তাঁহার পরামর্শে উপক্রমণিকা ও ঋজুপাঠ হইতে আরম্ভ করিলেন। ‘‘দায়ভাগ’’ ‘‘মিতাক্ষরা’’ প্রভৃতি অধ্যয়নের পূর্বে তিনি রামগতি শ্রায়রত্নের নিকট ‘‘রঘুবংশ’’ ‘‘কুমার সম্ভব’’ ‘‘অভিজ্ঞান শকুন্তলা’’ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহ পাঠ করিয়াছিলেন। প্রত্যহ দুই ঘণ্টা সংস্কৃত পড়িতেন—এক ঘণ্টা নিজে ও এক ঘণ্টা শ্রায়রত্নের নিকট। সংস্কৃত আলোচনায় তাঁহার এক সমব্যবসায়ী সহাধ্যায়ী জুটিয়াছিল— তাঁহার নাম জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়। জানকীবাবুর সম্বন্ধে সার গুরুদাস এক গল্প বলিয়াছেন। কালিদাস, রাজা দিলীপ ও রাণী সুদক্ষিণার মধ্যস্থলে, বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনীর অবস্থানের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, যেন দিবা ও রাত্রির মধ্যস্থলে সন্ধ্যা। জানকী

বাবু ঐ শ্লোক পড়িয়া বলিয়াছিলেন,—মরি কি উপমা ! বেন শনি ও সোমবারের মধ্যে রবিবার, যেমন তেতলা ও একতলার মধ্যে দোতলা ! (১)

পণ্ডিত রামগতি তাঁহার নিজের “উত্তরচরিত”খানি সার গুরুদাসকে দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—আপনি আমার মতন অনেক শিক্ষক পাবেন, কিন্তু আমি আপনার মতন ছাত্র পাব না। সেই মধুর স্মৃতিমণ্ডিত পুস্তকখানি সার গুরুদাস বহু সহকারে রক্ষা করিয়াছেন।

ভবিষ্যতে যখন সার গুরুদাস কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন, তখন রামগতি তাঁহাকে লিখিয়া জানান, যে কি এক গোলমাল হইয়া তাঁহার পেন্সানের পরিমাণ ত্রিশ টাকা কমিয়া গিয়াছে—তিনি যদি তাঁহার বন্ধু শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ, সার এল-ফ্রেড ক্রফটকে ঐ সম্বন্ধে বলেন, তাহা হইলে হয় ত, সুবিধা হইতে পারে। সার গুরুদাস কখনও উচ্চপদস্থ সাহেবদিগের সহিত

(১) মহাকবি কালিদাসের রচনা অধ্যয়ণ সম্বন্ধে পিতৃদেব প্রদত্ত

A few thoughts on Education নামক গ্রন্থ হইতে কয়েক ছত্র নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

“The student, instead of wasting his time and energy in learning by rote pages of commentary and grammatical notes on Kalidasa, will do better if he were to commit to memory the immortal verses of the poet. And he should try to understand their meaning and find out with his own eyes their beauty instead of merely following the word of others. Those verses are an inexhaustible mine of beauty, and no honest searcher will come back disappointed. I may be permitted here to refer to a small incident which occurred in my own knowledge.

I was reading with a friend that portion of the second canto of the “Raghuvansa” where the poet speaking of the sacred cow returning to the hermitage with the king behind and the queen before her, compares her to the evening between day and night. With reference to this passage—

অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠতা করেন নাই, তাঁহাদের সুপারিস করিতেও তিনি অত্যন্ত নারাজ। রামগতির পত্র পাইয়া তিনি মনিঅর্ডার করিয়া ত্রিশ টাকা পাঠাইয়া দেন এবং লিখিয়া পাঠান যে যতদিন তাঁহার হাইকোর্টে চাকরি থাকিবে, ততদিন তিনি গুরুদক্ষিণা স্বরূপ প্রতি মাসে ত্রিশ টাকা তাঁহার চরণে পৌছাইয়া দিবেন। রামগতি তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন, যে তাঁহার শ্রদ্ধায় তিনি সন্তোষ লাভ করিয়াছেন এবং পাছে তিনি ক্ষুণ্ণ হন এই আশঙ্কায় ঐ ত্রিশ টাকা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে মাসকাবারি ত্রিশ টাকার বোঝা বহাইতে তিনি একান্ত অনিচ্ছুক।

১৮৬৬—৬৭ সালে ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ বহরমপুর কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা জগবন্ধু

পুরস্কৃত বান্ধনি পার্শ্ববিন

প্রত্যুদাতা পার্শ্বব ধর্ম পল্লী।

তদন্তরে সা বিররাজ ধেনু

দিনক্ষপা মধ্যগতেব সন্ধ্যা।

My friend remarked "We have heard a good deal about the beauty of Kalidasa's similes; but where is there any beauty in the present instance? The poet might as well have said that the sacred cow between the king and the queen appeared like Sunday between Saturday and Monday or like any intermediate thing between the two things before and after it." I asked my friend to pause for one moment and mark what the point of time was when the cow returned to the hermitage. The cow described as of a bright-brown colour, was returning to the hermitage just at evening, with the valiant king coming behind and the gentle queen approaching to welcome her; and the poet's imagination naturally saw a counterpart of the interview between the king and the queen with the sacred cow between them, in the opportune conjunction of the moment between the bright departing day and the soft approaching night with the dusky evening twilight intervening. This remark quite satisfied my friend who expressed sincere regret for his irreverent banter."

(A few thoughts on Education p. p 219-20.)

ষোষ তথাকার ম্যাজিস্ট্রেটের হেড ক্লার্ক ছিলেন। অল্পদিন পরে রাসবিহারী বাবু কলিকাতায় ওকালতি করিতে আসেন। আসিবার কালে তিনি সার গুরুদাসকে বলেন—আপনিও হাইকোর্টে চলুন; আমরা যদি এখানে থাকি ত’ হাইকোর্টে বাবে কে? এই আত্ম-নির্ভরতা আত্মস্তরিতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি সার বার্ণস পিকক (Peacock) ডাক্তার রাসবিহারীকে “modest” বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন! তাঁহার বন্ধুবর্গ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি modest হইলেন কবে থেকে, তখন তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে পিককের ছায় মনীষী, ছায়পর বিচারকের নিকট যেমন modesty আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে, আত্মশ্লাঘী আহাম্মক বিচারকের কাছে তেমনি ঔদ্ধত্যের মাত্রা আপনা হইতে ছাপিয়া ওঠে। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের এইরূপ নিজের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। বহুকাল পূর্বে এলান (Allan) নামে একজন প্রসিদ্ধ উকিল হাইকোর্টে ছিলেন। এক মকদ্দমায় তিনি সিনিয়র ও দ্বারকানাথ জুনিয়র উকিল ছিলেন। প্রবীণ এলান একটি বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইতেছেন দেখিয়া নবীন উকীল দ্বারকানাথ তাঁহাকে সাবধান করিলেন। এলান ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলেন, “I don’t think I should like to be associated with you in any case after this” (ইহার পরে তোমার সঙ্গে কোনও মকদ্দমায় থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে দেখি)। দ্বারকানাথ উত্তর দেন, “I don’t know who would be the greater loser thereby” (ইহাতে কাহার অধিক ক্ষতি হইবে তাহা বিচার্য)।

১৮৬৭ সালে সার গুরুদাসের প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এম্-এ ও বি-এল পাশ করিবার পর ইনি রিপণ

কলেজে গণিত ও ব্যবহাশাস্ত্রের অধ্যাপকতা করিতেছেন। প্রথম পৌত্র ভূমিষ্ঠ হইলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃদেবী বলেন, যে পুত্র না হইয়া কন্যা হইলে বেশ হইত—তাহা হইলে মনকে প্রবোধ দেওয়া যাইত যে প্রথমা কন্যাটি ফিরিয়া আসিয়াছে। মুর্সিদাবাদের নবাব নাজিমের নিকট বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে ঘড়ি ও চেন উপহার পাইয়াছিলেন, তাহা দিয়া হারাণবাবুর “মুখ-দেখা” হয়। ১৮৬৯ সালে নবমী পূজার দিবস, সার গুরুদাসের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিষ্ঠ হন। এম্-এ-বি-এল হইবার কিছু পরে তিনি হাইকোটে ওকালতি করেন ও ডি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সম্প্রতি তিনি ভারত গভর্নমেন্টের ব্যবস্থা বিভাগের সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ও “রায় বাহাদুর” উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

অনুকূল ভাগ্য কিরূপে সাফল্যলাভের সহায় হয়, সার গুরুদাস তাহার উদাহরণ স্বরূপ বলেন যে, বহরমপুরে এক সিভিলিয়ান জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে, হাকিমকে “ত্রিশূল” কি তাহা অপরে বুঝাইতে অসমর্থ হওয়াতে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, “It is like the Greek letter PSI”। মফস্বল আদালতে গ্রীক বর্ণমালায় অভিজ্ঞ উকিল দেখিয়া সাহেব বিস্মিত হইলেন এবং তদবধি তিনি সার গুরুদাসকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

সার গুরুদাস বলেন যে কাহাকেও তিল মাত্র ক্রেশ দিয়াছেন একরূপ মনে হইলে, যতক্ষণ না সেই ব্যক্তির খেদ অপসারণে সমর্থ হন, ততক্ষণ তাঁহাকে ছট্‌ফট্‌ করিতে হয়। গৌরমুন্দের চৌধুরী নামক এক জমিদার তাঁহার মক্কেল ছিলেন। সিভিলিয়ান হান্‌কি (H. Hankey) সাহেবের এজলাসে গৌরমুন্দের এক গুরুতর মকদ্দমা হয়। হান্‌কি

ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনের হইয়াছিলেন। তাঁহার পঞ্চ ছয়টি ঘোটক ছিল। আদালতের কার্য্য করিতে করিতে একটু অবসর পাইলেই তিনি অস্বাভাবিক inspection করিতে বাইতেন। গৌরসুন্দরের বিপক্ষ দল জাতিতে মুসলমান। তাহাদের সহিত ঐ আদালতের মুসলমান সেরেসাদারের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। উকিলদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করিয়া, ইনি অনেকের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছিলেন। হান্‌কি যখন জুরর (Juror) দিগকে উক্ত মকদ্দমার অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়গুলি বুঝাইতেছিলেন, এমন সময়ে দেখা গেল যে উক্ত সেরেসাদার, গৌরসুন্দরের অনুকূল মন্তব্যগুলির বেলা চুপ করিয়া থাকে, আর প্রতিকূল মন্তব্যগুলির বিবৃতি কালে জুরর দিগের দিকে চাহিয়া মস্তক সঞ্চালন করে। সেরেসাদারের মুণ্ড নাড়ায়, জুররগণ বিপথগামী হইয়া তাঁহার মক্কেলের মুণ্ডপাত করিতে পারেন, এই ভয়ে সার গুরুদাস ঐ ব্যাপারে হাকিমের মনোবাগ আকৃষ্ট করিলে, অজ্ঞ তখনই সকলের সমক্ষে সেরেসাদারকে অপমান করেন। সেরেসাদারের লাঞ্ছনা দেখিয়া সার গুরুদাস ক্ষুব্ধ হন এবং মকদ্দমায় জয়লাভ কুরিয়াই তাঁহার ইচ্ছা হয় যে সেরেসাদারের নিকট গিয়া ছটা মিষ্ট কথা বলেন। কিন্তু মতি বাবু ও অগ্রাগ্র উকিলগণ, উহাকে তোয়াজ করিতে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলেন। কিছুদিন পরে ছর্গাপূজার অবকাশের সময় আসিল। সার গুরুদাস মতিবাবু ও অগ্রাগ্র বন্ধুগণকে নির্বাকসহকারে বলিলেন যে ছুটির পূর্বে ঐ সেরেসাদারকে একটু সাঙ্ঘনা না করিলে, তিনি ছুটিটা স্মৃথে কাটাইতে পারিবেন না। বন্ধুবর্গের সম্মতি প্রাপ্তির পরে বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সাঙ্ঘনা-স্মরণধুনী সেরেসাদারের গৌসাইরাবতকে ভাসাইয়া দিয়াছিল।

সার গুরুদাস কখনও এক কপর্দক ধ্বংস গ্রহণ করেন নাই এবং

পলাশীর যুদ্ধের এক শত দশ বৎসর পরে, বঙ্গদেশের পেন্সন-ভোগী নবাব কর্তৃক ইংরাজ গভর্নেন্টকে মাহিনা দেওয়া, নাট্যালায় আবুহোসেনের বাদশাহী স্বরণ করাইয়া দেয়। বড়লাটের মন্ত্রণাসভায়, বিজাতীয় ভাষায় কয়টা দিন নাকে কাঁদিয়া, আমাদের “মাগুবর সভা”-গণ, গ্লাডষ্টোন, ডিজরেলির ভূমিকা লইয়াছেন মনে করিয়া, বোধ হয় এই প্রকারের আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।

অনেক দিন হইতে বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃদেবীর কাশীতে শিবস্থাপনা করিতে ও নারিকেলডাঙ্গার বাটিতে পূরণ পাঠ দিতে বাসনা ছিল। মাতৃদেবীর বাঞ্ছাপূরণের জন্ত সার গুরুদাস ১৮৭০ সালের প্রথমার্দ্ধ কাশীধামে ও কলিকাতায় অতিবাহিত করেন। “মিত্রবিলাপ”-প্রণেতা স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, তাঁহার স্থলে বহরমপুর কলেজের আইনের লেকচারার হন এবং এম্, স্মিথ নামক একজন বিলাতী গ্রাজুয়েট গণিতের অধ্যাপকতা করেন। রাজকৃষ্ণবাবু ভবিষ্যতে সরকারি অনুবাদক (Translator to the Govt. of Bengal) হইয়াছিলেন। বহুকাল হইতে সার গুরুদাসের মাতৃদেবীর আদেশ ছিল যে ঘরে বসিয়া মাসে একশত টাকা আয়ের মূলধন জমিলেই, তাঁহাকে বিদেশ হইতে কলিকাতায় ফিরিতে হইবে। অবসর লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিবার সময় কলেজের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করেন, যে ঐ কয় মাস হাইকোর্টে ওকালতি করিতে পারেন কিনা? অধ্যক্ষ হাও উত্তর দেন যে তাহাতে কোনও বাধা নাই। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া শিক্ষা বিভাগের কর্তা এটকিন্সনের (W. S. Atkinson) সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন, যে বহরমপুরে থাকিয়া শিক্ষা বিভাগের কার্য করিতে করিতে ওকালতি করা, আর হাইকোর্টে আসিয়া অধিক রোজগারের

লোভে শিক্ষকতা বিসর্জন দিবার চেষ্টা, একেবারে বিভিন্ন জিনিষ, এবং তিনি শেবোক্ত ব্যাপারকে কোনও মতেই প্রশ্রয় দিতে পারিবেন না।

বহরমপুরে অবস্থান কালে, কোনও শ্রদ্ধেয় বন্ধুর দুর্দশা দেখিবার পর, সার গুরুদাস প্রতিজ্ঞা করেন, যে কখনও নিলামে জমি বা বাড়ী কিনিবেন না। বহরমপুরে যে বাগানবাটিতে মাসিক একশত টাকা ভাড়ায় নর্ম্মাল স্কুল ছিল, সেই বাটি নিলামে বিক্রয় হইবার কালে, সার গুরুদাসের এক উকিল-বন্ধু মুহুরি মারফৎ বেনামি ডাক দিতে আরম্ভ করেন। কয়েকজন মাড়োরারি ডাক দিবার ইচ্ছা করিলে, উক্ত উকিল তাহাদিগকে ইসারা করিয়া নিষেধ করেন। ফলে ঐ প্রকাণ্ড বাটি মাত্র ছয় সহস্র টাকায় কথিত উকিলের করতলগত হয়। ঐ বাগান-বাটির মালিক সার গুরুদাসের মক্কেল ছিলেন। মাটির দরে বিকাইয়াছে এই অজুহাতে, ব্যাপার আদালতে গড়াইবার উপক্রম হইলে, উক্ত উকিল কয়েক টাকা খরচা লইয়া গোলযোগ মিটাইয়া ফেলেন। অত্যাৱ কার্য্য করিয়া ঐ উকিলের যে প্রকার অনুশোচনা হইয়াছিল, তাহা সার গুরুদাসের স্মরণপটে আজও মুদ্রিত আছে।

১৮৭০ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহরমপুরের অত্যন্তম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। এই খানেই “বঙ্গদর্শন” প্রকাশ আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই সময়ে বহরমপুরে ওকালতি করিতেন। তিনি বঙ্গদর্শনের জন্ত “গ্রাবুথেলা” ও “উদ্দীপনা” শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় লিখিয়া, তাঁহার সুদীর্ঘ সাহিত্য-যাত্রার পাথেয় সঞ্চয় করেন। ভূদেব বাবুর জামাতা স্বর্গীয় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও এই সময়ে বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে ভারি অগ্নমনস্ক

হইতেন। একবার শ্বশুরবাটা হইতে এক জোড়া কাপড় পাইয়া তিনি ক্রমাগত খুলিতে খুলিতে বলেন, শ্বশুর মহাশয় এবার বেজায় বড় কাপড় দিয়েছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে আদালতে রসিকতা করিতেন। একটি আট বছরের মেয়ে অনেকগুলি মহিষ চরাইতে চরাইতে অপরের জমিতে গিয়া পড়ে, তাহাতে “Trespass” এর মোকদ্দমা হয়। তারাপদ ঐ বালিকাকে বলেন, “তুই নিশ্চয় মহিষাসুরমর্দিনী”। এক স্বর্ণকার সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিল; নাম ধাম জিজ্ঞাসার পর যখন পেন্সার কথা জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন তারাপদ বলিলেন, “বন্ধ না হে, সোণাচুরি”।

“Bengal Peasant Life”-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ লাল বিহারী দে এই সময়ে (১৮৭০—৭১) বহরমপুর কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। Grant Hall Club নামক নব-প্রতিষ্ঠিত সভার তিনি সম্পাদক ও প্রধান কর্মী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উহার সহকারী সভাপতি এবং তৎকালীন সবজজ দিগম্বর বিশ্বাস উহার সভাপতি ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সভায় Indian Civilisation” সম্বন্ধে, সার গুরুদাস “Abused India vindicated” সম্বন্ধে, এবং মতিবাবু “Polygamy” সম্বন্ধে, প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধের একস্থলে সার গুরুদাস লিখিয়াছিলেন, “If the tailor be the high priest of the regeneration ceremony of India, far be such regeneration from me and my countrymen.” (ভারতের অভ্যুত্থান-যজ্ঞে যদি দর্জি মহাশয়ই প্রধান ঋত্বিক হন, তবে কাজ নাই অমন উদ্ধারে)। দিগম্বর বিশ্বাস বদলি হইয়া গেলে, সার গুরুদাস প্রস্তাব করেন যে, সহকারী সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্থলে সভাপতি হউন। ইহাতে লালবিহারী অত্যন্ত বিরক্ত হন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা ঢের ভাল

ইংরাজী জানেন এবং প্রেসিডেন্ট পদে তাঁহার পূর্ণমাত্রায় অধিকার । লালবিহারীর মনোভাব বন্ধিম বুঝিতেন। সার গুরুদাস বন্ধিমকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব করিলে, বন্ধিম তাঁহাকে বলেন “ক’রলেন কি ?” ইহার পরে লালবিহারী ক্লাবে আসা বন্ধ করিলে উহা উঠিয়া যায় । অল্পদিন পরে লালবিহারী জগলী কলেজে বদলি হন ।

বন্ধিমের অবস্থানকালে রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর ডাকঘরের কার্যোপলক্ষে মাঝে মাঝে বহরমপুরে আসিতেন । দীনবন্ধু আসিলে হাতের বস্তা আসিত । বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে বন্ধিমচন্দ্রের প্রথম প্রথম শ্রদ্ধার ভাব ছিল না—তিনি বলিতেন “He is only a Primer-maker” (তিনি খানকতক ছেলেদের বই লিখেছেন বই ত’ নয়) ।

কাশীধাম ও নারিকেলডাঙ্গা হইতে বহরমপুরে প্রত্যাবর্তন করিলে, সার গুরুদাসের জননী তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় ফিরিবার জন্ত অনুরোধ করিতেন । এই সনির্বন্ধ আদেশ অবহেলা করা ক্রমে অসম্ভব হইয়া উঠিল । বহরমপুরের গ্রন্থ আয় ত্যাগ করিয়া হাইকোর্টের অনিশ্চিত উপায়ের জন্ত কতকাল বসিয়া থাকিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মনোমধ্যে অনেক দিন আলোড়ন চলিয়াছিল । মতি বাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—যদি ফি টোপে মাছ গাঁথতে চান ত’ বহরমপুরে থাকুন, আর অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়ে ব’সে থেকে যদি প্রকাণ্ড রুই কাতলা তুলতে চান ত’ হাইকোর্টে যান । বন্দো-পাধ্যায় মহাশয়ের অদৃষ্টে ছিল যে, হাইকোর্টের প্রকাণ্ড রুই ও বিধ-বিদ্যালয়ের মস্ত কাতলা তাঁহার ছিপে উঠিবে । তাই তাঁহার নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও, পুণ্যবতী মাতৃদেবীর আদেশ তাঁহাকে সৌভাগ্য-অধিরোহণীর প্রথম সোপানে আনিয়া উপস্থিত করিল । ১৮৭২ সালের শেষভাগে তিনি তাঁহার অত্যধিক প্রিয় বহরমপুর অশ্রুপূর্ণনেত্রে ত্যাগ করিলেন ।

তৎকালীন সেন্সন জজ গ্রে (E. Grey) তাঁহাকে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া একখানি প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। আইনের উচ্চতম পরীক্ষা দিবার সময় তাহা কাজে আসিয়াছিল।

[পূজনীয় বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে এই প্রবন্ধাবলির পাণ্ডুলিপি বা প্রফ দেখাইবার অধিকার প্রাপ্ত হই নাই। লেখকের ছৰ্কল স্মরণশক্তির উপর অতিরিক্ত নির্ভরের ফলে, ভুল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। যথাসময়ে সেগুলি সংশোধিত হইবে।]

শ্রীগোবিন্দ হরি সেন ।

“মানসী” অগ্রহায়ণ ১৩২০ ।

—(ঃঃঃ)—

স্মৃতি কথা

একদিন বিশেষ কোন কার্যোপলক্ষে আমি ও আমার এক বন্ধু, সুনামধন্য সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি বর্তমান শিক্ষা-বিভাগ-সম্বন্ধে যে গুটিকতক মহামূল্য কথা বলেন, তাহা জন-সাধারণের অবগতির জন্ত প্রকাশ করিতেছি। তিনি বলিলেন,—“আজ-কাল সবাই কলিকালের ছেলেরই দোষ দেয়, কিন্তু ঠিক তাহা নহে। আমি অনেক সময় বাপ-মারও দোষ দিয়া থাকি। বাপ, ছেলের হিতসাধনে সদাই তৎপর বটে; মা, বাঁর উপর আর কথা চলে না, তিনি সন্তানগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারেন না। ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়া, বাঁহার সঙ্গতি আছে, তিনি এক private tutor রাখিয়া দিয়া মনে করিলেন, তাঁহার সকল কর্তব্য সম্পন্ন হইল। তিনি কৰ্মস্থল হইতে আসিয়া আমোদ-আহ্লাদে, খোসগল্পে সময় কাটান, পুত্রের লেখা-পড়ার প্রতি তাঁহার আর লক্ষ্য থাকে না। জননীরা ত প্রায়ই পুত্রের লেখা-পড়ার প্রতি নজর রাখেন না; আবার অনেকস্থলে ধাত্রী রাখিয়া তাহাদের দ্বারাই ছেলে-মেয়ের লালন পালন করাইয়া থাকেন। এমন কি, ছেলেকে দুধটুকু খাওয়ান পর্যন্ত দাসীতে করিয়া থাকে। তাহার ফলে এই হয় যে, দাসীরা ছেলের ক্ষুধা না থাকিলেও, জোর করিয়া সব দুধ খাওয়াইয়া দেয়; পাছে একটু পড়িয়া থাকিলে কর্তীঠাকুরাণী মনে করেন, দাসী কাজে অবহেলা করিয়াছে। ছেলেপুলের মল-মূত্র পরিষ্কার করা ত অধিকাংশ স্থলেই দাসীর উপর হস্ত।

কিন্তু বাল্যকালে আমরা ঠিক ইহার বিপরীত হইতে দেখিয়াছি। আমাদের বাপ-মা ছেলেদের ‘মানুষ’ করিতে জানিতেন। ছেলে

পড়িতে পড়িতে ঘুমের ঘোরে ঢুলিলে, তাঁহারা বলিতেন, ‘চোখে জল দে, ঘুম ছেড়ে যাবে।’ আস্তে আস্তে পড়িলে বলিতেন, ‘ডেকে পড়, তা না হলে পড়ার প্রণালী ছরস্ত হবে কেন?’ আজকালকার বাপ-মার শাসনে কিন্তু, যত সব ‘আছুরে’ ছেলে গঠিত হইতেছে। পূর্বে বাপ-মা বুঝিতেন যে, নিজের ছেলেপুলেকে সবাই ভালবাসে, আদর করে; কিন্তু ছেলেপিলেকে এমনভাবে তৈয়ারি করিতে হইবে, যাহাতে দেশের সবাই তাহাদের ভালবাসে। আজকাল পিতামাতা অতিরিক্ত আদর দিয়া ছেলেপিলের মাথা একেবারে খাইয়া দিতেছেন।

পূর্বে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ভক্তি ও স্নেহের বন্ধন ছিল। আজ-কাল ছাত্রেরও গুরুর প্রতি ভক্তি নাই, আর তেমন গুরুই বা কোথায়? আজকালকার শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা কেবল মুখস্থ বুলি আওড়াইয়া মনে করেন, ছাত্রদের প্রতি তাহাদের কর্তব্য সম্পন্ন হইল। Education মানে কি? মানুষের সং-বৃত্তিনিচয়, সম্যক বিকাশ লাভ করা—যাহার যাহা নাই, তাহাকে তাহা দেওয়াই যে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, তাঁহারা তাহা বোঝেন না। বেশ মনে আছে, আমাদের সময় Cowell সাহেব পড়াইতেন। মধ্যে মধ্যে পড়াইতে পড়াইতে তিনি এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, তাঁহার বাহুজ্ঞান লোপ পাইত। ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে—অতঃ প্রফেসর আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তবুও তাঁহার হুঁস নাই। যেদিন তাঁহার তিনটা হইতে চারটা পর্যন্ত ক্লাস থাকিত, সে দিন আমরা ঠিক করিয়া রাখিতাম, সাড়ে চারটা ত বাজিবেই, পাঁচটাও হইতে পারে। সাহেবের মেম একদিন সাহেবকে লইয়া বেড়াইতে যাইবার জন্ত গাড়ী লইয়া হাজির; তিনি সহিসকে দিয়া সাহেবের নিকট ‘স্লিপ’ লিখিয়া পাঠাইলেন। সহিস

- ১ টেবিলের উপর কাগজের টুকরাখানি রাখিল। সাহেবের সেরিকে
ক্রক্ষেপই নাই। তিনি পড়াইয়াই যাইতেছেন। পরে যখন সহিস
আবার আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইত, তখন তিনি হাত নাড়িয়া
ইঙ্গিত করিতেন—একটু অপেক্ষা করিতে বলিতেন। তাও কথা
বলিবার ফুরাস্ত ছিল না। এমন গুরুও আজ-কাল নাই, আর
তেমন ভক্ত শিষ্যও নাই। অধিকন্তু, ছাত্রগণও পরীক্ষায় যাহা দরকার,
তাহা ভিন্ন আর বেশী কিছুই শিখিতে চায় না।

• আজ-কাল ছেলেদের মধ্যে সংযমের বড়ই অভাব দেখা যায়।
চন্দ্রনাথবাবুর “সংযম-শিক্ষা” বইখানি পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত
হইলেও, কয়জন ছাত্র তাহা পড়িয়া থাকে? সংযম বলিতে কেবল
যে ইন্দ্রিয়-দমন, তাহা ত নহে; আহারে, বিহারে, কথা-বার্তায় সব
বিষয়েই সংযত হওয়া দরকার। এই যে আজ-কাল ৪৫ মিনিটে (৫০?)
স্কুল কলেজে ঘণ্টা হইতেছে, তাহার কি ফল হইবে, তাহা কি আমরা
ভাবিয়াছি? ৪৫ মিনিটের মধ্যে ১৫ মিনিট ত নাম ডাকিতেই যায়;
থাকে আধ-ঘণ্টা মাত্র। এই আধ-ঘণ্টার মধ্যে কতটুকু সময় পড়া
হইতে পারে, তাহা ভুক্তভোগীরা বিশেষরূপেই জানেন, আমি আর
কি বলিব? পড়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও, এর আর একটা দিক
• আছে। সেটা এই যে, এই নিয়মের কুফলে ছাত্রগণ সংযম হারাইতে
বসিয়াছে। Experimental psychology, যাহার পরীক্ষার দ্বারা এই
নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে, সে বিজ্ঞানশাস্ত্র যে খারাপ, তাহা আমি
বলিতে চাহি না; কিন্তু তদনুযায়ী সব কাজ করিতে গেলে, ব্যবহারিক
ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। এই শাস্ত্রে বলে,
একবারে ৪৫ মিনিটের বেশী ছাত্রদের পাঠে মনোযোগ থাকে না।
এক ত প্রথম, তাঁহার ঠাণ্ডা দেশে, জনকতক ছাত্র লইয়া পরীক্ষা

করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ; তাহার উপর যদি এই নিয়ম অনুসারে ছাত্রদের ছাত্র-জীবন গঠিত হয়, তাহা হইলে তাহারা যখন সংসারে প্রবেশ করিবে, কেরাণী বা মুনসেফ হইবে, তখনও যে ঐ অভ্যাস তাহাদের বদ্ধমূল হইয়া থাকিবে। ৪৫ মিনিটের বেশী তাহারা কোন কাজে মনোনিবেশ করিতে পারিবে না ; কিন্তু তাহা করিলে ত চলিবে না। তাহাদিগকে ১০টা হইতে অন্ততঃ ৫টা পর্য্যন্ত একবারে কাজ করিতে হইবে। তখন তাহাদিগকে এই বদ অভ্যাস ত্যাগ করিতে যে কিরূপ কষ্টভোগ করিতে হইবে, তাহা বেশ ভালরকমেই বুঝা যাইতেছে। এটা bodyর একটা whim ; এটাকে সংযত করিতে হইলে ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া, প্রথম হইতেই দরকার।

আর একদল লোক, ছাত্রগণের মনে এই স্বৈচ্ছাচারিতার কু-বীজ রোপণ করিতেছেন। একদল দেশের নেতা, স্বাধীনতার নামে স্বৈচ্ছাচারিতার দাস হইয়া পড়িয়াছেন ; ছাত্রগণকেও তাহারা সেই-রূপভাবে গড়িয়া তুলিতেছেন। এই যে এতগুলি political- case হইয়া গেল, পথভ্রষ্ট ছাত্রগণকে কত যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য করিতে হইল, কিসের ফলে ? শিক্ষা-বিভ্রাট ও স্বৈচ্ছাচারিতাই তাহার মূল কারণ। আমার এই ৭২ বৎসরের experience এর ইহাই সিদ্ধান্ত। পুলিশে তোমাকে রাস্তায় একটু সরিয়া যাইতে বলিল, তুমি চোখ-মুখ রাঙ্গাইয়া তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিলে ; সে কি আর তখন তোমাকে ‘বাপু-বাছা’ বলিয়া আদর করিবে ? সেও তখন নিজমুগ্ধি ধরিবে। সে যদি দেখে, তুমি বেশ ধীর ও শান্ত, তাহা হইলে সে নিজেই মুহূষ্মরে তোমাকে বলিবে, “বাবু, খোড়া হট্- যাও।” পুলিশ বা অগ্ন্যস্ত্র কন্ডচারীর সহিত এরূপ ব্যবহার করা কি

স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত, না স্বেচ্ছাচারিতার জ্বলন্ত নিদর্শন? গীতার বলে, তুমি যদি নিজে সংযত হও, ধীর হও, শান্ত হও, তাহা হইলে কাহাকেও তোমার ভয় করিতে হইবে না।

এই দেখ, Calcutta University Institute এর সভ্যগণ এবার garden party করিবেন। গত বৎসর, 'টাইউন-হলে' উহার যেরূপ অসংযমের পরিচয় দিয়াছেন, খাবার, মাটির থালা সব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া যেরূপ একাকার করিয়া আসিয়াছেন, তাতে মনে হয় না যে, তাঁরা একুবারও ভাবিয়াছেন, কাহাদের এই সব পরিকার করিতে হইবে। ইংরাজীতে ইহাকে "rowdyism" বলে। সেইজন্য এবার garden party উপলক্ষে তাঁহাদের সহিত আমি সব বিষয়ে একমত হইতে পারি নাই বলিয়া, তাঁহারা আমার উপর একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমার কথা তাঁহাদের তিক্ত লাগিতে পারে; মা যখন সন্তানকে ঔষধ খাওয়ান, মায়ের উপর ছেলের রাগ হওয়া অসম্ভব নয়; কিন্তু মাকে ঔষধ খাওয়াইতেই হইবে।

এই Institute কত সাধু উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হইয়াছিল। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল, প্রতাপ মজুমদার, কালী বাঁড়ুয়্যে প্রমুখ দেশের গৌরব-স্থানীয় ব্যক্তিগণের দ্বারা ইহা স্থাপিত হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যুবকগণকে সং-শিক্ষা দেওয়া—তাঁহাদের চরিত্র-গঠন করা। স্কুল কলেজে এসব শিক্ষা কঠোর প্রণালীতে দেওয়া হইয়া থাকে—এখানে তাহাই ধীরে ধীরে তাহাদের শিক্ষা দেওয়া হইবে; কিন্তু এখন সেই সাধু উদ্দেশ্য কার্যক্ষেত্রে কিরূপভাবে পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে! জনকতক বিলাত-ফেরত লোক ইহার ভিতর আছেন। তাঁহারা অল্প বিষয়ে যতই ভাল হউক না কেন, কিন্তু মন তাঁহাদের অনেকটা westernised হইয়া গিয়াছে। "surroundings" এর

প্রভাব হইতে তাঁহারা একেবারে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। মিঃ টি পালিতের বিষয় আপনারা বোধ হয় জানেন, বেশী করিয়া আর বলিতে হইবে না। W. C. Bonnerjee'র চাল-চলন, আদব-কায়দা সব ঠিক বিলাতী রকমের হইলেও তাঁহার মন easternই ছিল। ডাক্তার পি, কে, রায়, ডাক্তার পি, সি, রায়, ইহারা সব খাঁটি দেশী লোক। বিদেশভ্রমণে, বা বিদেশে শিক্ষালাভ করিয়াও ইহাদের মন eastern—বাহ্য আচরণও আমাদের দেশের সভ্যতার অনুযায়ী; কিন্তু অধিকাংশ বিলাত-ফেরতই westernised হইয়া আসেন, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। গীতায় কতকগুলি দেশের নামোল্লেখ আছে; সেই সেই দেশে তীর্থ-ভ্রমণ বাতীত অপর কোন উদ্দেশ্যে গেলে, ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; কারণ, সেই সেই দেশের প্রতিবেশ-প্রভাব আমাদের মনের ও কাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। দেখুন, গীতাখানি খুব ভাল করিয়া পড়িবেন; অমন ধর্মপুস্তক আর নাই। এই কিছুদিন আগে একজন বিখ্যাত শিক্ষিত ইংরাজ আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার সার মর্ম এই, 'বর্তমান ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ফলাফল দেখিয়া আমার মনে হয়, তোমাদের আদর্শ আমাদের আদর্শ অপেক্ষা উচ্চতর।' (১)

(১) এই সম্বন্ধে Sir Harcourt Butler লিখিত একখানি পত্র নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

Simla

3rd April 1915.

My dear Sir Gooroodass Banerjee

I thank you very much for your kind letter. I think that you have really got all that you require for the Hindu University. I thank you very much for your far too kind remarks about my speech. I am used to kindness from you and although we do not see eye to eye on every point of education, I

‘ইহা কি আমাদের পক্ষে কম গৌরবের কথা? তিনি একজন উচ্চপদস্থ শিক্ষিত ইংরাজ; তাঁহার মুখে একথা শুনিয়াও আমরা কেন পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসরণ করিতে যাইব?’

তারপর আজ-কালকার যুবকবৃন্দ পিতা-মাতার অবাধ্য হইয়া বিবাহ করিতে চায় না। Marriage-Leagueএ নাম লেখাইয়া মনে করে, দেশের ও জাতির মন্ত একটা উপকার করিলাম। ইহাও কুশিক্ষার ফল। তোমরা বড় হইয়া বিবাহ করিতে চাও; কেন না, নিজের পছন্দমত বিবাহ করিতে পারিবে। দাম্পত্যজীবনে সুখভোগ করিবে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, এখানেই তোমাদের স্বার্থ বর্তমান।

যাঁহারা এদেশে এই কুশিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে, কুশিক্ষার ফল হয় ত অনেকে বুঝিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা ইহার প্রণালী পরিবর্তন করিতে একেবারেই ইচ্ছুক নহেন। তাঁহারা বলেন,—‘আমরা নিজেরাই ইহার প্রবর্তন করিয়াছি, নিজেরাই কিরূপে ইহার পরিবর্তন করি?’ তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝেন না যে, দোষ মানিয়া তাহার সংশোধন করা, কতটা গৌরবের কথা। তাঁহাদের সে সংসাহস নাই। মহাত্মা Gladstone কতবার নিজের মত প্রকাণ্ডভাবে পরিবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা

can assure you that in leaving India, I leave no one behind for whom I have a higher regard and respect than yourself. To us of the western world, the old Hindu ideal is not a very attainable thing and yet when one thinks of this terrible war and all that modern civilisation is ending in, one cannot but fall back at times on the great ideals of Hinduism of which I regard you, as the public generally regard you, as one of the great exponents in your life and thought.

Yours Sincerely
Harcourt Butler.

ইতিহাস-পাঠে অবগত আছেন। অনেকে এত দান্তিক, অহঙ্কারী যে, তাঁহাদের কোনপ্রকার ভ্রম হইতে পারে, একথা তাঁহারা ভাবিতেও পারেন না। Newton, Plato, Aristotle. এঁরা সব কিরূপ বিনয়ী ছিলেন, সকলেই জানেন। নিউটনই না বলিয়াছিলেন,—“I am only counting pebbles on sea-shore?” আমাদের কুশিক্ষার ফলে তেমন বিনয়ী অথচ পণ্ডিত লোক আর গড়িয়া উঠিতেছে না।

আপনাদের উপর আমি এই ভার অর্পণ করিতে চাই। আপনাদের Younger generationsদের এসব কথা বুঝাইয়া বলিবেন। আমাদের ভাইদের সংপথে টানিয়া আনিতে হইবে। তাহাদের বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, ‘We are on the verge of a pitfall.’ প্রথম প্রথম তাঁহারা রাগ করিতে পারেন; কিন্তু আমাদের তাহাতে হতাশ হইলে চলিবে না। সকলকে মিষ্ট কথায় তাহাদের দোষ দেখাইয়া দিবার অধিকার আমাদের আছে। মিষ্ট কথায়, যোগ্য অবসর বুঝিয়া, তাহাদের বুঝাইয়া দিলে, তাহারা আর রাগ করিতে পারিবে না। প্রথম প্রথম অকৃতকার্য ও হইতে পারেন; তাহাতে নিরাশ হইবেন না। স্থানে স্থানে কোথাও বা একটু বল-প্রয়োগও করিতে হইবে। বোঁড়া খানিকটা আগাইয়া গেলে, তাহাকে যদি অতুপথে ফিরাইতে হয়, তবে রাশ খুব জোরে টানিয়া ধরিতে হইবে। এই কথাগুলি আপনারা বাড়ীতে গিয়া চিন্তা করিবেন এবং বাহাতে এই অনুসারে কিছু কাজ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিবেন। আমার আর বেশী কিছু বলিবার নাই।”

তাঁহার মুখে এই সব কথা শুনিতে শুনিতে আমরা এত তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, কৰ্মস্থলে যাইবার বিলম্ব হইতেছে, ইহা

ক্ষণেকের জন্তও আমাদের মনে হয় নাই। সেই মহাপুরুষের চরণধূলি লইয়া ধৃত হইয়া, তাঁহার উপদেশমৃত ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
(সাপ্তাহিক মর্ম্মবাণী ২০শে আশ্বিন ১৩২২)



সার গুরুদাসের নির্মল ও পবিত্র চরিত্র অন্ধশতাব্দীকাল ভারত-বাসীর আদর্শ ছিল এবং আশা করি, চিরদিন দেশবাসীর আদর্শ হইয়া থাকিবে। সার গুরুদাস যথার্থ হিন্দু ছিলেন। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্ম, সংস্কার, ও আচারে তাঁহার নিষ্ঠা যেমন আন্তরিক ছিল, তাঁহার ত্রায়পরতা এবং সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রতি উদারতাও তেমনি অসীম ছিল। ধনী ও দরিদ্রে তিনি প্রভেদ করিতেন না। সকলকেই তিনি সমদৃষ্টিতে দেখিতেন।

সার গুরুদাসের পাণ্ডিত্য ও বিদ্যানুরাগ যেমন গভীর ছিল, তাঁহার বিনয় ও সৌজত্বও সেইরূপ অকৃত্রিম ছিল। তিনি অতি অমায়িক ও মিষ্টভাষী ছিলেন। সেইজন্ত তিনি অজাতশত্রু ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিনয় ও দীনতার মধ্যে ব্রাহ্মণের তেজ নিহিত ছিল। তিনি কুম্ভমাপেক্ষা কোমল হইলেও বজ্রাপেক্ষা কঠিন হইতে পারিতেন। যাহা তিনি অত্যাশ বলিয়া বিবেচনা করিতেন, অকুণ্ঠিত চিত্তে এবং ওজস্বিতার সহিত তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে কখনও বিরত হন নাই।

সার গুরুদাসের সরল, নিষ্কলঙ্ক, ও পবিত্র জীবন আমাদের পূরণ-কথিত সত্যযুগের ঋষিগণের কথা স্মরণ করাইয়া দিত ।

সার গুরুদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত নানাস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে । আমরা বর্তমান প্রস্তাবে সার গুরুদাস সম্বন্ধে কয়েকটি ব্যক্তিগত কথার উল্লেখ করিব ।

যখন আমাদের বয়ঃক্রম দশ বৎসর মাত্র, তখন সার গুরুদাসের নাম আমরা প্রথম শুনি । তখন আমরা রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নওগাঁ সবডিভিসনে ইংরাজী স্কুলে পড়ি । সেই বৎসর প্রথম আমাদের ইংরাজী পাঠ্যগণিত শিক্ষা আরম্ভ হয় । যে পুস্তকখানি আমাদের ক্রয় করিতে বলা হয়, সে পুস্তকখানি আমাদের ছিল না । আমাদের অগ্রজ জ্যেষ্ঠতাপুত্র কলিকাতা হইতে লিখিলেন একখানি ভাল ইংরাজী পাঠ্যগণিত তিনি পাঠাইতেছেন ! বুক পোষ্টে সার গুরুদাসের ইংরাজী পাঠ্যগণিত পাইলাম । সেইখানি লইয়া আমরা স্কুলে গেলাম । সহপাঠীগণ বলিল “এ বই চলিবে না” এবং শিক্ষক মহাশয় ক্লাসে উপস্থিত হইলে সকলে দেখাইয়া দিল যে, যে বই কিনিতে বলা হইয়াছিল, তাহা আমরা না কিনিয়া অপর এক গ্রন্থকারের পাঠ্যগণিত লইয়া আসিয়াছি । শিক্ষক মহাশয় গ্রন্থখানি দেখিয়া বলিলেন, ইহা অতি উত্তম গ্রন্থ । ইহার প্রণেতা হাইকোর্টের বিচারপতি ডাক্তার ‘গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ।’—এবং সংক্ষেপে গুরুদাসের চরিত্র কথা বলিলেন । সেইদিন আমাদের মনে আছে, আমাদের মনে বেশ একটু গর্ব উপস্থিত হইয়াছিল যে অপর সহপাঠীদের চেয়ে আমাদের বইখানি ভাল,—আমাদের বই হাইকোর্টের জজের লেখা ।

আর একদিন মনে পড়ে একটি বালকপাঠ্য মাসিক পত্রে সার গুরুদাসের একটি সচিত্র ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত্র পড়িয়া আমাদের

মনে তাঁহার প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহাতে সার গুরুদাসের অসাধারণ মাতৃ-ভক্তির কথা বিশিষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছিল।

কিছুদিন পরে আমাদের একজন সহপাঠী আমাদের বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া নারিকেলডাঙ্গা স্কুলে প্রবিষ্ট হন। সেই সহপাঠীর সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা কিছু বেশী ছিল এবং এখন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। বাল্যকালে তাঁহার পাঠে তেমন মনোযোগ ছিল না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন কিনা, এরূপ আশঙ্কাও মধ্যে মধ্যে আমাদের মনে উদিত হইত। নারিকেলডাঙ্গা স্কুলে ভর্তি হইবার পরেও তিনি সুবিধা পাইলেই আমাদের সহিত দেখা করিতেন। পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে প্রতি রবিবারে, বিদ্যালয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, গুরুদাস বাবুর আলয়ে তাঁহাদিগকে বাইতে হয়, তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে গণিত শিক্ষা দেন। তখনও গুরুদাস বাবু হাইকোর্টের বিচারপতি। নানাবিধ অনুষ্ঠান সভা সমিতিতে তাঁহাকে যোগদান করিতে হয়। সপ্তাহের মধ্যে একদিন—রবিবার—দ্বিগ্রহরে—তাঁহার একটু অবসর। সেই বিরলপ্রাপ্ত অবসরের কয়েক ঘণ্টা তিনি নারিকেলডাঙ্গা স্কুলের প্রথম শ্রেণীর তিনটি ছাত্রের জন্ত ব্যয় করিতে প্রস্তুত। অনেকেই ত শিক্ষাবিস্তারের জন্ত লক্ষ্য চওড়া বন্ধুতা করেন, কিন্তু বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্ত এরূপ আন্তরিক চেষ্টা কেহ দেখিয়াছেন কি? সেই প্রথমবার নারিকেলডাঙ্গা স্কুল হইতে তিন জন ছাত্রের মধ্যে দুইজন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সার গুরুদাসের তৃতীয় পুত্র পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়:

হয়। একবার উপেন্দ্রবাবু আমাদের কাছে আহ্বানের নিমন্ত্রণ করেন। আমরা প্রাতঃকাল হইতে তাঁহার বাটিতে গমন করিয়া মহা আনন্দে কালান্তিপাত করি। মধ্যাহ্নে আহ্বানের সময়ে পুরাতন বাটি হইতে সার গুরুদাস অতি সামান্য বেশে ও খড়ম পায়ে দিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাদের কাছে তাঁহার নিতান্ত আপনার লোকের ছায়া জ্ঞান করিয়া এমন স্নেহের সহিত কথাবার্তী কহিতে লাগিলেন যে আমরা তাঁহার অমায়িক ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তাঁহার একপুত্র কয়েকজন অফিসের বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিতেছেন, ইহাতেও যেন অতিথির প্রতি গৃহস্বামীর কর্তব্যপালন হইল না, এই মনে করিয়া সার গুরুদাস স্বয়ং আমাদের আদর আপ্যায়ন করিতে আসিলেন। আমরা তাঁহার সৌজন্তে ও আন্তরিক স্নেহে বথার্থই মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে আমাদের পিতামহ ‘হিন্দুপেট্রিয়ার্ট’ ও ‘বেঙ্গলী’ পত্রের প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ইংরাজী জীবনচরিত প্রকাশিত হইলে, উক্ত পুস্তকের একখণ্ড আমরা সার গুরুদাসকে উপহার দিতে বাই। পিতামহদেব অতি অল্প বয়সে, ইহলোক পরিত্যাগ করেন এবং সমসাময়িক সমাজে তাঁহার প্রতিভা অনন্তসাধারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, নবীন যুগের অনেকেই তাঁহার কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সার গুরুদাস পুস্তকখানি পাঠিয়াই অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন “বাল্যকালে শিক্ষিত সমাজের অত্যন্ত প্রধান নেতা

আমাদের কাছে একখানি উৎসাহপূর্ণ পত্রও

এবং তাঁহার ছাত্র ইংরাজী ভাষায় অনর্গল ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিতে কাহাকেও শুনি নাই। তাঁহার প্রণীত রামচন্দ্রলাল দেব ইংরাজী 'জীবনচরিত আমার প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তাঁহার চরিত্রও অতি পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক ছিল।" আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি কখনও তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "আমরা পাঠ্যাবস্থায় সাধারণ সভাসমিতিতে বড় একটা যাইতাম না। যখন আমরা এম, এ পড়ি, সেই সময়ে আমাদের পরম প্রজ্ঞাভাজন শিক্ষক প্যারীচরণ লুক্কর মহাশয় বাঙ্গালা দেশে একটী মাদকতা নিবারণী সভা Bengal Temperance Association প্রতিষ্ঠার জন্ত উদ্যোগী হন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ গৃহে একটি বিরাট সভা আহূত হয়। বিখ্যাত আমেরিকান মিশনারি রেভারেন্ড সি. এইচ. এ, ডল এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কেশবচন্দ্র সেন এবং আরও অনেক সম্ভ্রান্ত দেশীয় ও যুরোপীয় ব্যক্তি এই সভায় বক্তৃতা দি করেন। প্যারী বাবুর অনুষ্ঠান বলিয়া আমরা সকলে সেই সভায় বক্তৃতা শুনিতে যাই। গিরিশ বাবু এই সভায় যখন বক্তৃতা করেন তখন আমাদের মনে হইল কোন ইংরাজ বাগ্মী বক্তৃতা করিতেছেন। কেশবচন্দ্রও বাগ্মীতার জন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া ছিলেন, কিন্তু আমরা সেদিন সকলে একমত হইয়া স্থির করিয়াছিলাম যে সেদিন গিরিশবাবুর বক্তৃতাটিই সর্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াছিল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইতে চলিল, গিরিশবাবুর সেই বক্তৃতাটির একটা লাইন আমার কর্ণে এখনও যেন ঝঙ্কত হইতেছে।" সে

"You have done well in presenting to the public an account of the life and writings of that distinguished scholar and journalist, who was one of the recognised leaders of educated Bengalee society and who was loved and respected by all his countrymen. Your book will, I am sure, be read with interest by everyone who has the welfare of Bengal at heart."

লাইনটি সার গুরুদাস আমাদের নিকট আবৃত্তি করিলেন, তাহার ভাবার্থ ‘অনেকে ঔষধ বলিয়া এক বিন্দু মত্ত শয়নকালে পান করিতে আরম্ভ করে, পরে সেই এক বিন্দু ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া মানুষকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়।’ সার গুরুদাস বলেন, “পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে সুরে গিরিশচন্দ্র “এক বিন্দু”—এই শব্দ দুইটা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা আমার এখনও স্মরণ আছে।” আমরা পিতামহদেবের রচনা ও বক্তৃতাগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিতেছি শুনিয়া তিনি বলিলেন “যেহেতু হউক উক্ত বক্তৃতাটি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবেন।” সেকালে তেমন রিপোর্টার ছিল না, এবং পিতামহদেব কখনও বক্তৃতা লিখিয়া লইয়া গিয়া পাঠ করিতেন না, স্মরণ্য আমরা অনেক চেষ্টাতেও বক্তৃতাটি উদ্ধার করিতে পারি নাই। কিন্তু ঐ সময়ে ‘বেঙ্গলি’ পত্র একটি সম্পাদকীয় সন্দর্ভে পিতামহদেব ঐ সভার কার্য সম্বন্ধে উক্ত মর্মে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। সন্দর্ভটি তাঁহার অগ্রাগ্র রচনার সহিত আমরা ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করি। সার গুরুদাস এই গ্রন্থ (Selections from the writings of Girish Chander Ghosh, the founder and the first Editor of the *Hindu Patriot* and the *Bengalee*.) পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছিলেন এবং আমাদের উৎসাহ প্রদান করিয়া লিখিয়াছিলেন “You have done good service to Anglo Indian literature and to educated Indians by rescuing from oblivion and placing within easy reach the valuable writings of your worthy grand-father, valuable as much for the variety of important matter they deal with, as for the beauty of the forcible diction in which they are couched.”

ইহার পর নানা সভা সমিতিতে গুরুদাস বাবুকে দেখিয়াছি এবং তাঁহার স্নেহাশীর্বাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

বৎসর দুই পূর্বে আমি তাঁহার বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। সেইদিন মন্দিরচিত “মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ” নামক চরিতপুস্তক একখণ্ড তাঁহাকে উপহার দিই। তিনি বলেন, জীবন-চরিতবিষয়ক পুস্তক যত প্রকাশিত হয় ততই ভাল। পরে উহার চিত্রগুলি দেখিতে দেখিতে বলিলেন, “ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর চিত্র দিয়াছেন দেখিতেছি।” আমরা বলিলাম “আজ্ঞা হাঁ। জীবনচরিতের ত এদেশে তেমন আদর হয় না, চিত্রগুলির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যদি কেহ এই বই পড়ে, সেই আশায় কতকগুলি চিত্র দিয়াছি।” আমরা অত্র কাহারও জীবনচরিত লিখিতেছি কি না জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিলাম যে আমাদের এই ইচ্ছা যে বাঙ্গালার বিগতযুগের বিস্মৃতকীর্তি স্বদেশ সেবকগণের চরিত্রকথা সংকলন করি, কিন্তু শক্তি ও সময়ের অভাবে আমাদের সে ইচ্ছা ফলবতী হইতেছে না। মাসিক পত্রাদিতে জীবনচরিত বিষয়ক কি কি প্রস্তাব লিখিয়াছি সে সংবাদ লইয়া সার গুরুদাস বলিলেন যে “আপনি যে অসার নাটক উপাশ্রাসাদি না লিখিয়া এই সকল বিষয় লিখিতেছেন, ইহা আনন্দের বিষয়।” আমরা বলিলাম “কিন্তু এদেশে জীবন-চরিত সংকলন করা বড়ই দুর্লভ ব্যাপার। আমাদের দেশে সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণেরও ডায়েরী ও চিঠিপত্র কিছুই পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় কিরূপে আমরা তাঁহাদিগের কথা ভাল করিয়া জানিতে পারিব? যদি আপনাদের শ্রায় প্রবীনব্যক্তিগণ সেকালের স্মৃতিকথা বিবৃত করেন তাহা হইলে আমরা সেকালের ব্যক্তিগণের কথা জানিতে পারি। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় “পুরাতন প্রসঙ্গে” যে সকল স্মৃতিকথা বিবৃত করিয়াছেন

তাহাতে সেকালের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে আপনার স্মৃতিকথা “মানসী” তে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বন্ধ করিলেন কেন?” বিনয়ের অবতার সার গুরুদাস বলিলেন, “দেখুন, স্মৃতিকথা বলিতে গেলেই নিজের কথাও আসিয়া পড়ে। নিজের কথা বলিলে উহা অনেকস্থলে আত্মপ্রশংসার ছায়া শুনায। সেইজন্ত আমি স্মৃতিকথা প্রকাশিত করিতে নিষেধ করি।” পরে এই বিষয়ে অনেকক্ষণ কথোপকথন হইল। আমরা বলিলাম যে অত্ন কেহ বলিলে সাধারণে মনে করিতে পারে যে তিনি আত্মপ্রশংসা করিতেছেন, কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালা দেশ আপনার চরিত্র কিরূপ, তাহা বিলক্ষণ জানে, বাঙ্গালী যে মনে করিবে আপনি আত্ম-বোষণা করিতেছেন, একরূপ অহুমান করিয়া আপনি দেশবাসীর শ্রদ্ধাবুদ্ধির উপর অত্মায় কলঙ্ক আরোপ করিতেছেন। আপনার মুখেই এই মাত্র শুনিলাম সেকালের মনীষি ও স্বদেশসেবকগণের কথা এ যুগের লোকে বিস্মৃত হইতেছে। এ দোষ কি নবীন যুগের ব্যক্তিগণেরই। আমাদের অপরাধ মার্জনা করিবেন, কিন্তু যথার্থই মনে হয় যে আপনারাও আপনাদের কর্তব্যপালনে অবহেলা করিতেছেন। আপনারা বিগতযুগের যে সকল অসাধারণ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, আপনাদের পুত্রপৌত্রগণ তাহাদের কথা আপনাদের মুখে শুনিবে না ত কোথায় শুনিবে? আপনারা যাহা বলিবেন, সমগ্র বঙ্গদেশ উদগীরিত হইয়া তাহা শুনিবে এবং অতীতযুগের মহাপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব আপনাদের কথাতেই জাগ্রত হইবে।” সার গুরুদাস কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন “আপনি যে কথা বলিতেছেন, তাহা ঠিক, এ বিষয়ে আমি আরও একটু ভাবিয়া দেখিব।”

• ইহার কিছুদিন পরে আমরা সংস্কৃতকলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়ের জীবনচরিতের উপকরণাদি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করি। সার গুরুদাসকে তৎসম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিকথা বিবৃত করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি একদিন আমাদিগকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন। আমরা তাঁহার স্মৃতিকথা লিখিয়া আনি। অবসরাভাববশতঃ এবং শারীরিক অনস্থতা নিবন্ধন এ পর্য্যন্ত আমরা সে উপকরণগুলির সদ্যবহায় করিতে পারি নাই।

• যে দিন সর্বাধিকারী মহাশয় সম্বন্ধে স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিতে যাই, সেই দিন প্রসঙ্গক্রমে সার গুরুদাসকে বলি “কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনচরিত লিখিবার জন্ত আমাদের একজন বন্ধু আমাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহার একখানিও উল্লেখযোগ্য জীবনচরিত নাই। অধিকদিন তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু ইহার মধ্যেই, গুনা যায়, তাঁহার জীবনচরিতের উপকরণাদি বিনষ্ট হইয়াছে।” সার গুরুদাস বলিলেন “আপনি যদি হেমবাবুর জীবনচরিত লিখেন ত বড় ভাল হয়। তাঁহার ছায় উদার প্রকৃতির ব্যক্তি আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। তিনি আমাকে বড় স্নেহ করিতেন। আপনি যদি লিখেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানি তাহা আপনাকে কালক্রমানুসারে বলিতে পারি।” (১)

(১) কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি পিতৃদেবের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিম্নে উদ্ধৃত পত্রে দেখিতে পাওয়া যাইবে। শিক্ষা বিভাগের কর্তা Sir Alexander Pedler মহাশয়ের পত্র খানিও উদ্ধৃত হইল। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত একখানি পত্র ও উদ্ধৃত হইল।

আমরা যে সহস্র অক্ষমতাসত্ত্বেও হেমচন্দ্রের জীবন ও কার্যের আলোচনা করিতে সাহসী হইয়াছি তাহার মূলে সার গুরুদাসের ভ্রাতৃ মহাপুরুষের উৎসাহ ও শুভ ইচ্ছা ছিল, এ কথা আমরা কখনও বিস্মৃত হইব না।

স্থির হইয়াছিল, গতবৎসর বড়দিনের ছুটিতে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিকথা বিবৃত করিবেন। সার গুরুদাস বলিয়াছিলেন যে তিনি গবর্ণমেন্টের পেন্সনভোগী স্মরণ্য তিনি কংগ্রেস প্রভৃতি রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করিতে পারেন না। স্মরণ্য ঐ সময়েই তাঁহার যথেষ্ট অবসর। আমরা বড়দিনের ছুটির মধ্যে একদিন প্রাতে চট্টার সময় তাঁহার নিকটে যাই। সার গুরুদাস বোধ হয় তখন

Office of the Director of Public Instruction
Darjeeling 5-11-99.

Dear Dr. Gooroodass Banerjee

You are probably well acquainted with the works of Babu Hem Chandra Banerjee late Senior Government Pleader of the High Court. He is stated to be a Bengali Poet of great merit and to be now blind and in straitened circumstances. Do you consider his services to Literature have been sufficiently great to justify Government in departing from its usual rule and to take into consideration the possibility of conferring some pecuniary recompense on him for his work?

Yours Sincerely
Alex Pedler.

Narikel'danga -
9th November 1899

Dear Mr. Pedler

I received yesterday your letter of the 5th instant in which you have done me the honour of asking my opinion as to whether Babu Hem Chandra Banerjee's services to Literature have been "sufficiently great" to deserve any pecuniary recompense.

In reply I beg to state that Babu Hem Chandra Banerjee is considered the greatest living poet of Bengal. His poetry is of a very high order of merit, being adorned alike with the gorgeous magnificence of the east and the sombre grandeur of the west, and it has enriched our literature with some of the noblest products of eastern and western culture. Considering his eminent services to literature, and considering the physical affection which he, like

পূজা করিতেছিলেন। সাড়ে আট কি নয়টার সময় তিনি বাহিরে আসিলেন এবং আমাকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছে বলিয়া তুংখ প্রকাশ করিলেন। পরে বলিলেন, “দেখুন, গত কল্য সন্ধ্যার সময় যুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে একটা সভা ছিল। সভার কার্যশেষে বাটী ফিরিতেছি, তখন কংগ্রেসের একজন মান্দ্রাজী প্রতিনিধি আমার হাতে একখানি পত্র দিলেন। বাটী ফিরিয়া আসিয়া রাত্রি দশটার সময় পত্র পাঠ করিয়া দেখিলাম এবারকার কংগ্রেসের অধিনায়িকা মিসেস আনি বেশান্ত আমার সহিত অল্প প্রাতে দেখা হইতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া সেই রাত্রিতেই সংবাদ দিতে বলিয়াছেন। আনি বেশান্ত যেখানে আছেন, আমার লোক চিনে না, বিশেষতঃ অত রাত্রিতে কাহাকে

England's great epic poet, is suffering from and which has compelled him to retire from his profession it would be a most gracious act on the part of Government to confer on him some pecuniary recompense for his work and one that will be highly appreciated and gratefully acknowledged by the whole country.

Yours Sincerely
Gooroodass Banerjee.

Beneras City.

মহাশয়

তাঃ ২১শে ভাদ্র ১৩০৬।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত আপনার প্রেরিত সাহায্য ১০০ একশত টাকা গ্রহণ করিলাম। অধিক আর কি লিখিব।

আপনার

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃঃ ৮। আমি কেবল অতিকষ্টে আপনার নামটি দস্তখত করিতে পারি। ইহা ভিন্ন আর কিছুই লিখিতে পড়িতে পারি না। অতঃপর দ্বারা পত্র লিখাইলাম ক্ষমা করিবেন।

কষ্ট দিব? অগ্ৰ প্রাতে পত্রের উত্তর হীরেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছি। হয়ত মিসেস বেশান্ত আসিয়া পড়িতে পারেন। তিনি আসিয়া পড়িলে আপনার কার্যের ব্যাঘাত হইতে পারে। যাহা হউক আপনি আমার স্মৃতিকথা লিখিয়া লউন।”

অতঃপর সার গুরুদাস কিয়ৎক্ষণ তাঁহার স্মৃতিকথা বিবৃত করিলেন। আমরা তাহা লিখিয়া লইলাম। এই সময়ে বাহিরে হঠাৎ কোলাহল ও “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি উত্থিত হইল। আমরা বুঝিলাম মিসেস বেশান্ত আসিয়াছেন। সার গুরুদাস সেই সামান্যবেশে খড়ম পায়ে দিয়া নীচে গেলেন। মিসেস বেশান্ত একটি লালপাড় গরদের মাটি পরিয়া আসিয়াছিলেন। মোটর হইতে অবতরণ করিয়া তিনি সার গুরুদাসকে নমস্কার করিলেন। পরে তাঁহারা উভয়ে উপরে আসিলেন। আমরা ইতঃপূর্বে বেশান্তকে কখনও দেখি নাই। তাঁহাকে নমস্কার করিলে তিনি প্রতিনমস্কার করিয়া সার গুরুদাসের দিকে চাহিলেন। সার গুরুদাস বলিলেন “ইনি আমার একজন বন্ধু! ইনি বাঙ্গালার জাতীয় কবি হেমচন্দ্রের একটি জীবনচরিত লিখিতেছেন এবং সেইজন্ত হেমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার স্মৃতিকথা লিখিয়া লইতে আসিয়াছেন।” মিসেস বেশান্ত বোধ হয় একঘণ্টাকাল সার গুরুদাসের সহিত হিন্দুর জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে কথোপকথন করিলেন। তাঁহার একটি কথা আমাদের বেশ মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন “সার গুরুদাস, ভারতবর্ষে আর কেহই নাই, যিনি এ সম্বন্ধে আমাকে আপনার ছাত্র সত্বপূর্বে দিতে পারিবেন।” মিসেস বেশান্ত চলিয়া যাইবার পর আবার সার গুরুদাস তাঁহার স্মৃতিকথা বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। আবার মধ্যে একজন ভদ্রলোক উপস্থিত হওয়ার কিছু সময় নষ্ট হইল। বেলা প্রায় বারটা বাজিল। দুইবার দুইজন লোক

আসিয়া সার গুরুদাসকে স্মরণ করাইয়া দিয়া গেল তাঁহার স্নানাহারের সময় হইয়াছে । আমরা বারম্বার তাঁহাকে বলিতে লাগিলাম “আগামী কল্য অবশিষ্ট অংশ লিখিয়া লইব, অল্প আপনার বিলম্ব হইতেছে, স্নানাহার করুন ।” তিনি কিছুতেই গুনিলেন না । বলিলেন “বিলম্বে আমার কোন কষ্টই হইবে না । আপনার আবার কাল এতদূর আসিতে অনেক কষ্ট হইবে । বেলা ১২½ টার সময় তাঁহার নিকট সেদিন বিদায় গ্রহণ করি ।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ।

M.A., F.S.S, F.R.E.S.

(প্রবাহিনী ১৩২৫ মাঘ)

Copy of notes left by
Sir Gooroodass Banerjee
about the events of his own life.

Born on 26th January 1844 at Narikeldanga in the suburbs of Calcutta. His father Babu Ram Chandra Banerjee died when he was about 3 years old, and he received his early training from his mother.

He finished his school education in the Hare School, then known as the Colootola Branch School, where he won the first prize at all the class Examinations from the 5th class upwards.

He passed the Entrance Examination of the Calcutta University in the First Division from that School in January 1860, obtained a Junior Scholarship and entered the Presidency College.

From the Presidency College he passed the First Examination in Arts in the First Division in 1862 and obtained a Senior Scholarship, and he passed the B. A. Examination in the First Division in 1864 and obtained the Burdwan Scholarship, heading the list of the successful candidates at both those Examinations.

In 1865 he passed the M. A. Examination with First Class Honours in Mathematics and was the gold medalist of his year in that subject.

• He stood first in the First Division at the B. L. Examination of 1866 and got the University gold medal. He was enrolled as a Vakil of the Calcutta High Court in the same year.

In 1865 just after obtaining the M. A. degree he was appointed temporarily for one year as an Assistant Lecturer in Mathematics in the Presidency College.

In January 1866 he was appointed Professor of Mathematics in the General Assembly's Institution (now the Scottish Churches College). He resigned that post in May 1866 on being appointed Law Lecturer and Lecturer in Mathematics in the Berhampore College.

In 1868 he competed unsuccessfully for the Premchand Roychand Scolarship but Mr. Sutcliffe Registrar of the University and one of the Examiners wrote to him saying, "you have acquitted yourself very creditably, and therefore although not successful you have nothing to regret."

He remained at Berhampore practising also as a pleader in the courts there and was legal advisor of the Nawab Nazim of Bengal and of many of the large land-holders of the district till 1872, when he left Berhampore to practise as a Vakil in the Calcutta High Court.

When he left Berhampore, Mr. Hand the Principal of the Berhampore College speaking of him said ;—

"The Annual Reports, extracts from which I have furnished him with, shew the marked success of his teaching; and in the interests of the Institution I much regret that circumstances have induced him to give up

duties that for above six years he has so faithfully and efficiently discharged."

And the District Judge Mr. E. Grey gave him a certificate in which he said, "Babu Gooroodas Banerjee has been a pleader in my court for the period during which I have held the office of Judge of this district (nearly four years). During that time he has invariably conducted his duties in a thoroughly efficient manner and I consider that the court will be a great loser by his departure."

He obtained the Degree of Doctor in Law in 1877. He was appointed Tagore Professor of Law in 1878, the subject of his lectures being the Hindu Law of marriage and stridhana. He was appointed a Fellow of the Calcutta University in 1879, and an Honorary Presidency Magistrate of Calcutta in 1886. He was elected a commissioner of the Suburban Municipality in 1886. In 1885 he was appointed a member of the commission to determine the boundaries of Calcutta. He was appointed a member of the Bengal Legislative Council in 1887. Along with Babu Kalinath Mitra, he unsuccessfully opposed several of the stringent provisions of the Calcutta Municipal Bill and Sir Steuart Bayley, Lieutenant Governor of Bengal in summing up the debate when finally putting the Bill before the Council spoke of the opposition in these words:—

"Before I sit down I trust I may be permitted to bear testimony to the indomitable perseverance and unfailing courtesy with which the losing side have fought their uphill battle." (Proceedings of the Bengal Council for 1888 p. 458.)

• He was appointed a Judge of the High Court in 1888.

• He was elected a member of the Syndicate of the Calcutta University in 1886 and in the four succeeding years.

In 1890 he was appointed Vice Chancellor of the Calcutta University. This was the first appointment of an Indian as Vice Chancellor of an Indian University and Lord Lansdowne in his convocation speech in 1890 spoke of the appointment in the following terms :—

“There was however a special reason why I was particularly anxious to attend this convocation. I desired to offer my congratulations to the newly appointed Vice-Chancellor of the University on his accession to the honourable office. He enters upon it with the goodwill of his fellow citizens, of the country and of the Government of India. I do not believe that any more suitable selection could have been made. As a member of the University conspicuous among his contemporaries during his career as a student, as a man of cultivated taste and scholarly attainments, as a distinguished ornament of the Judicial Bench, and as a gentleman occupying an honourable position in the community which is most largely represented amongst the members of the Calcutta University he is admirably qualified to take a leading part in its affairs. It has been very gratifying to me, as indeed it must have been, to observe the manner in which his appointment has been received. I have been long enough in this

country to become aware that in such cases it is not always easy to please everyone, but as far as I have been able to discover, no discordant note has marred the general expression of approval with which Mr. Justice Banerjee's nomination to the Vice-Chancellorship has been hailed." (Minutes of the University for 1889-90 pp. 291-2.)

In 1892 he was re-appointed Vice-Chancellor and the Chancellor announced the re-appointment in the following words :—

"I have to congratulate the members of the University upon the fact that the Honourable Dr. Gooroodas Banerjee has been good enough to accept re-appointment as Vice-Chancellor. He has during the past two years discharged the duties of his office with tact and judgment and in a manner which has secured to him the confidence of the University. We are, I think extremely fortunate in having prevailed upon him to accept re-appointment." (Minutes for 1891-92 p. 248.)

In his reply to the farewell address presented to Lord Lansdowne His Excellency again spoke of that appointment as follows :—

"It was a source of satisfaction to me to be able to appoint to the Vice-Chancellorship the learned Judge of whose mention is made in your address, and whose eloquent words spoken in my own language, but inspired by the literature and sentiment of his own country made a lasting impression on my mind. The University has I think every occasion to congratulate itself upon the fact that such men as the learned

Judge and his distinguished successors are found ready to undertake the delicate and difficult duties of the Vice-Chancellor in addition to their ordinary official works." (Minutes for 1893-4 p. 303.)

Among the beneficial measures introduced into the University at his instance may be mentioned three :—

(1) The issuing of express direction to Examiners that the papers set should be such as can reasonably be expected to be answered within the time allowed, and that the question in each subject should be fairly distributed over the whole course in the subject. (See minutes for 1888-89, pp. 43-44.) This is now embodied in para. 5 of chapter XXV of the Regulations.

(2) The system of re-examination of answer papers of candidates who are found to have failed in one subject only, with a view to guard against any possible inaccuracy. This system was first adopted at his suggestion. (See minutes for 1889-90 p. 321,) and it is now embodied in the Regulations, chapter XXV para. 7.

(3) The election of Fellows by graduates.

This privilege of electing fellows was first accorded to graduates of the Calcutta University by Lord Lansdowne on his representation as Vice-Chancellor. (See minutes for 1890-1 pp. 336-7) and it is now embodied in section 4 and 6 of the Indian Universities act (VIII of 1904.)

He was appointed a member of the Indian Universities Commission in 1902. He signed the report of the Commission subject to a note of dissent. The Hon'ble Mr. (now Sir Thomas) Raleigh, Legal member of the

Viceroy's council in introducing the Indian Universities Bill spoke of his co-operation as follows :—

“My hon'ble and learned colleague, Mr. Justice Banerjee whose co-operation I shall always remember with gratitude and pleasure signed the Report subject to a note of dissent on certain specified points.” And later, in the course of the debate on the Bill, he said, “When I came to discuss the matter with my hon'ble colleague Dr. Gooroodas Banerji, it seemed to us undersirable to break so suddenly and so completely with the past. We set ourselves to discover whether it should not be possible to keep to the original Acts of Incorporation with such traditions and sentiments as had gathered round them and to provide for the constitutional changes that appeared to us to be required by means of a general amending act.” And it was on these lines that the Indian Universities Act of 1904 has been framed.

On several points the views expressed in the note of dissent above referred to have been adopted in the Indian Universities Act and in the Regulations of the Calcutta University. Of these the following may be mentioned here :—

- (1) The retention of second-grade Colleges.
- (2) The retention of independent Law Colleges.
- (3) The vesting of powers in the Senate to deal with the question of disaffiliation of Colleges.
- (4) The vesting of powers in the Senate to make rules for recognition of Schools.
- (5) The exclusion of teachers for appointment as paper-setters in the subjects they teach.

He has been the President of the Board of Studies in Mathematics, Sanskrit, Sanskritic Languages and Teaching.

He was President of the Central Text Book Committee for several years. During his tenure of office he framed a body of rules for the transaction of business and for the guidance of authors of school text books.

In 1904 he resigned his office as a Judge of the High Court. At the time of his retirement the Vakils of the High Court presented him a farewell address and Mr. J. T. Woodroffe, the Advocate General of Bengal on behalf of the Bar gave expression to sentiments similar to those embodied in the address of the Vakils. On his retirement the Viceroy (Lord Curzon) wrote him a letter referring to his services in very appreciative terms.

In June 1904 he received his knighthood.

In 1908, the Calcutta University conferred on him the honorary degree of Doctor of Philosophy.

He has been a member of the Indian Association for the cultivation of Science since its foundation, and has been one of its Vice-Presidents for the last ten years.

He has been a member of the Calcutta University Institute since its foundation and he has been for more than ten years the President of its Literary section.

He is a member of the Bharat Dharma Mandal which has conferred on him the title of *Bharatbhushan*.

He is a member of various other literary and philanthropic societies.

He is the author of the following works :—

(1) Hindu Law of Marriage and Stridhana, (Tagore Law Lectures for 1878.) referred to in many cases by the High Court and the Privy Council and it is included by Sir W. Markby in the list of authorities in his article on Hindu Law in the Encyclopædia Britannica and is recommended as a text book for the M. L. Examination.

(2) A few Thoughts on Education. Recommended as a text-book for the B. T. and L. T. Examinations.

(3) Elements of Arithmetic.

(4) Elementary Geometry according to modern method. (These two books are referred to in a note by the present Vice-Chancellor of the University Sir Ashutosh Mukherjee Kt. as having facilitated a rational study of Mathematics. (see Minutes for 1908 p. 127.)

(5) A note on the Devanagiri Alphabet.

(6) Siksha in Bengali.

(7) Jnan-o-karma in Bengali.

Member of the Committee appointed by the Government of Bengal in June 1885 to consider and report on the subject of amalgamating the Town of Calcutta with the urban portions of the suburbs under one system of Municipal Government.

In the Resolution of the Government of Bengal dated 20th June 1885 it was stated that the Lieutenant Governor had no hesitation in definitely accepting the principle of amalgamation and the concluding portion of the resolution ran as follows :—

“Among the chief points to be determined by the Committee now appointed will be the boundary of the new Metropolitan Municipality, and the arrangements to be made for the Municipal Government of those portions of the suburbs which it may be determined not to include within it. Much attention will also have to be given to the constitution of the new municipality.

* * * * *

The Committee will include among its members the Chairman of the Calcutta Corporation, whose local experience will greatly assist its deliberations, and the Magistrate of the 24 Parganas, whose charge is intimately concerned in the amalgamation. Two well-known non-official gentlemen Babu Kallynath Mitter and Dr. Gooroodass Banerjee, who, it has been ascertained, are willing to serve, will be appointed to represent the

interests of the public, resident within the area affected; and the whole will be presided over by the Hon'ble H. J. Reynolds C. S. I. whose name is a guarantee of the impartiality, judgment, and thoroughness that are requisite for the conduct of so difficult and complex an enquiry."

The report of the Committee was signed by Messrs H. J. Reynolds, H. L. Harrison (Chairman Calcutta Corporation) A. W. Paul (Magistrate 24 Parganas) and Kallynath Mitter and the first para of this report stated "One of our colleagues, who finds himself unable to concur in our recommendations, has recorded a separate Minute."

This Minute signed by Dr. Gooroodass Banerjee is appended to the report and the first paragraph of the Minute runs as follows:—I regret that after giving my best attention to the subject, I cannot agree with my learned colleagues on the two main questions we have to consider (1) the question of the boundaries of the new Metropolitan Municipality and (2) the question of its constitution. His reasons are given in the succeeding thirteen paragraphs. (a)

Mr. Kallynath Mitter added a memo. of dissent regarding his inability to concur with the majority on the proposal to reduce the numerical strength of the Town Council and Mr. Harrison added a separate note on the constitution of the proposed Metropolitan Municipality.

(a) It appears from paras 7 and 8 of the report of the majority that the question of the inclusion of the areas constituting the Cossipur Chitpur and Maniktala municipalities (merged in the Corporation of Calcutta from 1. 4. 24) was considered at that time and these areas were not included.

Member Bengal Legislative Council.

The following letter explains the reason for the appointment.

Belvedere
Nov 20, 1887.

My dear Sir

The Hon. Anundo Mohan Bose's period of two years on the Bengal Legislative Council will expire on the 31st December next. The Lieutenant Governor thinks that in the discussions on the new Municipal Bill which will mainly occupy the Council during the present session it will be desirable to have the assistance of some one who can represent the Suburban interests, and His Honor accordingly proposes to submit your name to the Viceroy as a fit person to fill the vacancy, caused by the Hon. A. M. Bose's retirement. His Honor desires me to enquire whether in this case you would be willing to accept the appointment.

Yours very truly
Elliot C. Colvin
Private Secretary.

The following quotations from contemporary news papers show how the appointment was received by the public.

বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য দুই বৎসরের জন্ত মনোনীত হইলেন।
দুই বৎসর হইলেই তাঁহারা আর ব্যবস্থাপক সভায় বসিতে পারেন না। তবে
পুনর্মনোনীত হইতে পারেন। অনেকেই দুই তিন বার অমন পুনর্মনোনীত

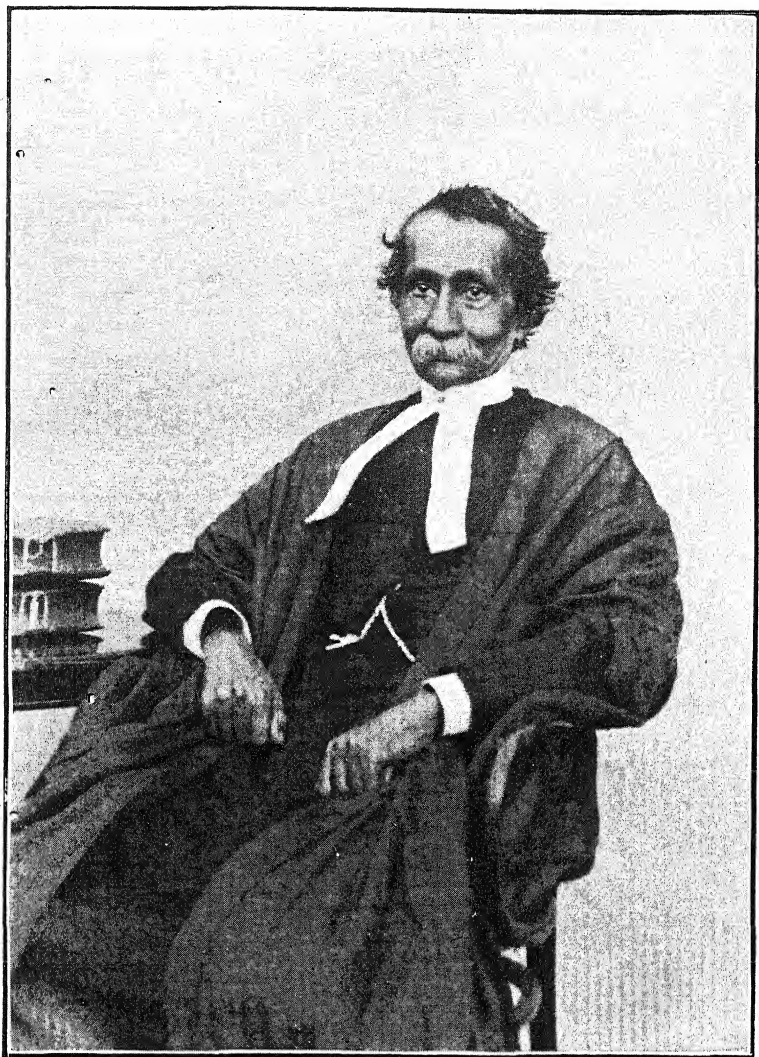
হইয়াছেন। কৃষ্ণদাস প্রায় তিন চারি বার মনোনীত হইয়াছিলেন। বাবু আনন্দমোহন বসু ব্যবস্থাপক সভার একজন সভ্য ছিলেন। তাঁহার কাল পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার স্থানে বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন। আনন্দমোহন বাবুকে পুনরায় মনোনীত না করার কেহ কেহ আক্ষেপ করিতেছেন। আক্ষেপের কারণ তত বুঝা যাইতেছে না। তাঁহার স্থানে যিনি নিযুক্ত হইতেছেন, তিনি আনন্দমোহন বাবু অপেক্ষা গুণ গরিমায় যদি নিকৃষ্ট না হন, তাহা হইলে আক্ষেপ করিবার আবশ্যক কি? গুরুদাস বাবুর অগাধ পাণ্ডিত্য আছে, আইন কানুনে তিনি বিশেষরূপে দক্ষ, স্থিরবুদ্ধি, চঞ্চলমতি নহেন, মিষ্টভাবী, মিস্ত্রক, দেশের জন্ত খাটিতে কখন তিনি ক্রটি করেন না। ওকালতি ব্যবসায় বহু বিস্তৃত পসার থাকায় নানা স্থানের নানা প্রকার লোকের সহিত ব্যবহার করিয়া বহুদর্শিতাও খুব জন্মিয়াছে। ব্যবস্থাকর্তাদিগের যে যে গুণের প্রয়োজন গুরুদাসেতে তাহার কোন অভাব নাই। এমন লোক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হওয়ার দেশের ভালই হইয়াছে।

নববিভাকর সাধারণী ১২ই পৌষ ১২৯৪।

The *Calcutta Gazette* notifies the appointments of Mr. C. H. Moore and Dr. Gooroodass Banerjee, as Members of the Legislative Council Bengal. We cordially congratulate both the gentlemen on their appointments. Both selections are excellent.

Indian Mirror, 15. 12. 87.

We find from the last issue of the *Calcutta Gazette* that Mr. C. H. Moore of Messrs. Gillanders Arbuthnot & Co., and Dr. Gooroodass Banerjee have been appointed



Groenot van Baerjen



.

.

.

.

.

members of the Bengal Council. We congratulate the Government on the appointment of Dr. Gooroodass Banerjee. He is a man universally respected and honoured both for his character and his talents.

The Bengalee, December 17, 1887.

Judge Calcutta High Court.

Extract from History of Services

Judge High Court

Officiating—19th November 1888

Do. Substantive—16th January 1889

Furlough on medical certificate

for 1 month from 16th November 1889.

Privilege leave for 29 days

from 9th May 1895.

On deputation in connection

with the Indian Universities

Commission from 16th February 1902 to

9th June 1902.

Privilege leave for 1 month

from 26th January 1903.

Retired

31st January 1904

The notices in the Press and the congratulatory letters quoted below show how the appointment was received by the Public.

We heartily congratulate our community on the elevation of Babu Gooroo Dass Banerjee to the High Court Bench. There cannot be two opinions about his fitness for the office.

The Indian Mirror, 24th October, 1888.

We offer our sincere congratulations to Dr. Gooroo Das Banerjee on his elevation to the Bench of the High Court. In point of ability, experience and learning, the worthy Doctor is second to none at the bar. We feel perfectly sure that Dr. Gooroo Dass will be an ornament of the Bench and discharge the duties entrusted to him to the satisfaction of Government and of the community both Native and European. We will say nothing regarding the question which has been raised as to the propriety of appointing a Mahomedan to the post. As we said in a recent issue no distinction of race, creed, or colour, should be made in selecting a Judge of the High Court. We should have the best man, be he a Hindu, Christian or Mahomedan; and the best man we are thankful to say, has been given to us.

The Hindoo Patriot, 29th October, 1888.

A Third Native Judge has been added to the High Court. The appointment has been conferred upon the Hon'ble Dr. Gooroo Dass Banerjee; and no worthier selection could have been made. We should have been glad if a Mahomedan gentleman were appointed; but the

Pioneer, as the mouth-piece of the Government, tells us, that no suitable Mahomedan gentleman could be found in Bengal for this high office. Be that as it may, we heartily congratulate the Government on the appointment of the Hon'ble Dr. Gooroo Dass Banerjee as Judge of the High Court. He will be a distinct accession to the strength of the Court and will worthily represent the community of which he is so distinguished an ornament.

The Bengalee, 3rd November, 1888.

Lord Dufferin has again laid the Empire under obligation by an act of large liberality. He has added another Native to the body of Judges of the Bengal High Court. The manner of the boon has enhanced the gift. The principle of the appointment is unexceptionable but it might have been abused in the choice of the appointee. We can rejoice with unmixed satisfaction that it has not been so.

Reis and Rayyet 3rd November 1888.

The Bengalee Hindu, Babu Gooroo Dass, who has been appointed Judge of the Bengal High Court is a remarkable man. The most distinguished scholar of his time, he never gave up his studies amidst an extensive practice. He is a Hindu of Hindus and thorough believer in Hinduism. He is amiable in disposition and is incapable of giving offence to any living creature. Though not possessed of strong physique, he has yet indomitable energy, both mental and bodily and he has an eminently calm and judicious mind.

Amrita Bazar Patrika, 8th November 1888.

The appointment of Dr. Gooroo Dass Banerjee to the vacant Judgeship in the Calcutta High Court, occasioned by the retirement of Mr. Justice Cunningham seems to have met with general approval from all classes. We are somewhat late in offering our own congratulations to Dr. Banerjee and to his colleagues on the local bench, but they are none the less sincere. In offering these congratulations we must not omit to express our acknowledgments to the Viceroy for his recommendation of so excellent an appointment. The choice of a successor to this important office reflects the greater credit on his Excellency, in that while admittedly capable of rendering valuable service to the State, the new Judge is known ever to have studiously avoided all appearance of putting himself forward as a candidate for any public office of distinction or emolument. With a rare modesty and unobtrusiveness of disposition which are not often to be found associated with uncommon merit, Dr. Banerjee has never courted public favour, nor sought to thrust himself upon the notice of Viceroy, Lieutenant-Governor or Chief Justice. In his case it may with perfect truth be said, that to exceptional merit alone must be attributed his present good fortune. As a member of the Bengal Legislative Council Dr. Banerjee acquitted himself with more than ordinary credit; and in the part he took as one of the Committee appointed to frame a scheme for the incorporation of the Suburbs with the Calcutta Municipality, Dr. Banerjee showed an independence of judgment and freedom from external influences, which with his eminent legal attainments

constitute one of his chief qualifications for the high office to which he has been raised. In private life blameless, Dr. Banerjee is a rigid Hindoo of the most orthodox type, while his filial devotion to his only surviving parent, his aged mother, is very touching, as illustrating the simple and almost childlike character of the man. It is said that every day of his life his first act in the morning is to visit his mother with offerings of flowers and more costly gifts, and that both in going to and returning from the Court, he makes it a rule first to pay her his personal respects and to solicit her blessings. This beautiful trait, that is not uncommon in Hindoo character, we mention here simply to show that Dr. Banerjee's title to public respect and to the confidence of the Government is based not on his intellectual attainments alone, but on his high qualities both as a lawyer and a man. We should like to make one other remark in connection with Dr. Banerjee's appointment. The present Viceroy has been persistently charged with being actuated by an undue bias in favor of the Mahomedans as against the Hindoos. Unfounded accusations such as these carry their own refutation with them. But it may be well to point out that in the person of Dr. Banerjee Lord Dufferin has actually appointed a *third* Hindoo Judge to the bench of the Calcutta High Court, while no Mahomedan has ever yet been similarly honored. And yet it was quite within his discretion, as well as the clear right of his Excellency, to have nominated a Mahomedan gentleman of even less conspicuous qualifications than Dr. Banerjee; while had such a

nomination been made, it could hardly have been challenged with much reason or justice. But herein, as always, the Marquis of Dufferin has preferred to hold the balance evenly between Hindoo and Mahomedan, erring if at all on the side of indulgence to the former. His Excellency could hardly have given a stronger proof of his impartiality and of his supreme regard for the public interests, than in singling out to fill the vacant seat in the foremost High Court in India, a Hindoo gentleman of such sterling merit as Dr. Gooroo Dass Banerjee.

The Statesman, 3rd November 1888.

The *Indian Daily News* says:—"We hear of an act on the part of the Honorable Justice Gooroo Dass Banerjee, which indicates that whatever other qualifications or disqualifications he may or may not have for the office, he has at least a strong sense of honor and honesty. As a Pleader he was retained in a number of cases, and in all, he has returned his retaining fees to his clients. This is not too common a practice. Some Barristers never return a fee once given, even, though they never open their lips in the case. His predecessors on the Native Bench have mostly turned their cases over to their friends in the same profession. Mr. Justice Bannerji says: 'My clients retained *me*, and if I do not advocate their cause, I have no right to take their fees and as they retained my services, I have no right to restrict their choice of other Advocates by turning clients over to other parties whom they would not care to

engage.' This is not a bad preliminary on the part of the new Judge, and if the same high-mindedness is manifested on the Bench, it seems probable that the public will have every reason to be satisfied with the recent appointment."

The Hindoo Patriot, 19. 11. 88.

A New Judge:—The newly-appointed Judge Dr. Gooroo Dass Banerjee took his seat yesterday morning at the High Court with the Hon'ble the Chief Justice on the Civil Appellate Side, when Baboo Annoda Prasad Banerjee the Senior Government Pleader, on behalf of, himself and his brother pleaders, addressed his lordship to the following effect. He said that they had come to congratulate him upon his elevation to the Bench of the High Court which, by his erudition, high character and other qualities he fully deserved, and they sincerely hoped that he would long enjoy the exalted honor which had been bestowed upon him, and that he would follow the noble example of his lordship the Chief Justice and the other illustrious members of the Bench. The pleader said further that they were deeply thankful to Government for appointing a third native judge to the High Court, which showed a willingness to recognise their just rights and aspirations when founded upon moderation and reason. His lordship replied very briefly, saying that he was deeply thankful to the speaker and the other members of the Bar for the high compliment, and would endeavour to deserve them.

The Statesman, 20th November 1888.

হাইকোর্টে আর একজন দেশী জজ নিযুক্ত হইলেন। হাকিম শ্রেণী হইতে একজন লোক নিযুক্ত করিলেই গবর্নেন্ট ঠিক কাজ করিতেন। হাকিম শ্রেণী হইতে নিযুক্ত না করিয়া উকীলদল হইতেই লোক নিযুক্ত করিলেন। ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে গবর্নেন্ট এই কাজ প্রদান করিয়াছেন। গবর্নেন্ট একজন যথার্থ গুণী লোককেই এই পদ প্রদান করিলেন তাহাতে আর কোন কথা নাই। গুরুদাস বাবু একটি যথার্থই পণ্ডিত লোক। আইন কাহুনেই তাঁহার কেবল অভিজ্ঞতা নহে, অগ্ৰাণ্ণ অনেক শাস্ত্রে তিনি পণ্ডিত। মতি, গুতি, স্বভাব, প্রকৃতি তাঁহার অতি ধীর। তিনি উদ্ধত স্বভাবের লোক নহেন। জজিয়তি করিতে এই গুণটির বিশেষ আবশ্যক।

নববিভাকর সাধারণী।

১৪ই কার্তিক, ১২৯৫।

গত সোমবার ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের বিচারপতির আসন গ্রহণ করিয়া প্রধান বিচারপতির সহিত আপীল বিভাগের প্রথম বেঞ্চে বসিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বর্দ্ধমানসজীবনী এবং আরও এক আধ খানি ইংরাজি ও বাঙ্গালা পত্রিকা ব্যতীত আর সকল কাগজেই পাইয়োনিয়র পর্য্যন্ত ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জজ পদ নিয়োগে যৎপরোনাস্তি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। বাহা ইউক আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, জষ্টিস দ্বারকানাথের পর যে কয়েকজন এদেশীয় হাইকোর্টের বিচারাসনে উপবেশন করিয়াছেন তাঁহাদিগের কাহারও নিয়োগে সমগ্র দেশ মধ্যে এতাদৃশ আনন্দ ধ্বনি উত্থিত হয় নাই। এরূপ সর্ববাদীসম্মতিক্রমে আর কেহ বিচারাসনে উপবেশন করিবার অবসর পান নাই। আমরা সর্বান্তঃকরণে আশা

করি মহামতি দ্বারকানাথের ছায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও বিচারাসনে বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিবেন। গত সোমবার বাবু অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উকীলগণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অভিনন্দন দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

নববিভাকরসাধারণী

১২ই অগ্রহায়ণ, ১২৯৫

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

উল্লিখিত মহাশয়কে হাইকোর্টের জজিয়তি প্রদান করা হইয়াছে, এই সংবাদ প্রথম প্রাপ্ত হইয়া কেহ বলিলেন, তবে গবর্ণমেন্ট বিজাতীয় হইলেও যে, দেশীয়দিগের মধ্যে কে প্রকৃত গুণশালী তাহা বুঝিতে পারেন না, এমত নহে। যথার্থ কথা অকস্মণ্যতাবিদ্রোহী এবং গুণ পক্ষপাতী ইংরাজগণ সহায়ত্ব শূন্য হইলেও বিশিষ্ট গুণবত্তার বোধে সমর্থ। তাই ইংরাজ গবর্ণমেন্ট গুরুদাসের ছায় বিদ্বান, সর্বগুণসম্পন্ন, সদাশয়, বুদ্ধিমান, আইনজ্ঞদিগের মধ্যে অতি প্রধান ব্যক্তির আদর করিতে পারিয়াছেন। ইনি কেবল ইংরাজী আইন অভিজ্ঞ নহেন, সংস্কৃত দায়ভাগ মিতাক্ষরা প্রভৃতি প্রাচীন আইনও ভালরূপে জানেন। অত্যাগ্রহ হিন্দুর ব্যবহার কাণ্ডেও ইহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। স্মরণ্য একরূপ সদগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে উচ্চশ্রেণীর বিচারালয়ে উপবিষ্ট দেখিয়া কান্দার চিত্ত না আনন্দিত হয়? বন্দ্যোপাধ্যায় আবাল্য বিপুল চরিত্র এবং স্বধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান। ইনি নব্য ইংরাজী শিক্ষিত হইলেও সাধারণ আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মত নহেন। ইনি আৰ্য্য ধর্ম্ম বিশ্বাসিদিগের আদর্শ স্থল। ইনি বৃদ্ধা মাতার প্রতি যথেষ্ট ভক্তি করেন, এবং সকল গুরুজনের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা

ভক্তি করেন। সেই গুরুভক্তির ফলেই এবং গুরুজনের বিমল আশীর্বাদবলেই এবং স্বকীয় স্বাভাবিক নিৰ্মলগুণেই গুরুদাস বাবু আজি জজিয়তি পদ পাইয়াছেন। ইহা বিন্দুমাত্র তোষামোদ বা সুপারিসের ফল নহে। ইনি কখন কাহারও তোষামোদকারী নহেন। এরূপ নিৰ্মল চরিত্র স্বধৰ্ম্ম বিশ্বাসী তেজস্বী ব্যক্তি উচ্চপদস্থ হইলে কোন্ জনের চিত্ত না আনন্দিত হয় ?

ফলতঃ স্বধৰ্ম্মানুযায়িত্বে, নিৰ্মল চরিত্রে, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধায় তেজস্বিতায়, সৌজন্ত্রে, অমায়িকতায়, প্রেমিকতায়, ইত্যাদি সমস্ত গুণে গুরুদাস বাবু নব্য ইংরাজী শিক্ষিতদিগের আদর্শ স্থল। অতএব অধিক কি বলিব ?—

স্বধৰ্ম্মনিরতো ধীমান্
বিদ্যা-বিনয়-ভূষিতঃ ।
জীবতাং সাধু সম্মোদো
গুরুদাস-দ্বিজশিচরং ॥

43 Chowringhee
Calcutta
November 9 1888.

My dear Banerjee,

Believe me you owe your appointment to yourself alone. I only did my duty in submitting your name. I congratulate you with all my heart and am very glad that you are pleased.

* * * *

Yours sincerely
W. Comer Petheram.

3 Kyd Street
October 31st.

My dear Dr. Guru Das,

I have just returned from Delhi and Agra and hasten to congratulate you on your well-earned elevation to the High Court Bench.

Not only yourself but the public also are to be congratulated on the selection made.

Yours sincerely
H. L. Harrison.

The Palace
Moorsshedabad
The 27th October 1888.

My dear Guru Das Babu,

It is long since I have had the pleasure of seeing or hearing from you, but I have always been happy to learn from the papers and other sources that you have been doing as well in the world as one could wish for. I now learn that you have been appointed a Judge of the High Court. Government by honouring you with the appointment has honoured the whole Native community as by your character and attainments you are indeed an ornament to our society. I congratulate you heartily on the honor which Government has thus conferred upon you, an honor which I hope you may long continue to enjoy with every credit and success.

Trusting you are quite well.

Your sincere well-wisher
Hussan Ali Mirza.

3 Kyd Street
October 22 1888.

My dear Guru Das,

The news is true I trust that you get the vacant judgeship in the High Court.

You have my hearty congratulations and I do not think that there could have been any worthier appointment.

I am yours very sincerely
H. J. S. Cotton.

Calcutta, 16 Taftollah
25 October 1888.

My dear Gooroo Dass Babu,

Permit me to offer you my heartiest congratulations on your appointment to a Judgeship in the Calcutta High Court.

I have long been one of your sincere admirers, and some time ago I learnt with much satisfaction, that there was every likelihood of your being selected for the coveted post. And today's announcement in the papers that the appointment has actually been made has been a source of the greatest gratification to me.

I pray with all my heart that you may live long to enjoy the distinction, which has been conferred upon you in simple recognition of your merits.

Believe me
Yours very sincerely
Abdool Lateef.

Nattore
5th November 1888.

My dear Sir,

I read in this week's Calcutta Gazette of your appointment as a Judge of the High Court. Allow me to offer you my most sincere congratulations on your accession to the bench. It is remarked in some of the native papers that the appointment has caused great heart-burning to the Mahomedans. It is singularly unfortunate that attempts should be made, by those who ought to know better, to turn any thing and every thing into a race question. I may however assure you, if indeed such assurance be needed, that whatever others may think, those at least among the Mahomedans who have the privilege of knowing you personally, cannot but feel that a happier choice could not have been made. Hoping you will live long to enjoy these honors.

I remain
Yours sincerely
Syed Shamsul Huda.

Hazaribag / Green Villa
24th October 1888.

My dear Gurn Dass,

I have perused with great delight in the Englishman of the 22nd instant which I have received here today that you succeed Mr. Justice Cunningham. Accept my sincere and hearty congratulations upon the success you have achieved. By your learning, industry, perseverance,

capacity for work, superior intellectual capacity, and above all by your thorough rectitude of purpose and independence of character you have richly deserved the honour that has been conferred upon you. I have not the least doubt that you will sustain the reputation that you have deservedly earned, in this new walk of life. I cordially welcome you as a valuable coadjutor and colleague.

With best wishes

I remain

Yours very sincerely

Romesh Chandra Mitter.

Darjeeling Lhasa Villa

24. 10. 88.

My dear Gooroo Dass,

Now that what I had been hoping for the last 5 or 6 months has come to pass let me congratulate you most sincerely and heartily.

*

*

*

*

*

With the kindest regards

Yours sincerely

C. M. Ghose.

50 Lower Circular Road

27 October 1888.

Dear Dr. Banerjee,

Allow me to congratulate you most heartily on your elevation to the Bench. It is a triumph of industry honest and conscientious work, modesty, sound knowledge and varied culture. No one is more pleased than I am at the honour that has been conferred on you and at

the recognition of many and varied accomplishments which you possess. As an old pupil of yours I feel proud of the privilege of having been taught by you and proud that those qualities which endeared you to your pupils have now been recognised by the State. I wish you long life and health that you may perform the exalted duties of your office for a long time and enjoy the honour which you fully deserve.

I am
Yours sincerely
B. Chakravarti.

1st November 1888.

My dear Guru Dass Babu,

I sincerely congratulate you on your elevation to the Bench. I am specially delighted that a Banerjee has at last been selected (tho' the first opening made in the Bench was for a Banerjee) and that the choice has fallen upon the fittest among them.

* * * * *

Believe me
Yours sincerely
Hem Chandra Banerjee
1 Puddopukur Square
Kidderpore.

Ghazipur
Steamer Jasper
29th October 1888.

My dear Doctor,

Probably you know that I have been enjoying my holidays in my favourite amusement in a trip up the

river Ganges. I am in one sense out of all touch of what is passing around us. It is here at Ghazipur that I heard for the first time the glad news that not only the rumour about the appointment of a third native Judge in the High Court was true but that you have been selected for this additional honour to our country and countrymen. I congratulate you personally, our country generally and our body specially for this; and I congratulate Government also for its happy selection. It is no partiality of a friend which makes me say what I have been saying here. Many unexceptional names no doubt were used in connection with the rumoured appointment but permit me to say, all things considered there could have been no happier selection made than the one that actually has been made. My honest belief is that by your elevation to the Bench, the highest Court in the country would be strengthened and the best interests of the country promoted.

Yours sincerely
Mohes Chandra Chowdhury.

Bankura
26th October 1888.

My dear Dr. Guru Dass,

In continuation of the letter which I wrote to you when you were taken in as a member of the Bengal Legislative council allow me to congratulate you heartily upon your elevation to the Bench of the High Court.

I would of course have been very pleased if they had given the appointment to me but when it is the settled policy of the Government to take in none but the members of the High Court Bar, if they had asked me to nominate one I would have selected yourself. I congratulate you most heartily. (1)

* * * * *

Yours sincerely
Brojendra Coomar Seal

The Vakils of the Calcutta High Court assembled on Friday, the 22nd February 1889 in the house of Babu Srinath Das to express their congratulations to the Hon'ble Dr. Gooroo Dass Banerjee on his elevation to the Bench of the High Court. (2)

Indian Mirror 23. 2. 89.

(1) The last three letters written by Babus Hem Chandra Banerjee and Mohesh Chandra Chowdhury Vakils High Court and Babu Brojendra Coomar Seal of the Provincial Service are of special interest as written by gentlemen whose names were also mentioned for the vacant judgeship.

(2) The following song was especially composed and sung on the occasion.

রাগিণী রতিবাহী—তাল ঝাঁপতাল ।

ধন্য গুরুদাস গুণসাগর নরোত্তম, ক্ষিতি সুর শিরোমণি নিখিল জন
সুরঞ্জন ॥ (অস্থায়ী)

হিন্দু কুল দীপতম ধর্মসুপারায়ণ, ষড়রি পরিশাসন সুশাস্ত নয়
ভাষণ ॥ (অন্তরা)

অগতি জন পালন, স্মৃতি পরিচালন, ধীরবর সদনুকম্পাল শঠ
তাড়ন । (সঞ্চারী)

মাতৃ পদ ভক্তবর সত্য পরিশীলন, যাচাইতি তব মনসি বিরজতু
জনাঙ্গিনঃ ॥ (আভোগ)

Vice Chancellor Calcutta University.

Appointed 2nd January 1890.

Re-appointed 2nd January 1892.

Resigned 2nd January 1893.

OFFER AND ACCEPTANCE.

Government House
Calcutta
Dec. 10, 1889.

Dear Mr. Justice Banerjee,

The Vice-Chancellorship of the Calcutta University will shortly be vacant owing to the retirement of Sir Comer Petheram. The Chief Justice has, as I dare say you are aware, retained office until now at my request in order to give me an opportunity of making a careful selection which I could not have done while I was at a distance from this place.

I am convinced that no one could fill this honorable and important position in a manner more satisfactory to the University and to the public than yourself, and I venture to express my hope that the offer of the appointment, which I now make to you, will be agreeable to you, and that I shall have your permission to announce that it is accepted.

I am, dear Mr. Justice Banerjee

Yours very truly

Lansdowne.

Narkeldanga

10th December 1889.

Dear Lord Lansdowne,

I feel deeply thankful to your Excellency for your doing me the honour of offering me the Vice-Chancellorship of the Calcutta University and still more so for the exceedingly kind terms in which you have been pleased to make the offer. I deem it my duty to accept your Excellency's kind offer most thankfully and to do all that in me lies to make myself useful for the responsible office to which you have been pleased to think of appointing me.

I remain Dear Lord Lansdowne

With profound respect

Yours obediently

Gooroo Dass Banerjee.

Government House

Calcutta

10. 12. 89.

Dear Mr. Justice Banerjee,

I am delighted to learn that you are able to accept the Vice-Chancellorship. I congratulate you and the University.

With best thanks for the courteous terms in which you have written to me.

I am

Dear Mr. Justice Banerjee

Yours sincerely

Lansdowne.

The Rev. K. S. Macdonald asked to be permitted to say a few words to the Chairman before the proceedings of the meeting commenced. He said that they should all unite in expressing their thanks to the Government of India for appointing him (the Chairman) Vice-Chancellor of the Calcutta University and in congratulating him upon the distinguished position conferred on him. He was the first of the graduates of the Calcutta University who had attained to so distinguished a position ; and it must be admitted that throughout his whole career, as a student, as a Senator, and as a member of the Syndicate, he had reflected honour upon the University. He (the speaker) was not authorised to speak in the name of the Senate, but he had no doubt that all present would agree with him in the sentiments he tried to express (loud applause)

The Chairman thanked them most sincerely for the very kind words that they had said about him, and he only wished he could deserve one-tenth of the good things that they had said ; but Heaven willing and with their sympathetic and valuable co-operation, he should endeavour his best to make his tenure of office useful for the purpose of the University so far as in him lay (loud applause).

Extract from the minutes of the Senate dated 11th January 1890 (the first meeting of the Senate under the new Vice-Chancellor).

His first Convocation (18th January, 1890)

The last Convocation of the Calcutta University marks a memorable era in the history of that body. For the first time in its annals the degrees were conferred and the Convocation speech delivered by a native of India, whom his own distinguished abilities and the favour of the Government had raised to the high position of Vice-Chancellor of the University. For some time indeed previous to his appointment the Hon'ble Dr. Gooroodass Banerjee had practically performed the duties of Vice-Chancellor but too often in this country the duties are performed by one, while the honour of the office belongs to another. We are therefore deeply grateful to the Government for the appointment. We repeat once again our obligation on the occasion of reviewing the proceedings of the Convocation ; and we feel thankful to His Excellency the Viceroy for the kindly words with which he introduced the new Vice-Chancellor to the Convocation. "As far as I have been able to discover" remarked Lord Lansdowne in the course of his speech "no discordant note has marred the general expression of approval with which Mr. Justice Banerjee's nomination to the Vice-Chancellorship has been hailed. I desire therefore in the name of the University, of the Government of India and I believe I may in this case claim to be the exponent of public opinion at large to congratulate the Vice-Chancellor, and to wish him a very successful tenure of office,"

In criticising the Vice-Chancellor's speech we feel bound to congratulate the Hon'ble Dr. Gooroodas

Banerjee, and to say that his oration fully maintains the traditions of the great office which he fills.

The Bengalee, 25th January 1890.

The experiment of appointing an Indian Vice-Chancellor to an Indian University is a new one and will undoubtedly be watched with great interest by every section of the community. But because the experiment is a new one, or indeed the first of its kind in this country we have no reason to feel anxious for a moment as to its success. In the first place the selection of the new Vice-Chancellor of the Calcutta University has fallen upon one, regarding whose qualifications there has never been any division of opinion. Everywhere and by all sorts and conditions of men the appointment of Mr. Justice Gooroodass Banerjee to succeed Sir Comer Petheram as Vice-Chancellor of the University has been welcomed with great satisfaction, a circumstance on which His Excellency aptly congratulated the recipient of the unprecedented honour. Then the advent of an Indian Vice-Chancellor must inspire more confidence among the Indian public generally than that of a European Vice-Chancellor. In matters educational as in political or civic affairs, he is most successful who is most in touch with the people. An Indian Vice-Chancellor possesses the advantage of a positive knowledge of his community, its educational position, its educational defects and its educational aspirations. He will not be likely to indulge in loose experiments. An Indian Vice-Chancellor is always with his people.

He is in constant communication with them ; he always listens to them , he consults them frequently. These are all immense advantages ; advantages denied to the best of European Vice-Chancellors. Considering all things therefore we have every reason to congratulate His Excellency the Chancellor and the Indian public on the unexceptionable nomination of a gentleman so qualified in every respect as Mr. Justice Gooroodass Banerjee to the Vice-Chancellorship of the Calcutta University.

The Indian Mirror, 25th January 1890.

Mr. (afterwards the Hon. Mr. Justice) Lalmohan Doss wrote the following letter.

177 Russa Road South
The 19th January 1890.

My dear Gooroodass Babu

An attack of blood dysentery severe enough to confine me to my bed for a week was unable to repress my eagerness yesterday to witness a performance such as the Calcutta University has not seen since the dawn of her career.

None ought to congratulate more than the Calcutta University herself upon being able after the labours of a third of a century to hold up to the world as a product of her own unaided efforts a native of India who is able to fill a place once occupied by such an illustrious person as Sir Henry Sumner Maine.

May I be permitted to say that your speech yesterday, though not marked by brilliant flashes of

rhetoric was yet couched in such chaste language, was delivered with such grace and fluency, was so full of practical wisdom, was interspersed with such valuable suggestions, was so thorough (to quote your own word) and exhibited such a complete mastery of the details of the working of the University and such an intimate knowledge of the wants and requirements of the existing educational institutions, as must excite the wonder and command the admiration of all thoughtful men.

In my opinion the children of the soil of India were on a severe trial yesterday and they ought to congratulate themselves upon having passed through the ordeal unscathed. Your failure would have for ever doomed the fate of Indian youths.

May I venture to offer my sincere felicitations at the occasion having offered you an opportunity of conferring high degrees upon your own sons and awarding gold medals to them an opportunity scarcely vouchsafed to the lot of any. (1)

May higher honours yet adorn you is the fervent wish of my heart.

Yours most sincerely
Lalmohan Doss.

(1) His eldest son Haran chandra Banerjee got his M. A. degree being the silver Medalist of his year in Mathematics. He was also awarded the Tagore Gold medal.

His second son Sarat Chandra Banerjee got his B. A. degree with triple honours.

RESIGNATION.

We observe with regret that Mr. Justice Banerjee has resigned the Vice-Chancellorship of the Calcutta University, a post which he has held with so much distinction to himself and satisfaction to the community of these provinces. It is greatly to Dr. Banerjee's credit that in the midst of his onerous and responsible duties as a Judge of the High Court, he has been able to devote so much time and attention to the business of the University, during three years of active and uninterrupted usefulness, and his spontaneous retirement now should be marked, we think, by some suitable recognition of his services as Vice-Chancellor.

The Statesman, 20th December 1892.

Mr. Justice Banerjee has resigned the Vice-Chancellorship of the Calcutta University. Dr. Gooroo Dass Banerjee has had three years in continuation—three years of active uninterrupted usefulness—and now gracefully retires of his own instance, before the second term is complete.

Reis and Rayyet, 17th December 1892.

I think you will, in the first place, expect me to make some acknowledgment of the services which have been rendered to this University by Mr. Justice Gooroo Dass Banerjee, who has lately resigned the Vice-Chancellorship. Himself a member of the University, he

has shown himself thoroughly able to understand its wants. During his three years' tenure, he has discharged with much tact and ability the difficult duties of his office, and has succeeded in winning for himself the respect of all those with whom he has been brought into contact.

*Extract from address of Lord Lansdowne
as Chancellor on the occasion of the
Convocation held on 28th January 1893.*

President Central Text Book Committee.

From June 1894 to February 1900.

Bengal Government Notification No. 64 T. G. dated

15th June 1894.

The Lieutenant Governor is pleased to appoint the Hon'ble Mr. Justice Gooroodas Banerjee to be President of the Central Text Book Committee, vice Babu Bhudeb Mukherjee C. I. E. deceased.

Govt. of Bengal : General Department : Education Branch

No. 1140.

From offg. Secretary of the Govt. of Bengal.

To The Director of Public Instruction, Bengal.

Calcutta, 7th March 1900.

Sir,

With reference to your letter No. 1303 dated the 22nd February 1900, I am directed to say that the Lieutenant Governor is pleased to accept the resignation tendered by the Hon'ble Justice Dr. Gooroodas Banerjee of his office as President of the Central Text Book Committee and to request you to be so good as to convey to him an expression of His Honour's high appreciation of the valuable services rendered by him in this capacity.

*A note written by him on the Selection of
Text-Books is reproduced below :*

1. If the task of writing a good text-book is difficult, that of selecting proper text-books is hardly less so. Those who are entrusted with the duty of selecting text-books have to regard not only the interests of students who are the readers of text-books, but those of the authors as well; and these interests are to some extent conflicting. In the interests of the readers none but the best books ought to be selected. Their interests might therefore be fully served by erring in favour of exclusion so as to reject all bad and indifferent books, and, it may be, some good books too. But that will evidently not serve the interests of the authors. To secure the interests of both readers and authors, we must not only *exclude* from our list of text-books all bad and indifferent books, but must also *include* in it all good books.

2. The difficulty of the task is not a little enhanced by the fact that the number of text-books submitted for examination annually is by no means inconsiderable. This rapid growth of books, notwithstanding that it throws a heavy burden on those who are entrusted with the duty of examining text-books, would certainly have been matter for congratulation if it had tended really to increase the literature of the country, or had been evidence of real literary activity. But unfortunately

that is not the case. Among the books submitted for examination, the number of good books, literary or scientific, is very small ; and by far the greater number are Primers in English and Bengali, Arithmetical, Grammatical and Geographical Primers, and Prose and Poetical Readers consisting of compilations from different authors,—containing little that is original in point of matter or of form, and running for the most part in beaten tracks, with only such occasional deviations (often in the wrong direction) as are considered necessary to give each book the appearance of newness. The multiplication of such books is an evil without any compensating good. It has led to much unhealthy competition among authors, the injurious consequences of which affect not authors alone but their readers also.

3. It has given rise to a most unreasonable and perplexing diversity in the choice of text-books ; so that if a student has for any reason to take his transfer from one school to another in the middle of a session, he will find it extremely difficult to go on, as he will, in nine cases out of ten, have to read a different set of text-books. And even in the same school, it often happens that different text-books of the same standard in the same subject are prescribed for two consecutive classes, so that students have to read the same portion of a subject in two successive years from two different books, without making much real progress, when by that time they could have finished the subject if they had only continued to read

it from one and the same book. Again, authors of text-books on certain subjects such as Grammar, instead of exercising their own judgment in fixing the scope and limits of their books, are sometimes found vying with one another in encumbering them with minute rules to enable students to meet the unreasonable demands of examiners. And thus students have their memories often overburdened with matters of detail of rare application in practice, to the neglect of broad general principles of much greater practical value.

4. Authors have sometimes been heard to say in justification of their imperfect performances, that when books no better than theirs have already found a place in the authorized list of text-books, there is no reason why they should not have the same indulgence shewn to them. But it should be borne in mind that because twenty or thirty years ago, owing to the paucity of text-books on any subject, an indifferent book was approved, that is no reason why the same course should be followed now. If from necessity or inadvertence a wrong thing has been done, it is to be set right, not by repeating the wrong but by remedying it; and steps are being taken in that direction by the revision of the existing list of authorized text-books.

5. I quite appreciate the feelings of disappointed authors, who may naturally complain if there is any inequality in the distribution of official patronage. But, at the same time, in the interests of education and

culture, in the interests of readers and authors alike, I think we ought gradually to raise our standard of fitness. And to prevent disappointment and discontent, we should let authors know what we want and in what particulars we have raised our standard of fitness, and we should revise the existing list so as to retain only those books that come up to the new standard. Our aim should be to place in the hands of the student text-books, the reading of which will give full and free play to his mental faculties without overtasking them, and will at the same time enable him to acquire a general knowledge of useful subjects.

6. In view of the difficulty attending the task of selecting text-books, and to facilitate the carrying out of the above-mentioned purpose, I have thought it proper to formulate the following general propositions, not as rigid and unalterable rules, but only as rough guides which shall be subject to such future modification as may be found necessary.

1. (a) A text-book should in point of size be as short as possible consistently with clearness and reasonable completeness.

(b) If the book is one of Reading Lessons in prose or poetry, either composed by the author himself or compiled from other authors, it should not be longer than what students for whom it is intended can go through in the course of one year, reading at a moderate rate, and having time allowed for revision.

It is sometimes said that a long book of reading lessons is better than a short one, as it leaves room for selection of lessons by the teacher. I do not think that this is a sound view. While on the one hand the author's selection, if good, need not be supplemented by the teacher's selection, on the other hand, not only does a long book consisting of lessons one-half of which could not have been intended to be read, involve waste of time and energy to the author and waste of money to the readers, but the reading of a lesson here and a lesson there out of a book instead of reading it through is injurious to the formation of that habit of steady thoroughness, so essential in a student and of such great value in after-life.

- (c) If it is a book on Grammar or Geography or History or Arithmetic, and is intended for students who are reading the subject for the first time, it should treat the subject in an *elementary* way so as not to require more than two or three years to finish it, care being taken, where the book is not likely to be finished in one year, to prescribe it as the text-book for two or three consecutive classes.

It sometimes happens that different books on Grammar or on Geography are prescribed for two consecutive classes, and students go on reading the same portion of the subject from two different books in two successive years, when they might have finished the subject if they had the same book prescribed for the two classes.

II. (a) The *get-up* of a text-book should be neat, so as to create in the reader a liking for it; and all such aids to attention as the printing of important words in capitals, italics or antique letters, and illustrations by pictures or diagrams, should be freely availed of.

(b) In an elementary text-book, directions for the teacher, if any, should all be collected together either at the beginning or at the end of the book, and things not intended to be read by the student should *never be interspersed* with those intended to be read by him.

III. The *language* and *style* of an elementary text-book should be concise and clear, simple and attractive; vulgar words and (as far as possible) provincialisms should be avoided; and the arrangement of the different heads or divisions of the book should be methodical.

IV. Text-books on English Grammar and English Composition should, except for the lowest standard, be written in English.

V. A text-book should, as far as possible, aim at teaching things *rationally* and *not mechanically*.

That is to say, it should, as far as possible, aim at teaching things in a way such that the student may understand what he is taught instead of having merely to learn it by rote.

VI. An elementary text-book on any subject other than Literature should only deal with those *broad points* of the subject which a general student can fairly be expected to retain in his memory ; and it should never be encumbered with such details as can properly find a place only in books of reference or advanced text-books.

Thus, for instance, an elementary Grammar should not be encumbered with details of unusual inflectional forms, an elementary Geography with figures denoting the populations and areas of different countries, an elementary History with dates of unimportant events, nor an elementary Arithmetic with tables of local weights and measures of foreign countries.

VII. (a) Primers in English and Bengali should not contain spelling lessons with hard or unusual words.

(b.) Elementary text-books in Literature, when they are compilations, should, as a rule, consist of such selections from *standard authors*, as can be easily explained to, and intelligently understood by, boys in this country ; and the names of the authors and of the works from which the selections are made should always be mentioned.

VIII. Text-books on Grammar should aim principally at teaching *correct modes of speaking and writing*, and the teaching of technical distinctions and niceties should be subservient to the principal object.

IX. A text-book on History or Geography should in its preface briefly but clearly indicate the sources from which the information contained in it is derived.

X. Books which *embarrass and encumber the student with help*, and think out everything for him instead of leaving him time to think for himself, such as certain classes of Keys and books on Composition, should never be selected as text-books.

XI. Books containing passages which have an immoral tendency or are hostile to any religion or to established Government should not be approved as text-books.

XII. Every new text-book on any subject should have in it something really *new* and *useful* either in point of *matter* or in point of *form*, to justify its existence ; and this should be briefly but clearly indicated in its preface.

The propriety of this rule may not be altogether free from doubt. It may be said that so long as a book does not infringe the law relating to copyright, the mere fact that it contains nothing more in point of matter or form than what is to be found in another book, ought not to be any objection to its existence ; they may both be derived from one common source ; the contents of both may be matter of common knowledge ; and there is no reason why one book should monopolize patronage to the exclusion of all others, merely because it was written first.

From a purely legal point of view this argument is quite sound. But from a literary or even an economic point of view, there are considerations in favour of the rule which ought not to be lost sight of. The writing of a new text-book on a subject on which there are at least equally good books already in existence, involves waste of energy and money which might be better employed in other ways, if a rule like the one enunciated above were enforced.

To counteract the effect of a rule like this in preventing the distribution of public patronage, the Educational Authorities should be moved to pass a rule requiring the revision of the courses of study for the several Public Examinations so as not to allow the same book to continue as the text-book for more than five or six consecutive years, if any other equally good book is to be found in the list of authorized text-books.

I have retained this rule tentatively to see what view others, and especially my learned colleagues, may take of it.

7. The foregoing rules contain nothing new, nor have they any pretension to perfection or completeness. They are rules which everyone entrusted with the duty of selecting text-books follows more or less ; and their formal enunciation is intended only (1) to place in a connected form before the eye rules which are generally followed but which may be sometimes overlooked, and (2) to let authors of text-books know what we want, and what might be said of their

work from the student's point of view. or from a neutral point of view. They are not intended to be applied as hard and fast rules, and any modification that will appear, or may be shewn, to be necessary, will be readily made.

8. But though by the application of rules such as those given above, we may endeavour to the best of our power to do justice to the claims of authors of text-books and of their readers, the students, still our work will only be half-done. Not only must we endeavour to do justice, but we must also have the confidence of the public that we are endeavouring to do so.

It would be mere affectation not to take notice of an objection that is sometimes raised. I shall try to meet it. It is said that no author of any text-book should be a member of the Central Text-book Committee, or what comes to the same thing, no member of the Committee should write any text-book. To give unqualified effect to the objection as a mere matter of abstract principle, would be to deprive the Committee of the valuable services of some of its best members, whose position as authors and whose attainments as scholars entitle them to the respect and esteem of the literary world. And if their books have met with the approval of the Committee, it is not because their authors are its members, but because they are books of superior merit. So far as the objection can have any real weight, it is met by the fact that the rule and practice have been for a member not to be

present at the meeting when the merits of any book which he has written or in which he is interested are considered and decided upon. Perhaps all that could be desired would be attained when pecuniary interest direct or indirect in a book is expressly made a ground of disqualification for voting upon, or joining in the discussion concerning the merits of a book.

9. It may be said that the same rule ought to be followed when the merits of any book likely to compete with a book written by a member of the Committee are considered. I am of opinion that the rule need not be followed in its entirety, but all that is described will be attained if such member though joining in the discussion, only abstains (as in practice he does now) from voting. For though his joining in the discussion may subject the book to more than usually severe examination, from the fact of his being able to find out more readily than others the defects in a book on a subject on which he has himself written one, neither the public nor the author whose book is under consideration can have any just ground of complaint against that. His colleagues will have the benefit of his criticism, but the rival author will be secure against the effect of a possibly biased adverse vote.

G. D. Banerjee.

14th January 1896.

Member of the Universities Commission 1902.

The Commission originally consisted of six members with the Hon'ble Mr. Raleigh Vice-Chancellor of the Calcutta University, as President. Not a single representative of the great Hindu Community, who had the largest stake in the educational problems under consideration was included amongst the Commissioners as originally nominated. Let us however thankfully note that when attention was called to this omission in the columns of the public prints His Excellency was graciously pleased to nominate the Hon. Mr. Justice Gooroodass Banerjee as a member of the Commission. The appointment of Mr. Justice Banerjee was received with universal approbation. One of the most brilliant graduates of the Calcutta University, he has long been honourably associated with the work of the University. He was twice appointed Vice-Chancellor of the University and he was among the most distinguished of our Vice-Chancellors, regarding his office not as an ornamental adjunct to the high position he held, but a new field of activity and usefulness and setting an example of unflinching devotion to duty and of statesmanlike concern in the interests of the University,

of which he was so fine a product. Who will say that the Calcutta University has been a failure or has not fulfilled the high ends of its existence when it has produced men like Mr. Justice Gooroodass Banerjee ?

*Extract from Presidential speech of
Mr. (afterwards Sir) Surendra
Nath Banerjea at the Indian
National Congress at Ahmedabad
in 1902.*

*Comments in the Press and Town Hall
Meeting on the Report of the
Commission.*

The Anglo-Indian newspapers have had their say about the Report and recommendations of the Universities Commission, and, of course, their approval is unqualified and even ecstatic. Of course, they have the same right as ourselves to discuss all public matters. But they are in the hands of aliens who have little abiding interest in the country, and who, differing from the people in almost everything, cannot be expected to have any insight into a matter of such foremost importance as the whole future of the people, which the educational problem involves. *They* cannot see

with *our* eyes. That they know nothing of it is proved by an utter absence of independent thought or suggestion, and by a complaisant acceptance of the official *imprimatur*. These are faithful henchmen of Government. The pronouncement of such papers as these is utterly valueless. In such a matter of foremost importance as the question of education of the Indian people, it is the purely indigenous Press that can and does voice the popular opinion, and, therefore, its expression of that opinion is weighty, and to the point. It will be enough to say for the present, that the purely Indian newspapers have accepted with cordiality and without hesitation the clear-cut sentiments and sentences contained in Mr. Justice Banerjee's Note of Dissent, appended to the Commission's Report. Dr. Banerjee is a man of the people, has risen from the ranks, education and character have made him what he is, he has no personal likes or dislikes, he has no ions of his own to grind in this particular matter, he has ever shrunk from any attempt to give offence to anybody, he holds singularly moderate views. The publicly expressed views of such a man, then, are of the greatest weight and value, and entitled to the closest and most respectful consideration. Mr. Justice Banerjee has had, besides, a long educational experience. He has been long directly connected with the Calcutta University, of which he was at one time the honoured Vice-Chancellor. It was fortunate that he happened to be one of the two "native" members of the Commission, perfectly familiar with Indian conditions and Indian

needs—so far at least as British Indian interests are involved. The other “native” member hails from a backward Feudatory State where education has seriously lagged behind, though the Hyderabad gentleman was himself, if we are not mistaken, a Minister of Education at one time. We, therefore, repeat, that the Note of Dissent, written by Mr. Justice Banerjee, is entitled to greater attention than the Report of the Commission. Mr. Justice Banerjee has these many years past enjoyed the unbounded confidence of his countrymen. Government will, therefore, do well to pay due heed to his warnings. He is quite as willing, as indeed we all are, as the other members of the Commission, to raise the educational standard. Raise the standard by all means, but do it in a rational, and not in a revolutionary and reactionary spirit. Education should be the privilege of the many, and not the monopoly of the fortunate and wealthy few. To raise school and college fees at the arbitrary will and direction of Government is to shut out the masses and even middle classes from the benefits of higher education, and even to shut them out from the prospects of bettering themselves in the struggle for existence. Higher fees do not spell better brains or sounder education.

The Indian Mirror, 7th August 1902.

TOWN HALL MEETING.

The great meeting at the Town Hall in Calcutta, on Friday evening last, was a magnificent and exhilarating event. It was magnificent in that all sections of the Indian community were represented thereat, and exhilarating because there was absolute unanimity throughout the proceedings. As regards mere numbers, the audience was an immense one, and immense is the only word we can well use. We have said, that the meeting was representative of all classes of the Indian community. The Zemindars were there in force, we might say, irresistible force, since the most influential and the best educated among them, headed by Raja Peary Mohun Mukerjee, voiced the agitation. Among the other speakers were lawyers and journalists. None of the speakers had his own irons to grind. That is, not one of them had any pecuniary interest in private schools and collegiate institutions which are threatened with destruction by the Universities Commission's Report and recommendations. The exclusion of this particular element from the discussion was desirable, for Government cannot now turn round and say, that the malcontents are interested parties, whose opposition is bred of selfishness. As a matter of fact, all Indians are interested and even selfish parties in this case, for as a speaker, who led the debate, observed, it is a matter of life and death to us all. That it is so considered universally may be judged from the speeches

which followed. It may be acknowledged, that some of the utterances were strong, and might have been made more innocuous. But there are times when plain-speaking is better than muffled anger. And the provocation given has been very great indeed. All the speakers were agreed that any legislation, based on the lines of the recommendations of the Universities Commission, would be a most reactionary and retrograde measure. All were agreed, that the Government's attempt to take up the monopoly of higher education in India was not in line with the Resolutions and Despatches and Acts of former British Statesmen, and that the sort of Government interference now attempted, and which seemingly is about to be enforced, is a breach of definite pledges, and an endeavour to confine the people to the apron-strings of their national childhood. Again, there was absolute unanimity as regards the Note of Dissent, appended to the Report to the Universities Commission by Mr. Justice Gooroodass Banerjee. The meeting recognised the value of that Note, and the immense service which this distinguished Hindu gentleman has thereby rendered to his country. On the whole, then, we may fairly say, that last Friday's great demonstration voices the opinion of all sections of the Indian community in Bengal.

Babu Deva Prasad Sarvadhikari, in moving the fourth Resolution, said that in doing so it was his duty in the first instance to give expression to the deep debt of gratitude they all owed to the Viceroy for having been pleased to give the Hon'ble Dr. Gooroodass

Banerjee an opportunity of rendering his country the signal service that he had been permitted and enabled to do. The manner and method of the appointment were in themselves a high, if unintentional, compliment to the distinguished Judge, and Lord Curzon had clearly deserved well of the community by deliberately adding to the Commission one who, in spite of his unobtrusive mildness, was known to be of unbending and unflinching independence of character and opinion, and who was not likely to give in when his country's best interests were at stake. If the present report and Dissent, with all the connected circumstances could, by any chance, be laid before an unbiased jury of English educational experts, Mr. Justice Banerjee's Dissent would receive much more vigorous and outspoken support than could be expected here. For themselves they could only accord them such support as lay in their power to extend, and this he asked them to do in the terms of the Resolution with all the emphasis and the earnestness they could command. The Dissent was a masterly and powerful presentment and enunciation of the popular and therefore the right view of the problems at issue and its author had earned sincere and lasting gratitude. The Resolution he had to move was as follows :—"That this meeting desires to accord its emphatic support to the Dissent of the Hon'ble Mr. Justice Gooroodass Banerjee so far as it goes as embodying the views of the Indian community and the meeting would call special attention to the following recommendations of the Commission as being open to the gravest

objections—(1) The fixing of the minimum rate of college fees by the Syndicate. (2) The abolition of the Second Grade Colleges which teach up to the First Arts Standard unless they are raised to the status of First Grade College teaching up to the B. A. Standard. (3) The establishment of a Central Law College and the disaffiliation of the present Law Classes attached to the Colleges. (4) The recommendation that a candidate for Matriculation should pass in certain subjects at the School Final Examination before he is permitted to pass the Matriculation examination which is no longer to be a qualification for employment under Government. (5) The curtailment of the authority of the Senate in the matter of the disaffiliation of Colleges and the recognition of Schools.

Moulvi Abdul Kashim, in seconding the resolution, said that the Indian Press were almost unanimous in expressing regret at the report of the Commission and disapproving of the recommendations made. Speaking as a Mahomedan graduate and as the representative of his co-religionists, he felt that the Commission's recommendations, if carried into effect, would injuriously affect the rising generation of the Mahomedan community. In conclusion he referred briefly to the principal recommendations of the Commission, and asked, those present to carry the Resolution unanimously.

The Resolution was then put and carried unanimously,

The Indian Mirror, 24th August 1902.

পিতৃদেবের মৃত্যুর পর “প্রবাসী” পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে যে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে অত্যাশ্চর্য্য কথাই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের কার্য্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথা গুলি ছিল।

“লর্ড কার্জনের আমলে যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসে, তিনি তাহার অগ্রতম সভ্য নিযুক্ত হন। কমিশন সাক্ষ্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। তৎকালে অগ্রতম ইংরেজ সভ্য পেড্‌লার সাহেব বলিয়াছিলেন, আমরা সবাই যখন একই প্রশ্নের পুনঃপুনঃ উত্তর শ্রবণে, এবং একই প্রকার আলোচনায় ক্লান্ত ও অমনোযোগী হইয়া পড়িতাম, তখনও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সজাগ ও সতর্ক থাকিয়া জেরা করিতে ব্যস্ত থাকিতেন। কমিশন যখন এলাহাবাদে যায়, তখন প্রবাসীর সম্পাদক তথাকার একটি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। কমিশন ঐ কলেজ দেখিতে গেলে আমরা তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলাম, এবং গুরুদাস বাবুকে নমস্কার করিয়া বলিলাম, “আমি আপনার সহিত একবার নারিকেলডাঙায় সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম।” তিনি বলিলেন “আপনাকে আমি চিনি,” এবং এরূপ কোন কোন কথা বলিলেন, যাহাতে বুঝা গেল যে সেই সাক্ষাৎকারের কথা তাঁহার মনে আছে। তাহা তখন হইতে বহুবৎসর পূর্বে ঘটয়াছিল। বাস্তবিক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিশক্তি খুব ভাল ছিল। কমিশন এলাহাবাদের পূর্বোক্ত কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপনার শ্রেণী, যন্ত্রাগার, লাইব্রেরী, প্রভৃতি দেখিয়া যথাকালে ছাত্রনিবাস দেখিতে গেলেন। অত্র সভোরা ভাসাভাঙ্গা রকমে দেখিলেন। গুরুদাস বাবু ছাত্রদের অধ্যাপকের ব্যাখ্যা আদি টুকিবার খাতা, পাঠচর্চার খাতা, পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠার পার্শ্বে লিখিত টীকা টিপ্পনী, প্রভৃতি দেখিতে লাগিলেন, এবং কাহাকেও কাহাকেও দেখাইয়া দিলেন যে তাহারা যেরূপ নোট লইয়াছে

অধ্যাপক নিশ্চয়ই ঠিক সেরূপ বলেন নাই। এখনও মনে পড়িতেছে, তিনি কয়েকজন ছাত্রকে co-efficient কথাটির বানান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; কারণ সম্ভবতঃ কাহারও কাহারও খাতায় উহার ভুল বানান দেখিয়াছিলেন। প্রশ্নের উত্তরেও একজন কি দুজন ভুল করিয়াছিল বলিয়া মনে পড়িতেছে। এইরূপ স্মরণ হইতেছে, কমিশনের এলাহাবাদে সাক্ষ্যাগ্রহণের সময় গুরুদাস বাবুর সখর্দনার জ্য মাননীয় জজ প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাংলার হাতায় একটি সাক্ষ্যসমিতির আয়োজন হইয়াছিল। তাহার একটি ক্ষুদ্র ঘটনা মনে পড়িতেছে। গুরুদাস বাবু একান্তে মৃদুস্বরে এই লেখককে জিজ্ঞাসা করিলেন, Mr. S. Sinha (ব্যারিষ্টার মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ) কি বাঙালী ? অনুমান করি, জিজ্ঞাসার কারণ এই, যে, মিষ্টার সিংহ বাঙালী হইলে উহার সহিত তিনি বাংলাতেই কথা বলিবেন, এবং যদি তিনি বাঙালী না হন তাহা হইলে ইংরাজীতে কথা বলিবেন, এবং এমন কিছু বলিবেন না যাহা কেবল বাঙালীরই শ্রবণ ও আলোচনার যোগ্য। কারণ গুরুদাস বাবু দেশী ও বিলাতী পোষাক পরিহিত সব বাঙালীর সঙ্গে বাংলাই বলিতেছিলেন।

কমিশনের অধিকাংশ সভ্যের সহিত গুরুদাস বাবুর কতকগুলি প্রধান বিষয়ে মতভেদ হওয়ার তিনি একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য লেখেন। উহা রিপোর্টে প্রকাশিত হয়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র যাহাতে সংকীর্ণতর না হয়, এই মন্তব্যে গুরুদাস বাবু সুযুক্তি সহকারে তাহার চেষ্টা করেন। এই মন্তব্যটি লর্ড কার্জন পছন্দ করেন নাই ; শুনিয়াছি এই জবরদস্ত লাট এক গোপনীয় মন্তব্যে এ কথা লেখেন যে তিনি গুরুদাস বাবু এবং তাঁহার অযোগ্য মক্কেল কলিকাতার ছাত্র

(and his unworthy client the Calcutta student)-কে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না! (না দেখিবারই কথা; কুমংলবে বাধা পড়িলে কে কবে বিদ্রোহপাদকে সম্মান করিয়া থাকে?) সংবাদপত্রে কার্জনের মন্তব্যের কথা প্রকাশিতও হইয়াছিল; কিন্তু সরকার পক্ষ হইতে কোন প্রতিবাদ হয় নাই। বাহা হউক, গুরুদাস বাবুর এই স্বতন্ত্র মিনিট দ্বারা দেশের কিছু উপকার হইয়াছিল। তিনি সাধারণতঃ রাজপুরুষদের মতের বা কার্যের বিরুদ্ধে কিছু বলিতেন না, বা করিতেন না।

প্রবাসী—পৌষ ১৩২৫

Retirement from High Court.

Reason for Retirement.

The letter quoted below written in reply to a letter from Mr. J. A. Bourdillon, which is also quoted, gives the reason for the retirement.

Bangalore
December 23, 1903

My dear Dr. Banerjee

I am very sorry to read in the papers the announcement that you are about to retire from the High Court. I hope rest will soon restore you to health and that you may still be able to give the advantage of your

knowledge and experience in other departments of public work—there is so much to be done with the University during the next few months.

With best wishes for the New-Year believe me to be,

Yours very truly
J. A. Bourdillon.

Narikeldanga, Calcutta,
December 29, 1903

My dear Mr. Bourdillon

I thank you most sincerely for your kind note of the 23rd instant and for your kind wishes for me.

I am going to retire from the High Court not so much on account of ill-health, as from a feeling that I have been there long enough. I am glad to say that I am now much better than I was about this time last year; I have tendered my resignation because having served as a Judge for fifteen years, I think it is time that I should leave and some one else should take my place.

As a native of India I feel thankful to you for the interest you take in the problem of University reform in this country.

With best wishes for the coming New-Year,

I remain
Yours very truly,
Gooroodass Banerjee.

Appreciation of his work.

On Friday last, the 29th instant, the Chief Justice's Court room was crowded with members of the legal profession who had gathered together to bid farewell to Mr. Justice Banerjee. All the Judges took their seats on the Bench and Mr. Justice Banerjee was given the seat of honour in the centre, supported by Sir Francis Maclean Chief Justice, on the right and Sir Henry Prinsep on the left. Babu Ram Charan Mitter, the Senior Government Pleader, read an Address on behalf of the Vakeels of the High Court. The address printed in gold on parchment was then enclosed in a handsome silver casket inlaid with gold and presented to His Lordship. The Advocate-General followed and addressed His Lordship on behalf of the members of the Bar. Mr. Justice Banerjee then replied. Then all his colleagues on the Bench shook hands with him and the proceedings terminated. The Address and speeches are given below.

The Address was in these terms :—

To the Hon. Gooroodass Banerjee, M. A. D. L., one of the Judges of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal. My Lord,—It is with feelings of the deepest sorrow that we, the Vakeels of this Court, approach Your Lordship to bid you farewell on the eve of your retirement from the Bench, which you have so conspicuously adorned for the last fifteen years. Your career as a Judge has been characterized throughout by profound learning, great ability, thorough conscientiousness, marked independence, untiring patience, and

uniform courtesy qualities by which you have always inspired confidence in the public mind and commanded the respect and admiration of all branches of the profession. Your successful and brilliant career as a Judge is a source of pride to the members of the profession to which you belonged, and will always be an illustrious example to that body. In common with the public, we realise in your retirement a heavy loss to the country. While discharging your arduous duties as a Judge, you have not been sparing in your labours for the advancement of the country in educational and other matters. As the first Indian Vice-Chancellor of the Calcutta University, you secured to the graduates of the University many valuable privileges and you have always worked for the welfare of our youths with singular wisdom and zeal. Your private life has throughout been a model to our countrymen while your public career in all its phases has been worthy of the highest praise. And now in taking leave of you, we fervently hope and pray that many years of health and strength may yet be vouchsafed to you to work with greater vigour in the various spheres of usefulness in which you have always moved.

The Advocate-General (Hon. J. T. Woodroffe) said :—

Mr. Justice Banerjee, this afternoon I learnt that the Vakeels' Association was about to present this Memorial and I and my fellows at the Bar received an invitation to be present. That invitation we most gladly, yet with feelings of the deepest regret, accepted.

Upon the tomb of one of the noblest of her sons whom England has given to India is to be found inscribed the epitaph "He tried to do his duty." No man can have a higher aim and no man can honestly say more of himself than that. Happy indeed is he if he is able to say it, for when the time of reckoning comes we are all conscious how utterly we have failed to discharge the duties imposed on us. But you, My Lord, have tried, and nobly tried, and so far as the Bar, can see, have succeeded in discharging the duties which you took upon yourself. The Address which has been read to us describes in no exaggerated language your character and your ability as a Judge. I will only say so far as my experience goes, which extends over the whole time of your Lordship's career as a Judge, never have I heard a single suitor complain that full justice had not been done to him by Mr. Justice Gooroodass Banerjee, that his case has not been listened to with attention, all the arguments weighed and every effort made to understand what it was, and he felt if the case was decided against him it was rightly decided. You have also shown a character of independence. You have spoken when silence might have pointed out the line of least resistance. You have been throughout your career as a pleader and a judge, if I may be permitted to say so, most eminently straightforward, honest, and conscientious. My Lord, I reckon for myself and I think I express the opinion of the Advocates of this Court, that we have got to reckon you as one of the dear friends whom we have made.

I remember you, My Lord, when you first began here and we worked together during many years before Your Lordship was called to the Bench, and therefore I do feel for myself and for those who shared with me the great privilege of having known you, the extreme sorrow which we feel on your retirement. We now bid you farewell and trust that so many of us as remain here will still have opportunities of meeting you.

Mr. Justice Banerjee replied as follows :—

Mr. Advocate-General and learned members of the Bar, Mr. Senior Government Pleader and members of the Vakeels' Association,—You have been pleased to say many good and kind words concerning me with much warmth of feeling and I trust you will excuse me if imbibing the warmth of feeling about me I say anything which cool reason may not strictly approve. We merit praise the most when we want it the least and we are utterly undeserving of it if we actually seek for it. Now whilst there are many who may not stoop so low as to seek for praise as an incentive for doing their duty it is only a few who can aspire so high as to be able honestly to say that the inward satisfaction of having done their duty perfectly well, places them above all praise. And to the former therefore good words coming from those whose opinions they value, after their work is done, always give gratification. Much as I have striven, much as I may wish to be one of the fortunate few, I feel that I am only one of the ordinary many with the common imperfections

and infirmities of man and I must therefore gratefully acknowledge that the very kind words which you have been pleased to say about me at a time when my work in this court is over must be a source of great satisfaction to me. But I should ill deserve your kindness if I were to appropriate to myself the many good things you have said as being wholly my due. I am fully sensible of the fact that a good portion of it is attributable to that indulgence with which generous minds view the merits and demerits of others at parting moments. I must also freely own that of what may apparently stand to my credit for any good work done, a very large share belongs to you for the help you have always rendered me in doing that work. I must not here forget what the *Geeta* in a somewhat different connection reminds us of when it says "Deluded by self-conceit we often consider ourselves the authors of work which is really done by the agencies of nature." I say this not from any affectation of humility but from a conviction of its truth for though intolerance of inopportune contradiction or impatience of unnecessary delay may sometimes make us look with disfavour upon forensic arguments it is beyond question that the help which the Bar renders to the Bench is invaluable. I do not say that the mode in which that help is rendered may not in some cases be susceptible of improvement but taking things as they are it must be admitted that the value of the help you render to us can hardly be overestimated. You spend much of your time to save ours and if you take a one-sided view of

things, a searching one-sided view from each of two opposite points of view affords the best guarantee that nothing worthy of consideration has been missed on either side. I have been up to this point addressing you Mr. Advocate-General and you Mr. Senior Govt. Pleader jointly. Now I wish to say a few words to Mr. Advocate-General and to the Calcutta High Court Bar which you so worthily represent. Not having had the honour of belonging to that branch of profession which you lead I had no reason to expect from you that consideration of my work which the other branch of the profession of which I was a member might show. I therefore value your kind words all the more. You have very feelingly alluded to those days when you and I personally had to work together. Let me assure you Mr. Advocate-General that looking backwards I recall to mind those hours as some of the best, the pleasantest, the happiest hours of my life. Your kind words, to my mind, are also evidence of that friendly relation which has always existed between the two branches of the profession in this Court and which should exist for the welfare of both. Working harmoniously together, following your best traditions in the past, and keeping pace with the progress of time in the future, may you all go on helping the efficient administration of justice which is one of the highest blessings that the country can enjoy under British Rule.

Calcutta Weekly Notes,

Feb. 1st 1903.

Government House, Calcutta.

January 30th, 1904.

Dear Mr. Banerjee

I have been reading in the newspapers the very honourable and befitting tributes which were paid to you in the High Court yesterday on the eve of your retirement from the Bench. As the Head of the Government at the time when this event so universally regreted takes place, I should like to add my word of congratulation and thanks to you for your long and distinguished career of public service, and of good wishes in whatever sphere of activity and usefulness (for you could not remain idle) your leisure may tempt you to embark.

When I first arrived in Calcutta I was informed that there was on the Bench of the High Court an Indian Judge who to personal high character and the intellectual aptitudes of his race, added a profound acquaintance with the principles of Western Jurisprudence and in whose mind and speech might be observed a quite remarkable blend of the best that Asia can give or Europe teach. When I made his acquaintance, I learnt that this description was correct and now that he is about to retire from public life, I cannot dissociate myself from the valedictory tributes that are being paid to one who has been such an ornament to his profession and his country.

I am, Dear Mr. Banerjee,

Yours very truly,

Curzon.

Reply to the above :—

Narikeldanga, Calcutta,
31st January, 1904

My Lord

I received last evening Your Excellency's kind letter.

I donot know how to express adequately my deep feeling of thankfulness to your Excellency for the exceedingly kind terms in which you have been pleased to speak of me and of my humble services to the public. I will only say that it is my singular good fortune that my retirement from service takes place at a time when there is at the head of the Government a statesman and a scholar of rare ability and attainments, who amidst the engrossing duties of his high office, and while grappling with some of the most difficult problems that can occupy the attention of a ruler, could find the time and feel the inclination to discern any little merit that there may be in an humble individual like myself, and who, if he is inflexibly severe to all that he deems bad, is indulgently sweet to whatever has the least claim to be considered good.

I remain, My Lord,
Your Excellency's humble
and obedient servant,
Gooroodass Banerjee.

High Court, Bombay,
31st January, 1904.

• My dear Banerjee

To-morrow I believe witnesses the severance of your long, valued and honourable connection with the Calcutta High Court, and as a former colleague and a sincere admirer, I cannot let the occasion pass without a word. It will not be without a wrench that you leave the Court, or that your colleagues part with you; but the time, I suppose, must come to all busy men—at least to such as reflect on things—when they yearn not for ease but for a fuller chance of thinking out for themselves, and seeking after the greater truths of life. If it be within their power to satisfy this yearning, then they may be accounted happy; and in this view I felicitate you though not without regret that time has passed so quickly.

Into your retirement you will carry the good wishes of many colleagues past and present, but none more genuine than those of your sincere friend.

Lawrence Jenkins.

• Reply to above :—

Narikeldanya, 3rd February, 1904.

My dear Sir Lawrence

I have received your kind note of the 31st January last and I thank you most heartily for the kind words you have said of me and the good wishes you have expressed for me.

The best part of your letter remains however to be acknowledged and I know not how to thank you adequately for that. It is that part of the letter in which you so feelingly allude to the yearning for search after the higher truths of life as being the real reason for retirement with reflecting minds. In referring to this you have pointed to the true Brahminical ideal of retirement. You have acted towards me the part of a true and valued friend and you touched a cord which has been vibrating long and which will go on vibrating till it breaks.

I cordially thank you for your felicitating me on my chance of satisfying the yearning you have so touchingly alluded to but I tremblingly stop with the question—will that satisfaction ever come ?

Yours ever sincerely,
Gooroodass Banerjee.

The retirement of Mr. Justice Banerjee today causes a vacancy which will not easily be filled up. He is a great and good man, and was a learned and upright Judge. The story of his life is the story of the triumph of an honest, upright and brilliant career unblemished by a single dark spot either in public or private life, and of success resulting from the constant domination of higher over lower springs of action. Mr. Banerjee is a self-made man and that is a type which the modern man always admires. Such admiration changes into reverence when one finds, that in the storm and stress of the modern struggle for existence, there are men who can in their

actions harmonise the two distinct and often opposed interests of self-advancement and the advancement of the community to which they belong.

His father Babu Ram Chandra Banerjee was Head Clerk in the firm of Messrs Kerr and Tagore which afterwards was incorporated with that of Messrs Gordon Stewart & Co. The father died when he was only 3 years of age and the credit of his future success belongs solely to the admirable tact and care of his mother. The death of his father left the family in straitened circumstances and the poor widow often deprived herself of the bare necessities of life to provide for the education of the child. His mother not only kept before her son high ideals of virtue and piety, but her daily actions were living examples of a pure, pious, and disinterested existence. Gooroodass never forgot the debt he owed to his mother's loving care and guidance and it was a source of great joy to him to adore her as a household goddess which a good Hindu mother always is in the eyes of her dutiful children. Her death in 1889 gave such a shock to him that it brought on physical prostration from which it took him long to recover.

* * * *

In 1868 during his stay at Berhampore he presented himself at the P. R. S. examination, that being the first year in which this examination was held. In this he was beaten by the late Babu Ashu Tosh Mookerjee also a distinguished graduate of the Calcutta University. But it is not intellect alone that secures success in life. The qualities of character are often more potent in determining the greatness of a man than the mere sharpness of his intellect. It is the

harmonious combination of both that has made Gooroodass an object of pride to his people and of common regard to all communities, while after a transient academic triumph his rival's career has been wrapped in the intensity of darkness that follows a flash light.

It was through the particular desire of his mother that Dr. Gooroodass returned from Berhampore towards the end of 1872 and joined the Calcutta High Court.

* * * *

While Dr. Gooroodass was distinguishing himself at the Bar one noticeable feature in his career was that he never sold his soul to merely professional success or to an all absorbing passion for self-preferment. Like every right-minded man he recognised that outside the profession he owed duties to his people and his country. He, like Telang, Badruddin Tyabji, Ranade, Chanda Varkar, has always striven to do his duty as a citizen in the best interests of the people and the country to which he belonged. This not only raised him considerably in public estimate but also in the estimate of the Judges and the then Chief Justice Sir Comer Petheram. It is to be little wondered therefore, that when an opportunity presented itself, the Government acting on the suggestion of Sir Comer was only too glad to annex the services of so good a man and so able a lawyer for the credit of the High Court Bench in 1888.

During his 16 years' work on the Bench, he endeared himself to everybody by his unvarying kindness, consideration and unfailing courtesy and was held by all in high regard as a Judge owing to his strong sense

of justice, his great learning and the conscientious discharge of his duties. His judgments are always very thorough and learned and though in some instances the conscientious labour and study that he devoted to them tended to make them a little too technical yet their value as contributions to the legal literature is well recognised.

* * * *

The natural gentleness of his character and his essentially Hindu spirit of never making himself unnecessarily hurtful to others, be it his colleagues on the Bench or Counsel of the Bar, have perhaps sometimes been mistaken for weakness. But all the same whenever any substantial question of Law or Justice was concerned it will be admitted by all that he never gave in to such considerations and stood firm to the call of duty. This is borne out by his dissentient judgments in Court as also by his able note of Dissent in the report of the Universities Commission.

There is one phase of Mr. Justice Banerjee's character without noticing which no sketch of his life would be complete. Throughout this period of transition when everything old is regarded as superstitious, when the advent of Western Civilisation has brought new ideals of religion amidst us, he has continued in the religion of his forefathers rigidly following the ceremonials and strictly adhering to the usages of his caste. * * *. All the same the fact that he has lived a highly moral life according to his own ideals has made him uniformly respected by people of every creed, caste and

religion. His is such a simple and unassuming nature and in him the qualities of the heart and mind, character and intellect are so harmoniously blended that any nation may feel proud of the birth and growth of such a personality amongst them.

(*Calcutta Weekly Notes*
Dated 1. 2. 1904)

Knighthood.

He received his Knighthood in June 1904.

Some letters of congratulation are reproduced below.

1 Carlton House, Terrace, S. W.,
June 24, 1904.

Dear Sir Gooroodass Banerjee

I need only add to the letter which I wrote to you upon your retirement that it has been a sincere pleasure to me to set the seal of the Sovereign's approval upon your long and honorable career by proposing you for the Knighthood which is announced in today's Gazette and which I hope that you may live long to enjoy.

Yours very truly
Curzon.

14 Loudon Street, Calcutta
June 26, 1904.

My dear Banerjee

I ask you to accept my most cordial congratulations on the honour recently conferred upon you by His Majesty. It is specially pleasing to myself to find that the long and meritorious public services of so valued a friend and colleague have been recognised and I am confident that such recognition will be welcomed by your numerous Indian and European friends.

I can only wish you many years in which to enjoy it and subscribe myself.

Your sincere friend
Francis W. Maclean.

London E. C.
30th June 1904.

My dear Banerjee

I hope you will accept the sincere congratulations of your late younger brother in the Court on the well-merited honour conferred upon you in the Birth Day Gazette. I am quite sure that the news must have been received with pleasure by all who know you personally and officially, as it certainly was by myself. Apart from all other considerations, I am very pleased to welcome so conspicuous a refutation of the assertion which we so frequently see and hear that honours are reserved for those who seek them even at the cost of their independence and self-respect.

*

*

*

Believe me
Yours sincerely
J. F. Stevens.

The Reform Club
London S. W.
30th June 1904.

My dear Banerjee

Allow me to offer you my warmest congratulations on the well deserved honour His Majesty has conferred on you. And I wish you a long life to enjoy it.

With the best wishes for you and yours

I remain
Yours sincerely
Ameer Ali.

St. Xavier's College
25th June 1904.

My dear old friend

You will believe me when I tell you how happy I am to see His Majesty recognizing publicly your long and loyal services on the Bench and in all matters connected with Education. Your manly independence, I am glad to say, has not deprived you of a just reward and I congratulate you heartily for an honour which you did not seek, but which you so well deserve.

Very sincerely yours
E. Lafont.

Madras
25-6-1904.

Dear Sir

As one of your humble admirers in the South I beg to be allowed to tender my hearty congratulations to you on the Knighthood conferred by the Government. When

I called on you last Monday, you thought you were not likely to be very much in the favour of the Government. But the announcement in the Gazette shows that your valiant championship of the people's cause has been rightly appreciated. I hope your misgivings are not well founded and your wisdom and experience will be frequently utilised by the Government to its own advantage and that of the community.

I remain

Yours faithfully

P. S. Sivaswami Aiyer.

Nagpur

25th June 1904.

My dear Sir

Please accept my very sincere congratulations on the honor you have received at the hands of Government in the Birthday Honors' List. It is a deserved compliment to your many admirable qualities, as also to your devoted labours in the cause of Justice and Education. The whole of India claims you as one of its brightest citizens and I need not say that this gracious recognition of your merit will gladden the hearts of every true Indian. I need not say how glad we who know you are, and as one who has received much kindness at your hands, I beg to send this message of congratulation and good will for the honor you have now received.

With many kind regards

Yours very truly

G. M. Chitnavis.

The Prasad
June 24, 1904.

My dear Dr. Banerjee

It has afforded me very great pleasure to see in this day's *Englishman*, the announcement that it has pleased our Gracious Sovereign to bestow on you the personal distinction of Knighthood, an honor which, it will be unanimously admitted, could not have been better or more deservedly bestowed. You will remember that it was only a very few days back that in the course of conversation with you, I was referring to this subject with an expression of surprise at the seeming want of recognition, on the part of the Government of your eminent services, and you can well imagine with what unfeigned delight I find my fondly cherished hope so soon realised. Allow me to offer you my warmest congratulations, accompanied with my hearty wish that you may live long to enjoy the distinction and continue to serve your country with that whole-hearted devotion which has hitherto characterized your distinguished career, though it may now be in a different sphere of action.

Yours sincerely
Joteendra Mohan Tagore.

Uttarpara
June 24, 1904.

My dear Sir

It is with no small pleasure that I find that you have been Knighted. In the consideration of your countrymen

you enjoy much higher honours than what Government can confer on you. Yet it is a matter for felicitation to your friends that Government has not been slow to honour one held in such high esteem by them.

Yours sincerely,
Peary Mohan Mukherjee.

8/2 Loudon Street, Calcutta
June 24, 1904.

Dear Sir Gooroodass,

Accept the sincere congratulations of an honest admirer of your life and career on the recognition of your long and meritorious work for our country by the Government of the day. Titles can add nothing to the claims which you have on the esteem and respect of your countrymen, but none the less your countrymen sincerely rejoice when they find a great and a good man among themselves deservedly honoured by the powers that be.

My personal relations with you, and my respect for your abilities and character stretch back through a period of forty years. I sat at your feet as a humble learner in the Presidency College in the olden days; I have watched your distinguished career first as a member of the Bar and then as a Judge of the High Court with admiration; and I have watched with still greater admiration your endeavours to help all public movements and your devotion to the cause of our country all this time. And if any thing can add to these claims to our

esteem and affection it is the simplicity and purity of your private character, the charm and beauty of your private life, which is an example to your countrymen.

A moderation which conciliated opponents, a sweet reasonableness which disarmed opposition, combined with an unflinching and unwavering adherence to the principles which you held to be true and correct, have ever marked your high and useful career. As a Judge of the High Court you won the esteem of the nation ; as Vice-Chancellor of the Calcutta University you helped the education of younger generations ; and I have still more pleasant recollections of the kindly and sympathetic help which you descending from your high position rendered to us in encouraging and helping the formation of a healthy Bengali Literature. The example of your life-work will live among our countrymen as a valuable asset and as an inspiring memory.

Pardon me for writing all this ; it is not often that I have time to indulge in sentiment in the midst of my laborious work. But your name in the papers yesterday called back to my mind memories of nearly forty years and if I have written down hurriedly what I felt, you will no doubt overlook the indiscretion of one who was your old student and is now your humble fellow worker.

Believe me
Ever yours sincerely
Romesh Chandra Dutt.

শ্রীশ্রীহরি
শরণম্

শ্রামবাজার

২৪শে জুন ১৯০৪।

মথাবিহিত সম্মান পূর্বক সবিনয় নমস্কার নিবেদনমিদং—

দেশীয় সর্বসাধারণে বেক্সপ ভক্তিভাবে আপনার সম্মান করিয়া থাকেন, সম্রাট বাহাদুর Knight উপাধি দিয়া সেই সম্মানের অলুমোদন করিয়াছেন, ইহাতে যে বারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি তাহা লেখা বাহুল্য। শ্রীশ্রী নিকট প্রার্থনা করি সুস্থ শরীরে চিরজীবী হইয়া এই সকল সম্মান ভোগ করুন। অধিক আর কি লিখিব। ইতি—

আপনার উন্নতি প্রিয়

পরম বন্ধু

শ্রীমহেশচন্দ্র দেবশর্মাণঃ।

সাহিত্য পরিষদ

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

৮ই শ্রাবণ ১৩১১ (২৩শে জুলাই)

সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্. এ, সভা নির্বাচনের পর নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

“বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী সদস্য ও বঙ্গ সাহিত্যের

অমরত্ব ভক্ত স্বদেশ বংসল নানা শাস্ত্রবিৎ সর্বজনপ্রিয় পরম ধার্মিক

সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ, ডি, এল, মহোদয়ের মহামাণ্ড

হাইকোর্টের বিচারাসন বহুদিন অলঙ্কৃত করিয়া অবপর গ্রহণান্তে

রাজ সম্মান লাভ উপলক্ষে সাহিত্য পরিষদ পরম আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। পরিষদের প্রার্থনা যে, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বদেশের ও স্বদেশীয় সাহিত্যের কল্যাণ অর্হুতানে নিরত থাকুন।”

সভাপতি মহাশয় এই প্রসঙ্গে মাতুবর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গুণকীর্তন করিয়া উপবেশন করিলে উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক অতীব আচ্ছাদ সহকারে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইল।

Handing over of the Letters Patent.

On the 29th of November last, His Honour the Lieutenant-Governor of Bengal, under instructions from the Government of India, handed over to Sir Gooroodass Banerjee the Letters Patent of Knighthood, lately conferred on him, before an assembly of friends. Sir Andrew Fraser very fittingly referred to the retired Judge as occupying the highest place in the esteem and affection of his fellow citizens in Calcutta and of many far beyond the confines of this city. It has been a matter of wonder to all good citizens of Calcutta and to many far beyond that such an eminent Judge and worthy citizen was not honoured when he was on the Bench. But now that the Government has redeemed its honour by honouring a man who will be a credit to any community, we need not look back and dwell on the past. Let us hope that in future only such men should be honoured as reflect lustre on the title and not the title on the man.

Sir Andrew Fraser at this very pleasant ceremony alluded in very graceful terms to the career of this our friend, philosopher and guide. It is very pleasing to note that His Honour touched the very keynotes, that will find a response in every heart, in reviewing the life and career of this great and good man. His career as a Judge may be forgotten, but his life and character will always have an abiding interest to all, be he a lawyer or no lawyer. We feel, therefore, no hesitation in publishing below the full text of the Lieutenant-Governor's speech.

Lieutenant-Governor's speech.

Sir Francis Maclean and gentlemen:— We meet together in what may be described in the Indian language as a demi-official meeting. There is undoubtedly something of the official element in it; for I am called upon by the Government of India in my official capacity to discharge one of the most pleasant duties which can fall to the Lieutenant-Governor of this province. At the same time this assembly, distinguished and representative as it is ought rather to be regarded as an assembly of friends than as an official assembly. I asked Sir Gooroodass Banerjee what gentlemen he would like to have present on this occasion, and he mentioned the Hon. the Chief Justice and the Judges of the High Court and a number of other gentlemen whom he regarded as personal friends. All these I have invited to be present, and we meet together as friends of Sir Gooroodass Banerjee. Sir Gooroodass was born over sixty years ago; and

the story of his life seems to be worth telling. I do not intend, however, to detain you with a long speech : for, after all, most of you know Sir Gooroodass longer than I have, and are better acquainted with him.

I read with great interest a brief sketch of his life and career which appeared in the Calcutta Weekly Notes for the 1st February, a paper which also contained an account of the very pleasant proceedings in Court on the 29th of January, in connection with Sir Gooroodas's retirement. The sketch of Sir Gooroodas's life, to which I have referred, must have been written by an intimate and appreciative friend, and has made a great impression on my mind. The picture of a pious father teaching his infant son to chant the sacred verses of the *Geeta* is very attractive ; that father died when the boy was only three years old, but the training of the boy was undertaken by a worthy mother, the description of whom is very touching in the article to which I have referred. She lived to see her son raised to the Bench, and occupying the highest place in the esteem and affection of his fellow-citizens in Calcutta, and of many far beyond the confines of this city. One can easily understand from the description of Sir Gooroodas's training, not less than from the high character which that training produced in him, the deep concern he has always evinced in the religious and moral interests of young men.

Sir Gooroodass had a distinguished career in the school, where he stood first in the class examinations and

secured a scholarship in the Matriculation. He entered the Presidency College and had a very distinguished University career. He practised for some time at Berhampore where he was a Law Lecturer in the local College. But in 1872 he came to Calcutta and joined the High Court. He took his degree of Doctor of Law five years later, and in the following year delivered the Tagore Law Lectures on the Hindu Law of Marriage and Stridhana. In 1879 he was appointed Fellow of the University of Calcutta; and in 1887 he was nominated to the Bengal Legislative Council. In 1888 he was raised to the Bench at the age of 44; and in 1902 he was appointed a member of the Universities' Commission. He has borne throughout his whole career a high character for capacity, devotion to duty, and uprightness. He has retired from the Bench after fifteen years' tenure of office, while he has still a great deal of vigour, which, we may confidently expect that he will use in advancing the best interests of his fellow countrymen. He is not going to be an idle man. I have just been reading the work on Education which he has recently published. It is a pledge of the efforts he is still to make to advance the best interests of youth.

I have never had occasion to appear before Sir Gooroodass Banerjee either in a criminal or a civil case, but his reputation as a Judge is known to us all. My acquaintance with him arose from the deep interest he has taken in the student life of Calcutta. I think that it was in connection with the Calcutta University Institute that I first met him. I know the deep interest

that he has taken in the welfare of the students. I rejoice to think that my own views are very much identical with his in regard to education ; and I regard it as no small honour and privilege to have been associated with him in some of his work of wisdom and beneficence. As representing this province, it is a very great pleasure to me to find that his distinguished services have been recognised by the Sovereign whom we serve. I propose now to comply with the orders of the Government of India and hand over to Sir Gooroodass the Letters Patent of the Knighthood which has been conferred upon him. With your permission I shall now read the Letters Patent and offer in your name and mine the heartiest congratulations to Sir Gooroodass Banerjee.

The gentlemen present then rose and remained standing while His Honour read the Letters Patent as follows :—

“Edward Seventh by the grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British dominions beyond the seas, King Defender of the Faith, to all to whom these presents shall come greeting. Know ye that we of our Special Grace, certain knowledge, and own motion have given and granted and by these presents we give and grant unto our trusted and well-beloved Gooroodass Banerjee Esq ; M. A. D. L. lately a puisne Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, the degree, title, honour and dignity, of a Knight Bachelor, together with all rights, privileges precedents and advantages to the same degree, title, honour and

*dignity belonging and appertaining. In witness where
of we have caused our letters to be made patent.
Witness ourself at Westminster, the eighteenth day of
July in the fourth year of our reign. By warrant under
the King's Sign Manual."*

**Calcutta Weekly Notes,
5th December 1904.**

Connection with different Institutions,

Calcutta University.

Life-long Connection

Since he entered the University as a college student in 1860 his connection with it, either as a student, or as a Lecturer teaching students, or as a Senator, was life-long except the period from 1873 to 1876.

Student in the Presidency

College 1860 to 1865

Lecturer in the Presidency

College, General Assembly's

Institution, and Berhampore

College 1866 to 1872

Passes the Examination of

Honours in Law 1876

Obtains the Doctor's Degree in Law 1877

Tagore Law Professor 1878

Member of the Senate 1879 to 1918 (till his death)

Member of the Syndicate 1885 to 1889

Moderator in Arts 1885 to 1889

Vice-Chancellor 1890 to 1892

President of the Board of

Studies in Mathematics 1890 to 1895

Do. Sanskrit 1905 to 1906

Do. Sanskrit Languages 1907 to 1910

Do. Teaching 1909 to 1915 and 1917 to 1918

Dean, Faculty of Law 1912 to 1913

Examiner M. L.

Examination 1907 to 1918

"At the age of seventy he consented to be Dean of the Faculty of Law and performed his work with wonderful devotion. Only last year he consented to examine an elaborate thesis presented for the degree of Doctor of Law, and during a few weeks before his death he prepared a paper for the examination for the degree of Master of Law.

He was a constant attendant at our meetings, but it would be a mistake to suppose that he graced this assembly by mere physical presence. As we all know he had before he came to the meeting, carefully read every relevant paper and was armed with every information and argument, which made him a formidable opponent and a powerful ally in debate."

(Extract from speech of Sir Ashutosh Mukherjee at the special meeting of the Senate held on 30. 12. 18.)

Honorary Doctor of Philosophy.

In Commemoration of the Jubilee of the University in 1908 the Honorary Degree of Doctor of Philosophy was conferred upon him and the following statement was recorded by the Syndicate as indicating the eminent position and attainments by reason of which he was a fit and proper person to receive such Degree.

SIR GOOROODASS BANERJEE Kt. M. A., D. L.

Member of the Senate of the Calcutta University (1879—1908); Member of the Syndicate (1885—89); Vice-Chancellor (January 1890—December 1892); President of the Board of Studies in Mathematics (1890—95);

In Sanskrit (1905—6); In Sanskrit Languages (1907). For many years President of the Central Text Book Committee. Member of the Indian Universities Commission (1902). Member of the Bengal Legislative Council (1887—8). Judge of the Calcutta High Court (1888—1904). Author of Hindu Law of Marriage and Stridhan (Tagore Lectures 1878). Education, and of Text books on Mathematics which have facilitated a rational study of that subject.

Minutes of the Syndicate for 1908, P. 127.

Endowments.

JATINDRA CHANDRA MEDAL AND PRIZE.

On the 30th April 1892 Sir Gooroodass Banerjee made over to the University Currency Notes for Rs. 1000 for the purpose of creating an endowment for the annual award of a silver medal and a prize in memory of his son Jatindra Chandra Banerjee, who was born on the 25th November 1881 and died on the 26th April 1892, while a student of the Hare School on the following conditions.

1. That a medal be awarded to the candidate who stands first at the Matriculation Examination.
2. That a prize consisting of useful books to be selected by the candidate who wins it be awarded to the student of the Hare School who passes the Matriculation Examination most creditably.
3. That the names of the Medalists and the Prize-winners be published in the Calendar.

Calcutta University Calendar, 1920-21, Page 194.

SONAMANI PRIZE

On the 3rd December 1889 Sir Gooroodass Banerjee made over to the University a G. P. Note of the $3\frac{1}{2}$ per cent loan of 1865 of the value of Rs. 1000 for the purpose of founding a prize in memory of his mother, Srimati Sonamani Debi, on the following conditions.

1. That the Prize be called the Sonamani Prize.

2. That it be awarded publicly at the annual Convocation for conferring degrees, to the candidate who stands first in the M. A. Examination in Sanskrit.

3. That the Prize consists of books relating to the Sanskrit language or literature to be selected by the candidate entitled to the same.

4. That the names of the Prize-winners be published in the University Calendar.

Calcutta University Calendar, 1920-21, Page 245.

SIR GOOROODASS BANERJEE PRIZE

Babu Haran Chandra Banerjee M. A., B. L. placed at the disposal of the University on behalf of himself and other executors of the Will of the late Sir Gooroodass Banerjee Kt. M. A., D. L., Ph. D., a Government Promissory Note of the $3\frac{1}{2}$ per cent loan of 1854-55 of the face value of Rs. 1000 on the condition that out of the interest thereof, prize books are awarded annually to the student who will secure the highest place at the M. A. or M. Sc. Examination in *Vyavaharik Manovignan* (Experimental Psychology).

The offer was thankfully accepted by the Syndicate at its meeting of the 11th April 1919.

Calcutta University Calendar, 1920-21, Page 262.

Indian Association for the cultivation of science.

His connection with this institution is set forth in the following resolution moved by Raja Peary Mohun Mookherjee C. S. I., M. A., B. L., the President of the Association at the Special General Meeting held in honour of his memory on the 13th December 1918.

"That this Association desires to put on record its sense of profound sorrow and of the irreparable loss it has sustained by the death of its Senior Vice-President, the late Sir Gooroodass Banerjee, who was a member of the Association at its original foundation and served on the Committee of Management for fortyone years, and as a Vice-President for nearly twenty years. Through this long period, Sir Gooroodass Banerjee was one of the most active supporters of the Association, took the liveliest interest in its work, contributed liberally to its funds (1) and lent the weight

(1) He was a life member of the Association

Contributions—

April 1876—Rs 100

April 1892—Rs 550
(Jatindra Chandra Prize)]

August 1896—Rs 1000
(Ripon Professorship)]

February 1904—Rs 1000
(Victoria Professorship)]

February 1904—Rs 1000
(Hare Professorship)]

November 1906—Rs 100
(Dr. Sarkar Memorial)]

of his influence on its behalf. He was ever unfailing in his presence at the meetings of the Association and of its Committee of Management, and his weighty counsel was most highly valued. To the workers of the Association, his death comes as a poignant personal sorrow.

"Inspiring deep respect and affectionate veneration in all those whose privilege it was to meet him, his presence at the meetings of the Association grew up to be a source of strength which was ever looked forward to, and has now to its irreparable loss, been removed. He has, however, left an imperishable memory of a life well and truly spent in the most beneficent activities, not the least of which was his constant guidance of the work of the Association, in securing educational and scientific progress. Sir Gooroodass has left the country richer than what it was before, for the richest legacy which a man can leave to posterity is the example of his life and character. His peaceful death after a life of strenuous work at an advanced age with the solace and hopes of a pious Hindu offers no palliation to the sorrow of his countrymen who in every social and educational function, will sadly miss his genial personality, the spirit of *noblesse oblige* and the wise counsel of a man who had made himself eminently useful in his native land."

In 1900 Dr. Mahendra Lal Sircar wrote to him the letter quoted below.

51 Sankaritala
Calcutta, 3rd September 1900.

My dear Dr. Banerjee

I do not know how to thank you sufficiently for what you have done and are doing for the Science Association. My hopes of its permanency are reviving now that I have got one worthier than myself to second my humble efforts.

Believe me
Ever sincerely yours
Mahendra Lal Sircar.

Calcutta University Institute originally started under the designation Society for the Higher Training of Young Men.

The following extracts from reports show that he was intimately connected with this institution from its inception till his death.

First report (August 1891 to December 1892)

The Government of India published two Resolutions on the subject of moral training in Government Schools, one in December 1887 and the other in August 1889.

Babu Protap Chander Mozoomdar wrote a note on the subject in September 1889 the last paragraph of which ran as follows :

In conclusion I beg to point out the advantage of calling into existence a permanent Committee in connection with the subject of moral training. The Committee ought to be strong and independent, consisting of educational officers, representative citizens and partly of men with avowed religious principles.

* * * *

A series of lectures by eminent Native gentlemen was organised. The lectures were delivered by Dr. Mahendra Lal Sarkar, Mr. Justice Gooroodass Banerjee, Babu Kali Charan Banerjee and Babu Protap Chander Mozoomdar in the months of November and December 1890.

Later on circular letters were addressed to the Fourth year students of colleges, inviting them to appoint delegates from the list of their M. A. and B. A. candidates to the conference which was held on Thursday the 31st August 1891 at the Sanskrit College.

Besides the 31 delegates that attended the following gentlemen among others were present. Hon'ble Justice Gooroodass Banerjee, Mr. H. Lee, Chairman Calcutta Corporation ; Babu Bankim Chandra Chatterjee ; Pandit M. Nayaratna, Principal Sanskrit College ; Babu Surendra Nath Banerjee ; Rev. J. Edward, Principal G. A. Institution ; Rev. A. P. Begg, Principal L. M. S. Institution ; Rev. H. Stephen, Principal Free Church Institution ; Babu Umesh Chandra Dutt, Principal City College and Babu Debendra Chandra Ghosh.

Babu Protap Chander Mozoomdar, who was voted to the chair explained the objects of the conference.

The following resolutions were then passed. (1) That a society for the moral improvement of young men be established under the name of "Society for the Higher Training of Young Men". (2) That the work of the society be divided into three sections viz. (i) Athletic Exercises ; (ii) Literary Culture ; (iii) Purity of character and that the sections be under the presidency of the following gentlemen viz, Mr. H. Lee, Babu Bankim Chandra Chatterjee, and Babu Protap Chander Mozoomdar.

The inaugural meeting of the Society for the Higher Training of Young Men was held at the Town Hall on the 31st August 1891 under the presidentship of Hon'ble Justice Tothenham. The meeting was addressed by Babu Protap chander Mozoomdar, Hon'ble Justice Gooroodass Banerjee, Mr. Lee, Moulvi Abdul Jubbar and Babu Kali Charan Banerjee.

Hon'ble Justice Gooroodass Banerjee said that the object of their meeting was so well explained by his esteemed friend Mr. P. C. Mozoomdar that he did not think it necessary to say much by way of further explanations. He would therefore content himself with making only a few observations, pointing out the necessity of their having a society such as the one which they had met there to inaugurate. As students they were receiving training at Colleges to enable them to pass their University Examinations. That training, it might well be hoped, would help in a great measure to prepare themselves also for that more arduous and continued examination that they would have to undergo

when they entered the world outside the College walls : but at the same time from the nature of things, from the necessities of the State, from a variety of causes such as the smallness of time, the largeness of their number assembled in classes, the large number of subjects to be taught, the training, that they received at colleges, might not be sufficient for all particular purposes and the object of this society for the higher training of young men was to supplement the training that they received at Colleges for preparing them for that higher examination of which he had just spoken. The speaker then said that he congratulated them on having secured the services of Mr. Lee, the Chairman of the Calcutta Municipality for the Athletic Section. Athletic exercise must become a portion of young men's study, because without it they could not make much progress. The speaker in conclusion said that the indirect object of this society was to bring them into more close, more familiar, more friendly contact with high officials than they might expect otherwise, so that they might know that the perverse litigant and the pretentious supplicant for favours, with whom unfortunately they had frequently to come in contact, were not the real type of educated native society.

* * * *

Sir Charles Elliot's example was also followed by some of the leaders of the Hindu Community. Maharaja Bahadur Sir Jatindra Mohan Tagore and Mr. Justice Gooroodass Banerjee the Vice Chancellor of our University invited the students to social gatherings where the most

cordial intercourse between the students and their natural leaders took place.

Report from June 18 to May 19

"Sir Gooroodass Banerjee who was connected with it since its foundation in the year 1891 as one of its guiding spirits was the President of its Literary Section since the year 1894. He ungrudgingly rendered every possible help to promote the moral and intellectual welfare of the student community of the City. His genial presence and kindly temperament were always a source of great strength and encouragement to the whole body of junior members. His interest in the affairs of the Institute as well as in the welfare of the whole student community was unfailing to the last day of his life.

General meetings — The following is a list of the subjects, speakers and Presidents of the respective meetings.

Subject	Date	speaker	President
1. বঙ্গালী জাতি ও পাশ্চাত্য শিক্ষা	10. 8. 18	Lt. Col. U. N. Mukherjee	Sir Gooroodass Banerjee
4. Some scenes of War (illustrated)	14.9.18	The Hon. Mr. W. G. Wordsworth	Do.

The second social gathering was the celebration of the 28th Foundation Day of the Institute on the 31st August 1918. The proceedings commenced with an opening song specially composed for the occasion by Sir Gooroodass Banerjee.

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ২৯শে এপ্রিল ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২৯শে জুলাই ১৮৯৪ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদের সভা নির্বাচিত হয়েন এবং মৃত্যু পর্যন্ত পরিষদের সভা ছিলেন।

পরিষদের কার্য বিবরণী এবং সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ইহাতে কয়েক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রচলনের উদ্যোগ।

“পরিষদের চতুর্থ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রচলনের জন্ত দুইটি প্রস্তাব করেন। প্রথম প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত সাহিত্য ব্যতীত ভূগোল ও গণিতাদি বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হউক। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য এল, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষালোচনার সহিত বাঙ্গালা ভাষালোচনারও ব্যবস্থা থাকুক। পরিষদ এই বিষয় আলোচনার ভার মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু সি, এস, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পাঁচ জনের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা অল্পকাল ও প্রতিকূল পক্ষ আলোচনা করিয়া, কি উপায়ে প্রস্তাব দুইটি কার্যে পরিণত হইতে পারে, তাহা নির্দেশ করিলে পরিষদ এই বিষয়ে যথা কর্তব্য সম্পাদন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আনন্দের বিষয় যে তাঁহারা প্রস্তাব দুইটি সম্বন্ধে ইতিমধ্যে দেশের সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের মতামত সংগ্রহ করিয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কার্যে যেরূপ উৎসাহ

ও অনুরাগ দেখাইতেছেন, তন্নিমিত্ত পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারেন না । ফলতঃ তিনি পরিষদকে যেৰূপ অনুরাগচক্ষে দেখিয়া থাকেন, ইহার উন্নতির জন্ত যেৰূপ বহু প্রকাশ করেন, তজ্জন্ত পরিষদ তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন ।”

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম বার্ষিক বিবরণী ।

“ভার্যাপিত পাঁচজন সদস্যের প্রস্তাবানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও এফ, এ এবং বি, এ, পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রচলনের কথা উত্থাপিত হইলে অনেক আলোচনা হইল । মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—আমরা আপাততঃ প্রথম প্রস্তাবটি গ্রহণের নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষদিগকে অনুরোধ করিলে কৃতকার্য হইবার আশা করিতে পারি । কারণ এই প্রস্তাবটির অনুকূলে এখন অনেকেরই মত দেখা যাইতেছে ।” অবশেষে স্থির করা হইল যে প্রথম প্রস্তাবটি অর্থাৎ ফাষ্ট আর্টস ও বি, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার একটি করিয়া প্রবন্ধ রচনার প্রস্তাবটি গ্রহণের নিমিত্ত পরিষদের সভাপতি মহাশয় সিণ্ডিকেটের নিকট একখানি পত্র লিখুন এবং সেই পত্রের সহিত পাঁচজন সদস্যের রিপোর্টও পাঠাইয়া দেওয়া হউক । সভাপতি মহাশয় সিণ্ডিকেটের নিকট যে পত্রখানি দিখিবেন, সেই পত্রখানি খসড়া করিয়া দিবার ভার মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রহণ করায় পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলেন ।”

১৩০২ সালের পঞ্চম অধিবেশন ৩০শে ভাদ্র

“বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি মহোদয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রচলন সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য নির্বাহক সমিতির নিকট যে আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা ইতঃপূর্বে পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যদিগের মধ্যে

ঐ বিষয়ের আলোচনার জন্ত শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং পরিষদের সদস্য অনেকে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র লাল সরকার সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। উপস্থিত সদস্যগণের অধিকাংশের মতে পরিষদের প্রস্তাব সঙ্গত বলিয়া ধার্য্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের যে, মাতৃভাষার আলোচনা করা কর্তব্য, তাহা বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী এবং সভাপতি মহোদয় যুক্তি সহকারে প্রদর্শন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন, পরিষদ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন।”

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা মাঘ ১৩০২

সাহিত্য পরিষদের এক উদ্দেশ্য অংশতঃ সিদ্ধ হইয়াছে। পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য নির্বাহক সমিতির সমক্ষে এফ, এ এবং বি, এ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের জাতীয় ভাষায় রচনার নিয়ম করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন। এফ, এ ও বি এ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীগণ ইচ্ছানুসারে বাঙ্গালা বা অল্প কোন প্রচলিত ভাষায় রচনা পরীক্ষা দিতে পারিবে। কিন্তু অত্রাত্ম বিষয়ের নম্বরের সহিত রচনার নম্বরের যোগ হইবে না। সুতরাং কেহ রচনার পরীক্ষা না দিলেও তাহার পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে কোন বাধা হইবে না। পরিষদ বাঙ্গালার সম্মান রক্ষায় উদ্বৃত্ত হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমক্ষে যে পরিষদের উত্তম কিয়দংশে সফল হইয়াছে ইহা আফ্রাদের বিবয় বলিতে হইবে। (১)

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা মাঘ ১৩০৩

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলন সম্বন্ধে ১৩০০ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে লিখিত নিম্নলিখিত পত্র

পরিষদ আছত শোক সভায় রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু মহোদয় বলিয়াছিলেন

“সৌভাগ্যক্রমে আমাদের শিক্ষা যদি কখন জাতীয় ভাষার মধ্য দিয়া হয়, তবে জানিব, ইহার মূলে জ্ঞানী এবং ঋষি সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান”।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৫ বর্ষের কার্য বিবরণী ৫৭ পৃঃ

(বাহা ঐ বৎসরের সাধনায় প্রকাশিত হইয়াছিল) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের Faculty of Arts এর একটি সভার বিবরণী উদ্ধৃত হইল :—

“আপনার ‘শিক্ষার হেরফের’ নামক প্রবন্ধটি মনোবোগের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং যদিও তাহার আনুসঙ্গিক ছুই একটি কথা (যথা, ইয়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতি অনাস্থার কারণ) আমার মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে না, তাহার প্রধান প্রধান কথাগুলি আমারও একান্ত মনের কথা, এবং সময়ে সময়ে তাহা ব্যক্তও করিয়াছি। আমার কথাগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাস্পদ কয়েকজন সভ্য বাঙ্গলাভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা গৃহীত হয় নাই (Calcutta University minutes for 1891-92, pp. 56-58)। * * *

কি উপায়ে যে এই উপকার সাধন হইতে পারে তাহা বলা বড় সহজ নহে। ভাবিয়া চিন্তিয়া বতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে বোধ হয় ছুইদিকে চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, বঙ্গভাষায় এমন সকল সাহিত্যের ও বিজ্ঞান দর্শনাদির গ্রন্থ যথেষ্ট পরিমাণে রচিত হওয়া আবশ্যক বাহাতে মনের আশা, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা মিটে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অগ্রাগ্র শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ ও রাজপুরুষগণের নিকট হইতে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার বতদূর উৎসাহ পাওয়া যাইতে পারে তাহা পাইবার চেষ্টা

পারিভাষিক শব্দ প্রণয়ন ।

পরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত পরিভাষা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব উত্থাপিত করেন তদনুসারে পরিষদ বিজ্ঞান, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের পারিভাষিক শব্দ প্রণয়ন করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী এই সাত জনকে করা উচিত । অনেকস্থলে সভা সমিতির কার্য ও বক্তৃতা ইংরাজিতে হওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু এমনও অনেকস্থল আছে যেখানে তাহা বঙ্গভাষায় হইতে পারে ও হইলে অধিক শোভা পায় ; এবং সেই সকল স্থলেই স্বদেশীয় ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করার পদ্ধতি চলিলেও অনেকটা উপকার হইতে পারে ।”

An unsuccessful attempt was made before this for the encouragement of the study of Indian vernaculars in the Calcutta University in accordance with the remarks in the convocation speech of the Vice-Chancellor (Hon'ble Justice Gooroo Dass Banerjee) in 1891 as will appear from the minutes of the Faculty of Arts dated 11th July 1891 quoted below :—

“Babu Ashutosh Mukhopadhyay proposed that a committee be appointed to consider the propositions contained in the following letter and any cognate propositions that may be brought before it :—

To

• THE REGISTRAR OF THE UNIVERSITY OF CALCUTTA.

SIR,

May I request the favour of your submitting this letter for the consideration of the Syndicate.

It will be in the recollection of all, that at the Convocation for conferring degrees, the Hon'ble the Vice-Chancellor drew attention to the necessity of encouraging the study of Indian Vernaculars. He is reported to have said, “I also deem it not merely desirable, but necessary, that we should encourage the study of those Indian Vernaculars that have a literature, by making them compulsory subjects of our examinations in conjunction with their kindred classical language.” Sharing the view thus set forth, and believing that the time has come when the University should take action in the matter, I beg to submit for the consideration of the Syndicate the following propositions :—

নইয়া একটি পারিভাষিক সমিতি সংগঠিত করেন । শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন । পারিভাষিক সমিতি আপাততঃ ভৌগলিক পরিভাষা প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ।

(সাহিত্য পরিষদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন)

1. That in the Arts Examinations, candidates who take up Sanskrit should also be examined in either Bengali or Hindi or Uriya, and those that take up Persian or Arabic should be examined also in Urdu.

II. That the foregoing proposition be carried out in the manner following; that is to say :—

(A). In the F. A. Examination :—

(i) In addition to the text-books prescribed in the above-named classical languages, text-books be also prescribed in the above-mentioned corresponding vernacular languages.

(ii) The first paper be devoted to the classical language; and the second paper to questions on the vernacular text-books prescribed, and to an original composition in the vernacular.

(B). In the B. A. Examination :—

(i) In addition to the text-books prescribed in the above-named classical languages, text-books be also prescribed in the above mentioned corresponding vernacular languages.

(ii) For the pass papers, the same scheme be adopted as for the F. A. Examination.

(iii) For the honour papers, in lieu of the third paper on prose and poetry, a paper be set containing questions on the vernacular text-books and an original composition in the vernacular.

(C). In the M. A. Examination, in addition to the English Essay required by paragraph 5 of the M. A. Regulations, candidates be required to write an Essay in one of the above-named vernaculars on any subject connected with the History or Literature of the classical or vernacular language professed by them.

BHOWANIPUR ;

1st March, 1891.

I have, &c., &c.,

ASUTOSH MUKHOPADHYAY

Babu Umeshchandra Datta seconded the motion.

Raja Piyarimohan Mukerjee proposed as an amendment that it is not desirable to modify the Arts Examination Regulations in the way suggested in the motion.

Maulavi Siraj-ul-Islam seconded the amendment.

ভৌগোলিক পরিভাষা প্রণয়ন কার্য্য এতদিনে সম্পন্ন হইল। পারি-
ভাসিক সমিতি কর্তৃক এই পরিভাষা প্রণীত হইয়াছে।

১৩০১ সালে এই সমিতির পাঁচটি অধিবেশন হইয়াছিল। তন্মধ্যে
প্রথম তিনটি অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভাগণ উপস্থিত ছিলেন

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী

„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

„ রজনীকান্ত গুপ্ত

„ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩০২ সালে একটিমাত্র অধিবেশন হয়। এ অধিবেশনে কেবল
ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী উপস্থিত হন।

১৩০৩ সালে ১লা আশ্বিন সংস্কৃত কলেজে যে অধিবেশন হইয়াছিল
তাহাই শেষ অধিবেশন। তাহাতেই ইহার অবশিষ্ট সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন
হইয়াছে। এবারে কেবল বিচারপতি ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত
রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এই দুইজন সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

* * * *

সর্ব্বশেষে মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই ব্যাপারে বেরূপ বক্ত

Col. H. S. Jarrett, Nawab Abdool Luteef, Babu Rajaninath Ray, and Mahamahopadhyay Mahesachandra Nyayaratna opposed the motion.

Babu Bankimchandra Chatterjee, Babu Chandranath Basu, and Babu Mahendra nath Ray spoke in favour of the motion.

Babu Nilmani Mukerjee spoke against the motion.

The Rev. Dr Macdonald, Mr. A. M. Bose, and Babu Haraprasad Sastri supported the motion.

With the consent of the meeting the amendment was withdrawn, being taken as a direct negative of the original motion.

The motion was then put to the vote, and declared lost by majority of 17 to 11

ও ঐকান্তিকতা দেখাইয়াছেন তাহাতে পরিষদ তাঁহার নিকট বিশেষরূপ
কৃতজ্ঞ আছেন ।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩০৩

(পৃঃ ১৫৩-১৫৪)

নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে এক সময় তিনি পরিষদের
সভাপতি হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু সম্মত হন নাই ।

Puri

19th May 1896.

My dear DR. BANERJEE,

I feel something more than what is often conventionally called "regret" at learning that you have declined to be President of our Parishad,—I feel something like a personal loss and bereavement. I feel that an institution for which we laboured to the best of our ability⁶ is now on the decline, because the only man in Calcutta who could have helped it has,—practically withdrawn his support.

I do not mean that you will take less interest by not being Chairman. But our countrymen desire to see a man like you at the helm of the vessel before they have confidence in her safety and will ship their cargo. When they see a man of a towering position in our society actually at the helm of affairs, they are satisfied, and feel confidence, hope and sympathy, and co-operation flows in from all directions.

You know as well as I that there are splits and divisions in our small society, and you could have held all sections together.

* * * *

I had hoped to see the Parishad continue to be a purely literary society, devoted to literature and literature alone. You or even I (whatever our views may be) might have been trusted to keep the institution safely on its right path—free from sectarian disputes. But I am filled with misgivings on hearing that you have declined to lead the institution.

I will not seek for the motives which have induced you to stand aside. I have no doubt you have good and sufficient reasons. But still the news comes to me like a shock, like sudden news of danger to a child of my affection !

* * *

With my kindest regards, I remain, ever with sincere respect for you.

Yours Sincerely,
R. C. DUTT.

National Council of Education. (1)

জাতীয় শিক্ষায় স্মার গুরুদাস ।

রাজপ্রতিনিধিরূপে লর্ড কার্জন ভারতবর্ষে যে সকল কীর্তি ও অপকীর্তি সঞ্চয় করিয়া বান, বোধ হয় বঙ্গভঙ্গ (Partition of Bengal) তাহাদের মধ্যে প্রধান। ঐ বঙ্গভঙ্গের ফলে এদেশের মধ্যে একটা বিপুল উত্তেজনা ও আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। রাজপুরুষদিগের অদূরদর্শিতায় ঐ আন্দোলন রাজনীতির উদ্বেল ক্ষেত্র ছাড়িয়া শিক্ষার অনুদ্বেল ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহা হইতেই বঙ্গদেশে জাতীয় শিক্ষার সূচনা। এই জাতীয় শিক্ষাকে উপলক্ষ্য করিয়া স্মার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার বনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। এই জীবন স্মৃতিতে এই বিষয়ের কিছু প্রসঙ্গ করিব। কিন্তু তৎপূর্বে ভূমিকা স্বরূপ কয়েকটি কথা বলিতে চাই।

(1) A very large number of students has apparently determined not to go up for the University examinations this year. Their idea is to sever all connection with the Calcutta University and join some educational institution under national control. There is no such institution now and the question of establishing one, if we are to provide for these students, and others who are likely to follow their lead, must be at once taken up and finally determined.

Most of us were unaware of this intense feeling amongst the student community, and I for one had not realised it, nor was I inclined to believe in its existence, until last Saturday when I attended a meeting of students at the request of Babu Hirendra Nath Datta M. A., P. R. S., one of our most sedate public men. At that meeting consisting of over five thousand students I felt for the first time the urgency of the matter, and I beg of you to take note at the fact and decide what we ought to do under the circumstances.

I have had the opportunity of ascertaining the views of some eminent friends and at their desire, I have the honour to invite your presence at a small meeting to be held on 16. 11. 25.

Extract from letter Dated 14. 11. 25, issued by Mr. A. Choudhury convening the Education Conference.

শ্রার গুরুদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হারান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহপাঠী বলিয়া এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি ভাইস চ্যান্সলার (Vice-Chancellor) ছিলেন সেই সময় কোন কোন পরীক্ষায় আমি কথঞ্চিৎ কৃতিত্ব দেখাইয়া ছিলাম বলিয়া আমি শ্রার গুরুদাসের সহিত অনেক দিন হইতে পরোক্ষভাবে পরিচিত ছিলাম ; কিন্তু তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় সাবিত্রী লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত এক প্রবন্ধ উপলক্ষ্য করিয়া । ঐ অধিবেশনে আমি “বঙ্গালীর জাতীয় অভাব ও অবস্থা” নাম দিয়া এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করি । শ্রার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং প্রবন্ধ পাঠের পর প্রবন্ধ পাঠকে অভিনন্দিত করিয়া কয়েকটা সারগর্ভ কথা বলেন । তখন তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ । আমি বোধহয় তখন সম্প্রতি এটর্নি হইয়া কক্ষক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছি । প্রবন্ধ পাঠের ২৩ দিনের মধ্যে শ্রার গুরুদাস

First meeting of the Education Conference.

A conference of leading Indian gentlemen was held at the Bengal Landholders' association on 16. 11. 05. to discuss the question of National education. Raja Peary Mohan Mookherjee was voted to the chair.

The following resolution was proposed by Babu Surendra Nath Banerjee, seconded by Mr. T. Palit, supported by Babu Mati Lal Ghose and was unanimously adopted.

That in the opinion of this Conference it is desirable and necessary that a National Council of education should be at once established to organise a system of Education Literary, Scientific, and Technical on National lines and under National Control, and that the following gentlemen should be appointed as a provisional committee to take immediate steps to further this object and that the Committee be instructed to submit their report within three weeks.

Sir Gooroodas Banerjee proposed and Dr. Rash Behary Ghose seconded the following resolution.

That this conference while fully appreciating the devotion and self-sacrifice of the P. R. S., M. A. and other students, is of opinion that it is desirable in the interest they are seeking to serve, that they should appear in the ensuing examinations.

বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে তাঁহার চেয়ারে ডাকাইয়া লইয়া নান এবং আমার পঠিত প্রবন্ধ শীঘ্র সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইবে জানিয়া ছুই চারি স্থলে সংযোজন ও সংশোধন করিবার জন্ত উপদেশ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য আমি তাঁহার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছিলাম। এই সময় হইতে আমার প্রতি তাঁহার সম্মেহ পক্ষপাত আরম্ভ হয়। তাঁহার জীবনের শেষদিন অবধি তাহা হইতে আমি বঞ্চিত হই নাই। (যিনি ত্রায়পরতার ক্ষুরধার পথে সৰ্কদা বিচরণ করিতেন, তাহার সম্বন্ধে 'পক্ষপাত' শব্দ বোধ হয় অযুক্ত হইল, কিন্তু তথাপি উহার প্রয়োগের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না)।

ইহার পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পর্কে শ্রার গুরুদাসের সহিত আমার পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হইতে আরম্ভ হয়। পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইতে আমি উহার একজন সেবক ছিলাম এবং কয়েক বৎসর সম্পাদকতাও করিয়াছিলাম। শ্রার গুরুদাসকে আমরা প্রায় প্রথম হইতেই সহায় ও সদস্তরূপে পাইয়াছিলাম। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির বিষয়ে শ্রার গুরুদাসের অক্লান্ত উৎসাহ ও উত্তম ছিল। তিনি প্রথম হইতেই পরিষদের সমস্ত আয়োজনে যোগদান করিতেন এবং আমাদিগকে নানাভাবে উৎসাহিত ও প্রবর্তিত করিতেন। আমার বেশ স্মরণ আছে প্রায় ৩২ বৎসর পূর্বে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আমাদের বঙ্গবাণীর কোন থিক্ত আসন ও ছিল না তখন তাঁহারই উত্তোগে বাঙ্গালাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার বাহন করিবার প্রস্তাব সেনেটে পেস করা হয়।

আজ বঙ্গভারতীর সেই দুর্ভাগ্যের দিন প্রায় অবদান হইয়াছে। কিন্তু এ জন্ত যদি সাধুগদ কাহারও প্রাপ্য হয় তবে সর্বপ্রথমে তাহা শ্রার গুরুদাস পাইবেন।

যখন দেশের মধ্যে বঙ্গভঙ্গের পর জাতীয় শিক্ষার আহ্বান বোঝিত হইল, তখন আমরা কেহ কেহ সেই ডাকে আত্মহারা হইয়া গেলাম। অনেক ছাত্ররা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়রূপী গোলাম-খানার' সহিত সম্পর্ক রাখিবেন না। এম, এ ও রায়চাঁদ পরীক্ষার্থীরা স্থির করিলেন যে তাঁহারা পরীক্ষা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন না। এই সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে অধুনা স্বর্গগত সুবোধ চন্দ্র মল্লিক একলক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি করিলেন। দেশের মধ্যে বেশ উৎসাহের অন্তরকূল পবন বহিতে লাগিল। এই সুযোগে একদিন পটল ডাঙ্গা গোবদীঘাতে জাতীয় শিক্ষার জয় ঘোষণা করিবার জন্ত এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হইতেছে। হাইকোর্টের 'বার' লাইব্রেরী হইতে আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবর্গ উপস্থিত হইয়াছেন। বক্তৃতার স্রোতঃ খরবেগে বহিয়া ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়াছে। সভা ভঙ্গ হইবার সময় প্রায় উপস্থিত, এমন সময়ে একজন আসিয়া আমার সংবাদ দিলেন স্মার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (ইহার পূর্বেই তিনি হাইকোর্টের জজিয়তি হইতে অবসর লইয়াছেন) আপনার জন্ত নিকটেই অবস্থান করিতেছেন। আমি অচিরে তাঁহার সহিত মিলিত হইলাম। তিনি বলিলেন আপনার সহিত বিশেষ কথা আছে। হয় আপনার বাড়ী চলুন, না হয় আমার সঙ্গে আসুন। আমি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল। তিনি ধীর ও সংযতভাবে 'সু' ও 'কু' উভয় দিক দেখাইয়া বুঝাইতে লাগিলেন—জাতীয় শিক্ষার উপযোগিতা এবং আশু প্রয়োজনীয়তা তিনি নিজেই খ্যাপন করিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়কে বয়কট করার প্রস্তাব যে অযৌক্তিক তাহাও প্রতিপন্ন করিলেন। আমি ও আমার সঙ্গীরা তাঁহাকে বলিলাম “বেশ কথা, আপনি আসিয়া এই জাতীয় শিক্ষার

কর্ণধার ইউন এবং এই আন্দোলনকে শুভ পথে পরিচালিত করুন। স্মার গুরুদাস ঐকান্তিক ভাবে আমাদের সহিত যোগ দিলেন। এই যে তাঁহার সহিত জাতীয় শিক্ষার তত্ত্ব গ্রথিত হইল, জীবনাবধি তাহা বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

ইহার পর কত 'মিটিং' কত 'সিটিং' হইল। কত লোক আসিলেন কত লোক যাইলেন। কতজনের উৎসাহ-বহি খড়ের আগুনের স্মার উদ্দীপিত ও নির্বাপিত হইল; কিন্তু স্মার গুরুদাস কোন দিন বিচলিত হইলেন না। ধীর, স্থির, সংহত সংঘত ভাবে নিজের কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কোন দিন কোন কারণে কিঞ্চিন্মাত্রও পশ্চাৎপদ হইলেন না।

ইহার পর জাতীয় শিক্ষার প্রণালী ও পদ্ধতি ও স্কিম (Scheme) স্থিরীকৃত হইল। উদ্বোধনারা দিনের পর দিন সমবেত হইয়া আলোচনা গবেষণা বাদানুবাদ ও বাগবিতণ্ডা করিতে লাগিলেন; স্মার গুরুদাস প্রায় প্রত্যেক মিটিংএ উপস্থিত থাকিয়া এই সকল আলোচনাকে সুপথে পরিচালিত করিয়া একটি চমৎকার Scheme প্রস্তুত করাইলেন। পরে শুভদিনে গুজরদেশে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education) প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী ৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দিলেন। মহারাজা সুর্য্যকান্ত অচার্য্য চৌধুরী মহাশয় আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি দিলেন। স্মার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় (প্রধানতঃ স্মার গুরুদাসেরই অনুরোধ ক্রমে) জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি হইলেন। স্মার গুরুদাসকে এই পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত স্মার রাসবিহারী প্রমুখ অনেকেই অনেক-রূপ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্মার গুরুদাস কোনরূপ সম্মানের পদ গ্রহণ করিতে একেবারেই অসম্মত হইলেন; কিন্তু তিনি যতদিন জীবিত

ছিলেন শিক্ষা পরিষদের কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্য থাকিয়া বহু সময় ও শ্রম ব্যয়িত করিয়া শিক্ষা পরিষদকে উন্নতি ও অভ্যুদয়ের পথে পরিচালিত করিতে লাগিলেন।

১৯০৬ সালে মার্চ মাসে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ১৮৬০ সালের ২১ আইন মতে রেজিষ্টারী করা হইল। উহার 'মেমোরাণ্ডাম' ও নিয়মাবলী রচনায় শ্রার গুরুদাসের নিপুণ হস্তের নিদর্শন অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। জাতীয় শিক্ষা অবশ্য 'On National lines entirely under National Control' এ পরিচালিত হইবে। কিন্তু এই স্থানে স্যার গুরুদাস একটু বাস্তবিক সংযোগ করিলেন। সে বাস্তবিক এখন সকলেরই স্মরণ্যত Standing apart from but not in opposition to the Government System, অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষা সরকারী শিক্ষা হইতে ভিন্ন থাকে প্রবাহিত হইবে, তৎকর্তৃক কবলিত হইয়া সঙ্কর ভাবাপন্ন হইবে না, কিন্তু তাহার সহিত কোন বিরোধতাও করিবে না। বাস্তবিক বর্তমান অবস্থায় ইহাই জাতীয় শিক্ষার সূচিত নিয়তি। এই নিয়তির অনুসরণ করিয়াই আজ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং বঙ্গবাসীর হৃদয়ে একটা মর্যাদা ও গৌরবের স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে। অতঃপক্ষে মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনার অহুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষাসংঘ সমূহ বিপথগামী হইয়া বিপন্ন ও উৎসন্ন হইতে বসিয়াছে।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইতে ৬৭ বৎসর পর্য্যন্ত ইহাকে অনেক ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রপাত সহিতে হইয়াছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত রাজপুরুষদিগের ইহার প্রতি রোধ কবায়িত দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল। শিক্ষা পরিষদের একজন প্রধান কর্ণধার

রূপে এই সমস্তই সার গুরুদাসের গোচরে আসিত। কিন্তু তিনি তাহাতে দৃকপাত করিতেন না। তিনি বলিতেন আমাদের দেশের বালক ও যুবকবৃন্দকে আমাদের মতানুযায়ী শিক্ষা দিব। ইহাতে কাহারও বাধা দিবার অধিকার নাই এবং কাহারও বাধা মানিতে আমরা বাধ্য নই। বস্মীবৃত শরীরে যেমন বর্ষা প্রবেশ করিতে পারে না, সার গুরুদাস কর্তৃক অভিশুণ্ড শিক্ষা পরিষদকেও সেইরূপ আমরা তজ্জের তীব্র বাণ স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমার স্মরণ আছে একবার রাজপুরুষেরা কৈফিয়ৎ চাহিলেন যে ইতিহাসের প্রশ্ন পত্রে এইরূপ প্রশ্ন কেন করা হইল যে আকবরের প্রধান মন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি ও প্রধান অর্থ সচিব কে কে ছিলেন এবং বর্তমান আমলেই বা কে কে আছেন? ইহার উত্তরে অবশ্যই প্রতিপন্ন হইত যে, মোগল বাদসাহের আমলে এই সকল দায়িত্বের পদে হিন্দু কন্সচারাগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এ আমলে তাহার বিপরীত। এই কৈফিয়তের সার গুরুদাস যে জবাব দিয়াছিলেন তাহাতে প্রশ্নকারীর নিশ্চয়ই চক্ষু স্থির হইয়াছিল।

ইহার পর ক্রমশঃ রাজ রোষ মন্দীভূত হইল বটে কিন্তু দেশের মধ্যে জাতীয় শিক্ষার জন্ত উৎসাহের বেগও স্তিমিত হইয়া গেল। অনেকেই নিরুৎসাহ ও হতোত্তম হইলেন। কেহ কেহ স্পষ্ট পত্র লিখিয়া শিক্ষা পরিষদের সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন। অপর সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া 'মাধ্যস্থ্য' অবলম্বন করিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা হইল। কিন্তু এই অবসাদের দিনেও সার গুরুদাস নিরাশ হইলেন না। বরং অধিকতর আগ্রহের সহিত ইহার রক্ষাকল্পে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথম হইতেই সার গুরুদাস মাসিক ৫০ টাকা করিয়া চাঁদা দিতেন। কোন দিন তাঁহার নিকট বিল

পাঠাইতে হইত না। তিনি প্রতি মাসের ২রা তারিখে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া অগ্রিম চাঁদার টাকা পাঠাইয়া দিতেন। জীবনের শেষ অবধি এইরূপ চলিয়াছিল। প্রথম প্রথম কয়েকবৎসর তিনি শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে স্বয়ং অঙ্ক শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। জজের মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া শিক্ষকের কাঠাসনে উপবেশন অনেকেরই প্রীতিপ্রদ নহে, কিন্তু যতদিন তিনি ঐ কার্যের ভার লইয়াছিলেন কোন দিন তাঁহাকে অনুপস্থিত বা অমনোযোগী হইতে দেখা যায় নাই। আভিভাবকবর্গকে উৎসাহিত করিবার জন্ত তিনি তাঁহার এক পৌত্রকে ঐ বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ছাত্রের অভাবে কয়েক বৎসরের ব্যর্থ চেষ্টার পরে আমরা ঐ বিদ্যালয় উঠাইয়া দিতে বাধ্য হই। তখন হইতে শিক্ষা পরিষদের প্রধান প্রতিষ্ঠান হইল বঙ্গীয় কারু বিদ্যালয় (Bengal Technical Institute)। *

শ্রার রাসবিহারী ঘোষ জীবনাবধি শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ছিলেন। শ্রার গুরুদাসকে অগ্রণী করিয়া আমরা একাধিকবার তাঁহার নিকট আবেদন করিয়াছিলাম যে তিনি যেন (মাসিক চাঁদা বাহা দিতেন তাহার উপর) একটা বড় রকম donation দেন। তাহাতে শ্রার রাসবিহারী ঘোষ বালিয়াছিলেন “আমার এই বহু কষ্টে উপার্জিত অর্থ। আরও কয়েক বৎসর দেখি কি ভাবে শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত হয়। পরে উইলের দ্বারা যথোচিত করিয়া যাইব।” শ্রার রাসবিহারী এই প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া গিয়াছেন। তিনি উইলের দ্বারা জাতীয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। এই দানেরও

*Early in 1907 a special Subscription was started for the equipment of the laboratories and work-shops of the Bengal National College.

Donations received up to 31st December 1907.

*

*

*

*

Sir Gooroo Dass Banerjee . . .

Rs 1000.

Report for 1907 P. 6.

মূলে শ্রী গুরুদাস। ঐ দানে সুপুষ্টি ও সমৃদ্ধ হইয়া জাতীয় শিক্ষা পরিষদ আজ কলিকাতার অদূরবর্তী বাদবপুরে একশত বিঘা জমির উপর এক প্রকাণ্ড কারু বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে ও পরিচালনা করিতেছে। তাহার বস্ত্রশালা, বিজ্ঞানাগার, ওয়ার্কস্‌ সপ, ছাত্রনিবাস প্রভৃতি দেখিবার জিনিষ। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে শ্রী গুরুদাস স্বচক্ষে তাহার শ্রমের এই বিপুল সফলতা দেখিয়া বাইতে পারেন নাই। কিন্তু স্বর্গ ও মর্ত্যে যদি সম্বন্ধ থাকে, তবে এই কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে শ্রী গুরুদাস আজ স্বপ্ন স্বর্গের উদ্ধতন লোক হইতে এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও তাহার সু-বিশুদ্ধ, সুগঠিত, সুসজ্জিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রতিনিয়ত আশীর্বাদ বর্ষন করিতেছেন।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

Hindu University Society. and Beneras Hindu University.

The following extract from the address (1) presented to H. E. the Viceroy Lord Hardinge on the occasion of laying the foundation stone of the Senate Hall of the Beneras Hindu University on the 4th February 1916 gives the history of the movement for the establishment of the University.

"The history of the movement for the establishment of the University is briefly told. It carries us back to the year 1904, when at a meeting held under the presidency of H. H. the Maharaja of Beneras, the proposal to found a Hindu University was first put forward. The idea

(1) The address was read by the Maharaja of Durbhanga and the casket was presented by Sir Gooroo Dass Banerjee.

took some years to mature, and led in 1911, to the formation of the Hindu University Society, which was registered under that name. The Society was successful in obtaining the very next year, through the support of your Excellency's Government the approval of His Majesty's Secretary of State for India of the proposal to establish a teaching and residential University on the lines proposed. A short period of a little over two years spent in the discussion of details, saw the Benaras Hindu University Bill passed into law and placed on the statute book of the land on the first of October 1915."

Hindu University Society.

The following letters and extract show his connection with the Society :—

Allahabad.

10 December, 1913.

To

SIR GOOROO DAS BANERJEE, Kt.
Narikeldanga, Calcutta.

My dear Sir,

I am glad to inform you that at the Second Annual General Meeting of this Society held on the 7th instant, you were unanimously re-elected as a Vice-President of the Committee of Management of the Society for the ensuing year.

Yours Sincerely,
SUNDARLAL.
Honorary Secretary

Allahabad,
3rd February 1915.

Dear Sir Gooroodas Banerjee,

It is hardly possible to thank you sufficiently for the very great trouble you took in coming over to Benares and presiding over the deliberations of the special meeting of the Society for two long days. It was mainly due to your valuable guidance that so much work was gone through. I hope you were not put to much inconvenience on the return journey.

I have called a meeting of the Sub-Committee on Saturday next at 2 p. m. to consider and give shape to the Regulations in view of the modifications suggested by the members at the meetings at Benares. I will send you a copy of the form in which the Sub-Committee will put them, and shall feel obliged by your kindly helping us with your advice and suggestions.

I am,
Yours Sincerely,
SUNDARLAL.

"The Hindu University Society also appointed a Sub-committee consisting of the Hon. Maharaja Sir Rameswar Sing Bahadur G. C. I.E. M. M. Pandit Aditya Ram Bhattacharjya, Babu Bhagwan Das, Dr. Ganga Nath Jha, Pandit Madan Mohan Malavya and myself with Sir Gooroo Dass Banerjee as advisor to confer with the Government of India and to settle the regulations"—

Extract from speech of Sir Sundar Lal Vice-Chancellor at the meeting of the first Court of the Hindu University held on 12. 8. 16.

Benares Hindu University.

He was one of the registered donors of Rs. 500 or upwards and after the establishment of the University was elected,

- (1) Member of the Court.
- (2) Member of the Council.*
- (3) Member of the Senate.
- (4) Member of the Board of Appointment.
- (5) Member of the Faculties of Arts, Oriental Learning, Theology and Law.

*The Hon. Pundit Madan Mohan Malavva proposed that the following gentlemen be elected members of the Council.

* * * *

Dr. Sir Gooroodas Banerjee Kt. M.A. DL. PH. D.

Sir Gooroodas Banerjee expressed his inability to attend the council meetings regularly and said that some other member who would be better able to attend, might be elected in his place; but on a general desire being expressed that he should be on the Council, he agreed to his name being put in the list of members to be proposed for election. He proposed the election of Babu Hirendra Nath Datta M.A. B.L. P.R.S. in his place. (Minutes of the meeting of the first court held on 12. 8. 16)

"The Senate desires to place on record its sense of profound sorrow and loss at the death of Sir Gooroodas Banerjee who rendered invaluable service to the University by his advice and guidance and active

co-operation from its very inception, and to convey its sincere condolence to his family.

Resolution recorded by the Senate at its meeting held on 6. 1. 19 after his death.

A similar resolution was recorded by the Court at its meeting held on 16.1.19.

Narkeldanga George High School.

He was connected with the school from 1875 when it was a middle English School and was President of the Managing Committee till his death. The School was raised to the status of a High School in 1898 and was named Narkeldanga George High School in December 1911 as a humble token of loyal attachment to the King-Emperor on the occasion of His Imperial Majesty's Visit to India. (1)

(1) Sir Gooroo Dass Banerjee was the Chairman of the School Children Entertainments Sub-Committee of the Imperial Reception Committee Calcutta. In this connection the following is reproduced.

Extract from the Minutes of the Meeting of the Imperial Reception Executive Committee held on the 12th April 12.

"The President proposed that a cordial vote of thanks be tendered to the various Sub-Committees and the respective conveners for the excellent work they had done in connection with the Royal Reception, and he thought a special vote of thanks was due to the School Children Entertainments Sub-Committee who had given the children excellent entertainments and yet kept well within the estimate.

"The Meeting cordially endorsed the President's remarks and unanimously supported the proposal."

Copy forwarded to Sir Gooroo Das Banerjee, Kt. Chairman of the School Children entertainments Sub-Committee, for information.

Burdwan.

President of the Royal Reception Executive Committee.

The annual report of the School for 1899 contains the following. "The President of the Managing Committee continued to devote some time on Sundays to the helping of the boys of the 1st class in their study."

Babu Narayan Chandra Ghosh who was a member of the Managing Committee and Auditor of School accounts writes :—"The School was in that year (1898) remodelled and converted into a High English School teaching up to the Entrance Standard. Gooroo Dass Babu himself started to teach the boys of the Entrance class on almost all Sundays and holidays. Besides he used to look into every detail of work, both of the teachers as well as of the boys. He drew up the routine of the studies of all the classes. (2) Government grant-in-aid was not sought for, and the President himself granted Rs. 25 monthly and supplemented it with additional contributions when necessary. (3) My son Pravas Chandra Ghosh was one among the 2nd batch of students who went up for the Entrance Examination of the year 1900 and passed, for which I and my son were highly indebted to him."

• In his will a sum equivalent to $3\frac{1}{2}\%$ G. P. notes of the face value of Rs 500 was made over to the school to be held in trust by the Managing Committee, the interest to be given as reward to the boy who stands first among those that pass the Matriculation examination of the Calcutta University from the School every year.

(2) There is amongst his papers one of these routines of studies for the entire School drawn up in his own handwriting.

(3) This monthly subscription latterly at a reduced rate of Rs 15 P. M. was continued till his death.

"The managing Committee have this day to place on record the feelings of their overwhelming grief and profound sorrow for the departure from their midst of their venerable President, Sir Gooroo Dass Banerjee Kt. M. A. D.L. Ph. D. who has nurtured the school from its very infancy and who in fact has been the very life and soul of this institution for half a century."

Extract from the Resolution of the Managing Committee passed at a Meeting held on 4. 12. 18 after his death.

City College.

He delivered honorary extra course of lectures in connection with the Law classes. In this connection the following letters and extracts are reproduced.

City College.

21st. June. 1887.

My dear DR. BANERJEE,

I am glad to learn you have been so good as to accede to the request which Babu Kali Sankar Sukul had made to you, and have to tender you the sincere thanks of the City College Committee for it. We put down your first lecture for Tuesday the 28th. instant from 9 to 10 A. M. The subsequent lectures may be on any other day in the week if that should happen to suit you better. I need hardly say that your kind offer of two prizes has been gratefully accepted and will be announced to the students.

Yours sincerely,
A. M. BOSE.

City College.

Nov. 4th. 1887.

•Dear Sir,

I have been directed by the Council of the City College to communicate to you the following resolution passed at their meeting held on the 31st. ultimo:—

“The Council of the City College wishes to tender its warmest and most cordial thanks to Dr. Guru Das Banerjee for his kindness in undertaking to deliver a course of lectures on Hindu Law in the College and for the remarkable ability and success with which he has discharged his honorary and self-imposed work.”

Yours truly,

UMES CHANDRA DUTT.

Principal & Secy. City College Council.

“Your percentage of passes and their position in the list has equalled that of any paid colleges and bids fair to compete with that of the Presidency. For all this your Council, and teachers deserve the highest praise, and specially those who have, like my friend Dr. Gooroo Dass Banerjee, devoted their time and talents to the work.”

Extract from the speech of Sir Stewart Bayley at the Prize Distribution of the City College on the 18th April 1889.

The authorities of the College tried to help the education of students by the institution of extra lectures and special periodical examinations. Among others, the following distinguished gentlemen delivered lectures from time to time :—

Sir Guru Dass Banerjee, M.A., D.L.

*

*

*

Extract from the brief history of the City College reported at the Silver Jubilee of the College held on the 23rd January 1904.

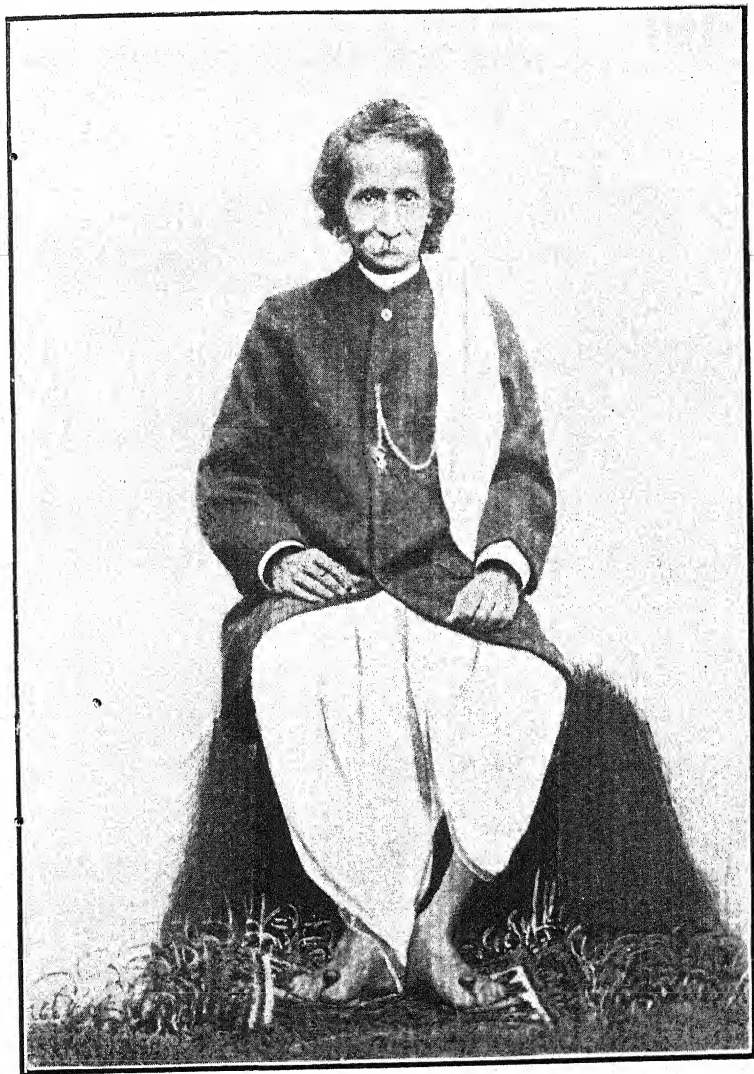
শ্রুত গুরুদাস ও ইডেন হিন্দু হোস্টেল

কবি সন্মিলনী।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই মহাশয় তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার উৎসাহে তাঁহার কতিপয় ছাত্র ইডেন হিন্দু হোস্টেল কবিসন্মিলনী স্থাপন করেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুরোধে জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ সন্মিলনীর পেট্রণ বা পৃষ্ঠপোষকরূপে পারিতোষিকের জন্ত অর্থ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। ইডেন হিন্দু হোস্টেলের অধিবাসী ছাত্রগণ চতুর্দশপদী কবিতা (সনেট) লিখিতেন, সেগুলি শ্রুত গুরুদাস ও শাস্ত্রী মহাশয় পরীক্ষা করিতেন, শ্রেষ্ঠ লেখকগণকে পারিতোষিক প্রদান করা হইত। পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিতাগুলি মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে বিতরিত হইত ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে প্রকাশিত

Regarding his connection with the Eden Hindu Hostel the following notes from the Calcutta University Magazine are reproduced.

"A Social gathering of the boarders of the Hindu Hostel and their friends was held in the Hostel premises on Saturday the 3rd march 1894. The Hon. Justice G. D. Banerjee the popular Visitor of the Hostel presided on the occasion. There was a varied programme. Rev. Mr. F. W. Douglass sang a sweet Irish song. Babu Jadu Nath Sarkar M.A. read a paper on our Universities and Babu Bankim Chandra Mukerjee M.A. showed some interesting experiments in Chemistry. Then came the presidential address by the Hon. Justice Banerjee. It is impossible to give a purport of this admirable address in a limited space. It was indeed one of the most interesting lectures full of sound moral and practical advice that we have ever heard.



சுந்தரம்மா

সভায় পারিতোষিক বিতরণ করা হইত। শ্রর গুরুদাস সভায় সভাপতি হইতেন। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী চৌধুরী (বি, এল) ঐ সম্মিলনীর প্রথম সম্পাদক ছিলেন, শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি ছিলেন। প্রায় ছয় বৎসর এই ভাবে চলিয়া উৎসাহশীল ছাত্রদের স্থানান্তর গমন নিবন্ধন সম্মিলনীর কার্য স্বগিত থাকে।

আমরা তখন হিন্দুস্কুলের ছাত্র, সম্মিলনীর বার্ষিক সভায় শ্রর গুরুদাসের বিদ্যাবিনয়-মণ্ডিত মূর্তিও ছাত্রগণের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ ও উৎসাহস্বচক বাণী দ্বারা আমাদের মনের মধ্যে শ্রদ্ধা ভক্তির একটা গভীর ছাপ পড়িয়া গেল, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন কালে সম্মিলনী লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, আমরা উহার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইলাম।

১৯০৮ খৃঃ অব্দে একদিন বৈকালে আমরা শ্রর গুরুদাসের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কোন পরিচয় পত্র নাই, 'কলেজের ছাত্র' ছাড়া আর কোন পরিচয়ও নাই, অথচ শ্রর গুরুদাসের কি আন্তরিক অমায়িকতা, মনে হইল আমরা যেন তাঁহার কত পরিচিত, কত

At the above meeting Dr. Banerjee called upon the boarders to select from among themselves three boarders to whom he might award his annual prizes for conduct. Votes were taken by ballot. The following boarders having gained the largest number of votes were awarded the prizes which consisted of valuable books.

1. Ramani Mohan Ghose. (3rd year Class Presidency College)
2. Surendra Lal Ghose (1st Class Hindu School)
3. Krishna Chandra Bhattacharyya (3rd year Presidency College).

The result was very satisfactory and highly creditable to the voters. Our Superintendent stated that were the choice to nominate the winners of the prizes left with him, he could not have passed over these three students."

(Calcutta University Magazine April 1894.)

"The Library of the Hostel contains over 350 volumes of books of which about 50 have been kindly presented by the Hon. Justice G. D. Banerjee."

(Do. Sept. 1894.)

আপনার জন। আমাদের কলেজ জীবন, হোস্টেল জীবন সম্বন্ধে কত সাগ্রহ আলোচনা হইল, কত খুঁটিনাটি বিষয় পর্য্যন্ত আমরা অকপটে আলোপ করিয়াছিলাম, ভুলিয়া গেলাম তিনি একজন দেশপূজা মহাত্মা আর আমরা নগণ্য ছাত্র মাত্র। এমনই ছিল শ্রুর গুরুদাসের চরিত্র মাধুর্য্য, এমনই তাঁহার প্রাণভরা সরলতা-স্নেহ দয়া দাক্ষিণ্য।

‘কবিসম্মিলনীর’ পুনঃ প্রতিষ্ঠায় তাঁহার আত্মকৃত্য ত অবাচিত ভাবেই অঙ্গীকৃত হইল, ঐ স্থানে উপস্থিত মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেনও একটি পুরস্কার দিতে চাহিলেন। শ্রুর গুরুদাস উপদেশ দিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ও আমাদের বথেষ্ট উৎসাহ দিলেন এবং পূর্ব্বের মত সম্মিলনীর সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন।

‘কবি সম্মিলনী’ পুনরুজ্জীবিত হইল। শ্রুর গুরুদাস, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ, মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন, এবং প্রিন্সিপ্যাল মিঃ জেমস, অধ্যাপক মিঃ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, মিঃ ওটেন, মিঃ হোমস্, মিঃ কয়াজী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র বোষ, শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্তী প্রভৃতি মহোদয়গণ পুরস্কার প্রদান করিয়া ‘সম্মিলনীর’ ছাত্র সভ্যগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ‘কবি সম্মিলনীর’ সম্পাদক-রূপে মাঝে মাঝেই শ্রুর গুরুদাসের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ ঘটত, তাহা ছাড়া তাঁহার চরিত্রের এমন একটা মোহিনী শক্তি অদ্বৈতব করিতাম যে সময়ে অসময়ে কারণে অকারণে তাঁহার নিকট গিয়া হাজির হইতাম সততই সেই প্রফুল্ল মুখ, সেই স্নেহ সম্ভাষণ, কখনও এতটুকু বিরক্তি, অসৌজন্ত্য অনাদরের ভাব সেই মহাপুরুষের প্রকৃতিতে লক্ষ্য করি নাই। কত সময় কত বড় বড় লোক তাঁহার নিকট

আসিয়াছেন, কত বড় বড় জটিল বিষয়ের আলোচনায় তাঁহাকে নিমগ্ন দেখিয়াছি, কিন্তু আমার মত সামান্য একজন ছাত্রকেও কখন বাহিরে অপেক্ষা করিতে হয় নাই, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকটও নিজের বন্ধু বলিয়া পরিচয় করিয়া দিয়াছেন, আলোচনার মধ্যেও সামান্য অংশ দিতে তুলেন নাই। ইহাতে নিজেই সঙ্কুচিত বোধ করিয়াছি, বুঝিয়াছি এই সহৃদয় মহাত্মা আমার অন্তরের ভাব উপলব্ধি করেন প্রত্যেকেরই যেনন করেন—বুঝেন যে হয়ত বড়লোকদের সামনে তিনি সামান্য অমনোযোগ দেখাইলেও এই ছাত্রটিরও মনে একটু আঘাত লাগিতে পারে—ছাত্রও তাঁহার নিকট মানুষ, আর মানুষ মাত্রেই হৃদয় আছে। কতখানি মানসিক ও আধ্যাত্মিক উচ্চতা লাভ করিলে মানুষের হৃদয় এতখানি সহানুভূতিপ্রবণ, এতখানি পরের সুখ দুঃখে বিবেচনাশীল হয়! শ্রুর গুরুদাস সত্যই মহাপ্রাণ ছিলেন—তিনি বড়লোক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার এই ‘বড়ত্ব’ বেশীর ভাগই ছিল তাঁহার মনের।

একবার ‘কবি সম্মিলনী’র বার্ষিক সভার একটি দিন স্থির হয়, কিন্তু তাঁহার সহিত দিন স্থির করিবার পর হোস্টেলে আসিয়া জানিতে পারি ঐ দিন বড় একটি ফুটবল ম্যাচ থাকায় অনেকের পক্ষে সভায় যোগদান অসুবিধাজনক হইবে, এজন্য ছাত্র-সভ্যগণ দিন পরিবর্তন করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তদনুসারে অপর একটি দিন স্থির করিয়া শ্রুর গুরুদাসের বাড়ীর একটি ছাত্রকে ঐ বিষয় তাঁহাকে জানাইতে বলিয়া দিই। ঘটনাক্রমে পূর্ব নির্দিষ্ট দিনে গোলন্দীঘির ধারে বেড়াইতেছি, এমন সময় একটি ভদ্রলোকের নিকট শুনিলাম স্যর গুরুদাস ইন্সটিটিউট হলে দাঁড়াইয়া আছেন, লোকজন কেহ নাই। তখনই ছুটিয়া গেলাম বাহা ভয় করিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে, স্যর গুরুদাস দিন পরিবর্তনের সংবাদ পান নাই, তিনি

ঐ দিনই সভা হইবে মনে করিয়া যথা সময়ে উপস্থিত হইয়াছেন। আমার তখনকার মানসিক অবস্থা সহজেই বিবেচ্য, ব্যাপার বুঝিয়া স্যার গুরুদাস ক্ষণেক নীরব রহিলেন, তৎপরে বলিলেন “আজ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের একটি প্রয়োজনীয় সভায় আমার উপস্থিত থাকা দরকার ছিল, কিন্তু এই সভার দিন পূর্বে স্থির হওয়ায় তথায় যাই নাই। দিন পরিবর্তন সন্ধ্যা লোক মুখে না জানাইয়া একথানা পোষ্টকার্ড লিখাই ভাল ছিল।” তিনি চলিয়া গেলেন। আমি এই ব্যাপারে যথেষ্ট লজ্জা ও মনোকষ্ট বোধ করিলাম তাঁহার ত্রাণ ব্যক্তির সময় নষ্ট করা ও নিজ অবিবেচনার জন্ত। মহাত্মার মহৎ হৃদয়েও কি তাহার স্পন্দন অনুভূত হইল? কি আশ্চর্য্য পরদিনই তাঁহার এক-খানি পত্র পাইলাম—“গতকল্য যদি আমি কোন অপ্রিয় কথা বলিয়া থাকি, তজ্জন্ত দুঃখবোধ করিও না। শুনিয়া স্তুখী হইবে তথা হইতে ফিরিয়াও আমি অত্র সভায় যোগদান করিতে পারিয়াছিলাম, কোন কার্যের ক্ষতি হয় নাই।” এই সামান্য বিষয়টীও তিনি চিন্তা করিয়াছেন, পাছে একটি সামান্য ছাত্রের মনেও কোন ক্লেশ দেওয়া হইয়া থাকে তাই বিবেচনা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। বাঁহারা প্রকৃতই মহৎ তাঁহাদের পক্ষেই ইহা সম্ভব।

“কবি সন্মিলনীর” কবিতা পরীক্ষা বিষয়ে স্মরণ গুরুদাস স্বভাবোচিত ত্রাণনিষ্ঠা, পরিশ্রম বিচার শক্তি কতখানি নিয়োগ করিতেন তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

একবার স্যার গুরুদাস কাগজগুলি পরীক্ষা করিয়া নিজ মন্তব্য সহ মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট দিবার জন্ত আমার নিকট দেন। পরদিন প্রাতেই তাঁহার নিকট হইতে পত্রসহ এক লোক আসিয়া উপস্থিত। তিনি লিখিয়াছেন—“গতরাত্রে কবি সন্মিলনীর প্রতিযোগিতা

কবিতাগুলি তোমাকে ফেরত দিবার পরে তৎসম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল তাহার মধ্যে ২১টি কবিতা আর একবার দেখা কর্তব্য। যদি কবিতাগুলি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট না দিয়া থাক, তবে এই পত্রবাহকের দ্বারা তৎসমুদয় আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে, আমি দেখিয়া পুনরায় এক ঘণ্টার মধ্যে ফেরত পাঠাইয়া দিব। আর যদি দিয়া থাক তাহা হইলে তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া সেই সমস্ত কাগজগুলি একবার আমার নিকট পাঠাইয়া দিতে বলিবে, আমি অতীত আবার তাঁহাকে ফেরত দিব।’

কাগজগুলি পূর্ব্ব রাত্রেই শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট দিয়া আসিয়াছিলাম, উত্তরে তাহাই জানাইলাম। বৈকালে শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট সেগুলি পুনঃ স্যার গুরুদাসের নিকট পাঠাইবার কথা বলিতে গিয়া দেখি স্যার গুরুদাস স্বয়ং শাস্ত্রী মহাশয়ের পটলডাঙ্গার বাড়ীতে উপস্থিত। উভয়ে মিলিয়া আলোচনা করিতেছেন। সামান্য বিষয়েও এমন ত্রায় নিষ্ঠা স্যার গুরুদাসের মত দেবতুল্য চরিত্রবান ব্যক্তিরই যোগ্য বটে!

আরও কত কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় মহাত্মার মহৎ চরিত্রের পরিচয় পাইয়াছি তাহা বলা কঠিন।

শ্রীহেমদা কান্ত চৌধুরী।

২৩শে শ্রাবণ, ১৩৫৩।

Narkeldanga Sir Gooroo Das Institute.

It is not possible to quote details about his intimate connection with this Institution. The extracts reproduced

below give a general idea of this connection and of the history of the Institution.

“পূজ্যপাদ পবিত্র চরিত্র ঋষিকল্প মহাত্মা শ্রী গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের পরলোক গমনে নারিকেলডাঙ্গা ইন্সটিটিউটের যে সমূহ ক্ষতি হইয়াছে তাহা কিছুতেই পূরণ হইতে পারে না। তাঁহার অভাবে ইন্সটিটিউটের সকল সভাই শোকাব্বভব করিতেছেন এবং তাঁহাদের দুঃখ ও সমবেদনা লোকান্তরগত মহাত্মার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছেন।”

Resolution passed at an Extraordinary General Meeting of the Narkeldanga Institute held after his death on 4. 12. 18.

“It is with a heavy heart that we have to refer to-day to the death of Sir Gooroo Das Banerjee. We the people of this locality had always felt a sort of pride in claiming him specially as our own. We have got to pay for that sentiment now in having to feel for his loss in a very full measure. He had always been associated with all those activities which this Institute of ours represents. Never before on an occasion like this either with this Institute or the other Institutions which had been its predecessors, the venerable figure of Sir Gooroo Das failed to be noticed as acting the part of the host. The recollection comes to us to-day with peculiar poignancy ; despite this distinguished gathering we feel a void in our hearts which nothing can fill. While living he was our guide. Now that he is no more with us let us hope that his memory and the great example that he has left behind will supply us with inspiration.”

Extract from the proceedings of the Anniversary Meeting of the Narkeldanga Institute held in February 1919.

“An institution for the mental, moral and physical culture of the boys of the locality was started about

25 years ago and continued to exist with temporary cessations under various designations. Latterly it was called the Sastitala Athletic Club and the following extract from the report for the year 1914-15 sets forth its objects and aims."

"Although it now bears an athletic nomenclature, its objects are not confined to physical culture alone. The main object of this institution is to develop the moral and mental sides of the members along with the physical. We take a keen interest in the proper development of the physique by resorting to the recognised forms of in-door and out-door exercises in order to make us really hard-working and fit for enduring all kinds of privations and hardships. The Committee believes that the results in this direction have been satisfactory and our grown-up members may fairly claim to be strong and hard-working. While encouraging physical exercise as a *means* to getting a robust and blooming physique we strongly discountenance those of its forms that are either useless or harmful to the body."

"In June 1915 the members of the Sastitala Athletic Club decided to change the name of their Club and adopted the name "Narkeldanga Institute". The reasons for the change were, to quote from the Report for 1915-16, (1) to widen the sphere of the work of the institution and (2) to indicate that the object of the institution was not restricted to physical culture only. The literary side of the Institute consists in holding Literary Classes, coaching little boys and maintaining a Reading Room and a small library and holding meetings in which papers on various

subjects are read. There is also a girls' School attached to the institute. The physical side consists of a playground and Gymnasium"

"After the demise of the revered patron of the Institute Sir Gooroodas Banerjee it was decided to associate his name with the Institute and at an extraordinary General Meeting of the Institute held on the 16th April 1921 it was unanimously resolved in accordance with a requisition of 77 senior members of the Institute that the Narkeldanga Institute be named 'Narkeldanga Sir Gooroodas Institute' as a humble tribute of respect of the members of the Institute to the sacred memory of its Patron.

At the same meeting a letter from the President of the Institute was read intimating that Lady Banerjee, her sons and sons-in-law offered a sum of money for the purchase of a suitable plot of land and to form the nucleus of a fund for the purpose of securing a permanent location for the Institute.

The Narkeldanga Sir Gooroodas Institute was registered under the Registration of Societies' Act in May 1921 and with the help of the money contributed by Lady Banerjee, her sons and sons-in-law and many admirers a piece of land measuring more than 3 cottahs was purchased and the present building which is being formally opened to-day has been constructed. The building is a small and modest one but the Committee hope that the revered name which is associated with it will always make it a useful resort to the boys and young men of the locality where our saintly patron was born and lived and that this institution will always be a source of encouragement towards

that plain living and high thinking which was so abundantly practised in that saintly life which the Committee desires to commemorate with all humility and devotion."

Extract from the Report read at the opening ceremony of the Institute Building held on the 11th February 1923.

Politics and Political Associations.

When invited in 1917 to state his views on the subject of constitutional reforms SIR GOOROO DAS BANERJEE prefaced his reply with the following words.

"In reply I beg to state at the outset that though I was a member of several Political Associations when practising as a Vakil of the High Court, I gave up all connection with politics since I accepted office as a Judge of that Court and though I have retired from that office since 1904, as I have retired on pension I have continued to observe the same judicial aloofness from politics as I did when in office. I no doubt take a keen interest in the political advancement of my country, but it is the interest of a citizen and not that of a political reformer."

There was one single exception to the rule set forth above and that was on the occasion of the Partition of Bengal. The following extract from the vivid description by Sir Surendra Nath Banerjea of the laying of the foundation stone of the Federation Hall on the 16th October 1905 the date on which the partition of Bengal took effect is reproduced below.

"Quiet being restored, Sir Gooroodas Banerjee rose from his seat on the platform and in an impressive and eloquent speech delivered in Bengalee, in which he strongly condemned the partition, proposed Ananda Mohan Bose to the chair. The proposal was carried by acclamation. The appearance of Sir Gooroodas Banerjee on the platform of a political meeting and in the role of a speaker was a fact so significant that it should have opened the eyes of the authorities to the deep feeling that lay behind the anti-partition movement. A judge has no politics. According to Sir Gooroodas, an ex-judge should have none. We may or may not accept this view. Some of the most distinguished of Indian judges have been of a different opinion, and after their retirement from the Bench have not hesitated to take their share in the political movements of the day; but that was not Sir Gooroodas's opinion, and he stuck to it, with that quiet determination which so pre-eminently distinguished the man. On this occasion he was possibly overborne by the all-pervading influence of an irresistible public feeling, which punctuated our hearths and our homes, and captured the minds of young and old, rich and poor, men and women alike. All bitterly resented the partition. Some pretended to be neutral. Office-seekers and sycophants affected to be pleased.

"A Nation in Making" P, 815

BOOKS WRITTEN.

Hindu Law of Marriage and Stridhana.

(Being the Tagore Law Lectures for 1878)

The elements of Arithmetic.

First Edition 1876.

Dr. Gooroodas Banerjee has rendered an important service to Indian students by the publication of his book on Arithmetic. He has not written the book for the sake of book-making, for to a successful legal practitioner the profits of book-craft can scarcely be an inducement for undertaking the drudgery of writing a school-book. He is a distinguished mathematician among our graduates, and his work under notice does him much credit.

Dr. Banerjee, we feel persuaded, was induced to prepare his Arithmetic from a conviction of the necessity of such a publication. There are many text books on Arithmetic extant, which are all very good in their way, but none that we know of exactly suits the Indian learner. Mr. Bernard Smith's work is the most popular Arithmetic text-book, but with all his endeavours to adapt it to the wants and capacities of Indian youths we cannot say he has entirely succeeded in his attempt. Apart from the question of adaptation, Dr. Banerjee's book has the special merit of giving such a lucid explanation of the principles on which the rules are based that for that alone the compilation ought to be universally prized. We would challenge a reference to the "Rule of

Three" and ask whether it is possible to be more scientifically clear, and whether the explanations do not reach the humblest intellect. We may similarly take up the rules for finding the roots of square and cubic numbers. We cannot help noticing the admirable execution of the typographical part of the work both as regards accuracy and printing. It is seldom that a book of figures is issued from a Native Press, which has not a bulky sheet of corrections appended to.

Hindoo Patriot 12. 1. 80.

A Few Thoughts on Education.

First Edition-September 1904.

Second Edition-December 1909.

The preface, the introduction, and some letters are reproduced below to give some idea of the work.

Preface to the First Edition.

The educational problem in India presents many peculiarities not to be met with in any other country. Thus, Indian students have to acquire knowledge through the medium of a difficult foreign language, and this not only overtaxes their energies, but also cramps their thoughts. Then again, while on the one hand, the circumstances of the country and the habits and sentiments of its people, make western methods and systems in their integrity often inapplicable to them, on the other hand, the control of Education rests with those who, from

their early training and their imperfect knowledge of the East, naturally consider those methods and systems equally efficacious here, and seek to enforce them accordingly. The diversity of the creeds, moreover, which our students profess, renders religious education in public schools and colleges extremely difficult. Owing to these and other peculiarities, much remains to be said about Indian Education notwithstanding the existence of many excellent works on Education generally.

I have had some opportunities of observing the operation of our system of education, first as a student, and then as a Lecturer on Mathematics in the Calcutta Presidency College and afterwards as a Lecturer on Mathematics and on Law in the Berhampur College, and latterly as a Fellow of the Calcutta University, and for some years as a member of its syndicate. I have found similar opportunities also in supervising the teaching of those whom nature has committed to my care, and in giving occasional instruction on Sundays to the students of the Entrance Class of a High School in my neighbourhood. It was when thus employed, that various suggestions for improving our system of Education occurred to me, from time to time and these have been embodied in the following pages. Most of them are trite and are generally accepted in theory as correct and they have been deemed fit for formal statement and inclusion in this book, only by reason of their being persistently disregarded in practice. There are some few again which afford room for doubt and discussion; and they are submitted for the considera-

tion of those engaged in teaching or in controlling teaching.

One main object of these suggestions is to make the work of the learner easy and interesting, by suitable explanation of complex and obscure matters, and by timely stimulation of his curiosity for knowledge. Though we may not be able to discover a royal road to learning, we should try to help the learner by removing unnecessary obstructions in the ordinary road to it.

If the presentation of my suggestions to the public leads to the adoption of any of them, or induces any one better qualified than myself to make more acceptable suggestions for educational reform, I shall consider my humble efforts amply rewarded.

INTRODUCTION.

1. The object of the following pages is, not to present to the reader a finished systematic treatise on Education, but to place before him a few stray thoughts on the subject, having special reference to the circumstances of India.

2. Education is one of the most powerful agencies in moulding the character and determining the future of individuals and of nations; and the question, how to regulate education so as to secure the best results, has engaged the attention of speculative thinkers and practical administrators in all ages and countries. At the present moment in India, that question is occupying a large share of public attention.

It may not therefore be deemed inopportune now

to offer a few suggestions relating to educational reform in this country for the consideration of the public.

- 3. The subject is large and may be viewed from many different points of view.

Education in its most comprehensive sense should aim at storing the mind of its recipient with useful knowledge, and training the powers of mind and body to healthful and harmonious action.

Considered with reference to its objects, education has to be dealt with under the different heads of Physical Education, Intellectual Education, Moral Education and Religious Education.

Or it may be considered with reference to its historical development, in which case, the different divisions of the subject will be Education in the Ancient World and specially in Ancient India, Greece and Rome, Education in the Middle Ages and the rise of Universities, and Education in Modern Times and the different Educational Theories.

Viewed again with reference to the nature of the agencies employed, the subject may be treated under the heads of Home or Private Education, Education at Public schools and colleges, and University Education.

Then again viewed with reference to the different stages of the pupil's progress, we have to consider Education during Infancy, Education during Boyhood and Education in Youth.

4. From a practical point of view, the last mentioned division of the subject is the one that may be most conveniently adopted. This division is not arbitrary,

but is based upon reason as different considerations apply to the conduct of education during the above mentioned three different periods; and it is the division according to which every father or other guardian guides himself in educating his son or ward.

remarks I wish to make will accordingly be under the three heads of :—

Education in Infancy.

Education in Boyhood, and

Education in Youth.

these will be followed by a few general obser-

1,

essional and Technical Education, and Education
al Lines.

LETTERS.

Government House, Calcutta.

December 18th., 1904.

R GOOROO DAS BANERJEE,

ve looked with extreme interest into your wise
tical examination of the sort of education that
an Indian youth ought to acquire and the manner in
which he ought to acquire it.

I hope that your countrymen will study your words
and follow your advice.

I am particularly glad that you fall foul of those
mischievous and detestable "keys". They never open
any lock but they break a great many that might other-
wise be opened.

Yours Sincerely,
CURZON.

Presidency College, Calcutta.

11th March, 1910.

DEAR SIR GOOROO DAS.

I am very glad that I met you yesterday but the little acknowledgment I was able to make of your gift to me does not adequately discharge the pleasant debt which your kindness has laid me under, nor will I be denied the pleasure of expressing my sense of it in writing. I feel it in two ways, through the intrinsic value of your book, which is, so far as I know unique in being a complete discourse on Education by a cultured Hindu, who all his life has been foremost in working to extend and deepen the desire for education in this country and has laboured to uphold high conceptions of what true education is. The book is and will remain a classic. I rejoice greatly that the demand for a second edition proves that it is so regarded by a wide public. Then also and this touches me more personally there is the kindness of your special thought of me ; that you should wish me to have a copy of your book inscribed in your own handwriting as the gift of the author. No books which one possesses are so valuable as these. They have double value ; their own value as books, and their value as a testimony of kindness and esteem. I put a high value on this gift of yours for both reasons.

Very Sincerely Yours,

H. R. JAMES.



REVIEW.

Indian Daily News. 16. 7. 10.

A Few Thoughts on Education. By SIR G. D. BANERJEE. S. K. LAHIRI and Co., Calcutta.

In one way it is something of a reflection against us in Bengal that so able and stimulating a brochure on education as SIR GOOROO DASS'S "Few Thoughts" should have only just reached its second edition although it was first published so long as six years ago. Still the second edition is to be welcomed and it will carry with it good wishes for its sale, not merely for the sake of the veteran educationist its author, but for the benefit of those teachers who read and study it. The easy style and the clear and logical marshalling of its hints and information makes it a singularly interesting and readable book even for those who are not teachers. The new edition is substantially the same as the earlier one but it has been revised throughout and a few additions have been made among which may be mentioned particularly the sections on the direct teaching of languages, the supersession of Euclid and education on national lines. The volume is well produced and tastefully printed by the wellknown firm of S. K. LAHIRI and Co.

Elementary Geometry according to Modern Method.

First Edition 1906.

The preface, after stating the points of difference between the modern method and the method of Euclid, proceeds as follows :—

“The advantages of Euclid’s method at one time seemed to me to outweigh its disadvantages, and induced me to think that his *Elements of Geometry*, with suitable modifications, should be adopted as the text book in Geometry for the beginner. But it has since appeared to me to be necessary to lighten the labour of the student in acquiring a knowledge of Elementary Geometry, so that he may be able to spare time and energy for studying other subjects ; and I am now of opinion that Euclid may well be replaced by Modern Geometry.

But if Euclid is to be superseded, our chief aim should be to help the beginner in the subject in learning, with ease and within a short time, all the important elementary truths of Geometry. In this little book I have accordingly omitted all unimportant propositions, and tried to give the substance of the first six books of Euclid in 50 Theorems and 25 Problems.

*

*

*

*



The Education Problem in India

November 1914.

The following extract from the Introductory Remarks shows the different heads of the subject treated.

I. Statement of the Education Problem and of a few fundamental principles.

II. Different kinds of Education.

III. Control of Education.

IV. Organization of a System of Education.

V. Methods of imparting Education.

VI. Modes of testing Education.

Principal H. R. JAMES wrote as follows :

I am now reading your book through carefully page by page ; I am doing so with growing pleasure partly because I find myself closely in agreement with you on so many points, partly because of the spirit of moderation and reasonableness and suavity with which it is all written.

I don't want to conceal points of difference. Some there are and will remain ; but it is an exhilaration to find how often I agree for then at least I feel I am not wrong.

I am going to present copies to the libraries of each of our schools—whether or not they have copies already—as may well be. Then, if I have your concurrence, I propose to review the book at some length in the College magazine and possibly in some other paper. I consider the book a very valuable contribution to the working out of the problems of which it treats.

Sincerely Yours

H. R. JAMES.

Narikeldanga, Calcutta,
11th December 1914.

Dear Mr. Biss,

I beg to send by Book Post
for your kind acceptance a copy of my
little book entitled "The Education Problem
in India".

I fear you will find much
in it that may not quite accord with usually
accepted views. But I hope there will be
found nothing in it which can appear to
a scholar & an educationist of your depth of
culture & breadth of mind, unfit to be submitted
for the consideration of those who guide the
Education of the country.

With best regards,
I remain,
Yours sincerely,
Gooroodan Banerjee



Sir N. D. BEATSON BELL wrote :—

DEAR SIR GOOROO DAS

I have been reading with pleasure your book on "The Education Problem in India." It was good of you to send it to me. There are of course some points on which we agree and others on which we disagree ; but I 'am always glad to hear the "other side" of the question, specially when it is stated with the charm and lucidity of SIR GOOROO DAS.

With kind regards, I remain

Yours Sincerely,

N. D. BEATSON BELL.

জ্ঞান ও কৰ্ম্ম

প্রথম সংস্করণ ১৩১৬

এই বৃহৎ গ্রন্থের কিছু পিচিয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রন্থকর্তার বিজ্ঞাপন
এবং কয়েকজন মনীষীর মন্তব্য নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

বিজ্ঞাপন :

জ্ঞান ও কৰ্ম্ম সম্বন্ধে সময়ে সময়ে মনে যে সকল কথা উদয় হইয়াছিল তাহার কতকগুলি কিঞ্চিৎ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এই পুস্তকে প্রকাশ করিলাম। তাহার অধিকাংশই পুরাতন কথা, তবে মধ্যে মধ্যে দুই একটা নূতন কথা থাকিতে পারে, এবং কোন কোনস্থলে পুরাতন কথাও একটু নূতন আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে।

পুরাতন কথা এই ভাবিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি যে, তাহা জনসমাজে কথায় পরিগৃহীত হইলেও এখনও ততদূর কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অতএব তাহার পুনরুক্তি নিতান্ত নিশ্চয়োজন নহে।

এই গ্রন্থোক্ত অনেকগুলি কথা লইয়া মত ভেদ হইতে পারে। কিন্তু সে সকল কথা মানব জীবনের উদ্দেশ্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ ও তাহার তত্ত্বনির্ণয় অতীব বাঞ্ছনীয়। এবং ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ কর্তৃক তাহার আলোচনা হইলে সেই তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ সহায়তা হইতে পারে, এরূপ আশা করা যায়।

এ পুস্তকের ভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রতিপাত্ত বিষয় সকল প্রয়োজনীয় হইলেও প্রায়ই যেরূপ নীরস, তাহাতে গ্রন্থের ভাষা সরস হইলেই ভাল হইত। কিন্তু সরস হওয়া পরের কথা, সর্বত্র সরল হইয়াছে কিনা, সন্দেহ। বাঙ্গালায় দর্শন বিজ্ঞান বিষয়ক প্রচলিত পরিভাষার অভাবই সেই সন্দেহের কারণ। অথচ আবার যে সংস্কৃত ভাষা জগতে উচ্চ ও সুন্দর পরমার্থ চিন্তার অসামান্য সহায়তা করিয়াছে, তাহারই জ্যেষ্ঠা কন্যা বঙ্গভাষা যে আমাদের কেবল নিশ্চিন্ত অবসর কালের কাব্যামোদদায়িনী নম্রসখী হইবার যোগ্যা, কিন্তু গভীর চিন্তার সময়ে তত্ত্বনির্ণয়ে আবহুকুল্য বিধায়িনী সঙ্গিনী হইবার অযোগ্যা, একথাও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। (১) সেই বঙ্গভাষায় আমার বক্তব্য বিষয়গুলি বিশদভাবে ব্যক্ত করিতে যথাসাধ্য বৃত্ত করিয়াছি। সে বৃত্ত যদি কোথাও নিষ্ফল হইয়া থাকে তাহা আমার দোষে, বঙ্গভাষার দোষে নহে।

(১) বঙ্গভাষার ভাব প্রকাশিকা শক্তির সম্বন্ধে একজন ইংরাজ পণ্ডিত পিতৃদেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কয়েকছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

Cambridge
2nd February 1914.

My Dear SIR GOOROO DASS,

I am much touched by your great kindness in sending copies of your books to an obscure old গুরু মহাশয় like me. Please believe that I make no pretention to be a Pandit, in my own or any other language. But I teach elementary Bengali here to I. C. S. probationers, and since it is my duty to show them how expressive,

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্র—

গুরুদাস বাবু

তোমার ‘জ্ঞান ও কর্ম’ গ্রন্থের প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠা হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছে। আমি না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে বাঙ্গালা ভাষাতে এরূপ উচ্চদরের গ্রন্থ অত্য়াপি আর হয় নাই। আত্মোপাস্ত অতি মহার্ঘ্য অতি গুরুতর বিজ্ঞতা (wisdom)তে পরিপূর্ণ। এত বিজ্ঞতার কথা একাধারে সমাহত করিতে যে কি পর্য্যন্ত শাস্ত্র জ্ঞান ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা বাক্যাভীত। সেই সঙ্গে আবার দেখিতেছি যে রচনার পারিপাট্য ভাবের গভীরতা অপেক্ষা কোন অংশেই নূন নহে। একটিও নূতন শব্দ সৃষ্টি করা হয় নাই অথচ দ্রুত ও দ্রবগাহ সমস্ত তত্ত্বই বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়াছে। কোনও পাঠকের এরূপ বলিবার অধিকার নাই যে ভাষার অব্যক্ততা বশতঃ বুদ্ধিতে পারিলাম না। তবে ভাবের দ্রুততা নিবন্ধন যদি কেহ কোন অংশ বুদ্ধিতে না পারেন তাহা স্বতন্ত্র কথা। আমি দেখিতেছি তোমার এ গ্রন্থখানি আমাদিগের স্বদেশের ও স্বভাবের একটি গৌরব ও শ্লাঘার বিষয় হইয়াছে এবং বাঙ্গালা শাস্ত্র মধ্যে আপাততঃ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

নিজে লিখিতে অনেক সময় কষ্ট বোধ হয় এই নিমিত্ত কিয়দংশ পত্রের দ্বারা লেখাইয়া লইলাম ইহা দ্রষ্টব্য। ইতি—

(স্বাক্ষর) শ্রীকৃষ্ণকমল শর্মা।

supple and beautiful a language it is, it is also my duty to try and keep up my acquaintance with the ভাষা and hence the quite elementary attempts to secure and impart information which have procured me your kind letter and present.

*

*

*

*

Yours very Sincerely,

J. D. Anderson

(M. A. I. C. S. retired)

ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র—

৩

শান্তি নিকেতন

বোলপুর।

বহুমান ভাজনেশু

সবিনয় প্রণতি পূর্বক নিবেদন—

আপনার প্রেরিত “জ্ঞান ও কর্ম” গ্রন্থখানি গতকলা আমার হস্তগত হইয়াছে। কালই আমি পাঠ আরম্ভ করিয়াছি। দ্রুতবেগে পড়িয়া ফেলিবার মত জিনিষ ইহা নহে। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে ভাষা ও যুক্তি বিতাস যতদূর পর্য্যন্ত সহজ হওয়া সম্ভব তাহা হইয়াছে। একরূপ ভাষার সারল্য রচনার নিবিড়তা এবং যুক্তি বিচারের বিশদ সূক্ষ্মজ্ঞতা আপনার মত পাকা হাতে ছাড়া ইহবার জো ছিল না। ইহার মধ্যে আপনি যে সকল তত্ত্বকথার অবতারণা করিয়াছেন তাহার সমস্তই গ্রহণ করিতে না পারিলেও শ্রদ্ধার সহিত এবং উৎসুক্যের সহিত পাঠ করিতেছি। সূচিস্তিত শ্রেণীবদ্ধ আকারে কোন মনন সাধ্য বিষয়কে একরূপ সর্কাসঙ্গীনভাবে পরিব্যক্ত করিয়া প্রকাশ করা বাংলা ভাষায় ইহার পূর্বে আর দেখি নাই। আশা করিতেছি এইবার আপনার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আরো অনেক লেখক সাধ্যমত এই মহাজনের পস্থা অবলম্বন করিবে। নতুবা বাংলা সাহিত্য ইহাতে চিন্তা প্রণালীর আলস্ত এবং রচনা প্রণালীর শৈথিল্য কিছুতেই দূর হইবে না। এ সম্বন্ধে আমার মত অভাজন বিস্তর পাপ করিয়াছে কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ভার বিধাতা আপনাদের হাতে দিয়াছেন ইহা দেখিয়াই আজ আমি আনন্দ বোধ করিতেছি। আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি ১৬ই ফাল্গুন ১৩১৬

স্নেহপ্রার্থী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ, পি, আর, এস, মহাশয়ের পত্র—

শ্রীহরি

২৬—২—১০

শ্রীচরণে

প্রণাম পূর্বক নিবেদন—

আপনার প্রীতি-উপহার “জ্ঞান ও কর্ম” এবং Thoughts on Education 2nd Edition পাইয়া আপনাকে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। “জ্ঞান ও কর্ম” পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। আপনি স্বয়ং জ্ঞান ও কর্মের সজীব সমন্বয় আপনার গ্রন্থ হইতে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতেছি ইহা অভাবনীয় নহে। কিন্তু গ্রন্থের আলোচ্য প্রদত্ত সমূহের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতায় বিস্মিত হইতেছি।

*

*

*

*

প্রণতঃ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

দর্শনাচার্য্য ডাক্তার পি, কে, রায় ডি, এস, সি, মহাশয়ের পত্র—

1st March 1910

MY DEAR SIR GOOROO DAS,

I thank you most heartily for your kind letter of the 25th Feby' and for the two books you have so generously presented me.

*

*

*

*

The other book “জ্ঞান ও কর্ম” is a very valuable contribution to our vernacular literature. It is I believe the first book of its kind. It will occupy the same position

in Bengali as Locke's "Essay on the Human Understanding" has had in English literature. It combines theory and practice in a remarkable way. It is sure to be read and re-read. I have not yet been able to read the whole book : but from what I have read of it, I think you have done a great service to the cause of clear thinking and right living by the writing and publication of this book.

* * * *

Yours Sincerely,
P. K. RAY.

—

দর্দ সিংহর পত্র—

Legislative Department India.
Calcutta 18. 2. 1910.

Dear Sir Gooroodas

I sincerely appreciate the compliment you have paid me by sending me your 2 books and I thank you heartily.

Your book on Education I had seen before. The Bengali Essays "জ্ঞান ও কর্ম" are quite new to me and I am sure they will be to me both interesting and instructive. I will write to you again when I have read them all.

But as I happened just now to read a few pages (414-418 dealing with the relations between Britain and India) I cannot help expressing my warm admiration for the manner in which you so moderately and yet so cogently point out the errors to which both sides—rulers and ruled—are so liable. Taking our respective credit

and debit sides of the account, do you not think that the ruling nation has got some more substantial—I mean material—benefit, than শ্রদ্ধা towards আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুশীলন ও সংকম অভ্যাস? But perhaps you mean that is their chief gain, though there are others. If so, I entirely agree.

Thanking you again

I remain

Yours very sincerely

S. P. SINHA.

শিক্ষা—(১৯০৭)

ইহা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। ইহার ভূমিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভূমিকা:

অন্য শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট আমি অতি সঙ্কুচিতভাবে উপস্থিত হইতেছি। যে বিষয়ের কথা বলিব তাহা প্রয়োজনীয় হইলেও অতি কঠিন ও তাহার যথাযোগ্য পর্যালোচনা করিতে পারিব কিনা সন্দেহ। যাহা বলিব তাহা প্রায়ই পুরাতন কথা, শুনিতে কাহারও আগ্রহ হইবে না। আর তাহার মধ্যে যে দুই একটি নূতন কথা থাকিতে পারে তৎসম্বন্ধে এত মত ভেদ যে তাহা গ্রহণ করিতে অনেকেই সম্মত হইবেন না। পরন্তু যাহা বলিব, তাহা শব্দ বিস্তার দ্বারা সাজাইয়া বলিবার অভ্যাস নাই ইচ্ছাও নাই স্মরণ্য সে সকল কথা সমাদৃত হইবার আশা অতি অল্প। কিন্তু তাহা শিক্ষক সম্প্রদায়ের নিত্য প্রয়োজনীয়, এবং যদিও তাঁহাদের অভাব নাই, তথাপি তাহা একেবারে প্রত্যাখ্যাত না হইতে পারে।

শিক্ষা যে কঠিন বিষয়, শিক্ষার সূক্ষ্মতার অল্পতাই তাহার প্রচুর প্রমাণ। শিক্ষার্থীর সংখ্যা যত, শিক্ষা লাভে কৃতকার্য ব্যক্তির সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক অল্প। শিক্ষা সহজ বিষয় হইলে এরূপ ঘটিত না।

শিক্ষা যে আবশ্যক, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। বস্তুতঃ শিক্ষা দ্বারাই মনুষ্য জ্ঞানবান ও কর্মক্ষম হয়, এবং শিক্ষাই আমাদের উন্নতির উপায়। পৃথিবীতে যে সকল জাতি সভ্যতার উচ্চশ্রেণী অধিকার করিয়াছে তাহারা সকলেই সুশিক্ষার গুণে স্ব স্ব স্থান পাইয়াছে।

শিক্ষা আবশ্যক অথচ কঠিন ইহা বুঝিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে সকল সভ্য জাতিই শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে। স্মরণ্য শিক্ষা বিষয়ক অনেক কথাই পুরাতন। কিন্তু পুরাতন বলিয়া সেই সকল কথার প্রতি লোকের অনুরাগ অল্প, কার্যকালে তাহা অনেকেই বিস্মৃত হইয়া থাকেন, অতএব তাহার পুনরাবৃত্তি নিত্যন্ত নিশ্চয়োজনীয় নহে।

শিক্ষা সহস্রীয় নূতন কথাও অনেক আছে, যথা প্রাচীন সাহিত্য শিক্ষা নিশ্চয়োজন, ধর্মশিক্ষা অনাবশ্যক, ইত্যাদি। ঐ সকল কথা লইয়া বোরতর মতভেদ আছে, এবং তাহারও আলোচনা আবশ্যক।

এক্ষণে শিক্ষা বিষয়ক কথা পর্যালোচনার পদ্ধতি স্থির করা আবশ্যক কারণ, এ আলোচনা উদ্দেশ্য ভেদে নানা পদ্ধতিতে করা যাইতে পারে। যথা ঐতিহাসিকভাবে, দার্শনিকভাবে রাজনৈতিক ভাবে, ইত্যাদি।

কালানুসারে শিক্ষার ক্রমবিকাশ দেখাইতে হইলে, ঐতিহাসিকভাবে, মানসিকবৃত্তির উন্নতি অনুসারে শিক্ষার ক্রমবিকাশ দেখাইতে হইলে, দার্শনিকভাবে, কিরূপ শিক্ষার দ্বারা রাজ্য শাসনের সুবিধা হয় দেখাইতে হইলে, রাজনৈতিকভাবে, শিক্ষার বিষয় পর্যালোচনা করিতে হয়। আমাদের এখানকার উদ্দেশ্য সে সকল বিষয় নহে। কিরূপ শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীর পূর্ণ ফললাভ হয়, তাহাই স্থির করা আমাদের উদ্দেশ্য,

এবং তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, নিম্নলিখিত ছয়টি বিষয়ের পৃথক আলোচনা
করাই এহলে যুক্তিসিদ্ধ পদ্ধতি বলিয়া বোধ হইতেছে—

- ১ম শিক্ষার উদ্দেশ্য
- ২য় শিক্ষার্থীর প্রকৃতি
- ৩য় শিক্ষকের লক্ষণ
- ৪র্থ শিক্ষার বিষয়
- ৫ম শিক্ষার উপকরণ
- ৬ষ্ঠ শিক্ষার প্রণালী

—o—

সরল গণিত ১ম ভাগ পাটীগণিত—(১৩২০) আষাঢ়

এ ২য় ভাগ বীজগণিত—(১৩২০) ফাল্গুন

এ ৩য় ভাগ জ্যামিতি—(১৩২১) বৈশাখ

বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টির জন্ত এই তিনখানি পুস্তক লিখিত হইয়াছিল।

এই সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে বাহা লিখিত আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

পাটীগণিতের বিজ্ঞাপন :

* * * *

- এতদ্ব্যতীত অনেকে মনে করিতে পারেন, উচ্চশিক্ষার্থীরা ইংরাজি জানেন ও ইংরাজি জানা তাঁহাদের আবশ্যক, এবং ইংরাজিতে যখন শেখোক্ত (পাটীগণিতের তত্ত্বানুশীলনোপযোগী) শ্রেণীর গ্রন্থের অভাব নাই, তখন বাঙ্গালা ভাষায় সেরূপ গ্রন্থ নিম্প্রয়োজনীয়।

কিন্তু বঙ্গভাষার সৌষ্ঠব সংবর্দ্ধনার্থে তাহাতে সাহিত্য ইতিহাসাদি বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন যেমন বাঞ্ছনীয়, গণিত বিষয়ক দুই একখানি গ্রন্থ প্রণয়নও তেমনই বাঞ্ছনীয়। এবং ইহাও হৃৎথের বিষয় যে, এই স্মৃতির

বাস্তালা ভাষা, যাহার ভাব প্রকাশিকা শক্তির কোন অভাব নাই, আমাদের কেবল অবকাশকালের আনন্দ বিধান করিবে, এবং সরল গণিতের সামান্য তত্ত্বচিন্তার নিমিত্ত ও আমাদেরকে ভাবান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

এই সকল বিষয় ভাবিয়া আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা শিশুদিগের পাঠ্য নহে, একাদশ দ্বাদশ বর্ষীয় বালকদিগের পাঠ্যোপযোগী হইবে। এবং ইহা পাঠ করিলে বাহ্যতে স্বল্প সাহায্যে তাহারা সরল পাটীগণিতের মূলতত্ত্বগুলি বুঝিতে সমর্থ হয়, অন্ততঃ তাহা জানিতে উৎসুক হয়, তাহার চেষ্টা করিয়াছি। যে যে স্থলে অঙ্কের পরিবর্তে অক্ষর প্রয়োগ দ্বারা পাটীগণিতের নিয়ম বা নিয়মের হেতু সুপ্রকাশ বা সুপ্রমাণ করা সহজ হয়, তদন্তঃস্থলে বীজগণিত হইতে পাটীগণিতের পার্থক্য রক্ষার অনর্থক অনুরোধে অক্ষর প্রয়োগে বিরত হই নাই। বরং এইরূপে ক্রমশঃ, অঙ্কের স্থলে অক্ষর প্রয়োগ দ্বারা শিক্ষার্থীকে বিশেষ দৃষ্টান্তের আলোচনা হইতে সাধারণ তত্ত্বানুশীলনে অভ্যস্ত করা, এবং পাটীগণিত পাঠ হইতে বীজগণিত অধ্যয়নে উপনীত করা, যুক্তি সিদ্ধ বলিয়াই মনে করিয়াছি।

এই পুস্তক প্রণয়নের উদ্দেশ্য উপরে একপ্রকার ব্যক্ত করিয়াছি। ফলের আশা অব্যক্ত রাখাই কর্তব্য।

বীজগণিতের বিজ্ঞাপন।

বাস্তালা ভাষায় বীজগণিতের গ্রন্থ অধিক নাই। অধ্যাপক ৮ প্রদত্ত কুমার সর্বাধিকারী মহাশয়ের প্রণীত একখানি, ও প্রসিদ্ধ লেখক ৮ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত আর একখানি, এই দুইখানি বাস্তালা ভাষায় বীজগণিত দেখিয়াছি। প্রথমোক্ত পুস্তকে শ্রেণী পর্য্যন্ত, ও দ্বিতীয়োক্ত পুস্তকে সনীকরণ পর্য্যন্ত, আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাও

এখন হুস্তাপ্য। আমার পাটীগণিত রচনাকালে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি বীজগণিত, ও একখানি আধুনিক প্রণালী অনুসারে জ্যামিতি, রচনা করিবার ইচ্ছা ছিল। এবং তজ্জন্ত আমার প্রণীত পাটীগণিতের পুস্তককে সরল গণিতের প্রথম ভাগ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, আর বীজগণিত ও জ্যামিতি তাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগরূপে প্রকাশ হইবে মনে করিয়াছিলাম। তদনুসারে এই বীজ গণিতের পুস্তক প্রণীত হইল।

পাটীগণিতের অনেকগুলি গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও যে যে কারণে আমি একখানি পাটীগণিত রচনায় প্রবৃত্ত হই তাহা ঐ পুস্তকের বিজ্ঞাপনে বাক্ত করিয়াছি। সে সমস্ত কারণ বাঙ্গালা ভাষায় বিরল বীজগণিত রচনা সম্বন্ধে আরও প্রবলরূপে খাটে। এবং তাহার পুনরুক্তি নিশ্চয়োজন।

এই গ্রন্থখানি কোন ইংরাজি বীজগণিতের অনুবাদ বা অনুকরণ নহে। তবে স্থানে স্থানে প্রচলিত ইংরাজি বীজগণিত হইতে, বিশেষতঃ মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়ের বীজগণিত হইতে, সাহায্য পাইয়াছি। ইহাতে যে কথা যে প্রণালীতে বলিলে বিভাগার্থীর মূল তত্ত্ব বুঝিবার সুবিধা হয় মনে করিয়াছি, সেই কথা সেই প্রণালীতে বলিয়াছি।

উচ্চ বীজগণিতের অনেক বিষয় ইহাতে নাই। কিন্তু বাহা আছে তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ এবং আই-এম-সি পরীক্ষায় যতদূর আবশ্যক তদপেক্ষা নূন নহে।

জ্যামিতির বিজ্ঞাপন :

বঙ্গভাষায় সরল জ্যামিতির পুস্তকের মধ্যে সর্বাগ্রে বোধ হয় ৬ কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম ছয় অধ্যায়ের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তাহার পর ঐ গ্রন্থের আরও কয়েকখানি অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন মল্লিক মহাশয়ের

প্রণীত অম্বুদ বিধের উল্লেখযোগ্য। ইহাতে ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম ছয় অধ্যায় এবং একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ের কিয়দংশ আছে। কিন্তু সেই সম্পূর্ণ সংস্করণ এখন হুস্ত্রাপ্য, কেবল প্রথম তিন চারি অধ্যায়ই সচ্যায় পাওয়া যায়। তদ্বিধ ইউক্লিডের জটিলতা ও বাহুল্য দোষ পরিত্যাগ পূর্বক কিঞ্চিৎ নূতন প্রণালীতে একখানি জ্যামিতির গ্রন্থ ৮রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্তৃক প্রণীত হয়। তবে তাহাতে কতকগুলি কথা অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে, এবং ঘনায়তনের কোন কথাই আলোচিত হয় নাই। সে গ্রন্থখানিও এখন হুস্ত্রাপ্য।

ইউক্লিডের জ্যামিতি বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া সরল জ্যামিতির একমাত্র পাঠ্য পুস্তক বলিয়া গৃহীত ও প্রচারিত হইয়া আসিতোছিল। সেই পুস্তকের অনেক গুণ আছে, কিন্তু দোষও আছে। ইউক্লিডের প্রমাণ প্রণালীর যেমন সম্পূর্ণতা ও বিস্তৃতা গুণ আছে, তেমনই তাহার জটিলতা ও বাহুল্য দোষও আছে।

*

*

*

এই সমস্ত কারণে ইউক্লিডের জ্যামিতির পরিবর্তে কিঞ্চিৎ নূতন প্রণালীতে ইংরাজি ও অষ্ট্রাখ ইউরোপীয় ভাষায় অধুনা অনেকগুলি জ্যামিতির গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আমিও ইংরাজি ভাষায় ঐরূপ একখানি জ্যামিতি রচনা করিয়াছি। তাহাতে প্রমাণ প্রণালীর বিস্তৃতা ও সরলতা রক্ষা করিয়া, আবশ্যকীয় বিষয়গুলির আলোচনা সঙ্ক্ষিপ্ত, ও প্রতিজ্ঞাগুলির পারস্পর্য্য স্পষ্টত্বলাবদ্ধ করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি।

এই পুস্তকখানি আমার প্রণীত সেই সরল জ্যামিতির বঙ্গভাষায় অনুবাদ। ইহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ এবং আই-এস্ সি পরীক্ষা পর্য্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয় সমস্তই আছে এবং তদতিরিক্ত আরও কোন কোন বিষয় আছে।

বাঙ্গালা ভাষায় এখনও এ প্রণালীতে রচিত জ্যামিতির কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গভাষায় এখন নানাবিধে নানাবিধ গ্রন্থ রচিত হইতেছে। আধুনিক প্রণালীর একখানি জ্যামিতির বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই মনে করিয়া আমার ইংরাজি সরল জ্যামিতির এই বাঙ্গালা অনুবাদ প্রস্তুত ও প্রকাশিত করিলাম। ইহা পঠিত ও প্রচারিত হইবে কিনা বলিতে পারি না। ইতি—

A Note on the Devanagari Alphabet for Bengali Students. 1893.

This note was written for "any little help that may be given to the Bengali student to facilitate his learning to read and write Devanagari."

জীবনের শেষ কয়েক দিবসের কথা। (১)

ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

১৩২৫ সাল ৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার—

আমি ১০।১২ ষষ্ঠা বাড়ীতে ছিলাম না, স্থানান্তরে কার্য্য বশতঃ অল্পপস্থিত ছিলাম। রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকায় বাটী ফিরিয়া গুলিলাম নারিকেলডাঙ্গা হইতে বহুবার আমার সন্ধান লোক আসিয়াছিল;

(১) ১৩২৫ সালের ২৫শে আশ্বিন (ইংরাজি ১২ই অক্টোবর ১৯১৮) দুর্গা পূজার সপ্তমীর দিন পিতৃদেবের শেষ পীড়ার সূত্রপাত হয়। এই আশাশয় পীড়া তাঁহার মধ্যে মধ্যে হইত। পিতামহী দেবীর এই পীড়াতেই মৃত্যু হয়।

পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ৩রা কান্তিক ইংরাজি ২০শে অক্টোবর পিতৃদেব জিহ্ন করিয়া উইল করেন এবং ঐ দিবস বৈকালে ডাক্তার প্রাণধন বসু এবং কবিরাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন মহাশয়দ্বয় আসিলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার পূর্বে উইল দস্তখত করিয়া তাঁহাদিগকে সাক্ষী হইতে অনুরোধ করেন।

কবিরাজি চিকিৎসায় পীড়ার কিছু উপশম হইয়াছিল এবং জগদ্ধাত্রী পূজার সময় তিনি কিছু সুস্থ ছিলেন। সেই জগ্ন বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত পূজা বন্ধ হয় নাই কিন্তু কাহাকেও বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে ভরসা করেন নাই। আত্মীয়, প্রতিবাসী এবং বন্ধুগণকে কিছু প্রসাদ পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। সেই প্রসাদের সহিত যে পত্র পাঠাইয়া ছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রয়োজন—আমার তথায় শীঘ্র যাওয়া । আমি অল্প কথার কথা পূর্ন হইতেই জানিতাম, কিছু বুঝিতে অবশিষ্ট রহিল না । সেই সময়ে আমার মনে একটা আকস্মিক ফোভের উদয় হইল—বুঝি ইহকালে সেই আশুকাব পুরুষের স্বভাব উজ্জল জীবিত কান্তি আর আমার সম্মুখে শোভা বিস্তার করিবে না । যাহা হউক কোনরূপে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া একটা দ্রুতগামী যানের সাহায্যে নারিকেল-ডাঙ্গার বাটীতে উপস্থিত হইলাম । দেখিলাম—আমার প্রতীক্ষায় দ্বার-দেশে অনেকেই উপস্থিত আছেন । পৌঁছিবামাত্র রুগ্নশয্যাপার্শ্বে নীত

শ্রীশ্রীভূগা

সহায় ।

৬ জগদ্ধাত্রী

“সবিনয় নিবেদন—

অগ্র শ্রীশ্রী ৬ পূজা । আমি কঠিন পীড়ায় শয্যাগত ; তবে এ যাত্রায় বোধ হয় জগন্মাতা রক্ষা করিলেন ; তাই এ দীন ভবনে তাঁহার পূজা বন্ধ হয় নাই । কিন্তু আমি আপনাদের অভ্যর্থনায় অসমর্থ বিধায়ে আপনাদের শুভাগমন লাভের আশা করিতে পারি না ; স্নেহ লাভে যেন বঞ্চিত না হই । ইতি ২৬এ কার্তিক ১৩২৫ সাল ।

নিবেদক—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ।”

জগদ্ধাত্রী পূজার পর পীড়া পুনরায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং ৬ই অগ্রহায়ণ (২২শে নভেম্বর) পিতৃদেব বলেন যে তাঁহার পীড়ার উপশমের জন্য চিকিৎসক মহাশয়েরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও nature সাহায্য করিতেছে না এবং সেই দিন তিনি তাঁহার বাগবাজারের গঙ্গাতীরস্থ বাটীতে

হইলাম। আত্মীয়গণে গৃহের দ্বারদেশ পরিপূর্ণ, স্বয়ং কক্ষাভ্যন্তরে মেজের উপর বিস্তৃত শয্যায় শয়ান অবস্থায় আছেন। আমাকে দেখিবামাত্র পরিপূর্ণ মুখ হাস্তে বলিলেন “আমি আজ রাত্রিকালে আপনাকে অত্যন্ত কষ্ট দিলাম।” উত্তরে বলিলাম—আপনি আমার কোন কষ্ট দেন নাই, তবে দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার স্থানান্তরে গমন জ্ঞাত এবং শীঘ্র দেখা করিতে না পারায় আপনার অসুস্থ দেহে উদ্বেগের কারণ হইয়াছি—এই ভাবিয়া মনে মনে দুঃখ অনুভব করিতেছি। “আমি গাত্ৰোত্থান করিয়া আপনাকে প্রণাম করিতে অক্ষম; এইজন্য অনুমতি করুন যেন এই শয়ান অবস্থায় অভিবাদন করিতে পারি।

ষাইবার জন্য মনস্থ করেন। এই বাড়ী তিনি পিতামহী দেবীর জন্য নির্মাণ করেন এবং এই বাড়ীতে চারি রাত্রি বাস করিয়া পিতামহী দেবী গঙ্গাগর্ভে সন্ধানে স্বর্গলাভ করেন।

এই বাটীতে ষাইবার মনস্থ করিয়া সেইমত ব্যবস্থা করিবার উপদেশ দেন এবং গুরু পুরোহিত এবং বাড়ীর সকলের সহিত একে একে ডাকাইয়া কথাবার্তা কহেন এবং এক বাড়ী হইতে অপর বাড়ী ষাইতেছেন বলিয়া সকলকে সান্ধনা দেন। সেই রাত্রে তাঁহার শ্রাদ্ধের সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ে সবিশেষ উপদেশ দিয়া রাত্রি ১টার পর বিশ্রাম করেন। কাজ পড়িলে তিলমাত্র বিদ্রোহ না করিয়া তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে এই ছিল তাঁহার জীবনের চিরাভ্যাস নিয়ম এবং সংসার হইতে বিদায় লইবার দিনেও সেই নিয়মের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই।

গঙ্গাতীরে ১০ দিন বাস করিয়া ১৬ই অগ্রহায়ণ (২রা ডিসেম্বর) সোমবার রাত্রি ১০টা ৫০ মিনিটের সময় সম্পূর্ণ সন্ধানে দেহ ত্যাগ করেন।

আমি বলিলাম—তাহাই হউক। প্রণামান্তে বলিলেন—“আমি জীবনে আপনাদিগের বিনা অনুমতিতে কোন বিশেষ কার্য করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। দিবসে আপনার সাক্ষাৎ পাইলে অন্তই আপনাদের ওদিকে (গঙ্গাতীরে) বাইতাম, যেন কল্যা প্রাতে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়, কেননা নারিকেলডাঙ্গার হাওয়া আমার আর ভাল লাগিতেছে না। আমি একপ্রকার সুখে ও ছুঃখে বর্তমান বয়স পর্যন্ত জীবন অতিবাহিত করিলাম এবং আমার ভাগ্য অনেকের তুলনায় ভাল বই মন্দ নহে। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছি, এখনও একটি বন্ধন আমার আছে, তাহাও আপনার রূপায় শীঘ্রই খসিয়া বাইবে, সন্দেহ নাই। আমার সহিত আপনার কি সম্পর্ক জানেন?” আমি বুঝিতে পারিলাম ‘গুরু শিষ্য সম্পর্ক’ তাহার উদ্দেশ্য নহে, এইজন্ত আমি তাহাকেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন—“আমার মাতৃদেবী বয়স্থা হইয়া উঠিলেন সন্তান সম্ভাবনা ক্রমশঃই দূরবর্তী হইতেছে, ইহা দেখিয়া আমার পিতৃদেব খড়দহে (আমাদের আদিম নিবাস) আপনার পিতামহকে জানাইলেন—“বশিষ্ঠদেব ইক্ষাকু-বংশের কুলগুরু রাজা দশরথের অনুরোধে পুত্রোষ্টি যন্ত্র করিয়া রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন চতুর্ব্বাহ সৃজন করিলেন। আপনিও ত আমার কুলগুরু, আমার বংশ লোপ না হয় একরূপ একটি সুপুত্র কামনায় কোন কন্ঠের অনুষ্ঠান করিতে পারেন? এই কথা শুনিয়া আপনার পিতামহ শুভদিনে উপযুক্ত ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন, তাহার ফলে আমি গর্ভে স্থান প্রাপ্ত হইলাম। ভূমিষ্ঠ হইলে পিতামাতা আমার নাম রাখিলেন ‘গুরুদাস’। আমি সেই অবধি আপনাদের আজ্ঞা পালন করিয়া আসিতেছি। আপনার পূর্ব্বপুরুষ আমাকে আবাহন করিয়া আনিয়াছেন; আপনি সেই বংশের বর্তমানে জ্যেষ্ঠ

এবং শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে জলাঞ্জলি দিউন।” সেই সময় আমার মনে হইল—হতভাগ্য আমি, আমার উপরেই এই দুর্দশাগ্রস্ত ভারতের একটা উজ্জ্বল মনিকে জলে নিক্ষেপ করিবার ভার অর্পিত হইল ! হায় কন্মের কি গহনা গতি !

রাত্রি অধিক হইতে লাগিল দেখিয়া গাড়ী প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিলেন। আমি বাটা বাইবার উত্তোষ করিতেছি এমন সময়ে বলিলেন “যেন গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া প্রতিদিন উভয় সন্ধ্যায় আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি।” পরদিবস পূর্বাহ্নে বাইয়া দেখি তাঁহাকে তাঁহার গঙ্গাতীরের বাটতে আনা হইয়াছে। মুখ প্রফুল্ল, চিত্ত উদেগ-রহিত, স্তবরাং শান্ত। আমার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন “গঙ্গার লহরীমালা দেখিয়া এবং স্নিগ্ধ মুহূর্ত্ত সমীরণ সেবন করিয়া আমার অভূতপূর্ব্ব আনন্দ হইতেছে। এক্ষণে আমার কর্তব্য কি ?” আমি উপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকটা আবৃত্তি করিলাম—

ভিত্তে হৃদয়গ্রাস্তি স্থিত্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তেচাস্ত কস্মাণি ময়িদৃষ্টেখিলায়নি ॥

শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ইহার কি কোন পাঠান্তর আছে ?” আমি বলিলাম আছে, উপনিষদে ‘তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে’ এইরূপ পাঠ আছে। “আপনি ইহা কোথায় পাইলেন ?” আমি বলিলাম—শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন। “ওঃ কি সুন্দর ! অখিলায়নি ময়িদৃষ্টে সতি !” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া হৃষ্টচিত্তে আমাকে পুনঃ পুনঃ এই মন্ত্রটী উচ্চারণ করিতে বলিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনিও আবৃত্তি করিতেন। তিনি জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন, সমস্ত শাস্ত্র তাঁহার অধীত ছিল, তবে কেন তিনি আমার পশ্চাৎ এই মন্ত্রের অনুবৃত্তি করিতেন—এই প্রশ্ন আমার মনে উদিত হইত। রাত্রিকালে একদিবস বাটা

আলিয়া আহারের পূর্বে একখানি উপনিষদ গ্রন্থ (যাহা আমার শয্যাপার্শ্বে ছিল) বদ্বচ্ছাক্রমে উন্মোচন করিতেই সেই পৃষ্ঠায় একটি শ্লোক দেখিলাম তাহার ভাবার্থ এই যে ‘কোম কল্যাণকামী পুরুষ গুরু কিংবা পুরোহিতকে অতিক্রম করিয়া যেন মন্ত্র উচ্চারণ না করেন কেননা তাঁহাদিগের উচ্চারিত মন্ত্রই বিশেষ বীৰ্য্যবান হয়।’ তখন বুদ্ধিতে পারিলাম শাস্ত্রদর্শী মহাপুরুষ এই জন্তই আমাকে অগ্রগামী করিয়া পশ্চাৎ আমার অনুসরণ করিতেন।

রাত্রি প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পুনরায় সমীপবর্তী হইলাম। একটি প্রশ্ন করিলেন—“ঠাকুর! প্রেতলোক বলিয়া একটি কথা আছে না?” একটু স্থির হইয়া রহিলাম, এ দূরহ প্রশ্নের কি উত্তর দিব? যদি বলি আছে তাহা হইলে বুঝাইতে হইবে। যদি নাই বলি তাহা হইলেও উত্তর হইবে না। নিমেষকাল চিন্তাঘ্রিত থাকিয়া জ্ঞানভাণ্ডার সর্বলোক গুরু শ্রীশ্রীদক্ষিণামূর্তি দেবের চরণ কমল ধ্যান করিলাম অমনি একটু জ্ঞানালোক আমার ক্ষুদ্র হৃদয় ভিত্তিকে স্পর্শ করিল। উৎসাহিত হইয়া বলিলাম—নিশ্চয়ই প্রেতলোক আছে, শাস্ত্র বাক্য, ঋষিবাক্য অত্রান্ত, তাহাতে ভ্রম সঙ্কলতা কিছু মাত্রই নাই। যখন আমরা প্রেতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিয়া থাকি তখন নিশ্চয়ই প্রেতলোক আছে। তবে কিনা এই বিশ্বস্থষ্টির একটা সাধারণ নিয়ম আছে, সে নিয়মের ব্যতিক্রম কোন কালেই দৃষ্ট হয় না। পূর্ব কল্পের অবসানে যখন নূতন কল্প উন্মেষ প্রাপ্ত হইল, সেই সময়ে হিরণ্যগর্ভ (সমষ্টি মনবপুং) স্বীয় সংকল্পে প্রাপ্তবীয় কল্পের অল্পরূপ আকাশ, বায়ু, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত সৃজ্য বস্তুসৃজন করিলেন। সেই সময়ে দুইটি ভ্রাতারও জন্ম হইল। একটি আলোক অপরটি অন্ধকার। কিন্তু তাহারা সহজাত হইয়াও এমন নিয়তির

বশবর্তী হইল যে তাহাদের ছই ভ্রাতায় কোন দিন সাক্ষাৎ ঘটিল না। যেখানে আলোক সেখানে অন্ধকারের অধিকার নাই। প্রদীপ হস্তে অন্ধকার দেখিতে বাইলে উহা দূরে পলায়ন করে। এমন কি সহস্র বৎসরের অন্ধকার গৃহও একটা দীপাধায় আলোকিত হইয়া উঠে। এইরূপ যখন জাগতিক নিয়ম আলোকে আঁধারে, ছায়াতপে পরস্পর মিশ্রণ নাই তখন আপনি মহাপুরুষ, পিতৃমাতৃ গুরুভক্ত সন্তান, আচারে ব্যবহারে ধর্মে সমাজের শীর্ষস্থানীয়, সকলে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে আপনার আদর্শে পরিচালিত হইবে, সুতরাং ‘আলোক,’ আর প্রেতলোক অন্ধকার। দেহান্তে সেই পথ দিয়া যাইতে হয় বটে কিন্তু আপনি যখন সেই স্থান অতিক্রম করিবেন তখন সেই পুরী আপনার প্রদীপ্ত জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, প্রেতলোকবাসীগণ স্ব স্ব কৰ্ম্মফলে উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইবে। ইহা শুনিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া বলিলেন “এতই রূপা আপনার, আমাকে পদধূলি প্রদান করুন।” সেই সময়ে ছই তিনটা বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই গৃহে দণ্ডায়মান ছিলেন। শ্রীর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অগ্রতম। আমি তাঁহাদের আমার প্রতি নিশ্চল দৃষ্টি দেখিয়া সন্দেহ করিলাম—ইঁহারা হয়ত মনে মনে আলোচনা করিতেছেন—কে কাহাকে পদধূলি দিতেছে, কারণ গুরু-পুত্রের উপরূক্ত বেশ ভূষা আমার তখন ছিল না। অতএব তাঁহাদের মনস্তস্তির জন্ত একটা কথার অবতারণা করিলাম, বলিলাম বশিষ্ঠদেব কীরামচন্দ্রকে একদিন সম্বোধন করিয়া বলিয়া ছিলেন—“বৎস রাম, তুমি আমার উপদেশ যথাযথ পালন করিয়া একেবারে অবিদ্যামল শূন্য হইয়াছ এবং আমিও পূরণ ঋষি সুতরাং অত্যন্ত নিশ্চল। এখন দেখিতেছি তোমাতে এবং আমাতে কোনও পার্থক্য নাই। আমার আত্মা তোমাতে এবং তোমার আত্মা আমাতে এবং আমাদের উভয়ের

আজ্ঞা চরাচরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। দেখ আমি ইক্ষুাকু বংশের গুরু, চিরদিন তোমার, তোমার পিতা পিতামহ ও ততোধিক রাজ্য বর্গের প্রণাম গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু এখন তোমাতে আমাতে কোন প্রভেদ নাই; যেমন নন্দদার নিম্নল জল এবং চন্দ্রভাগার নিম্নল জল একত্র করিলে কোন পার্থক্য উপলব্ধি হয় না—তদ্রূপ। অতএব যখন কোন প্রভেদ নাই, তখন তুমি আমার একটা প্রণাম গ্রহণ কর” এই বলিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত মস্তকে স্পর্শ করিলাম। তাহা দেখিয়া মহাপুরুষ ঠিক বেন দেহ উত্তোদন করিবার প্রয়াস পাইলেন কিন্তু তাহা পারিলেন না। সেই অবস্থায় আমাকে বারংবার অভিবাদন করিয়া বলিলেন “আমার পরম সৌভাগ্য আপনার শ্রায় গুরু পাইয়াছি।” (আমি গুরুপুত্র হইলেও তিনি ঐরূপ সম্ভাষণ জানাইলেন) আমিও বলিলাম—আমারও পরম সৌভাগ্য আপনার শ্রায় শিষ্য পাইয়াছি। তাঁহার অমানিত্ব অদত্তিত্ব এবং আর্জবতা নিরীক্ষণ করিয়া উপস্থিত দ্রৈবর্গ চিত্র পুস্তকিকার শ্রায় অবস্থান করিতে ছিলেন এবং সকলেই আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

গঙ্গাতিরে আসিবার প্রথম কয়েক দিবস রোগের কোনরূপ যাতনা তাঁহাতে লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে ঔষধি সেবন করিবার অহরোধ করিতেন। আমি উপস্থিত আছি এমন সময়ে কোন একজন আত্মীয় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের প্রশংসা করিয়া খাওয়াইলে ভাল হয় এইরূপ অভিপ্রায় জানাইলে, মহাপুরুষ আমাকে গুনাইয়া বেন বলিলেন “আমার এলোপ্যাথি, কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথি সকল ঔষধেই সমান বিশ্বাস অর্থাৎ কোনটাতেই আমার শ্রদ্ধা নাই।” ইহার অর্থ বোধ হয় যাহা অবশুভাবী তাহার প্রতিকার নাই এই সত্যই তিনি অবধারণ করিয়াছিলেন।

এক দিবস প্রাতে দেখা হইলে যাতনা ব্যঞ্জক মুখে বলিলেন “আমি দেহের স্থান বিশেষে হাজিরা বাইবার কারণ তীব্র জ্বালা অনুভব করিতেছি, কিছুতেই আপনার উপদেশে স্থিতিলাভ করিতে পারিতেছি না।” সেই সময়ে ডাক্তার স্বরেশ প্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে বলিলাম—ডাক্তারবাবু আপনার ত বহু প্রকার স্নিগ্ধকারী প্রলেপ আছে তাহাই একটা স্থানে লাগাইয়া দিউন না কেন, এখনই যাতনা উপশমিত হইতে পারে। তিনি উত্তরে বলিলেন—এখনই জ্বালা নিবারণ হইতে পারে এমন ঔষধি আছে, কিন্তু রোগী ত ব্যবহার করিতে চাহেন না। বলেন আমার দেহত্যাগের সময় কোনরূপ অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিতে ইচ্ছা নাই। আমরা নাতী দেখিবার জন্ত নিযুক্ত আছি মাত্র। কেবল তৃষ্ণা নিবারণ জন্ত মধ্যে মধ্যে একটু করিয়া গঙ্গাজল পান করিতেছেন। আমি বলিলাম—মহাশয় আপনারাত মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিয়াছেন—এই রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা অস্থি সংঘাত দেহের কোন স্থানটা পবিত্র যে বাহিরের কোন প্রলেপে দেহটা অশুদ্ধ হইবে? আমার বাক্য লক্ষ্য করিয়া অমনি মহাপুরুষ বলিলেন—“যখন আপনার ইচ্ছা হইয়াছে তখন স্থানীয় প্রলেপে আমার কোন আপত্তি নাই।” অমনি ডাক্তার বাবু প্রলেপ আনিবার জন্ত শীঘ্র গতিতে গৃহের বাহিরে গমন করিলেন।

ক্রমশঃই যাতনায় অস্থির হইতেছেন দেখিয়া বলিলাম—বেদনার স্থান হইতে মনটাকে আকর্ষণ করিয়া সেই মহামহিম দেবের নিরাময় চরণ কমলে নীত করুন না। একবার শ্রীকৃষ্ণের হৃন্দাবন লীলাটা স্মরণ করিয়া সেই গুট কপট মহুঘোর চরণ সরোজের মধুপানে প্রবৃত্ত হউন। দেখিবেন সেই অমৃতের মাদকতা শক্তিতে আপনার বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত প্রায় হইবে, আর যাতনা থাকিবে না। আপনি বিন্দু-

মাত্র জল পান করিয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে অবস্থিতি করিতেছেন আপনি পরীক্ষিত, সংসাররূপ তক্ষকের দ্বারা দষ্ট এবং বিষ্ণুরাত অর্থাৎ বিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিত, আসুন আমি আপনাকে বাসুদেব বর্শে আচ্ছাদন করি। এই বলিয়া সেই পুণ্য বিধৌত দেহ যষ্টির উপর 'ওঁ নমো-ভগবতে বাসুদেবায়' মন্ত্র পাঠ করিয়া দুই তিনবার আপাদমস্তক আবৃত করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহের বাহ্য ব্যাপার তিরোহিত হইয়া ভাব সমাধি উপস্থিত হইল—তখন আর কোথায় যন্ত্রণা আর কোথায় বা প্রলেপ। ডাক্তার বাবু ঔষধি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। প্রলেপ পড়িয়া রহিল এবং অবস্থা দেখিয়া সকলে এককালে বিস্মিত হইলেন। একবার মাত্র অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু গৃহস্থিত সকলের প্রতি স্থাপন করিয়া সকলকে গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতে বলিলেন এবং আমাকেও বলিলেন “আপনি আপনার নিত্যক্রিয়া করুন গো।” এই ব্যাপারে তাঁহার পৌত্র শ্রীমান শ্রীশচন্দ্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘পিতামহ আপনাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন তবে কি কারণ আপনাকেও মরাইয়া দিলেন,’ উত্তরে বলিলাম তিনি মানস ব্যাপারে এমন স্থানে উপনীত হইয়াছেন যে সেখানে গুরু শিষ্যে দেখা ঘটে না।

বাহ্যজ্ঞান প্রকাশ না পাইলেও মুখে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন ‘আমি জীবন অনুসন্ধান করিতেছি—জীবনই সর্বস্ব—জীবনই তিনি এই কি জীবন! আহা কি সুন্দর! কি মধুর! এই কি সেই উত্তাপহীন আলোক! আহা—কি সুন্দর কি মধুর! ইতি পূর্বে আমাকে ধ্যানের বিষয় একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলাম—হৃৎপদ্মকোষের কর্ণিকামধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মিলনস্থানে, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির মিশ্রণে উত্তাপহীন আলোক জ্যোতির মধ্যে আত্মদেবের ধ্যান করিতে হয়। তাহাতেই বোধ হয় উত্তাপহীন

আলোকের কথা ছুই একবার বলিয়াছিলেন। বাহা হউক সেই দিবস সর্বকালই ঐরূপ অবস্থায় রহিলেন। কতবার নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলাম কিন্তু যতবারই গিয়াছি ততবার একরূপ ভাষণই শ্রুত হইয়াছিল। যখন রাত্রি আন্দাজ দশটা তখন আসিরা ভাবান্তর দেখিলাম। দেখিলাম—পুত্রেরা বিবাদপূর্ণ মুখে মেজের উপর বসিয়া আছেন। সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ অবস্থায় আছেন; দেহের কোনরূপ স্পন্দন নাই এবং মুখে আর পূর্ববৎ কোন কথাই কহিতেছেন না। আমরা নিকটে বাইতে সাহস করিতেছি না—আপনি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। আমার চিন্তা উপস্থিত হইল—তবে কি দেহ ত্যাগ করিলেন? যদি তাহাই ঘটয়া থাকে তাহা হইলে এই সমাধি অবস্থায় দেহত্যাগে তো যোগীজন হ্রস্ব গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে আমাদের শোকের বিষয় কি আছে? সেই সময়ে আমি শয্যাপার্শ্বে বাইয়া দেখিলাম নয়ন যুগল নিমীলিত, দেহ স্পন্দহীন, নাসিকার পার্শ্বে অঙ্গুলি নির্দেশে শ্বাস প্রবাসের কোন চিহ্নই লক্ষিত হইল না। তখন ধীরে ধীরে বক্ষাবরণ উন্মোচন করিয়া দেখি হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলি সকল পরস্পর শৃঙ্খলিত ভাবে বক্ষোপরি স্থাপিত রহিয়াছে। অতি সাবধানে অঙ্গুলি গুলিকে মোচন করিয়া দক্ষিণ হস্তটা উত্তোলন পূর্বক নাড়ী পরীক্ষা করিলাম—দেখা গেল নাড়ী বেশ বহমান আছে। আশ্বস্ত হইয়া যেমন হস্তটা যথাস্থানে রাখিয়া দিব সেই সময়ে উহা স্থলিত হইয়া বক্ষের উপর সজোরে পড়িয়া গেল, অমনি চমকিয়া উঠিয়া অরুণবর্ণ নেত্রদ্বয় উন্মোচন করিয়া কিছু যেন ব্যস্ততা সহকারে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন “আমি সেই অবস্থাতেই স্থিত আছি।” আমি সব বুঝিলাম, আমার কার্যটা অত্যাশ হইয়াছে, কিছুক্ষণ তথায় কালক্ষেপের পর বাটি ফিরিলাম।

পরদিবস প্রাতে বাইয়া দেখি সে ভাব হইতে উদ্ভূত হইয়া সংসারে

ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং শ্রদ্ধের করণীয় বিষয় সমূহ পুত্রগণের নিকটে বলিতেছেন। “বাটার নিকটস্থ উঠানে যে বিষবৃক্ষটি আছে তাহার যে ডালটি পূর্বদিকে প্রসৃত হইয়াছে তাহা ছেদন করিয়া যেন যুপকাঠ (বৃষকাঠ) প্রস্তুত করা হয়, যেন বাটী সংলগ্ন পুষ্পোদ্ভান নষ্ট করিয়া তাহাতে ম্যারাপ বাঁধিয়া সমাগত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধনার জন্ত স্থান প্রস্তুত না করা হয় এবং শ্রাদ্ধোপযোগী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়ের সামগ্রী সকল পূজার দালান ও তৎসম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে সাজান হয়, চারিখানি বাটীতে যথেষ্ট স্থান আছে তাহাতে ব্রাহ্মণ ভোজন প্রভৃতি করাইবে।” আমাকে বলিলেন “গৃহদেবতা ‘রঘুনাথের’ ভার আমি পুরোহিত মহাশয়ের হস্তে দিয়াছি। আপনি আমার পুত্রগণ ও অগ্র্য পরিবারবর্গের যাহাতে কল্যাণ হয় তাহার সাধন করিবেন। আমার শ্রদ্ধ বেদীতে কঠোপনিষদের নচিকেতা উপাখ্যান আমার শিক্ষা গুরু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়ের দ্বারা পাঠ করাইবেন আর জৈমিনী যোগসূত্র, বিরাট ও ভগবদ্গীতা প্রভৃতি পাঠের জন্ত আপনি পাঠক স্থির করিবেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিদায়ের ভার আপনার হস্তে রহিল।” সেই সময় পোর্ট কমিশনারের এঞ্জিন হইতে শ্রবণভেদী ছইস্‌লের শব্দ উথিত হইতেছিল। উহা নিবারণ জন্ত আমি কর্তৃপক্ষকে আবেদন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম তাহা শুনিয়া বলিলেন “কোন প্রয়োজন নাই আমার শাস্তির কোন ব্যাঘাত হইতেছে না।” পরক্ষণেই বলিলেন আমি একাকী এই পৃথিবীতে আসিয়াছি এবং আমার জন্ম সময়ে স্মৃতিকাগৃহে বোধ হয় দুই একটা মাত্র স্ত্রীলোক ছিল সেইরূপ আমার জীবনান্ত সময়ে যেন আপনি এবং কতিপয় মাত্র আত্মীয় ব্যতীত আর কেহ না থাকে। আমি ইচ্ছা করি ইদানীন্তন প্রথা অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধনা জন্ত দর্শকবৃন্দে এবং তাহাদের বিবিধ প্রকার যান বাহনাদি দ্বারা যেন গঙ্গাতীর পূর্ণ না হয়।”

মধ্যাহ্ন সময়ে বাটা প্রত্যাগমন ও বৈকালে পুনরাগমন করিলাম ।
তখন নিশ্বাস একটু জোরে পড়িতেছিল, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ইহা
কি আমার শ্বাস ?” উত্তরে বলিলাম নিশ্বাসটা একটু দ্রুত প্রবাহিত
হইতেছে মাত্র, বোধ হয় উহা দৌরবল্যের লক্ষণ । সর্বদাই নির্ভীকচিত্ত ।
বালাকালে পদ্মপাঠে দেখিয়াছিলাম—

‘ওরে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয় ।

ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয় ।’

বোধ হয় তিনি মৃত্যুকে মনে মনে এইরূপই সম্বোধন করিতেন ।

তাহার পর হইতেই নাড়ীর অবস্থা পরিবর্তিত হইতে লাগিল । রাত্রি
৮টার সময় পরীক্ষা করিয়া বোধ হইল আজ অমাবস্তা, যেমন গঙ্গায়
জোয়ার আরম্ভ হইবে সেই সময়েই প্রাণ বায়ু বহির্গমন করিতে পারে, কিন্তু
পুত্রগণ জিজ্ঞাসা করিলে সাহস করিয়া সে কথা বলিতে পারিলাম না ।
বলিলাম আজ রাত্রিশেষে কিরূপ হয় ! কোন কারণে সেই সময় আমার
বাটা যাইতে হইল । যতশীঘ্র ফিরিয়া আসিব মনে করিয়াছিলাম তাহা
পারিলাম না । তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ করিয়া আসিবার উদ্যোগ
করিতেছি এমন সময় সংবাদ আসিল সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে । মহাত্মার
জীবন সূর্য্য চিরদিনের মত অস্তমিত হইয়াছে, প্রাণ চিন্তকের প্রাণ পরমা
কাশে (বিষ্ণুর পরমপদে) এক লোল হইয়া গিয়াছে । ক্ষোভে ভূখে
ঠিক যেন কাষ্ঠ পুত্তলিকার ত্রায় পরিচালিত হইয়া গঙ্গাতীরে যাইয়া
শুনিলাম শেষ মুহূর্ত্তে আমার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং আমি না
থাকিলেও আমার উপস্থিতির কথা তাঁহাকে কে যেন বিজ্ঞাপন করিয়া-
ছিলেন,—তাহাতে তিনি “এই শেষ !” এই কথা উচ্চারণ করিয়া
চক্ষু চিরদিনের জন্ত নিমীলিত করিলেন ।

দশদিবসকাল গঙ্গাতীরের বায়ু সেবন ও অধিকাংশ সময় গঙ্গাজল মাত্র পান করিয়া আত্মচিন্তায় উপরত হইয়াছিলেন । ঠিক দশম দিবসীয় রাত্রির নিভৃত সময়ে সাধারণ লোক চক্ষুর অগোচরে মহাকালের ক্রীড়া ভূমি শ্মশান প্রাঙ্গনে প্রজ্বলিত চিতাবক্ষে তাঁহার শবীকৃত দেহের আছতি প্রদান করিয়া রাত্রি শেষে চিন্তামণি হারাইয়া, হতাশায় শ্বাসরুদ্ধ কর্তে আমার স্ব স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম ।

বলিতে কি এখন তিনি বাক্যের অতীত অবস্থায় স্থিত আছেন । জীব মাত্রেরি পরমপদ স্থলিত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হয়, এরূপ হইলেও পরিণামে তাঁহার মনোবৃত্তি ধোয়াকার প্রাপ্ত হইয়া বিলীন হইল । জীব যদি অপার পরমাকাশ স্বরূপ পরমাত্মার সর্বাত্মগামীত্ব ক্ষণমাত্র বোধগম্য করিতে পারে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে কৃতার্থ হয় । তিনি সংসার কার্য্য করিলেও পরিতাপ প্রাপ্ত হয়েন নাই । তিনি জ্ঞানে স্বকৃত সংকল্পের বিচার করিয়াছিলেন । পূর্বাপর তথা অহুসন্ধান করিয়াছিলেন, বিবেক দ্বারা তাহা পরিহার চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাহাতেই তাঁহার সংকল্পমূলক সংসার ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল এবং প্রিয়ানুসন্ধান ত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন । তিনি এখন বিদেহ মুক্তিলাভ করিয়া সর্বময় হইয়াছেন । ভূমির যে স্থান খনন করা যায় সেইস্থানেই আকাশ পাওয়া যায় এইরূপ সর্বগামী আত্মার সত্তা স্বাবর জন্মমে সর্বত্রই উপলব্ধ হইয়া থাকে । তিনি আনন্দানুভূতে পরিপূর্ণ সোমের গ্রাঘ, স্বপ্রকাশের আতিশয্যে সূর্য্যের গ্রাঘ, চঞ্চল মনোবৃত্তি নিবহের নিবৃত্তিতে একাদয় চেতনের গ্রাঘ ও শিশুদিগের গ্রাঘ বিকল্প বর্জিত বিশুদ্ধ জ্ঞানী হইয়া বিজ্ঞাভ্যাসের মূলীভূত আত্মশিব সন্দর্শন নিষ্ঠ হইয়াছিলেন । এইরূপ স্থিতিই উত্তমতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত ।

আরও দুই একটি কথা বলিবার আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম আপনার এখনও একটি বন্ধন অবশিষ্ট আছে—সে বন্ধনটা কি? উত্তরে বলিয়াছিলেন অত্ৰ কিছুই নহে, কেবল আমি একটি পুস্তক রচনা করিতেছিলাম উহা শেষ করিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম নিশ্চয়ই সেটি ধর্মবিষয়ক পুস্তক হইবে, তাহা পাঠ করিয়া সাধারণ্যে শিক্ষা লাভ করিবে ইহাই আপনার অভিপ্রেত। তিনি আমার কথায় অনুমোদন করিলেন। আমি বলিলাম উপনিষদ, বেদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি সাগর প্রমাণ শাস্ত্র গ্রন্থ আছে কিন্তু বোধ হয় কতিপয় লোকে তাহা পাঠ করিয়া থাকে। আপনিও ত একখানি জ্ঞানগ্রন্থ সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন উহাও বোধ হয় মুষ্টিমেয় লোকে দৃষ্টি করে। অতএব এই অল্প সংখ্যক লোকের ব্যবহারোপযোগী গ্রন্থখানি প্রণয়নের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ পূর্বক সংকল্লালুযায়ী জন্ম লাভ করিবেন? তিনি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন “না কখন না, আমি সে চিন্তা এখনই পরিত্যাগ করিলাম।” তাহার পর আমি বলিলাম আপনার পুত্রেরা ত সকলেই কৃতবিদ্য তাঁহাদের কাহারও উপর পুস্তকের শেষ অংশ পূর্ণ করিবার ভার দিউন না কেন? তাহাতে বলিলেন “আমার পৌত্র ‘গিরিশ’ এই পুস্তক লিখিবার কালীন আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছে তাহার দ্বারাই উক্ত কার্য সাধিত হইতে পারে।

সাধারণত সংসারে আমরা তিন প্রকার যোগী দেখিতে পাই কেহ কশ্ম প্রচুর, কেহ জ্ঞান বহুল এবং অপরে অল্প কশ্মী এবং অধিক জ্ঞানী। যতদূর বুঝিবার শক্তি আছে তাহাতে ইহাকে এই তৃতীয় পর্যায়ের যোগী বলিয়া বোধগম্য হয় তাই পূর্ণ জ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়া সংসার বাত্মা নির্বাহ করিতেন এবং কোন সময়েই মোহ প্রাপ্ত হইতেন না। তাঁহার সহিত

বিনি আলাপ করিয়াছেন, বাস্তবিকই দ্রষ্টা হইলে, নিশ্চয়ই বুঝিয়া থাকিবেন যে সময় বিশেষে কখন তিনি সাগরে পূর্ণ কুস্তুর এবং কখন জ্বরে শূন্য কুস্তুর দ্বারা পরিদৃশ্যমান হইতেন । অলমতি বিস্তরেণ ।

বাগবাজার ।

২৭নং হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট

২৩শে কার্তিক ১৩৩২ ।

শ্রীমাণ্ডতোষ শর্মা ।

(২)

শেষ ব্যাধি যখন তাঁহাকে আক্রমণ করে, সেই সময় কয়েক সপ্তাহ তাঁহার চিকিৎসার ভার আমার উপর পড়ে । তিনি দিন দিন রোগে ম্লান ও ক্ষীণ হইতে লাগিলেন । আমি সেই সময় দেখিয়াছি ও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি যে, তাঁহার শরীর অপেক্ষা মন কত বড় ছিল । তাঁহার তৎকালীন ক্রেশ ও যাতনা বর্ণনাতীত ; কিন্তু তিনি সে সকল দিন দিন ক্রমে দমন করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তারও অতীত । এত ক্রেশ ও যাতনা সত্ত্বেও তিনি সব সময়ে স্নিতমুখে বন্ধুবান্ধবদের সহিত আলাপ করিতেন । আমি বারংবার অনুরোধ ও চিকিৎসকোচিত আজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে সকলের সহিত আলাপে নিবৃত্ত করিতে পারি নাই । তিনি বলিতেন, প্রাণ খুলিয়া আজ যদি কথা না কহিলাম, তবে কবে কহিব ? তাঁহার মুখে মৃত্যুর ছায়া, অথবা ভয়ের চিহ্ন এক মুহূর্ত্তও দেখি নাই । সর্বদা নানা কথা, তত্ত্বকথা, ধর্ম্মকথা, পরলোকের কথা, সাংসারিক কথা, ঘরে বাইরে কি বন্দোবস্ত হইবে, এই সকল উপদেশ সম্ভানগণকে দিতেন । ছোট বড় সকল বিষয়েই তিনি মনোযোগী ছিলেন—এমন কি, কোন্ বিষয় হইতে তাঁহার শ্রাদ্ধে যুগান্ত

নিশ্চিত হইবে, তাহারও উপদেশ তিনি দিয়া গিয়াছিলেন। শেষ দিন পর্য্যন্ত এই ভাব। এই সকল দেখিয়া কি তাঁহার শেষ মহাযাত্রার স্থচনা করিতে পারি? নিষেধ সত্ত্বেও তিনি বলিতেন, ‘প্রতিবন্ধকে কেন করিবেন।’ ইহা সাধারণ ঘটনা নয়। যত ক্লেশ অধিক হইতে লাগিল, মানসিক বল ততই বেশী হইতে লাগিল। প্রতি দিন গীতা পাঠ ও শ্রবণ, নিত্যক্রিয়া যেমন পূর্ব্বে হইয়া আসিতেছিল, এখনও তাহাই চলিতে লাগিল। মৃত্যুর দিন সিঙিকেটের পত্রবাহক হইয়া গেলাম ও তাঁহাদের পত্র পড়িয়া শুনাইলাম। সিঙিকেট লিখিয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহার পীড়ার জ্য হুঃখিত এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন, যাহাতে তিনি নিরাময় হইয়া তাঁহাদিগকে মন্ত্রণা ও পরামর্শ দিতে পারেন। পত্র শুনিয়া তিনি বলিলেন,—‘উত্তর লিখিয়া নাও।’ মৃত্যুর ৮।১০ বণ্টা পূর্ব্বে যিনি এইরূপ পত্র লিখাইতে পারেন, তিনি অলৌকিক ব্যক্তি, বঙ্গের প্রতি গৃহে তাঁহার আদর্শ রাখা অবশ্য কর্তব্য। এই উত্তর তিনি লিখাইলেন,—

I am indeed deeply grateful to you and your esteemed colleagues for that touching message of hope.

May the abundant grace of my Maker and the overflowing sympathy of my fellowmen which have so far sustained me during trial and tribulations continue to be vouchsafed to me in going through whatever has still to be faced.

যখন তাঁহার পেন্সনের শেষ চেক উপস্থিত তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘এখন কি চেক সহি করিতে আমি উপযুক্ত?’ বহু কষ্টে চেক স্বাক্ষর করিলেন। সেই চিরাভ্যস্ত লেখায় স্বাক্ষর

করিলেন । তৎপর বলিলেন,—‘ব্যাঙ্ক কি চেক গ্রহণ করিবে ? এইবার আমার শেষ পেন্সন্ হইয়া গেল ।’ তার পর হইতে সাংসারিক কথা আর তিনি কহেন নাই । বলিলেন,—‘গঙ্গার দিকে বাতায়ন খুলিয়া দাও ।’ গঙ্গার স্রোত নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার মুখচ্ছবি কি স্বর্গীয় শ্রীদ্বারা স্বর্গীয় ভাবে উদ্ভাসিত হইল, তাহা আর জীবনে ভুলিতে পারিব না । তাঁহার মুখে মৃত্যুর বিভীষিকা এক মুহূর্ত্তও দেখি নাই । শেষ ক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সজ্ঞান ছিলেন—মনে মনে ইষ্ট-নাম জপে সদাই নিরত । যে মৃত্যু পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত, সেই মৃত্যুকে ক্রুরপে বন্ধুভাবে আদ্বন্দ্বন করিয়া-ছিলেন তাহা দেখিবার ও শুনিবার বিষয় । আশা করি এই পবিত্র চিত্র কোন সাহিত্য-শিল্পী ভালরূপ ফলাইতে পারিবেন । আমরা স্বার্থপর নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্ত সদাই প্রস্তুত । এই মহান চিত্র সম্মুখে রাখিলে আমাদের বিশেষ উপকার হইবে । আমাদের আত্মা এই দেহরূপ পান্থনিবাসে ক্ষণেকের তরে—তাঁহার নিজ গৃহ স্বর্গে—এই ভাব মধুরতর ও পরিষ্কৃত হইবে । আমার এই আকাঙ্ক্ষা কোন সাহিত্যিক পূরণ করিবেন, প্রার্থনা করি ।”

(সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে স্থার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আহৃত বিশেষ অধিবেশনে ডাক্তার সুরেশ প্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়ের বক্তৃতা)

Tributes to his Memory.

HIGH COURT.

At 11 A.M. on Tuesday the 3rd Dec. 1918 the Chief Justice and all the other Judges of the Court met in the Chief Justice's Court room, which was crowded with barristers, attorneys, vakils, officers of the Court and litigants.

Mr. Ram Charan Mitter, Senior Government Pleader addressing their lordships said :—My Lords, it is with a heavy heart that I have to bring to your notice the death of Sir Gooroo Dass Banerjee, who till February 1904, was a colleague of your lordships on the Bench for a period of sixteen years. The sad event took place at 11 o'clock last night. The deceased was born in January, 1844, at Narikeldanga, in the suburbs of Calcutta, in a respectable Brahmin family. When Gooroo Dass was a mere infant his father died, and the duty of bringing him up fell on his mother who was an exemplary lady. Master Gooroo Dass at an early age showed signs of his future greatness. Having matriculated from the Hare School he was admitted into the Presidency College whence he passed the F. A., B. A., M. A. and B.L. examinations, always taking the first place among the successful candidates. In 1866, at the age of 22, he was enrolled as a Vakil of the High Court but having shortly been offered the appointment of the Law Lecturer in the Berhampur College with liberty to practice as a pleader in the Local Courts, he joined

the Berhampur Bar. Here his talents soon secured him an extensive practice. In 1872 he left Berhampur and joined the High Court Bar. Here again within a short time he came to the front rank of the Vakils. In 1876 Mr. Gooroo Dass obtained the Degree of Doctor of Law. In 1887 he became a Member of the Legislative Council of Bengal, and in 1888 was given a seat on the Bench of the Court. During the years 1890 to 1892 Dr. Gooroo Das performed the duties of the Vice-Chancellor of the Calcutta University in addition to his duties as a Judge of this Court. Although the rule of retirement at 60 years of age did not apply to him, Mr. Justice Banerji retired just on the completion of the age of 60 years in February, 1904, in order that he might not block the promotion of other deserving Indians to the Bench, and also that he might devote greater attention to the education of our youths. True to his determination, from the day of his retirement from the Bench of this Court to the date of his last illness in October, 1918, he was always busy with the affairs of the Calcutta University. During this period there was hardly any public movement calculated to improve the welfare of Indians in which he did not take an active part and yet with all these engagements he found time to bring out treatises on religious, mathematical and educational subjects. In private life, Sir Gooroo Dass was a man of wide sympathies. He always acted strictly up to the high standard of morality which he preached to his students, and never swerved from the path of rectitude. Such, briefly, was the many-sided

useful career of Sir Gooroo Dass Banerjee. To know him was to love him and adore him. By his death the Senate of the Calcutta University and the student community in general have lost an excellent guide and instructor, India has lost one of her ablest sons to whom she could always confidently look up for advice and I have lost a valued friend. The deceased has left behind him four sons and two daughters. Of the sons, the eldest, Professor Haran Chandra Banerji, is the Secretary to the Council of Post Graduate Teaching in the Calcutta University, the second Dr. Sarat Chandra Banerji, is the President of the Calcutta Improvement Tribunal, the third, Mr. Upendra Chandra, is in the Service of the Government of India in the Accounts Department, and the fourth, Mr. Surendra Chandra, is a Professor in the Presidency College. Our brother Vakil, Mr. Manmatha Nath Mookherjee, whom all your lordships know very well, is one of his sons-in-law. Our condolences go to the sons and daughters.

THE ADVOCATE-GENERAL.

The Advocate-General said :—My Lords, may I add on behalf of the Bar a few words to what has been ably said by the learned Government Pleader in reference to Sir Gooroo Dass Banerjee. I had the pleasure of meeting him only once and on that occasion, I must say, he struck me as being a striking example of old-world courtesy. He made a speech on that occasion which was a marvel of neatness and accuracy, extremely well-put and admirably delivered, and one could see perfectly well that he was an honourable kind-

hearted gentleman. That was the only time that I met him; but of course I knew of him and heard of him from the very first moment that I arrived here. When he was on the Bench, I was told that the then Chief Justice, Sir Francis Maclean, chose him as his colleague and he continued to sit with the Chief Justice during the whole of his career, showing that he was greatly appreciated by the then Chief Justice. He was a great lawyer; a most loveable man, an orthodox Hindu, and we, whether English or Indian, whether Vakils or members of the English Bar, look upon his memory with respect. We feel that we have lost a great lawyer, a great Indian and many of us a great friend. He leaves behind him a somewhat large family to mourn his loss. Let us hope that they will follow his path. Let us hope too, that his son-in-law, who is well-known to all your lordships, and who is respected not only by the Vakils but by the Bar, may live—they may all live—to follow the example of that great man who has gone before.

MR. K. N. MITTER.

Mr. Kali Nath Mitter said:—My Lords, on behalf of the Law Society of Calcutta I mourn the loss of Sir Gooroo Dass Banerjee not less than his own sons. He was my fellow student. We were brought up together. He rose very high, but still his general conduct and behaviour towards me was the same as before. As a Judge of this Court he was respected by every one—by the litigants of this Court, by the members of the Bar, and by us. As an Indian gentleman he

was the best man we had got, and by his death India has lost one of her brightest jewels. I associate myself with every thing that has fallen from the Advocate-General and the Senior Government Pleader. The Hindu community and we, one and all, mourn his loss.

THE CHIEF JUSTICE.

The Chief Justice said :—Mr. Advocate-General, Mr. Senior Government Pleader, and Mr. Kali Nath Mitter : My learned brothers and I desire to associate ourselves with what has been so ably said at the Bar, and express our great regret at the death of Sir Gooroo Dass Banerjee. By his death the country has sustained a very great loss. For many years and in many ways, Sir Gooroo Dass Banerjee devoted his life to the public service. He was a member of the Bengal Legislative Council, and served as the Vice-Chancellor of the University, and in these capacities, and in many others, he employed his whole power and influence for the public good and in the interest of the community. He was a Judge of this Court for a great number of years, and during all those years he upheld the great traditions of this Court in a most worthy manner. There is no doubt that his name will long be remembered as one of the foremost and most useful men of his day. There are other characteristics upon which I would dwell for a moment. He was a man of engaging personality ; his life was noted for simplicity and sincerity : he was a man of great accomplishments, and a great Sanskrit scholar, and, as has already been mentioned by the learned Advocate-General, he was a complete master of the English language. His speeches were remarkable

for the fluency and the style which he employed, and which I have always admired. In the truest sense of the word he was a perfect gentleman and I think we may well apply to him the words of Shakespeare ; "the kindest man, the best conditioned and unwearied spirit of courtesies." He held a position which was perhaps unique in the society of Bengal, and his place will be very hard to fill. It only remains for me once more to express on behalf of my learned brethren and myself our very great regret at his death and to ask you to convey to the members of his family our sincere condolence with them in their bereavement.

UNIVERSITY OF CALCUTTA.

Extract from the address of His Excellency the Chancellor Lord Chelmsford at the convocation held on the 16th December 1918.

Among the great men eminent in your records is one who has passed away during the last few days and whose loss casts a gloom over our proceedings. The memory of Sir Gooroo Dass Banerjee, the first Indian to be selected as your Vice-Chancellor, will long be cherished among you. His image will rise to your minds as that of one who, even in extreme old age, retained a buoyancy of demeanour, an alertness of intellect, which one looks to find among men entering on the prime of life. More than that, he was a living refutation of the view that Western lore is incompatible with Eastern simplicity and manners. He had drunk deeply at the wells of Western thought and science. Yet he held firmly to all that is best in the civilisation wherein he was born. He has left

an example to us all—modest, untiring, cheerful and large-hearted to the end.

Special Meeting of the Senate held on the 30th December 1918 under the Presidency of His Excellency the Rector the Earl of Ronaldshay.

His Excellency the Rector :—Before I call upon the Hon'ble the Vice-Chancellor to move a resolution, I should like to place on record my own sense of the great loss which Bengal has sustained in the death of Sir Gooroo Dass Banerjee. One of the greatest assets which a country can possess is the example of the lives of its great men, and it is fitting, therefore, that the country should see that their memory is perpetuated. And, if I may say so in passing, it seems to me particularly appropriate that the University should take the lead in this matter. For if there was one subject more than any other with which the late Sir Gooroo Dass Banerjee was identified, I should say it was the subject of the educational development of this country. A brilliant scholar himself, he took a keen interest and played a conspicuous part in the development of education in Bengal. He was the first Indian Vice-Chancellor of the University of Calcutta. He was a member of the Indian Universities Commission in 1902. He was a man of extraordinary versatility. There is no need for me to refer to his fame as a lawyer which is widespread. He was, I believe, a fine mathematician, and as such naturally took a great interest and was one of the prime movers in founding the Association for the Cultivation of Science in Calcutta. He was an ardent admirer of Bengalee literature, and he was a profound

student of the Hindu scriptures. He was a man of wide sympathies himself. His own social views, I believe, were strictly orthodox, and he was naturally a keen supporter of the scheme for the Hindu University in Benares. All these activities are examples of the tremendous and abiding interest which he took in educational matters. He was one of those men to whom his country owes a deep debt of gratitude, and it is right and proper, therefore, that his fellow countrymen, who mourn his loss, should take such steps as are appropriate permanently to mark their appreciation of his life and his example. I will now call upon the Hon'ble the Vice-Chancellor to move a resolution.

The Hon'ble the Vice-Chancellor:—This is a special meeting of the Senate called at the request of many influential members of the Senate, and, as you are all aware, it is for the purpose of placing on record our deep sense of the loss sustained by the University by the death of Sir Gooroo Dass Banerjee, and to consider what steps should be taken to perpetuate his memory. The resolution which I have the honour to propose is as follows:—

“That the Senate place on record its deep sense of the great loss which the University has sustained through the death of Sir Gooroo Dass Banerjee, who was a Fellow of the University for 40 years and Vice-Chancellor for three years from 1890 to 1892.”

It was suggested that His Excellency the Viceroy should be invited to preside at this meeting. His Excellency, owing to his numerous engagements, was not able to accede to our request, but he intimated that the proposal had his warmest support.

Gentlemen, we are much indebted to His Excellency the Rector for presiding on this occasion. The fact of his being here on such an occasion as this is another instance of the great interest which he takes in all matters connected with the University.

Sir Gooroo Dass Banerjee was so well-known to you all, his character, his high ideals and his unflagging zeal in connection with University affairs were so much appreciated by you all, that it seems to me it would be superfluous to dwell upon them at any length. "To guard a title that was rich before, to gild refined gold is wasteful and ridiculous excess." At the same time it is only fit and proper, and it is my desire that we should express our most sincere and whole-hearted sorrow at the death of Sir Gooroo Dass Banerjee and the loss which we have sustained. That the University has sustained a very great loss no one can doubt. Sir Gooroo Dass Banerjee was not only, as His Excellency has mentioned, a very great scholar but he was also a man of large experience and practical knowledge, and his intimate and close connection with the affairs of the University rendered him a councillor of much weight and wisdom. There will be in the near future questions coming up for consideration which will present many difficulties, as for instance, the re-organisation of the University and other matters which must arise out of the University Commission's report, and it is indeed much to be regretted that we shall not have the benefit of the wise and sound counsel which we should have obtained from Sir Gooroo Dass Banerjee. Let us, therefore, endeavour to follow the example which

he has set and to approach these questions which must come before us very shortly, in the spirit, which he would undoubtedly have approved, *viz.*, earnestness, good will and moderation.

I do not intend to say anything about the second part of the requisition, because that will form the subject of a separate resolution. I therefore, beg to move that the Senate place on record its deep sense of the great loss which the University has sustained through the death of Sir Gooroo Dass Banerjee, who was a Fellow of the University for forty years and Vice-Chancellor for three years from 1890 to 1892, and that a copy of the resolution be sent to the head of the family of which the late Sir Gooroo Dass Banerjee was such a distinguished ornament.

Sir Ashutosh Mookerjee : A feeling of indescribable sadness comes upon me as I rise to second the resolution which has been moved by the Hon'ble the Vice-Chancellor. My memory takes me back thirty years to the day when I first came to this University as a young member of the Senate and found the Hon'ble Mr. Justice

Dass Banerjee, as he then was, one of the foremost leaders amongst a galaxy of brilliant men all of whom save one, have now departed. The sole survivor is Sir Rashbehary Ghose, who has expressed his regret at his unavoidable absence this evening. Even at that stage of the career in this University of Sir Gooroo Dass Banerjee, his work was distinguished by the zeal and devotion which have never been surpassed and hardly, if ever, equalled in our annals. Shortly afterwards he was appointed the first Indian Vice-Chancellor of this

University, and during a period of three years he discharged his duties in a very difficult position with consummate ability, tact and judgment. Since his retirement 25 years ago, he most sedulously helped us in our work in its various departments, and no demand that we made upon him was ever declined as too exacting. At the age of seventy he consented to be Dean of the Faculty of Law and performed his work with wonderful devotion. Only last year he consented to examine an elaborate thesis presented for the degree of Doctor of Law, and during a few weeks before his death he prepared a paper for the examination for the degree of Master of Law.

He was a constant attendant at our meetings, but it would be a mistake to suppose that he graced this assembly by mere physical presence. As we all know he had, before he came to the meeting, carefully read every relevant paper and was armed with every information and argument which made him a formidable opponent and a powerful ally in debate. But the character of his work which impressed us most was his rectitude of purpose, his unflinching adherence to what appeared to be, in his judgment, the best in the interests of the University, and no detractor, if indeed he has any detractor, will ever venture to suggest that in what he did he was animated by any feelings or motives other than the best interests of this University. Of him we may say without fear of challenge or question that in him India has lost one of the greatest of her sons, one who devoted all his best energies during a career of unexampled brilliance for the benefit of his fellowmen. His life was truly unselfish

and will be an example to generations to come. It grieves me to think that the chair which he occupied is vacant this evening, and that must be the feeling which animates every one here.

Mr. G. Findlay Shirras :— I rise to support the resolution. We meet here today to fulfil a sad duty—to lament over the loss of one of our colleagues who since the Senate last met, has passed into the Great Beyond. Speaking as one who enjoyed his friendship on this Senate for nearly a decade, and speaking, too, as a Bengal man, I feel that our University has lost one of the ablest and biggest hearted of men. The memory of Sir Gooroo Das will ever endear itself to all of us. His deep learning carried with that humility which is the true garb of the Scholar, his inflexible piety, his sage and kindly advice as the Nestor of the Senate, and the possession of a dominating sense of public duty were his outstanding qualities. As his Excellency the Viceroy pointed out the other day, he served the interests of the University with conspicuous efficiency and a zeal particularly his own. His influence on this Senate was unassessable, and he realised that what India requires above everything else at the present time is more and better education, and that a modern Indian University must extend the teaching of commerce and technology in order to divert the mass of its students more and more from purely literary pursuits to a command over those processes of commerce, industry, and agriculture by which alone material prosperity can come to India. Sir Gooroo Dass Banerjee came perhaps nearer than any Bengalee of his time to the ideal of

manhood which every Bengalee father would like to see his son attain.

The resolution was carried unanimously, all present standing.

The Hon'ble Sir Devaprasad Sarvadhikary. It is now my melancholy privilege to place before the Senate for acceptance a resolution that naturally follows the resolution which we have just adopted in solemn silence standing. No memorial that we could think of raising to perpetuate the memory of the late Sir Gooroo Dass Banerjee could be fitting in the larger sense for he by his life and character and by his teachings and example has left behind him a memorial all his own much more telling and effective than would be ever in our power to secure. To those who were associated with him in the work here or in the larger world outside, the memory of his life will be always dear and sacred and the vacant chair to my right to which reference has already been made will, pointedly remind us of what we have lost. It will always remind us not merely of the gap that the loss has caused to the Senate, but of the greater gap in the community of which he was an ornament, guide and inspirator in a real and unconventional sense. And for those who were privileged to see how it is given to a good man and true to die bravely, calmly, almost cheerfully the remembrance of Sir Gooroo Dass's last hours will be a memorial for all life. Simple life and high thoughts are mostly supposed to be people's ideals, but to end his days in the way that was Sir Gooroo Dass Banerjee's high privilege was worthy of sage, *Rishi* and ascetic indeed.

One of his death-bed sayings was "you will probably meet in Senate and speak of my having died full of years and full of honours ; but what does it signify ? I should like to see that ideal realised by my fellowmen for which I have lived and striven." If the memorial that we can raise in his honour be anywhere approaching the ideal and inspiring it, that alone would satisfy. It will be for the generations that come after us to take up the story of his life, and the greater story, I say deliberately, of his death inspired with the underlying thoughts that would go forth to the world, and the stories will be invaluable as national assets as few stories of life and death have been. Yet in the conventional world in which we live, honour to his memory requires not merely idealistic memorial like this but some that we can raise in plaster, stone, or with the aid of paint, or with the aid of scholarships or medals or prizes, poor substitutes as they may be. From that point of view, it is my melancholy privilege to propose that suitable steps be taken for raising such a memorial as will commend itself to those who will be charged with execution of the work. Mr. Findlay Shirras has referred to his great services in connection with the formation of the scheme of agricultural and industrial studies. Hindu of Hindus as he was, and a Brahmin of Brahmins, one devoted lifelong to the classical side of education and to the purely scientific side also, he saw late in life that along with that which the University so long stood for, the question with which he came to identify himself in connection with agricultural and industrial studies must take its proper place. Whatever memorial

be raised ought to be worthy of the memory of the man and should if possible take the form of something permanent that would advance those studies with which he identified himself during the last stages of his life. The last, but not the least of his attempts to help his University was as President of the Committee that advised the Senate on commercial and industrial studies, and with his aid we formulated the scheme that has been accepted by the Senate and has gone up to the Government of India and the University Commission for final decision.

Those are however matters rather for those who will have the execution of the work. As His Excellency the Rector has pointed out it is in the fitness of things that the Senate of this University should take the first steps to give the lead to the educated community in trying to discharge their great obligation to the great deceased. I am sure the expression of feelings to-night in the Senate will be re-echoed all over the country and people will make efforts enabling us to raise a memorial which will be worthy of us if not him.

The Hon'ble Mr. Wordsworth :—I wish to do little more than second this resolution in a formal way. I could not hope, for all my appreciation, to add anything to the tributes that have been paid to the memory of our dead friend by those who have known him longer than I. I would however add one word of grateful appreciation on behalf of those who like myself, coming from another land to educational work in India, always found in him a kindly counsellor, a loyal friend and a ready helper.

The motion was carried unanimously.

His Excellency the Rector moved that a committee consisting of the following gentlemen be appointed to consider and report as to the form of the memorial and to take all necessary steps in connection therewith, seven members forming a quorum :—

The Hon'ble the Vice-Chancellor, *Chairman of the Committee.*

The Hon'ble Mr. W. C. Wordsworth.

Sir Rashbehary ghose, Kt., C.S.I., C.I.E.

Mahamahopadhyay Haraprasad Shastri, C.I.E.

The Hon'ble Sir Ashutosh Mookerjee, Kt., C.S.I.

The Hon'ble Sir Devaprasad Sarvadhikary, Kt., C.I.E.

The Hon'ble Babu Mahendranath Ray, C.I.E.

The Hon'ble Sir Nilratan Sircar, Kt.

Principal Herambachandra Maitra.

Dr. Suresprasad Sarbadhikari, C.I.E.

Rai Chunilal Basu, Bahadur.

The Hon'ble Nawab Sir Syed Shams-ul Huda.

Sir Rajendranath Mookerjee, K.C.I.E.

Mr. G. Findlay Shirras.

Rev. Dr. W. S. Urquhart.

The Hon'ble Dr. Abdulla-al-Mamun Suhrawardy.

Babu Charuchandra Biswas, Honorary Secretary,

ex-officio.

The Registrar, Honorary Treasurer, *ex-officio.*

The Hon'ble the Vice-Chancellor seconded the motion, which was carried unanimously.

Principal Herambachandra Maitra :—Before this meeting comes to an end I feel that we owe it to ourselves to move a vote of thanks to His Excellency the Rector

for so graciously presiding at the meeting. I feel that I voice the sentiments of everyone present here when I say that we are deeply grateful to His Excellency for the very sympathetic and appreciative terms in which he referred to the services of our venerable departed country man. And I feel that he has rendered a service to the University by coming to lend the dignity of his presence at the meeting hall to perform this sacred duty. With these words I move a cordial vote of thanks to His Excellency the Rector and I am sure that it will be carried with acclamation.

Dr. Dwarkanath Mitra :-I beg to second the motion for the vote of thanks to His Excellency the Rector, who, notwithstanding the numerous and responsible duties of his high and exalted office, has been able to find time to preside on this occasion in which every Indian is interested. We all entertain the greatest respect for Sir Gooroo Dass Banerjee, and it is only in the fitness of things that His Excellency, as the Rector of the University, has been able to preside on this occasion when we are mourning the death of one who may be justly styled as an ideal University man whom everyone should strive to emulate and try to live the life that he lived.

The motion was carried by acclamation.

His Excellency the Rector :-Gentlemen, I beg to express my deep gratitude to you for passing this vote of thanks. I think it is indeed a privilege to be invited to attend a meeting of the Senate on an occasion of this kind.

As announced in our last issue, the bust of the late Sir Gooroo Dass Banerjee was unveiled in the Eastern Hall of the Senate House on Saturday, the 6th December, 1924, by the Hon'ble Justice Sir Ewart Greaves, Vice-Chancellor. The ceremony took place before a well-attended meeting of Fellows of this University. Sir Nilratan Sircar, on behalf of the Senate, requested Sir Ewart to unveil the bust and observed as follows :

"It is my privilege to ask you on behalf of the members of this University to unveil the bust that has been installed here in order to perpetuate the memory of Sir Gooroo Dass Banerjee. We all know that no marble, or for the matter of that, no precious metal can adequately represent the departed saint whose loss we all mourn. But we, however, have faith in symbols and this piece of marble will be dear and sacred to our heart so long as it represents the features of Sir Gooroo Dass. Sir, to a nation nothing is so precious as the example of the lives of its great men. This little bust will not only recount to future generations the noble words and deeds of Sir Gooroo Dass, but will also inspire them with the spirit of his saintly life that was dedicated to the devoted service of God and man. You are, Sir, to-day in the forefront of those who are trying to realise the cultural ideal for which Sir Gooroo Dass lived and strove, and it is in the fitness of things that the task of unveiling his bust has been entrusted to you, which I earnestly invite you to do."

The occasion was great and indeed solemn. It was the unveiling ceremony of the bust of one who was not only one of the best and greatest men of his generation but also the first Indian Vice-Chancellor of our University. Sir Ewart Greaves rose equal to the occasion and spoke in terms which are worthy of reproduction :

"SIR NILRATAN AND GENTLEMEN : It is only in accordance with the fitness of things that the unveiling of the bust of Sir Gooroo Dass Banerjee should take place in connection with a meeting of the Senate of this University which he served so long and faithfully, of which he was such a distinguished ornament and whose Vice-Chancellor he was for three years, 1890-92.

But I would desire to dwell for a few brief moments this afternoon not so much on his distinguished academic career, which is well known to you all who knew him longer and more intimately than I did, nor his distinguished career as a Judge of the High Court of Calcutta where his memory is recalled in the learned and lucid decisions, especially in matters of Hindu Law, which are recorded in the Law Reports of that Court and which I always read with the respect and attention which they demand as coming from one of his knowledge and attainments, but I would prefer to dwell on the man himself.

All of us, I suppose, in the course of our lives, have met, from time to time, but I fear all too rarely, men and women who seem to stand out from their fellows as something apart from the ordinary—they are persons, not necessarily of profound learning or attainments but who impress themselves on their fellow men and on their

surroundings by the saintliness of their character and by the manner of their life. We feel as we meet them that the world is better by their presence and richer by their example. They seem to exhalate from themselves a fragrance which comes like a refreshing breeze to a thirsty land. Consciously or unconsciously, we are better by their presence and uplifted by their example.

They are to be met with in every country and in every clime, they are not the especial products of any religion or of any civilization. As I stand here this afternoon my mind goes back to two such men whom I have known myself in my own country. One, an Oxford Tutor, whose name is not known to you, William Campion. The other, who is probably known to you, at any rate by name, Henry Scott Holland, for many years a Canon of the Cathedral Church of St. Paul's in London and subsequently, Regius Professor of Divinity in the University of Oxford. And Sir Gooroo Dass Banerjee seemed to me to be one of such men.

You cannot conceive of any action or thought of his as mean or petty, he was above and beyond such things—actuated only by the highest motives, exacting from himself and from others the highest standards, and living always in the light of that religion which he cherished and loved so well. The world is better by their lives and poorer by their loss.

In the dust of controversy, in the strivings for place and power, in the searchings for material wealth, in the rush and hurry of these modern days, it is well that we should turn aside for a few brief moments this afternoon

to contemplate the memory of one who soared above such things, who was in the world but not of the world, and who strove always for what was best and highest, never actuated by personal motives and by thoughts of self but by his life and by his example lifting others to the high plane on which he lived himself.

I recall as I stand here that spare, ascetic figure who was so familiar within these walls, a man of remarkable character of pious and devoted life, and I feel proud that it should fall to my lot to-day as Vice-Chancellor of this University to unveil the bust which has been erected to his memory by his admirers and his friends."

The Calcutta Review, January 1925.

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিশেষ অধিবেশন।

(শ্রুত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক
প্রকাশার্থ আহুত।)

২০শে পৌষ ১৩২৫, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯১৯, শনিবার, অপরাহ্ন ৫টা
আলোচ্য বিষয়—পরিষদের অগ্রতম সদস্য, দেশপূজা, ঋষিকল্প, শ্রুত
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষৎ কর্তৃক শোক
প্রকাশ ও মৃত মহাত্মার স্মৃতির উদ্দেশে বিশেষ শ্রদ্ধা দান।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন
গ্রহণ করিয়া সভার প্রারম্ভে বলিলেন,—আজ আমরা যে জন্ত এই সভায়
সমবেত হইয়াছি, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। পরিষৎ হইতে

আমরা অনেকের জন্ত অনেক শোক প্রকাশ করিয়াছি। অনেকের জন্ত অনেক কথা খুঁজিয়া বলিতে হয়। কিন্তু আজ বাঁহার পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিবার জন্ত আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, সেই গুরুদাস বাবু সর্বদা আমাদের সম্মুখে বর্তমান আছেন। তিনি আমাদের সকলেরই মাননীয় এবং দেয়পূজ্য। তিনি একটি বড় আলোর মত ছিলেন এবং তাঁহাকে সকলেই চিনেন। আমি তাঁহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্ত প্রথমে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরকে অনুরোধ করিতেছি।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কেন না, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, হিন্দু, মুসলমান, সাহেব প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে জানিতেন; তাঁহার নাম শোনে নাই বা তাঁহাকে জানেন না, এমন লোক নাই বলিলে বোধ হয়, অতুক্তি হইবে না। বাহাদুর জীব এবং বিচারপতিরূপে তিনি দেশের জন্য যে সকল কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আপনারা অনেকেই জানেন। তিনি সাহিত্য পরিষদের একজন অকৃত্রিম দল্ল এবং সদস্য ছিলেন। বঙ্গভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে তিনিই প্রথম উদ্ভোক্তা ছিলেন। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার ছিলেন, তখন তাঁহার ‘কনভোকেশন লেকচারে’ এই কথার স্পষ্ট আলোচনা আছে। দৌভাগ্যক্রমে আমাদের শিক্ষা যদি কখন জাতীয় ভাষার মধ্য দিয়া হয়, তবে জানিব, ইহার মূলে জ্ঞানী এবং ঋষি শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান। এই বলিয়া শ্রীযুক্ত চুনীলাল নিম্নলিখিত প্রথম প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন—

“বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং বাঙ্গালী জাতির গৌরব, মনীষার অবতার, পরম ভক্তিভাজন, ঋষিকল্প, অজাতশত্রু, শ্রী গুরুদাস

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার অভাবে বঙ্গদেশ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।”

শ্রীযুক্ত চুনী বাবু আরও বলিলেন,—আজ তাঁহার পবিত্র স্মৃতির পূজার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ষাঁহারা তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, তিনি একজন স্মৃতিশিষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন। অন্ধ অনুকরণ তিনি কখনও করিতেন না। পাশ্চাত্য জ্ঞানে তাঁহার বুদ্ধি পরিমার্জিত হইলেও জাতীয় জীবনের উপযোগী আচার ব্যবহার তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি একজন অসাধারণ সংযমী পুরুষ ছিলেন। সত্যের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অমুরাগ ছিল। সেনেটের মিটিংএ তাঁহার যে সংযম দেখিয়াছি, তাহা অপূর্ণ। পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তাঁহার সংযম ছিল। গুটীপোকা গরম জলে মারিষা ফেলিয়া রেশমী সূতা প্রস্তুত হয় বলিয়া, তিনি কখন রেশমী কাপড় ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার আহারের সংযমের কথা আমি বিশেষরূপে জানিতাম। তিনি রেল গাড়ীতে কখন কিছু খাইতেন না—ইউনিভার্সিটি কমিশনে রেল যাতায়াত কালে এক সময়ে তিনি ২৪ ঘণ্টা অনাহারে ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাঁহার স্থান পূরণ করিতে পারেন, এমন লোক বঙ্গদেশে নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—শ্রুর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে অনেক কথা অনেকের নিকট আগনারা শুনিয়াছেন। সে দিন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; স্মরণে তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণের সময় এখনও উপস্থিত

হয় নাই। তাঁহার উপর বিধাতার অজস্র আশীর্বাদ বর্ষিত হইয়াছিল। তিনি জীবনে কখন বড় শোক পান নাই। ৩৮সারাদা বাবুর স্বেচ্ছা-মরণ হইয়াছিল—গুরুদাস বাবুরও হইল। কিন্তু এই স্বেচ্ছামরণ আমরা ভুলিয়া যাইতেছি—ইহার মহিমা আমরা জানি না। গুরুদাস বাবু আমাদের শেষ ব্রাহ্মণ, শেষ হিন্দু, শেষ খাঁটি ব্রাহ্মণ। অতবড় ইংরাজী লোনা-জল তাঁহার পেটে গিয়াও তাঁহাকে বিগ্‌ড়াইতে পারে নাই। তিনি আমাদের দেশী আদর্শ ছিলেন। আমাদের যদি মানুষ্য হইতে হয়, তবে তাঁহার আদর্শই গ্রহণ করিতে হইবে।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত তারাপদ বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রাজ্ঞল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত “স্মরণ গুরুদাস বিয়োগে” নামক তাঁহার মন্তব্য পাঠ করিলেন।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন—বাস্তবিকই আমাদের দেশে ‘একে একে নিভিছে দেউটা’। গুরুদাস বাবু আমাদের অনাথ করিয়া চলিয়া গেলেন বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। আলো অনেক আছে; কিন্তু যে দেউটি বাঙ্গালা উজ্জল করিয়াছিল, তাহা নিভিয়া গেল। কবি বলিয়াছেন,—‘শোচনীয়াদি বসুধা বসুং দশরথাক্ষ্যতা। গুরুদাস বাবুর মহনীয় বরগীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ আমার সাধ্য নহে—বোধ হয়, তাহার এ সময়ও নহে। তবে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে বলিতে পারি, গুরুদাস বাবু আমাদের গুরু ছিলেন;—আজ আমরা গুরু হারা হইলাম। তিনি মাটির মানুষ্য ছিলেন; কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে দৃঢ়তা ছিল, তাহা অনন্তসাধারণ; কবি বলিয়াছেন—‘বজ্রাদপি কঠোরানি যুহনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতু-মহতি ॥’ গুরুদাস বাবুতে আমরা এই বচনের যথার্থ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার মাতৃভক্তি অসাধারণ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন,—গুরুদাসের মাতৃভক্তি দেখিয়া আমি তাহাকে ভক্তি করি। গুরুদাস বাবুর

মাই তাঁহাকে গুরুদাস বাড়ুজ্যে করিয়া গড়িয়াছিলেন—সেই জন্ত আমরা এইরূপ গুরুদাস পাইয়াছিলাম। তিনি খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন—“ব্রাহ্মণ” কথার আত্মায় বাহ্য বিজ্ঞান, তাহা গুরুদাস বাবুতে ছিল। তিনি পরিষদের হিতৈষী ছিলেন—পরিষৎকে অনেক সঙ্কট হইতে তিনি ত্রাণ করিয়াছেন। বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়াও পরিষদের সভাপতি হইতে তিনি কখন সম্মত হন নাই। বাংলা ভাষায় তিনি যে সব বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি মূর্তিমান্ স্বাবলম্বন ছিলেন। সারা জীবন তিনি কৰ্ম করিয়া গিয়াছেন। এই সময় তিনি স্ত্রীর গুরুদাস ও প্রাতঃস্মরণীয় বিভাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে আরও দুই একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া গুরুদাস বাবুর জীবনালোচনা করিলেন ও শেষে বলিলেন,—আজ আমরা তাঁহার জন্ত শোক প্রকাশ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। যদি আমরা তাঁহার স্মৃতি রাখিতে চাই, তবে আলুন, আমরা বলি—‘তোমারি চরণ, করিয়া শরণ, চ’লেছি তোমারি পথে’।

শেষে সভাপতি মহাশয় প্রথম প্রস্তাবটি পাঠ করিলে, উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় নিম্নলিখিত ২য় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন,—

“বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন, পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে অনুরোধ করিতেছেন যে, যাহাতে সম্ভবে স্বর্গীয় মহাত্মার একখানি প্রতিকৃতি পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হউক।”

এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু বলিলেন যে, গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে আপনারা অনেকেই অনেক কথা জানেন এবং আজিও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে বেশী বলা অনাবশ্যক।

আমি মাত্র একটি কথা বলিব তাঁহাকে যদি চিনিতে হয়, তবে হিন্দু জাতিকে চেনা আবশ্যক। যতদিন ইউরোপীয় ভাবে আমরা বিভোর থাকিব, ততদিন আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিব না। তিনি কখন কোন বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিতেন না। কেন না, তিনি বৈদান্তিক ছিলেন; সামান্য খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া তিনি কখন ঝগড়া করা পছন্দ করিতেন না। তিনি একনিষ্ঠ আচারবান্ এবং নিষ্ঠাভাবী ছিলেন—কখন কাহারও খোসামোদ করিতেন না। আজ আমি এই সভায় তাঁহার জন্ত শোক প্রকাশ করিতে আসি নাই—তাঁহার চরণে ভক্তি-অঞ্জলি দিতে আসিয়াছি।

এই প্রত্যয় সমর্থনকল্পে শ্রীবৃন্দ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—পূজনীয় গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলিবার আদেশ করিয়া সভাপতি মহাশয় বোধ হয়, সুবিবেচনার কাজ করেন নাই। আমি যদি তাঁহার উপযুক্তরূপ স্মৃতিপূজা করিতে না পারি, আপনারা আমার অক্ষমতা মার্জনা করিবেন। গুরুদাস বাবুর চরিত্র ভাল করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই—কেন না, তাঁহার সহাস স্তন্দর মূর্তি এখনও আমাদের সমক্ষে ঘন বর্তমান রহিয়াছে। আমার ছাত্রাবস্থায় ছই জন মহাপুরুষের সহিত পরিচিত হইবার জন্ত প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল,—১ম বিভাসাগর মহাশয়, ২য় গুরুদাস বাবু। বিভাসাগর মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই; গুরুদাস বাবুর দর্শন লাভ করিয়া আমি ধৃত হইয়াছিলাম। গুরুদাস বাবুর হৃদয় পরশ-পাথরের মত ছিল; বাঁহারা তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারাই সোনা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন একটি মহাযজ্ঞ; তিনি আত্মদান করিবার জন্ত সর্বদা ব্যগ্র থাকিতেন। আপনারা জানেন, তাঁহার সংখ্য ও তাগ অপূর্ণ ছিল। সর্বধর্মের সমন্বয় যেখানে হইতে পারে, তাহা তিনি বুঝিয়া-

ছিলেন। পরিষদের সঙ্গে তাঁহার যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা আজ যে গৌরবের আসন পাইয়াছে, ইহার মূল তিনিই পত্তন করিয়াছিলেন। শিশু ছাত্র এবং সন্তানের মত আমরা তাঁহার নিকট গিয়াছি। তাঁহাকে বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু ভাগীরথী-মানের মত আমরা পবিত্র হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু মহাশয় ২য় প্রস্তাব অনুমোদন উপলক্ষে বলিলেন,—গুরুদাস বাবু সত্যযুগের ব্রাহ্মণের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াছিলেন। বিপিন বাবু বলিয়াছেন, তিনি কোন বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিতেন না। এ কথা ঠিক নহে। তাঁহার বিবেক-বিরুদ্ধ কার্যে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। গোঁড়া হিন্দু হইলেও তিনি সকল সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর মন্থ বাবু “প্রভাস” গ্রন্থ হইতে “যাও মা মানবী দেবী, পূর্ণ ব্রত মা তোমার” ইত্যাদি কবিতাংশ পাঠ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, গুরুদাস বাবু প্রায়ই মধ্যে মধ্যে এই কবিতাটি পাঠ করিতেন এবং কতকটা এই ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় তাঁহার রচিত একটি কবিতা পাঠ করিয়া, মহাত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাজলি দান করিলেন। চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত ও কলিকাতার শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের প্রেরিত দুইটি কবিতার কথা এই সময় উল্লিখিত হইল।

পরে সভাপতি মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি পুনরায় পাঠ করিলে, সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন।

শেষে সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্কাধিকারী মহাশয় নিম্নলিখিত তৃতীয় প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন,—

“অত্কার বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবদ্বয়ের অনুলিপি স্বর্ণগত মহাআর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হারাগচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।”

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় বলিলেন,— দেবপ্রসাদ বাবু যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমি সমর্থন করি। গুরুদাস বাবু একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। তাঁহার সহিত আমার গত ২২ বৎসরের পরিচয়। তিনি যে আজ নাই, ইহা আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। অশ্ব ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিদেহ ছিল না; সেই জন্ত তিনি সকলের শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিনয় অসাধারণ ছিল এবং সাহিত্য-পরিষদের তিনি অনেক উপকার করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। আমি উক্ত প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি।

এই সময় সভাপতি মহাশয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারক, বৌদ্ধ সম্মাসী শ্রীযুক্ত এইচ্ অনাগরিক ধর্ম্মপাল মহাশয়কে কিছু বলিতে বলায়, তিনি বলিলেন যে, আমি বাঙ্গালা ভাষায় কিছু বলিতে অক্ষম; তজ্জন্ত ছঃখিত। পরে ইংরাজী ভাষায় ছএক কথায় বাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই,—আমি পরলোকগত মহাআকে কোন ইংরাজি গৌরবে ভূষিত আখ্যা দিয়া সম্ভাষণ করিতে চাই না, তাঁহাকে আমি ‘ব্রাহ্মণ গুরুদাস’ বলিয়া সম্ভাষণ করিতে চাই। তিনি যে একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ ছিলেন ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সম্মান। তাঁহার উদার ব্রাহ্মণত্বের ভাবে তিনি সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া আদর্শ মনুষ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় বলিলেন,—আমরা আজ

যে ঋণজন্মা মহাপুরুষের স্মৃতির পূজার জন্ত উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার তুলনা বাংলায় বিরল। আমাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থায় তিনি যে সব উপদেশ দিতেন, তাহা অমূল্য। সেই ঋষির হৃদয় দেশের চিন্তায় কিরূপ স্পন্দিত হইত, তাহা তাঁহার লিখিত বহু পত্রাবলী হইতে জানা যায়। তিনি দেশের নেতা ছিলেন। তিনি অমরধামে গিয়াছেন—
 বিশ্বজননী তাঁহার আত্মাকে শান্তি দান করুন।

অতঃপর ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা আপনারা শুনিয়াছেন; আমি আর বিশেষ কি বলিব। ১৯০৫ সালের শেষে তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তখন হইতেই জানি, তিনি একজন আদর্শ বাঙ্গালী। ভগবান বাঙ্গালা দেশের গুরুদাসকে নিয়াছেন, আবার বেধ হয়, অতঃপর দেশের গুরুদাস গড়িতেছেন। এই সময়ে তিনি একটি ফরাসী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া গুরুদাস বাবুর জীবনের আদর্শের পরিচয় দিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবু খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন, ব্রাহ্মণের আদর্শ ছিলেন, ব্রাহ্মণের যেরূপ সঙ্কল্প প্রাধান হওয়া উচিত, তিনি সেইরূপ ছিলেন। তাঁহার প্রতিকৃতি রাখিবার কথা হইয়াছে। যদি হয়, তবে হাইকোর্টের পোষাকে নহে। খাঁটি ব্রাহ্মণের পোষাক-পরা প্রতিকৃতি পরিষদে রাখা উচিত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমার আর কিছু বলিবার নাই। ৫০ বৎসর ধরিয়া সার গুরুদাসকে দেখিয়া আসিতেছি। তিনি সব স্মৃতিসভাতেই যাইতেন। আজ পঞ্চাশ বৎসর পরে তিনি নাই। তাঁহার বিয়োগে এই সভায় আমরা আজ তাঁহার জন্ত শোক প্রকাশ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি ৩য় প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভার কার্য শেষ হইল।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিশেষ অধিবেশন।

স্বর্গীয় শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আহৃত
৩রা আশ্বিন ১৩২৭, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২০, রবিবার অপরাহ্ন ৬টা।

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞারত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে অগ্রতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

আসন গ্রহণ করিয়া সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—“আজ বিশেষ অনিবার্য কারণে আমাদের সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আজ আমরা সকলে এ সভায় কি জন্ম সমবেত হইয়াছি, তাহা সকলেই জানেন। স্বর্গীয় দেশপূজ্য শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেশের যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহাদিগের মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিষৎ বথাসাধ্য অনেকানেক সাহিত্যরথীর স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। সুখের বিষয়, আজ বঙ্গীয় শিক্ষিত-সমাজের শিরোভূষণ, দেশের অগ্রতম নেতা, ভক্তিবাজন শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া পরিষৎ তাঁহার একটি প্রধান কর্তব্য পালন করিতেছেন। আজ তাঁহার চিত্রের আবরণ উন্মোচিত হইবে। এ কথা যেন কেহ মনে না করেন

যে, আমরা একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া মৃত মহাত্মার ঋণ পরিশোধ করিতেছি ; দেশবাসী তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। তিনি শিক্ষার উন্নতির জন্ত বহু চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সম্প্রতি বাংলা ভাষার সাহায্যে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের যে আন্দোলন, যে চেষ্টা, যে আয়োজন হইতেছে, তাহার প্রবর্তক তিনি। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলাররূপে তিনি তাঁহার কন্‌ভোকেশন্ বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, এমন দিন আসিবে, যে দিন কেবল মাতৃভাষার সাহায্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল রকম উচ্চ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্ভবপর হইবে। তিনি যে ভবিষ্যৎ আশার সূচনা করিয়াছিলেন, মাননীয় শ্রুর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় তাহা বহুল পরিমাণে কার্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই দুই মহাত্মার নিকট বঙ্গবাসী চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। আজ বড়ই আনন্দের বিষয় যে, সেই মহনীয়কীর্তি, দেশনায়ক শ্রুর গুরুদাসের চিত্র এই বাণী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আমি আশা করি যে, তাঁহার পবিত্র ও মহৎ দৃষ্টান্ত হৃদয়ে সদা সর্বদা জাগরুক রাখিয়া দেশবাসী নিজ নিজ কর্তব্যপথে অগ্রসর হইবে। তাঁহার সহিত আমার গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ। তাঁহার চরণতলে থাকিয়া কত শিক্ষাই লাভ করিয়াছি। যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, চিরদিন তাঁহার গুণগরিমার কথা মনে রাখিব। আজ এই সভার সভাপতিরূপে তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া আমি ধন্য ও গৌরবান্বিত হইব।”

তৎপরে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিহারত্ন মহাশয় স্বরচিত একটা কবিতা পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত শ্রামলাল গোস্বামী মহাশয় স্বর্গীয় শ্রুর গুরুদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী পাঠ করিলেন।

অতঃপর কর্ণেল শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় বলিলেন,—
 “আমি শ্রোতারূপে এই সভায় প্রবেশ করিয়াছিলাম। সভাপতি
 মহাশয়ের আদেশ, ছ’চার কথা বলিতেই হইবে। স্বর্গীয় শ্রুর গুরুদাসের
 কথা মনে হইলে আনন্দে বক্ষ স্ফীত হয় ও ক্ষীণ দেহে বলবৃদ্ধি হয়।
 পূজ্যপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধবাসরে অনেকেই আসেন নাই
 দেখিতেছি। বড়ই দুঃখের বিষয় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার-
 গণের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন; আমার মত শত শত ছাত্র
 তাঁহার হাতে সনন্দ পাইয়াছে। তাঁহাদের অনেকেই আজ অনুপস্থিত।
 তাঁহারা স্বর্গীয় মহাত্মার কোন স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন বা কি করিয়াছেন,
 তাহা আমি জানি না। তাঁহার স্মৃতিসভার জন্ত এত লোক সমাবেশের
 কেন এত চেষ্টা, তাহা আমি বুঝিতেছি না। যিনি চলিয়া গিয়াছেন,
 তাঁহার সম্মান আমরা কি করিতে পারি? চিত্র আঁকিয়া, গুণগান
 করিয়া কি সম্মান দেখান হয়? তাঁহার আদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া
 দেশের ও সভার কার্য পরিচালন করিলে কতক পরিমাণে সভার উদ্দেশ্য
 সফল হইবে। তাঁহার জীবনের সমালোচনা করিতে হইলে যুগপৎ
 অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়। তাঁহার কোন কাজেরই
 সমালোচনা করিয়া শেষ করা যায় না। সভাপতি মহাশয় তাঁহার যে
 সকল কার্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।
 আমি মাত্র ছ’চার কথা বলিব। (১)

সভাপতি মহাশয় কর্ণেল সর্বাধিকারী মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ
 দিলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহার অনুগ্রহে আমরা স্বর্গীয় মহাত্মার শেষ
 মুহূর্তের অনেক সংবাদ পাইলাম।

(১) কর্ণেল সর্বাধিকারীর বক্তৃতা “জীবনের শেষ কয়েক দিবসের
 কথা”র মধ্যে ২৮৫—২৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সভাপতি মহাশয়ের আস্থানে ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত মহাশয় বলিলেন,—“আমি মনে করি নাই যে, আমি বক্তৃতা করিব। আজকার সভায় জনতা নাই দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, আজ বোধ হয়, সভার অধিবেশনের দিন নয়, ভুল করিয়া আসিয়াছি। বড় বক্তাদের অনেকেই আজ সভায় উপস্থিত হন নাই। তার ফলে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে বক্তৃতা করিতে হইতেছে। আমি একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বলিব। ১৭১৮ বৎসর পূর্বে আমি ও আমার একজন ডাক্তার বন্ধু, স্বর্গীয় পূজাপাৎ বন্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী গিয়া উঠি। বেলা ৩.৪টা। দেখিলাম, তিনি একটি ছেলেকে অঙ্কশাস্ত্র পড়াইতেছেন। ছেলেট নারিকেলডাঙ্গা স্কুলের ছেলে, এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবে। উক্ত স্কুলের একটি করিয়া ছাত্রকে নিজে পড়াইবার ভার তিনি লইয়াছিলেন। নিজ পল্লীর স্কুলের উন্নতির জন্ত যিনি এই বহুমূল্য সময় উৎসর্গ করিয়া ছেলে পড়াইবার ভার লইতে পারেন, তিনি একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। নারিকেলডাঙ্গার প্রাতি ও তদঞ্চলের প্রত্যেক অস্থানের উপর তাঁহার প্রীতি অসাধারণ। স্থানটি মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। অনেকে অবস্থা ভাল হইলে অগ্রত্ৰ চলিয়া যান। তিনি নারিকেলডাঙ্গাতেই উত্তম বাসোপযোগী বাড়ী নির্মাণ করিয়া, তথায় চিরদিন বাস করিয়া গিয়াছেন ও ছেলেদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আমি তাঁহার বতখানি দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে দেবতা বলিয়াই আমার ধারণা।”

তৎপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন “যে, মহাত্মার পূজা করিতে, যাঁহাকে শ্রদ্ধাজলি দান করিতে আমরা আজ সমবেত হইয়াছি, তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা ও গুণের বিষয় আমরা ধারণাই করিতে পারি না। তাঁহার গুণাবলীর কীর্তন করিতে যাঁওরা আমার পক্ষে ধ্বংসাত্মক। স্বর্গীয় পূজাপাৎ শ্রর গুরুদাস বন্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত লোক ভারতে—ভারতে কেন—

পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মিয়া থাকেন। তিনি দেখিতে খর্ব ও ক্ষীণকায় পুরুষ ছিলেন—কিন্তু সেই ক্ষীণ দেহ আশ্রয় করিয়া যে শক্তি ও মনুষ্যত্ব তাঁহার মধ্যে ছিল, তাহাতে তাঁহাকে দেবতা বলিয়াই মনে হয়। আমি তাঁহার তেজস্বিতার ও মনুষ্যত্বের একটি মাত্র উদাহরণ দিব। কিছুদিন পূর্বে, আপনাদের বোধ হয়, অনেকেরই স্মরণ আছে যে, স্বর্গীয় আনন্দ মোহন বসু মহাশয়ের পুত্রকে লইয়া সেনেট হাউসে একটি গোলমাল উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার কিছুদিন পরে Faculty of Arts হইতে সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্বাচনের জন্ত উক্ত Facultyর যে সভা আহূত হয়, তাহাতে বেশ একটুকু চঞ্চলতা দেখা গিয়াছিল। তখন স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় উক্ত Facultyর স্থায়ী সভাপতি ছিলেন। শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, বাহাতে উক্ত Facultyর নির্বাচনে ইংরাজের সংখ্যা বেশী আসে। প্রোক্ত দিবসে শিক্ষাবিভাগের ইংরাজ কর্মচারী বাঁহারা Faculty of Arts এর সদস্য ছিলেন, তাঁহারা বহুসংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। এমন কি, মনে হয়, তৎপূর্বে Facultyর কোন সভায় বাঁহাদিগকে কখনও উপস্থিত হইতে দেখি নাই, তাঁহারাও সেদিন দলে দলে—কি জানি কি কারণে এবং কাহার প্ররোচনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সিণ্ডিকেটের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্ত বহুলোকের নাম প্রস্তাবিত হইলে, স্থির হইল, ব্যালট দ্বারা ভোট গ্রহণ করা হইবে। ইহাতে মিঃ ওয়েষ্টল্যান্ড সাহেব বলেন যে, ব্যালটপেপার গণনা হইবার পূর্বে উপস্থিত সভ্যসংখ্যা গণনা করা হউক। কারণ, কি জানি, ব্যালটপেপারের সংখ্যা উপস্থিত সদস্য সংখ্যার অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে। উহার জন্ত একটু বাঁধাবাঁধি ভাব না হইলে বিপুলভাবে ভোট গৃহীত হইবার সম্ভাবনা কম। এই কথার ভিতর যে ফেলোদের প্রতি অবিশ্বাসের ভাব লক্ষ্যিত ছিল, প্রথমে অনেকেই তাহা অনুধাবন করিতে

পারেন নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট ঐ কথাগুলি শুনিবামাত্র শ্রর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিংহ গর্জনের সহিত তারস্বরে বলিলেন যে, সভ্য সংখ্যা হইতে যে ব্যালট্ পেপারের সংখ্যা অধিক হইতে পারে না, ইহা বিশ্বাস করিবার পক্ষে বেশী কিছু দরকার নাই। আমরা সকলে Faculty of Arts এর সভ্য, আমাদের দ্বারা ঐ প্রকার ঘণিত কার্য্য হইতে পারে না। এই কথায় বিশ্বাস করিয়া মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ড সন্দেহের কোন কথা উত্থাপন না করিলে—তঁাহার পক্ষে ভদ্ররীতির উপযুক্ত হইত। ইহার উত্তর দিতে যখন মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ড উঠেন, আমার বেশ মনে পড়ে যে, তঁাহার সমস্ত শরীর কম্পমান হইতেছিল। তিনি নানা বাগ্‌জালে, কোন অবিশ্বাসের কথা বলেন নাই, ইত্যাদি বুঝাইয়া প্রকারান্তরে তঁাহার সন্দেহজনিত অবিশ্বাসের কথা প্রত্যাহার করেন। সেই সময়ে গুরুদাস বাবুর তেজ দেখিয়াছি। মানুষের পক্ষে বিনয়, তেজ ও ক্ষমা যেমন দরকার, তাহার সমস্তই তঁাহাতে ছিল। তেমন ব্রাহ্মণ, তেমন ঋষিভূলা ব্যক্তি আর কোথায় পাইব। হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি, হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা তঁাহার প্রগাঢ় ভাবেই ছিল। স্বধর্ম পালনে তিনি কখনই বিচলিত হন নাই। শ্রর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুসমাজে আমাদের শিরোমণিস্বরূপ ছিলেন। তিনি গিয়াছেন, তঁাহার অভাবে আজ বঙ্গদেশ জ্যোতিঃহীন তঁাহার ঞ্চর আদর্শ কোথায়, তেজ কোথায়, বিনয় কোথায়? ব্রাহ্মণ হইয়া হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার তিনি করিয়া গিয়াছেন। আর একটি ঘটনায় তঁাহার ঞ্চরপরায়ণতার উদাহরণ সন্মুখে বলি। তঁাহার এক পুত্র আইন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেও, মনে হইতেছে, স্ববর্ণপদক প্রাপ্তির উপযোগী নম্বর পান নাই। এই অবস্থায় সেই বৎসর স্বর্ণপদক কাহাকেও দেওয়া হইবে

কি না, ইহার জন্ম এক বিচার-সভা হয়। মিঃ টনি সাহেব তখন রেজিষ্ট্রার ছিলেন এবং স্ত্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাইস 'চ্যান্সেলার' ছিলেন। সিণ্ডিকেট কর্তৃক তাঁহার পুত্র স্বর্ণপদক পাওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হইলেও তিনি তাঁহার পুত্রকে মেডেল দেওয়া ঠিক নিয়মানুযায়ী হইবে না বলিয়া প্রতিবাদ করেন।

এই দেশের সকল প্রকার শিক্ষা,—কি উচ্চ, কি নিম্ন—মাতৃ-ভাষার সাহায্যে প্রদান করা উচিত কি না, এ বিষয়ে বিবেচনার জন্ম পরিষৎ হইতে একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয়। শাখা-সমিতি কর্তৃক বঙ্গভাষায় এ দেশের বাবতীয় শিক্ষা প্রদান করা হউক এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইবে, তাহাতে এমত বোধনা প্রচার করা হউক যে, নির্দিষ্ট একটা কাল মধ্যে বঙ্গভাষায় সর্বপ্রকার শিক্ষা এদেশে প্রচলিত হইবে, ইত্যাদি নানাবিধ সূচিস্থিত মন্তব্য উক্ত শাখা-সমিতি কর্তৃক গৃহীত হয়। স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সভার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সমুদয় কার্য্য করিয়া দিয়া-ছিলেন এমন কি, তিনি প্রোক্ত মন্তব্যের লেখক, এ কথা অনেকে জানেন না বলিয়া অদ্য প্রকাশ করিলাম। দেশের এই চঞ্চলতার সময়ে তাঁহার ছাত্র কর্ণধারকে হারাইয়া আমরা প্রকৃতই কাঙ্গাল হইয়াছি। দেশের সর্বপ্রকার গুরুতর বিষয়ের কর্তব্য নির্ধারণ, তাঁহার সহিত আলোচনা ব্যতীত কখনও হয় নাই। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কাজ করিতেন। এ কথা সর্বজনবিদিত না হইলেও বোধ হয়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু অস্বীকার করিবেন না।”

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, “চিত্রের আবরণ উন্মোচনের পূর্বে দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। তিনি ইউনিভার্সিটিতে

বলিতেন যে, কেবল Art Sectionএ শিক্ষা দিলে চলিবে না ও কাজ হইবে না। বাহাতে ছেলেরা হাতে কলমে শিক্ষা পায় ও কৃষিতত্ত্ব Technology এবং Industry শিক্ষা পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সব বিষয়ে উপায় নির্ধারণ জন্ত একটি কমিটি বসে। তিনি তখন পীড়িত, বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া কর্তব্যের অনুরোধে শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত এই কমিটিতে কাজ করেন। স্বথের বিষয়, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট উক্ত কমিটির রিপোর্ট পাশ করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে আজ Agriculture, Technology, Industry প্রভৃতি বিষয় বি এন্স সি ও এম্ এন্স সি পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইতে চলিয়াছে। তাঁহার বিষয়ে অত্যাশ্চর্য্য অনেক কথা আপনারা শুনিয়াছেন— তাঁহার সততা, সৌজন্ম, দান, তেজ প্রভৃতির বিষয়ে পুনরুল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। এই সমস্ত বিষয় ব্যতীত তিনি নিজ গৃহকাৰ্য্যো— বিষয়-কাৰ্য্যে অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। আমি একবার তাঁহার দর্শন লাভের জন্ত তাঁহার বাড়ী যাই। তিনি তাঁহার বাড়ীগুলি সব আমায় দেখাইলেন, ছেলেদের বাড়ীগুলিও দেখাইলেন। প্রত্যেক বাড়ী স্বাস্থ্য-রক্ষার উপযোগী করিয়া নিৰ্ম্মিত। খুঁটি নাটি তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। বাড়ীগুলির ড্রেন লইয়া পাছে ছেলেদের মধ্যে মনোমালিগ্ন হয়, এই জন্ত তিনি তাহাও এমন ভাবে প্রস্তুত করিয়াছেন, বাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। অবশ্য আমাদের সে আশঙ্কা মোটেই নাই। তাঁহার ছেলেরা সব রত্নবিশেষ।”

News-papers and Journals.

It is with a heavy heart and under a profound sense of loss that we have to announce the death of Sir Gooroo Das Banerjee, which melancholy event took place on Monday night at his residence in Bagh Bazar on the side of the Ganges. All his life, he was a true Hindu, devoted to the principles and practice of his religion and he has died peacefully, surrounded by the love and homage of his countrymen and with the consciousness of having lived a well-spent life. A great and good man has passed away—one whose vast learning, splendid endowments of head and heart, deep piety, purity of character and loftiness of aims and principles in life entitled him through generations yet unborn to the admiring gratitude of posterity. Though not born with a silver spoon in his mouth or any of the adventitious circumstances that help a man in the world, he made his way by dint of merit and character to an exalted position not only by occupying with dignity one of the highest offices open to an Indian but also in the esteem, regard and affection of his countrymen. Indeed it may truly be said that he was the patriarch in our national life in Bengal. Not a public movement, good and true, but at once enlisted his hearty sympathy and support. The development of education was the deep concern of his heart. At a time when the Calcutta University Commission is still sitting, it is interesting to recall the vigorous note of dissent which he wrote

as a member of the Indian Universities Commission in 1902. The concluding words of his luminous note deserve seriously to be pondered over by iconoclastic educational-reformers at the present moment. "While yielding to none in my appreciation of the necessity for raising the standard of education and discipline, I have ventured to think that the solution arrived at is only a partial solution of the problem and that we should aim not only at raising the height but also at broadening the base of our educational fabric. And where I have differed from my learned colleagues, I have done so mainly with a view to secure that our educational system is so adjusted that while the gifted few shall receive the highest training, the bulk of the less gifted but earnest seekers after knowledge may have every facility afforded to them for deriving the benefits of high education." Wise words these which deserve to be inscribed in letters of gold on the portals of the Education Department, that is so anxious to raise the height at the expense of the base and make education available to the few. Had education been the luxury of the rich we doubt whether there would have been a Sir Gooroo Das Banerjee to guide his countrymen with his mellow wisdom and rich experience. He was the prince of graduates of the Calcutta University, having topped the list in all scholastic examinations. In the stern and relentless examination in practical life, he was also eminently successful and showed the strong and beautiful stuff he was made of. Indeed, the word *success* is writ large in his long and strenuous life. He was successful as

a lawyer, a judge, and educationist in the true sense of the term, a public man and a leader of his countrymen. As a Vakil, he rose to the highest pinnacle of fame by his profound knowledge of law and mastery of facts. Whether at Berhampore or in the Calcutta High Court, Dr. Gooroo Das Banerjee represented all that was best and noblest in the legal profession. Of the Bench, he was literally an ornament, whose lucid and wellreasoned exposition of law, specially of Hindu law, and uncompromising independence of character have earned for him an honoured position among the foremost judges in the land. He enjoyed in a pre-eminent measure the confidence of his colleagues, the Bar, the litigants and the public and all had the supreme faith that Mr. Justice Gooroo Das Banerjee could never do a wrong. But though law was his vocation in life, the work of education was near to his heart and nothing gave him greater pleasure than to help in the progress of education in all its branches and the spread of sound educational ideas. He was the first Indian Vice-chancellor of the University and was for a long time an indefatigable member of the Senate, which profited so much by his counsels of wisdom. As a leader of the community he was, though the least self-assertive and ever disposed to place himself in the background, honoured and respected by all classes and sections of the public. His sage advice was eagerly sought for in connection with various progressive movements. He was assiduous in his exertions for the success of any cause calculated to benefit his countrymen in any department of life. But

more than everything else, he was a man of the truest metal, possessing a sweet and lovable personality, a magnetic and winsome character, white as snow and pure as lily. When we think of him, we cannot help feeling how much learning, how much modest and unassuming simplicity, how much piety and how much patriotism have passed away with him. That voice which everybody was glad to hear is hushed in the silence of death. But if to live in the hearts and memories of those we leave behind is not to die, Gooroo Das Banerjee is not dead. From his frail bark, the noble soul has winged its flight. But he has left behind a shining example, of life's work done with a high sense of duty, which like a beacon-light, will continue to elevate and inspire his countrymen. He was a prince among men,—one of God's elect, who sent all around the fragrance of a sweet and beautiful life and character. It will be long, long before the void which his death has caused, will be filled. As the poet has said, "he most lives who thinks most, feels the noblest, acts the best" and such a noble life was lived by Sir Gooroo Das Banerjee. He has been taken away from us at a critical moment when more than ever his wisdom and experience would have been of great help to the country. But so long as greatness of manhood and goodness of character are regarded as the assets of the world, Gooroo Das Banerjee will enjoy an immortality which is not given to all the sons of men, to whom his countrymen will turn, as to a venerable repository of sweetness and light, for inspiration and guidance.

May his soul rest in peace in the bosom of his Maker
he loved so well!

The Bengali
4th December, 1918.

THE death of Sir Gooroo Dass Banerjee causes a void in our public life which will not be easily filled up. He was a great and good man and a learned and upright Judge. The story of his life is the story of triumph of an honest upright and brilliant career unblemished by a single dark spot either in public or private life, and of success resulting from the constant domination of higher over lower springs of action. He was not born with a silver spoon in his mouth; he was verily a selfmade man. Speaking humanly Sir Gooroo Dass stands at that point of equation in which the great conflicts of life neutralise with each other.

It is said that he almost always carried a copy of the Gita in his pocket and true it is that there are few men in India at present whose lives have been more harmoniously moulded by high principles. His public services and everything else pale before the one element in his character and that is his sweetness and firm faith in God.

He was a Hindu of Hindus. He never wished to advertise himself and was of a very retiring disposition.

Sir Gooroo Dass died at the ripe age of 74 leaving sons, grandsons and a very large circle of friends and admirers to mourn his loss. A short sketch of his life is reproduced elsewhere from the Presidency College magazine and we hope to publish a more detailed account

of his eventful and instructive life in our next. Meanwhile the following incidents in the last moments of his life will be read with profound interest and great profit.

When the fatal disease with which Sir Gooroo Dass was attacked, took a serious turn, he realised that his end was near and signified his wish to be taken to his house on the banks of the Ganges. It was during this period, he called his four sons and told them in the minutest details all that should be done from the moment he would die till the performance of his Sradh ceremony. He gave up taking any food for five or six days before his death and lived upon drops of the sacred water of the Ganges. A few hours before his death he asked his eldest son to read a chapter from the Bhagabat Gita, the constant companion and solace of his life. When it was finished he suddenly said "Cover up my eyes." The attendants thought that the gas light might have hurt his eyes and they therefore put it out. But he insisted on having his eyes covered up. When the attendants covered his eyes, he said thrice in a loud voice. "This is the last.—'Ei Shesh' and then chanted the holy Gayatri Mantras. They were his last words and the great soul passed away.

Mr. W. C. Wordsworth wrote the following letter to Sir Gooroo Dass on the 28th November :—

Senate House.
The 28th Nov. '18.

"Dear Sir Gooroodas,—It is with deep regret that we have received the news of your illness. The Syndicate have requested me who am in the Chair to-day

to express the hope that we will soon get the news of your recovery.

Yours Sincerely

(Sd). W. C. WORDSWORTH.

To the above Sir Gooroo Das sent the following marvellous reply on the 2nd December when he was to all intents and purposes a dead man :—

214-2 Upper Chitpore Road

Calcutta, the 2nd December, 1918.

“TO THE HON’BLE THE CHAIRMAN OF THE
SYNDICATE OF THE UNIVERSITY OF
CALCUTTA.

“Dear Sir,—Many thanks for your kind letter of Nov. 28th 1918. I am indeed deeply grateful to you and your esteemed colleagues for that touching message of hope.

“May the abundant Grace of my Maker and the overwhelming sympathy of my fellowmen which have so far sustained me during trial and tribulations continue to be vouchsafed to me in going through whatever has still to be faced.

“With kindest remembrances and regards.

I am

Yours sincerely,

Gooroo Das Banerjee.

per Haran Chandra Banerjee.

P. S. Forgive me the employment of an amanuensis.

He dictated the letter in the presence of his medical attendant, Dr. Suresh Prasad Sarvadikary, and the latter

was simply amazed at this performance ; this performance of one whose end was expected every moment. The letter will live in history.

The Amrita Bazar Patrika.
4th December, 1918.

A GREAT link with the past has snapped asunder. The mind still refuses to think that dear old Sir Gooroo Dass Banerjee, who was an institution in himself and combined in him the best that is in Western with the best that is in Eastern culture, is no more. The benignant, lovely soul passed quietly away on Monday night.

Sir Gooroo Dass Banerjee was a man of many-sided activities. He was great as lawyer, great as a judge, great as an educationist, but he was, above everything else, a great Hindu. He was a Hindu of Hindus, who lived his life and died, a Hindu. Those who scoff may remain to pray. His remarkable life and character, indeed, furnish a wonderful object-lesson for all who have eyes to see and ears to hear. Is the offering of daily prayers to your God according to the rites of your faith incompatible with being learned in the lore of the west ? In the supercilious contempt they may dub Hindu rites a bundle of superstitions, but the fact how these were practised by some of the wisest and holiest of men remains to be explained.

Sir Gooroo Dass was a Hindu of the old type, but Hinduism of the old type does not necessarily mean narrowness and bigotry. He was broad and catholic and liberal

in the best sense of those expressions. His was not a mere life of abstraction, but a life of contemplation and action, of theory and practice, of duty and liberty moving in harmony with each other, the well-ordered life of the husband, the father, the patriarch, the citizen, the leader, ever unassuming but never failing in duty. While his life revealed undiminished faith in the retention of ancestral conventions of belief, he knitted the new into the old. In a word, he lived wholeness of life, intellectual and moral and spiritual.

His eminence as a lawyer won him the position of a High Court Judge and during the long period he sat on the bench of the premier Court in the land, he simply adorned it. His judgments were always clear and luminous and will live. His dissenting judgment in the Asansole Rape Case convicting the accused has become historic.

As an educationist, his work as a Vice-Chancellor is known to many. Sir Gooroo Dass never played to the gallery. His was no clap-trap speech or writing or action. Take his Note on the Report of the Dacca University Committee. It was really a case of the Teaching University *vs* the Residential University on which he adjudicated. He did not assume as a self-evident proposition which requires no proof, that a Residential University is in every way better than a Teaching University or cling to the extreme view that nothing good can come out of a Teaching University. He was of opinion that each of the two types of University life has its advantages and drawbacks and it is difficult to say, "which side preponderates." A Residential university, he observed was "more adapted for

physical and intellectual education" but at the same time not so well adapted for moral and religious education on which he laid so much stress. Why? By reason of "that very excess of help, assurance of comfort and regularity of supervision, which are less helpful in training men for the rough world outside the college walls, where they have to be resourceful in emergency, to struggle patiently and cheerfully with adversity, and to accept the inevitable with calm resignation to a Will that is inscrutable and supreme."

We repeat, Sir Gooroo Dass died a Hindu. For a Hindu, no death can be more coveted than the death he died. Full of years and honours, surrounded by children and grand-children and great grand-children, with his country to mourn his loss—can death be more coveted? The Greek maxim laid down that no one can be called happy till his life is closed. Judged by this test, his life may be truly called happy.

Tears well up in our eyes as we write. But as Hindu we believe that Sir Gooroo Dass has gone to a far happier land than this mortal earth and though we will see him no more in the flesh, his sage counsel will guide his countrymen from far on high. Verily, his name is not written in water. Far more enduring than brass or bronze or marble which may commemorate his services, is the rich legacy of character and example he has left to his countrymen.

The old ties are being snapped asunder one by one. The lights go out. Dwarka Nath Mitter, Romesh Chandra Mitter, Chandra Madhav Ghose, W. C. Bonnerjee, Manomohan Ghose are all gone to their rest and now follows

Gooroo Dass Banerjee to "God, who is our home."

As he drew his last breath on the banks of the holy
 • *Bhaghirathi*, his dying lips seemed to speak the last words :

The morrow's noise
 Its anguish, hope and fear,
 Its empty joys,
 Of these I shall not hear
 Call me no more, I cannot come ;
 I'm gone to be at rest at home.
 Now let me rest,
 Hushed be my striving brain
 My beating breast ;
 Let me put off my pain,
 And feel me sinking, sinking deep
 Into an abyss of sleep.

May his great soul rest in peace !

The Hindoo Patriot,
 December 7, 1918.

"It is the irony of fate that Sir Gooroo Dass Banerjee should be gathered to his fathers at the present juncture. He was Vice-Chancellor of the Calcutta University from 1890 to 1892 and to the very end of life was a potent influence in its administration. His criticism of the report at the Calcutta University Commission would have been most valuable, for he was a profound scholar, an educationist of authority, an experienced judge and a staunch patriot. Bengal would have mourned her loss at any time, but today her sorrow is poignant ; the guidance of one of

the wisest and best of her sons has been withdrawn when it was most needed.

Capital, Dated Dec. 6, 1918.

A Great Indian has just passed away in the person of Sir Gooroo Dass Banerjee whose death on Monday night must have come as a shock to the public, for hardly any body had heard of his illness. The country is the poorer by his loss, for he was a true knight in every sphere in life. A more devoted and orthodox Hindu, a more pious man, a greater educationist, a sounder lawyer than the late Sir Gooroo Dass has seldom, if ever, been known. His life was unique and demonstrated, above everything else, that it is possible to combine plain living with high thinking and that no Indian need imbibe Western manners and customs at the sacrifice of his own, even when sitting on the High Court Bench. Fearlessly independent, both as a Judge and a publicist, the late Sir Gooroo Dass' views on any matter of importance commanded high respect. His famous Note of Dissent, as a member of the Indian Universities' Commission, is but one instance of his strength of character. He was a member of many public bodies and the University of Calcutta, of which he has been a Vice-Chancellor, will miss most keenly the sobriety and wisdom of his counsels.

*The Englishman,
December 4, 1918.*

The late Sir Gooroo Das Banerjee may be said, without any exaggeration, to have been the Grand Old Man of Bengal. Born 74 years ago in Narkuldanga, the same district in which he died, Sir Gooroo Das became a vakil, and was eventually promoted to the Bench of the Calcutta High Court, on which he sat from 1889 to 1903. While he was one of the most eminent jurists in India he took at least an equal interest in education, and besides publishing a number of works on this question, was a member of the Universities Commission of 1902. Sir Gooroo Das was a most distinguished man, respected and admired by all ranks and races, and his appearance on great public occasions was always signalised by the remarkably precise and measured diction in which he never failed to express himself. He was knighted fourteen years ago, and held many honorific degrees.

The Statesman,
December 4, 1918.

The universal chorus of regret with which the tidings of the death of Sir Gooroo Dass Banerjee was received in Bengal must meet an echo wherever there is any knowledge or appreciation of a life devoted to the disinterested pursuit of truth and virtue. Sincere and modest, benevolent and gentle, indifferent to ambition and the applause of the world, and wholly unselfish, all who knew him loved

him, and all who loved revered him. Imbued with the divine precepts of the *Bhagavad Gita*, throughout his life, indeed, he was the most notable example that our time has produced of the masterful power of man's spiritual nature when at its highest to conquer in its warfare with earthly conditions. Born in poverty, bereaved of the loving care and affection of his father when only three years old, labouring ever afterwards under physical difficulties which would have converted nine men out of ten into aimless invalids, no one felt like him the pathos of the battle of life ; yet keenly as he felt it, he did not despair ; we find in him no complaining, no tedious arraignment of the scheme of things : his was a cheery, manly soul. It always acts as a moral tonic to be brought in contact with one who does not faintly trust the larger hope, but is confidently sure that in aiming at the highest we are doing the best for our best selves. A great moral force has passed away in Sir Gooroo Dass, and the country is the poorer by his death, for men of his type are a rare possession.

Of his life as scholar, lawyer, judge and educationist we have already spoken at great length in the pages of this Journal, and it would be superfluous to reiterate what is matter of familiar knowledge. The occupations of his life after retirement are not germane to our subject. All we need say is that a man of his temperament who had maintained an open and receptive mind could suffer from no vacuity. He had always been alive to the movements of letters, of philosophical study and of theological argument, and in his seclusion he enjoyed the priceless consolations of literature and learning. But a man possessing

such keen intellectual interests could not be expected to remain inactive, and public questions affecting the well being of the country claimed his attention. A strong thinker, he had large and noble views of mankind, and a public measure was good or bad in his eyes solely by its tendency to make men nobler, greater, more virtuous or otherwise, and his voice was always raised on the side of truth and generosity and true progress. His book called "A few thoughts on Education" which he published soon after his retirement is warm with noble thought and generous feeling, and, in a small compass, is a courageous announcement of the matured results of experienced observation and conscientious reflection. It will repay careful perusal by all who are interested in the cause of educational reform, and it is admirably adapted to facilitate the right solution of the various problems which are receiving attention at the present moment. These questions primarily and closely concern our public schools and the universities as agents in the formation of national character. He was also not unmindful of the claims of his mother-tongue, and he enriched the literature of his country by his various contributions to religious and philosophical thought. His religious faith must be left to another occasion and to worthier hands. But the fact must be mentioned that religion—the orthodox religion of his forefathers—was the essence, the savour, the motive power of his being. It was the predominant part of his life to which all else was subordinated. Holding such strong convictions as he did, the wonder is that he had such generous sentiments about those to whom his shib-

boleths meant nothing. This is what made his life so beautiful and such a blessing to all. Like all great men his interest in men and things remained undimmed to the last. The last public function in which he took part was the laying of the foundation-stone of the Benares Hindu University. Not the princes in their resplendent robes, not the noble Lord who presided, but the thin little man with the snow of seventy-one winters on his person, who attracted all eyes in that immense assemblage of distinguished men. What an example was there of self-subjugation, of heroic endurance, of duties faithfully fulfilled !

He is dead. *Felix opportunitate mortis !* If ever the inevitable summons of death comes as a beneficence to a man it comes to him who answers it as Gooroo Dass did, full of years, but still enjoying the plenitude of every power. He has bequeathed to his country the memory of a life that was absolutely devoted, absolutely sincere, and of a character free from all taint of vanity, personal ambition, or self-seeking. Never was prominence achieved with less self-advertisement. Indeed he was too refined and modest to be pleased by notoriety. It is our lot to be living in an age when amid the fierce contentions of parties and principles many of us do not know where we are, so busy everywhere is the spirit of transition, so bewildering the revolution which seems to be changing the face of everything. But here was a man who knew where he was and who spoke with no uncertain voice. To him we may look for guidance in need, for fortitude in adversity and for the example of a life as high, sweet and brave as ever illuminated the history of any people.

Much as we shall miss him, the occasion, however, is not one for absolute lamentation or despair, and we take our farewell of him not in a spirit of mournfulness but of hopefulness, saying with Lowell : "The soil out of which such men as he are made is good to be born on, good to live on, good to die for and to be buried in." May he rest in peace !

Allahabad Law Journal, January 1919.

It is with profound regret that we have to record the death of the late Sir Gooroo Dass Banerjee, who besides being the distinguished Indian that he was, was intimately connected with the Benares Hindu University from its very inception. Gifted with natural endowments of a high order he made his mark very early at the legal profession and rose to be a Judge of the High Court, on retirement from which he devoted himself entirely to public life. Next to Law, Education may be said to have claimed his most absorbing attention and as Vice-Chancellor of the University and member of the Indian Universities Commission of 1902, he rendered signal service in its cause, not to speak of the inspiration he furnished to the movement of the Hindu University. Sir Gooroo Dass was a noble example of the finest type of Hindu culture ; with the deepest feelings of spiritual life and an absolutely unblemished record of personal character and achievement, he was a centre of stimulation to all people who came into contact with him. If ever it has been found possible in recent

decades for a person to realise the ancient Hindu ideal of plain living and high thinking, amidst all the complexities of the social life of to-day, it may be said to have been accomplished in the case of Sir Gooroo Dass and his illustrious life should always serve as an inspiring example to our countrymen. We commend the spirit of his life to the reverential attention of our readers, young and old.

*The Central Hindu College Magazine,
January, 1st 1919.*

মার মন্দিরের পবিত্র স্মৃতি-প্রদীপ নির্বাপিত হইল। বাঙ্গালীর চিরবন্দিত, ঋষিতুল্য গুরুদাস গতকল্য রাত্রি দশটা পঞ্চাশ মিনিটের সময় সজ্জানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। অর্ধ শতাব্দী নানাপথে মাতৃভূমির সেবা করিয়া বঙ্গবন্দিত গুরুদাস সাধনোচিতধামে প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালায় “একে একে নিভিছে দেউট।” বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যের সীমা নাই।

সার গুরুদাস খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন; খাঁটী হিন্দু ছিলেন। গুরুদাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাশালী ছাত্র; ইংরাজী শিক্ষায় ব্যুৎপন্ন কেশরী। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও দীক্ষায় আকর্ষণ মগ্ন হইয়াও তিনি আজীবন ব্রাহ্মণের ধর্ম, ব্রাহ্মণের স্বাভাব্য, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিষ্ঠা ত্যাগ করেন নাই। যুগধর্ম তাঁহাকে আপনাতর আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ভাঙ্গনের যুগে অবতীর্ণ হইয়াও সার গুরুদাস চিরদিন হিন্দুত্বের অজুগুপ্ত হুর্গে হিন্দুর ধর্ম, হিন্দুর সংস্কার, হিন্দুর ভাব অক্ষুণ্ণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীর প্রাচীন ভাবের সহিত প্রতীচির জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় করিয়া স্বীয় জীবন-গতি নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সমকালবর্তী মনীষী বাঙ্গালীর মণ্ডলে এই বিশেষত্বে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। গুরুদাসের পবিত্র চরিত্র বাঙ্গালীর,—শুধু বাঙ্গালীর নয়,—ভারতবাসীর আদর্শ ছিল। জীবনের

সকল ক্ষেত্রে শুচিতাই তাঁহার আদর্শ ছিল। কায়মনোবাক্যে তিনি চিরদিন জীবনের শুচিতা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম ও নীতির অনুশাসন তিনি ভক্তিপূর্বক পালন করিতেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে, আচারে, ব্যবহারে, সত্যই তাঁহার নিয়ামক ছিল। গুরুদাসের মত এমন সত্যনিষ্ঠ ধর্মভীরু, নীতি-পরায়ণ, ভক্তিমান হিন্দু মনীষী সমাজে দ্বিতীয় নাই। সার গুরুদাসের তুলনা সার গুরুদাস।

বিনয়, মিষ্টভাষিতা, অকপটতা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। গুরুদাস এক দিকে প্রকৃত বৈষ্ণবের মত ‘তৃণাদপি স্নানীচ’ ছিলেন, ‘তরোরপি সহিসু’ ছিলেন, স্বয়ং ‘অমানী’ হইয়া ‘মান দানে’ অবিতীয় ছিলেন। কিন্তু অত্রদিকে প্রতিজ্ঞায় অটল, স্বীয় সংস্কারে অচল, সত্যের প্রতিষ্ঠায় অজেয় ছিলেন। গুরুদাসের চিত্ত ভবভূতির ভাষায়, ‘কুম্ভের মত মুহূ’ ছিল; কিন্তু প্রয়োজনে তিনি ‘বজ্রের মত কঠোর’ হইতেন। শত প্রলোভন, সহস্র অহুরোধ, সাধ্য সাধনায় তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতেন না।

তাঁহার জীবনে বিনয়ের আতিশয্য ছিল। প্রেমের আতিশয্য ছিল। অপরের মনে বেদনা দিবার শঙ্কাতেও তাঁহার আতিশয্য ছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনে আর কোনও আতিশয্য ছিল না। তিনি জীবনে মিতাচারী ও মিতভাষী ছিলেন। গুরুদাসের বাক্যানিষ্ঠা যেন সাধনার বস্তু ছিল। তিনি ওজন করিয়া কথা কহিতেন। আপনার মহত্বে উদাসীন, আপনার মহিমায় অন্ধ, গুরুদাস আন্তরিক ভক্তি-উপকারে মহতের পূজা করিতেন; গুণগ্রাহী গুরুদাস যাহাতে গুণের লেশমাত্র দেখিতেন, তাঁহাকে অকপটে সমাদর করিতেন। শ্রদ্ধাবুদ্ধি গুরুদাসের চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। যিনি সমগ্র বজ্রের অনাবিল শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, শ্রদ্ধার পাত্রে, সামান্ত শ্রদ্ধার কারণে তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখিয়া বিশ্বয়ে শ্রদ্ধায় মুগ্ধ হইয়াছি।

গত অর্দ্ধ শতাব্দীকাল যিনি বাঙ্গালীর কল্যাণ চিন্তায় নিরত ছিলেন ; দেশের সকল সদনুষ্ঠানে যাহার সহানুভূতি ছিল, সংযোগ ছিল ; বিষয়-কর্মের অবসানে যিনি বাঙ্গালীর মঙ্গলে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন ; বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের প্রত্যেক শুভ-সফল যাহার আশীর্বাদে পুত ও ধন্য ও সার্থক হইয়াছিল ; যিনি আপনার কর্ম-জীবনের পবিত্র ও নিষ্কাম আদর্শে নবীন বাঙ্গালীর কর্ম্মাদিগের হৃদয়ে কর্ম্মানুরাগ ও বাহুতে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন ; বাঙ্গালীর প্রত্যেক সভার যিনি মনীষী নক্ষত্র মণ্ডলে স্নিগ্ধ সুধাকরের মত বিরাজ করিতেন ; দেশের শিক্ষা-নিকেতনে, ধর্ম্মাধিকরণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সামাজিক জীবনে যিনি নিজের মহত্ত্ব মুদ্রিত করিয়া ভারতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন ; দেশের ছাত্র-সম্প্রদায়ের যিনি গুরু, সচিব ও সখা ছিলেন ; বাঙ্গালীর জীবনে সিংহাসন স্থাপন করিয়া যিনি বাঙ্গালায় প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া ‘অপত্যানির্বিণ্ণে’ বাঙ্গালীকে পালন করিয়া গিয়াছেন ; তাঁহার মহান ও কর্ম্ম বিপুল জীবনের আলোচনা এই শোকের সময়ে সম্ভব নহে। আজ হিমগিরির তুষারকিরীটা শেখরের মত সমগ্র, সম্পূর্ণ গুরুদাসের মহান ছবিই মনে জাগিয়া উঠিতেছে।

গুরুদাস ‘অজাতশত্রু’ ছিলেন। এ সৌভাগ্য তাঁহার সমসাময়িক আর কোনও বাঙ্গালীর অদৃষ্টে ঘটে নাই বলিলেও অতুক্তি হয় না। আবালবৃদ্ধবনিতার শ্রদ্ধাচন্দনস্নিগ্ধ পুষ্পাঞ্জলি সেই মানবের রাজার রাজস্ব ছিল। প্রেমের বন্ধনে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন বাঙ্গালীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন।

গুরুদাস প্রত্যক্ষভাবে কখনও রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে আকৃষ্ট হন নাই। বাঙ্গালার রাজনীতি স্বভাবতঃই তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু বাঙ্গালী সমাজে আমরা এমন মাতৃভক্ত দেখি নাই। গর্ভধারিণী জননী ও জননী জন্মভূমি যেন তাঁহার ইষ্টদেবতা ছিলেন। গুরুদাসের মত ‘ত্যাগনাশিষ্ট’ রাজনীতিকচক্রে দেখিতে পাই না এমন ‘স্বদেশী’ বাঙ্গালা

দেশে ছল্লভ, দেশাঅবোধ, দেশভক্তি তাঁহার জীবনের নিঃখাস ছিল। জাতীয়তার একনিষ্ঠ সাধক, জাতীয় গৌরবের সনাজাগ্রত রক্ষক, জাতীয় মহত্বের স্বপ্নে বিভোর, জাতীয় কল্যাণে উৎসৃষ্ট জীবন গুরুদাস দেশাঅবোধের মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন।

স্বদেশের ধর্ম, স্বদেশের নীতি, স্বদেশের ভাব, স্বদেশের তত্ত্ব, স্বদেশের অবদান, স্বদেশের চিন্তা, জ্ঞান, সংস্কার ও ধারা, স্বদেশের সাহিত্য, স্বদেশের প্রত্যেক অভিব্যক্ত তাঁহার প্রিয় ছিল, সেব্য ছিল, ধ্যানের বস্তু ছিল। তিনি স্বদেশবাসীর সমবায়ে—বিরাট বিগ্রহে জাতীয়তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য তাহার পূজা করিতেন। ‘তস্মিন্ প্রীতিস্তত্ প্রিয়-কার্য্য-সাধনঞ্চ’ তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। দেশপ্রেমে গুরুদাস অতুলনীয় ছিলেন।

বাঙ্গালা দেশে অমা-তমিস্রা ঢালিয়া দিয়া বাঙ্গালার চন্দ্র অন্তমিত হইলেন। বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনে যে মহাপুরুষ নিত্য, প্রত্যক্ষ গুরু ছিলেন, তিনি আজ নামশেষ হইলেন। সে সনাপ্রকুল মুখের প্রসন্নহাস্তে বাঙ্গালীর সভা, সমিতি, সম্মেলন আর উদ্ভাসিত দেখিব না। গুরুদাসের অগাধ প্রীতি, অনীম স্নেহ আজ স্মৃতির সম্বল হইল! এ শোক যেমন বাঙ্গালীর জাতীয় শোক, তেমনই ব্যক্তিগতও বটে। কে গুরুদাসের স্নেহে ধ্বংস হয় নাই! কে তাঁহার চরিত্রের ওদাৰ্থ্যে মাধুর্য্যে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয় নাই? দূরে, নিকটে, প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে কোন বাঙ্গালী জীবনে গুরুদাসের প্রভাব অল্পভব করেন নাই? বাঙ্গালায় কে এই অজাতশত্রু, ঋষিতুল্য মহাপুরুষের মহত্ব মুগ্ধ হন নাই—তাঁহাকে আপনার ভাবিয়া ভালবাসেন নাই, তাঁহাকে বন্দনা করিয়া ধ্বংস হন নাই?

এ শোক পবিত্র। এ শোক আমরা চিরদিন স্মরণ করিব। কিন্তু গুরুদাস বৈতরিনীর তীরে উপনীত হইয়াও বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া গিয়াছেন,—

মৃত্যু ভয়াবহ নহে ; তিনি ‘বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহার্য’ এ পার হইতে ও পারে চলিয়া গিয়াছেন।—তিনি স্বয়ং আপনার গঙ্গাবাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন ; পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত হইয়া, পিতৃপথচারী উপযুক্ত স্নপুত্রগণের মুখে ‘গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম’ শ্রুতিতে শ্রুতিতে জাহ্নবীগর্ভে তনুত্যাগ করিয়া দিবা লোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। হিন্দুর পক্ষে এমন মৃত্যু স্পৃহনীয়। তিনি মৃত্যুর পরপারে অমৃতের অধিকারী হইয়াছেন। এই গভীর শোকে ইহাই আমাদের একমাত্র সাহসনা।

বঙ্গমতী ৪৪১ ডিসেম্বর, ১৯১৮।

বাল্যলার সত্যই মহর্ষিকল্প পুণ্যশ্লোক শ্রুত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর নাই। গত সোমবার রাত্রি দশটা কুড়ি মিনিটের পরে পূর্ণ অমাবস্তায় শ্রুত গুরুদাস গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণ দেহ ত্যাগ করিয়া পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন। পুণ্যাশ্রা, পুণ্যচরিত্র, পুণ্যপুতঃ শ্রুত গুরুদাস সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছায় তীরস্থ হইয়া, পূর্ণ নব রাত্রি গঙ্গাবাস করিয়া, ধ্বি-মুনির ঈঙ্গিত মরণ—গ্রহণীরোগে মৃত্যু স্থির জানিয়া,—শক্তিসাধক, স্মৃতিশাসিত ব্রাহ্মণের মরণ-ক্ষণ বেন বাছিয়া লইয়া শুভ অমাবস্তার নিশায় শুভক্ষণে, মহানিশার সংক্রমণকালে দেহত্যাগ করিলেন। এমন মরণ কি আর হয়! এমন মরণ ইদানীং বাল্যলার ভাগীরথী তীরে কোন ব্রাহ্মণ মরিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। ইহাত মৃত্যু নহে, সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ, দিব্যদেহে মায়ের ছেলের মাতৃকোড়ে গমন। সাধক, ভক্ত, কর্মী শ্রুত গুরুদাস যেমন সারা জীবনটা ডঙ্কা মারিয়া কাটাইয়াছিলেন তেমনই ডঙ্কা মারিয়া,

গঙ্গার তীরে পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন। আদর্শ জীবনের শ্লাঘা পরিসমাপ্তি ঘটয়াছে।

ব্রাহ্মণ শ্রম গুরুদাস বাঙ্গালার আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার তুল্য ব্রাহ্মণ আমরা ইহজীবনে দেখি নাই বলিলে অত্যাক্তি হইবে না। দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান তিনি স্বীয় সাধনা এবং মনীষার প্রভাবে ধন-সম্পদের এবং মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে অধিরোহণ করিয়াছিলেন,—হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন, দেশমাত্র এবং সমাজপূজ্য হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি ইহ জীবনে এমন একটা বড় শোক পান নাই, বাহা চির জীবন মনে দাগ লাগিয়া থাকে। পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র, কত্যা দৌহিত্র, সমাজ শিরোমণি কুটুম্ব স্বজন পরিবৃত হইয়া সোণার সংসার, গুণ্যের হাট-বাজার বসাইয়া শ্রম গুরুদাস হাসিতে-হাসিতে অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। এমন মরণ কে মরিতে পারে? আর কে মরিয়াছে? দীর্ঘ জীবনে তিনি এমন একটা কাজ করেন নাই বাহা লোকলোচনের অগোচর রাখিতে হয়, বা বাহার জন্ত তাঁহার অনুরাগী লেখকগণকে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়,— তাঁহার জীবনে গোপন রাখিবার কিছু ছিল না—সব পরিষ্কার, বারবারে তরতরে! অজাতশত্রু, নিন্দকহীন, সর্বজনবরণ্য হইয়া শ্রম গুরুদাস জীবন অতিবাহন করিয়াছেন, স্বয়ং দেবচরিত্র পুরুষ, নিজ পুরুষাকার প্রভাবে পুত্র-পৌত্রগণকে দেবচরিত্র আদর্শ ব্রাহ্মণ গড়িয়া দেব আয়তনে বাস করিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আর কোন্ বাঙ্গালী এমন মরণ মরিতে পারে?

যে কালে এবং যে যুগে ইংরেজি শিক্ষা করিলেই ব্যবসায়ের গ্রহণ করিতে হইত, মদ মাংস খাইয়া সাহেব সাজিয়া ইংরেজি নবীণ হইতে হইত, সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া, এম-এ, ডি-এল হইয়া হাইকোর্টের বড় উকীল—রোজগেরে উপার্জননীল উকিল হইয়া, শ্রম গুরুদাস আজন্ম স্থতিশাস্ত্রের

ব্রাহ্মণসেবা কঠোর বিধিনিষেধ সকল মান্ত করিয়া সদাচার পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান হিন্দু হইয়া দীর্ঘ জীবন অতিবাহন করিয়াছিলেন। তাঁহার তুলা বিলাতীবিজ্ঞাপরায়ণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণত দেখি নাই, আবার তাঁহার তুলা আদর্শ-ব্রাহ্মণও দেখি নাই। তিনি “জাবরকাটার হিন্দু” ছিলেন না, যৌবনে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রোষ্ট্রগোস্ত্র উদরস্থ করিয়া প্রোঢ়ে রোগস্থনের হিনাবে হিন্দু সাজেন নাই। সেই যে উপনয়ন সংস্কারের দিনে তিনি ব্রাহ্মণ আচার অবলম্বন করিয়াছিলেন, মরণের ক্ষণ পর্য্যন্ত সে কঠোর আচারের কণামাত্র তিনি পরিহার করেন নাই। কেবলই কি তাহাই! তিনি আদর্শ চরিত্রের পুরুষ ছিলেন। অতি বড় নিন্দকও তাঁহার চরিত্রে বিন্দুমাত্র কলঙ্কের আরোপ করিতে পারিবে না। এমন সাধু জীবন, সচ্চরিত্র, পুণ্যাশ্রয় ব্রাহ্মণ বুঝিবা বাঙ্গালার আর প্রকট নাই। বাহা গেল তাহা আর মিলিবে না, যে আদর্শ আজ গঙ্গার পবিত্র সলিলে ভস্মরাশির সহিত মিশাইয়া দিলাম তাহা আর দেখিতে পাইব না। অশোকসমুদ্র, অরোগক্রিষ্ট, অপাপবিদ্ধ: নিতা-শুদ্ধ-স্বভাব—অথচ অসামান্য অভ্যাদয়ে ধৃত অতুল মর্যাদাপ্রাপ্ত, সর্বজনবরণ্য এমন নিষ্কলঙ্ক, নিশ্চল, নিরীহ ব্রাহ্মণ আর পাইব না—আর দেখিব না। বাঙ্গালার ঠাকুর বরের স্বতের প্রদীপ, শিবরাত্রির সলিতা আজ নির্বাপিত হইল।

কথায় বলে “আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হইবে।” শ্রুর গুরুদাসের আঙ্গুল ফুলে অশ্বখ গাছ হইয়াছিল। এমন অভ্যাদয় ত এক জীবনে আর দেখি নাই। সামান্য গৃহস্থ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র গুরুদাস শৈশবে পিতৃহীন হইয়া কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। স্বীয় মনীষা, মেধা ও প্রতিভার বলে বিদ্বান হইয়াছিলেন। সরস্বতীর সেবা করিয়া সারস্বত আয়তনে বসিয়া মা. লক্ষ্মীর আনুজ্য লাভ করিয়াছিলেন। কেবলই কি তাহাই! তিনি বড় উকিল হইলেন, বড় জজ হইলেন, কুটীর ভাঙ্গিয়া

প্রাসাদ নির্মাণ করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ সমাজে তিনি শ্রদ্ধার আসন লাভ করিলেন। তাঁহার চরিত্রগুণে, ব্যবহারগুণে মুগ্ধ হইয়া বড় বড় মর্যাদাপন্ন কুণীন ব্রাহ্মণ পরিবার সকল তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীমান মন্থননাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহা অপেক্ষা বড় উকিল,—অথচ কুলে শীলে বরণ্য। উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায়দিগের সহিত, খিদিরপুরের মুখোপাধ্যায়দিগের সহিত, স্মর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত—সকল বড় বড় ব্রাহ্মণ পরিবারের সহিত তিনি বৈবাহিক সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার উপর চারিপুত্র যেন চারি দিক্‌পাল—চরিত্রে, ব্যবহারে, বিদ্যায়, আচরণে সমাজের আদর্শ, ব্রাহ্মণের আধার। রূপ, গুণ, ধন-ঐশ্বর্য্য, কুলমান, খ্যাতিপ্রতিপত্তি সব যেন কেন্দ্রীকৃত করিয়া, সৌভাগ্যের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া, একা গুরুদাস এক সহস্রে পরিণত হইয়া, নিশ্চল-নিষ্কলঙ্ক জীবন অগ্নানুগ্ধে, স্নান-শ্রদ্ধার সহিত অতিবাহন করিয়া, দিব্য ধামে চলিয়া গেলেন! এমন আর কে হইবে? এমন কি আর পাইব? এমন ভাগ্য, এমন অভ্যুদয় এমন ব্রাহ্মণ্য, এতটা পুঞ্জীকৃত পুণ্য আর কি পাইব?

স্মর গুরুদাস সত্য সত্যই নিরীহ ব্রাহ্মণ ছিলেন। জজারতা হইতে পেন্সন লইবার পরে দেখা হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম—“একি, দিন ছ’পরে সন্ধ্যা? এখনই পেন্সন?” তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন “ছ’পুর টাও ত সন্ধ্যার কাল! আর কি জানেন! পনের বৎসর চাকরী পূর্ণ হইতেই ভাবিলাম ব্রাহ্মণের গণ্ডী কাটিতে নাই, বেকী বাড়াবাদা করিলে ব্রাহ্মণের সহিবে না। তাই পেন্সন লইলাম। ছেলেরা উপার্জনক্ষম হইয়াছে, আর কেন?” তিনি ইচ্ছা করিলে আরও দশ বৎসর চাকরী করিতে পারিতেন, প্রধান বিচারপতি হইতে পারিতেন, নিম্নোক্ত ব্রাহ্মণ গুরুদাস বিধাতার ইঙ্গিত বুঝিয়া নানেন-মানেন অবসর লইলেন। এমন

সংযম,—সাধনশীল ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কোন পুরুষে দেখিব না। স্ত্রর গুরুদাস মুখে মোলারেম ছিলেন, পরন্তু কাজের সময়ে অসাধারণ তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। ইউনিভারসিটি কমিশনে তাঁহার তেজস্বিতার পরিচয় পাই, আর একবার কলিকাতা ইউনিভারসিটির দ্বিতীয়বার তাইন চ্যান্সেলার হইয়া, যাই ভারত গবরনমেন্টের সহিত মতবৈধতা ঘটিল অমনি সে পদত্যাগের সে অপূর্ব তেজস্বিতার দ্বিতীয় নমুনা পাইলাম। এমন মান বজায় রাখিয়া কাজ করিতে ত অগ্র বাঙ্গালীকে দেখি নাই। মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পরে সম্রাট এডওয়ার্ডের অভিষেক উৎসবে স্ত্রর গুরুদাসকে বাঙ্গালার প্রতিনিধিরূপে বিলাতে পাঠাইবার চেষ্টা লর্ড কর্জেন করিয়াছিলেন। স্ত্রর গুরুদাস লর্ড কর্জেন হেন বড় লাটকে কেমন উত্তর দিয়াছিলেন তাহা সেই সময়ে “রঙ্গালয়ে” প্রকাশ করিয়াছিলাম। এমন কোমলে কঠোরে, মাধুর্য্যে ঐশ্বর্য্যে, বিনয়ে-স্বপ্রতিষ্ঠার সঙ্গত সম্মেলন আর কোন মানব-চরিত্রে ইদানীং দেখি নাই।

যাহা গেল, মা গঙ্গা আজ বাহাকে কোলে লইলেন তেমনটি আর পাইব না। ইংরেজের আমলে ৬/অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে এমন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আর হয় নাই,—বুঝিবা আর হইবে না। আজ কত কথা মনে পড়িতেছে। কতদিনের কত ঘটনা, কত আলোচনা, কত উপদেশ, কত সাস্থনা একে একে সাক্ষ্য গগনে তারা ফুটার মতন মনে পড়িতেছে। একদিনে এক সঙ্গে সে সব কথার আবৃত্তি ত করা যায় না। এমন মরণে শোক করিতে নাই, শাস্ত্রের নিষেধ। ভাগ্যবান পুরুষ, ভগবানের আশ্রিত পুরুষ ভাগ্যের কনক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, সংসারের উপর পুণ্যের ও সৌকুমার্য্যের পুষ্পিতা ব্রততী-বিতান বিস্তীর্ণ করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন, ঋষি মুনির শ্লাঘ্য মরণ আদর্শন করিয়া ইহলীলা সংবরণ করিলেন—ইহাতে কি শোক করিতে আছে—চোখের

জল ফেলিতে আছে? কিন্তু আমাদের যে আর নাই! এক গুরুদাস ছাড়া যে দুই গুরুদাস আমরা পাই নাই! অতঃপর যে বলিবে যে, এ যুগে ঐতিহ্যের শাসন মানিয়া চলা যায় না, কোন গুরুদাসকে দেখাইয়া তাহার উৎকট যুক্তির উত্তর করিব? মাতৃভক্ত, সদাচারঅনুরক্ত, ভাবুক সাধক, নিখলচরিত্র আর কোন্ গুরুদাসকে দেখাইয়া আমার শাস্ত্রের, আমার ধর্মের, আমার সমাজের মহিমা কীর্তন করিব? হায় মা এ কি করিলে! তরঙ্গে কুলকুল কলকলরবে যে মানবতার আদর্শকে দ্রবময়ী তুমি লুকাইয়া রাখিলে, ধরাধারা সাক্ষী-স্বরূপিণী তুমি, তাহার যে ক্ষীণ ধার টুকুও রাখিলে না মা! অন্ধ স্মৃতির বস্টিটিও যে কাড়িয়া লইলে! হারাণ, শরৎ, উপেন, সুরেন—তোমরা বাবা বড় বাপের বেটা, তোমাদের দায়িত্ব অতি বড়, তোমরা ঋষিকল্প পিতার পুণ্য কশ্মের ধারা বজায় রাখিয়া তাঁহার পুণ্যপুতঃ স্মৃতিকে সচরিত্রের হোমকুণ্ডে সদা সজীব রাখিয়া জীবন সার্থক কর। “পুত্রে যশসি তোয়েচ নরাণাং পুণ্যলক্ষণং—” তোমাদের জনক সর্ব্বরকমে পুণ্যবান্ এবং পুণ্যাঅপুরুষ ছিলেন; সে পুণ্যবিভা অগ্নানভাবে রক্ষা কর। আজ হিন্দু বাঙ্গালী, ব্রাহ্মণ বাঙ্গালী তোমাদের চারি ভাইয়ের মুখের পানে চাহিয়া আছে। পুণ্যবতী সাধবী সতীর পুত্র তোমরা তাঁহার পবিত্র ক্রোড়ে বসিয়া স্বাক্ষণের জীবন যাত্রা অতিবাহন কর, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। ইহা ছাড়া তোমাদের এমন গুরু শোকাপনোদনের অত্ন ভাষা আমি জানি না—শিথি নাই।

নায়ক, ১৭ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ১৩২৫ সাল।

গত সোমবার রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় কলিকাতার বাগবাজারে ভাগীরথীতটে নিজ আবাসে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে বঙ্গের অজাতশত্রু

অসাধারণ পুরুষ, শ্রব গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শেষ জীবন-স্থান ভাগীরথীর পুতসলিলসিক্ত নিত্য স্নিগ্ধ শুদ্ধ মরুতস্থানে মিশিয়াছে! যেমন পুণ্য-প্রাণ, তেমনই পুণ্য-মহাপ্রস্থান। শ্রব গুরুদাস বুঝিলেন,—এবার তাঁহার মহাপ্রস্থান স্থনিশ্চিত। গঙ্গাতীরে জীবনাবসানের জন্ত যে বাটী তিনি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন,—যে বাটীতে তাঁহার পবিত্রচরিত্রা জননী জগজ্জননী পতিতপাবনী ভাগীরথীর কোলে শেষ আশ্রয় লইয়াছেন, সেই বাড়ীতেই শেষ বাসের বাসনা প্রবুদ্ধ হইল। পুণ্যবানের বাসনা কি বিফল হয়? মাতৃমুক্তিক্ষেত্র পবিত্র পীঠস্বরূপ পুণ্যানিকেতনে শ্রব গুরুদাসের শেষ পার্থিববাসের বাসনা সফল হইল। পুণ্যদেহে অন্তর্ব্যাধিবেদনা বুঝিবার ত উপায় নাই। চির প্রফুল্লচিত্ত গুরুদাসের বাহু হস্তাধার কেবল শান্তিরই স্থচনা। গঙ্গাজল ও ডাবের জলে দেহধারণ মাত্র। বাহুভাবে কেবল অন্তর্ধ্যানের ভগবদ্ভাবনাভাসমাত্র। শেষ মুহূর্ত্তপর্যন্ত ভগবানের নামোচ্চারণ। অপূর্ব চরিত্র,—অপূর্ব শেষ! শেষাত্মভূতিতে মহাপ্রাণ মুমূর্ষুশ্রাদ্ধশান্তির ধারারীতি ব্যবস্থ। বলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে গীতা পাঠ করিতে আদেশ করেন। গীতা তাঁহার চিরপ্রিয় ও চির সহচর। গীতা পাঠান্তে চক্ষু ঢাকিয়া দিবার আদেশ হইল। উপস্থিত সকলে ভাবিলেন, গ্যাসের আলোক বুঝি সহিতেছে না, তাই আলো নিবাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়িতে চক্ষু ঢাকিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর তিনবার ‘এই শেষ’ নাদে মহাপ্রাণ গায়ত্রী মন্ত্র জপিতে জপিতে মহাকাশে মিলাইয়া গেল। মহাপুণ্যবান্ ভিন্ন এমন পুণ্য জীবনাবসান হয় কি? গুরুদাস যে কি ছিলেন, কাহাকেও তাহা বুঝাইতে হইবে না। এক কথায় শ্রব গুরুদাস যেমন ছিলেন, তেমনটাই আর পাইব না। সেই অশেষ গুণাধিত কর্ম্মী পুরুষের কয়টী গুণের উল্লেখ করিয়া শেষ করিতে পারা যায়? এ যুগে এ দুদ্দিনে ইংরেজি বিদ্যায় দিগ্বিজয়ী হইয়াও আত্মধর্মে মতিমান

স্বাচারে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কয়জন আছেন, জিজ্ঞাসা করিলে, সর্ব প্রথমেই গুরুদাসের প্রতি লক্ষ্যপাত হয় না কি ? ব্যবহারাজীবিত্তে, জজিয়তিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বে, সমাজ-ধর্ম-শিক্ষা-সাহিত্য-স্বদেশী প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সভাপ্রতিষ্ঠানে গুরুদাসের মতন কীর্তিমান আর কয় জন আছেন ? এত বড় কীর্তিমান পুরুষ বটে ; কিন্তু তাঁহার রসগান্ধী চরিত্রমাধুর্য্য, রচনা-চাতুর্য্য ও বিনয়োদার্য্যের তুলনা করজনে মিলে। নিত্য সৌভাগ্যবান পুরুষ সংসারের সকল সুখশান্তি উপভোগ করিয়া, পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া, শেষে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর শান্তি শীতল ক্রোড়ে যে আশ্রয় লইবেন, ইহা বিচিত্র কি ? কালের হিসাবে তাঁহার মহাপ্রস্থান অকালে হয় নাই বটে ; কিন্তু তাঁহার গুণের হিসাবে মনে হয় যে, অকালেই হইয়াছে। তাঁহার জীবনাদর্শ চরিত্রগঠনের সছপায় বলিয়াই এমন মনে হয় ; কিন্তু উপায় কি ? কালের গতি কে রোধ করিবে ? এখন গুণের স্মৃতি জাগরণে শোকের শান্তি ভিন্ন উপায় কি ? তাঁহার গুণগরিমা তাঁহার নিত্যাদর্শের সজীব স্মারক।

বঙ্গবাসী, ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩২৫ সাল

বাঙ্গালী আজ একটা আদর্শ সন্তানে বঞ্চিত হইল। বাঙ্গালার বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম সন্তান মার গুরুদাস মহাপ্রস্থান করিলেন। বাঙ্গলাদেশে মানবতার পূর্ণ আদর্শ যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা মার গুরুদাসে ছিল। বিনয়গুণ যদি মূর্তিমান দেখিতে চাও, তবে মার গুরুদাসকে দেখ। যদি মাতৃভক্তি শিক্ষা করিতে চাও, জননীর আশীর্বাদ লাভ করিতে চাও, তবে মার গুরুদাসের চরিত্রের অহুসরণ কর। চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে বলিয়া, দোষে-গুণে জড়িত, অপূর্ণ মানব

আপনার মনকে প্রবোধ দিয়া থাকে। আমরা বলি, সার গুরুদাস নিষ্কলঙ্ক। বাঙ্গলার প্রত্যেক জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত সার গুরুদাসের কোন না কোন প্রকারে সংশ্রব ছিল। সার গুরুদাস সংসারী মানব হইলেও, এ সংসারে তাঁহার শত্রু কেহ ছিল না। সমগ্র বঙ্গদেশের এমন অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভক্তি সার গুরুদাসের মত অপর কোন বাঙ্গালী অর্জন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। স্বদেশ-প্রেমিকতায় আর কেহ সার গুরুদাসের সমকক্ষ নহেন। স্বজাতির প্রতি মমত্ব-বুদ্ধি সার গুরুদাসে যেমন ছিল, এমন আর কোন বাঙ্গালীতে দেখি নাই। পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও স্বদেশে এমন নির্গবান বাঙ্গালী বাঙ্গলাদেশে আর কে আছে। স্মদূর অতীতে এক ভূদেব ছিলেন, আর বর্তমান যুগের সার গুরুদাস—বাঙ্গলার এই দুইজন ঋষিকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করিলে, বাঙ্গালী হিন্দুর চিন্তার আর কোন কারণ থাকে না; বাঙ্গালীর পুনরুত্থান তাহা হইলে অনিবার্য।

গত ১৬ই অগ্রহায়ণ, ২রা ডিসেম্বর, সোমবার রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় বাগবাজারে, গঙ্গাতীরে সার গুরুদাস দেহরক্ষা করিয়াছেন।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলিকাতার পূর্বপ্রান্তে নারিকেল-ডাঙ্গা পল্লীতে সার গুরুদাস জন্ম গ্রহণ করেন। অতি শৈশবে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। বিধবা ব্রাহ্মণ কথ্যা সংহত্রে শিশু পুত্রটির লালন-পালন করিতে থাকেন। সেই শিশুই আজ আমাদের—সমগ্র বঙ্গদেশের সার গুরুদাস—আদর্শ জননীর পুত্র আজ বাংলার আদর্শ।

হেয়ার স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সার গুরুদাস প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ-এ, বি-এ, এম-এ, ও বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন এবং প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

পাঠক-পাঠিকা, গুণবান পুত্রের অভ্যদয় দর্শনে পুত্রবৎসলা বিধবার আন্তরিক নির্বাক আনন্দের কল্পনা করুন !

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাস কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বহরমপুর ল' লেকচারারের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। ১৮৭২ অব্দে তিনি বহরমপুর ত্যাগ করিয়া পুনরায় হাইকোর্টে আসিয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি উকীলগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাস বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ প্রাপ্ত হন। পর বৎসর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজিয়তী করিতে গেলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ডাক্তার গুরুদাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন। ৬০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবামাত্র, অপর ভারতবাসীর হাইকোর্টের জজিয়তি লাভের পথে হস্তারক হইবেন না বলিয়া ডাক্তার গুরুদাস স্বেচ্ছায় পেনসন লইয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। স্বদেশবাসীর প্রতি এমন সহানুভূতি, স্বজাতির খাতিরে এমন স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত কয়টা লোক দেখাইতে পারে ? জজিয়তী হইতে অবসর লইলেও, সার গুরুদাস কৰ্ম্ম হইতে অবসর লয়েন নাই ; গত অক্টোবর মাসে তাঁহার সংবাদিক পীড়ার পূৰ্ব্বে পর্য্যন্ত জনগণ এবং দেশহিতকর কৰ্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার মধ্যেই অবসর-ক্রমে তিনি বহু সঙ্গ্রহের প্রচারও করিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষ পৌষ, ১৩২৫ সাল

সে আজ অনেক দিনের কথা। এক সুদূর পল্লীতে বাল্যকালে আমি যখন কল্লনার ফলকে নানা রঙ ফলাইতেছিলাম তখন সেই কল্লনার সোপালি ফলকে দুইটি চিত্র বেশ সুস্পষ্ট হইয়া ফুটয়া উঠিত—তাহার একখানি 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'; অপর খানি গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়।' তখন আমি স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে পড়ি। বড়ই ইচ্ছা হইত, এই দুইজনকে একবার দেখিব। আমার বেশ মনে আছে আমার একজন আত্মীয়া আমাকে আশীর্বাদ করিতেন “বাবা, গুরুদাস জজের মত হও।” গুরুদাস জজের গুণগ্রাম গুনিতে গুনিতে আমার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া উঠিত। একবার স্কুলের এক অবকাশে কলিকাতায় আসিলাম। বাগবাজার স্ট্রীটে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিতাম। তাঁহাদের নিকট গুনিলাম যে গুরুদাস বাবু প্রতি রবিবারে সেই পথ দিয়া গঙ্গা স্নান করিতে যান। প্রভাত হইবার পূর্বেই আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইতাম। সেই যে সৌম্য সুন্দর প্রশান্ত মূর্তি বাল্যকালে আমাকে ভুলাইয়াছিল, তাহার প্রভাব আমি কখনও অতিক্রম করিতে পারি নাই। তিনি যে ছেলে বেলা হইতে এমন করিয়া আমাকে রাস্তায় দাঁড় করাইয়াছেন, একথা যখন পরে আমি গুরুদাস বাবুকে বলিয়াছি, তখন তিনি তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়ের সঙ্গে বলিতেন “আপনি আমাকে বড়ই বাড়াইয়া দিতেছেন!” দেখিতাম তিনি আত্মপ্রশংসা গুনিয়া বড়ই সংকুচিত হইয়া পড়িতেছেন। ব্রাহ্মণ জানিতেন না যে, তাঁহার মহত্বকে বাড়াইয়া তোলা আর পর্বত চূড়ার উচ্চতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা একই প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল।

বস্তুতঃ তাঁহার মন পর্বত চূড়ার মতই উন্নত ছিল; তাঁহার চরিত্র পর্বত চূড়ার মতই অচল অটল স্থির ছিল; পর্বত চূড়ারই মত আৰ্য্য গৌরব তাঁহার সেই ক্ষীণ কৃশ শরীরের ভিতর মাথা তুলিয়া

দণ্ডায়মান ছিল। আমি তাঁহার বড় কাছে গিয়া পড়িবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। সেই জন্ত হয়ত ভাল করিয়া আমি তাঁহাকে বুঝিতে পারি নাই। কোনও জিনিষকে ভাল করিয়া দেখিতে গেলে যেটুকু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে হয়, আমার বোধ হয় সেটুকু দূরত্ব ছিল না। আমি তাঁহার নিকট শিষ্যের মত, ভক্তের মত, সন্তানের মত গিয়াছিলাম। তিনিও আমাকে যে স্নেহ দান করিয়াছিলেন, তাহার মত স্নেহ অত্য়ের নিকট কখনও পাই নাই, পাইব না।

বখনই গিয়া তাঁহার পদতলে বসিতাম, তখনই তিনি নানা কথা হলে তাঁহার জীবনের আলোক আমার দিকে ফিরাইয়া ধরিতেন। সে পুষ্পস্পর্শে নিজের দৈহিক যে কেবল মাথা নত করিয়া তাঁহার চরণ ধুলির নিম্নে পড়িত, তাহা নহে; মনে হইত, পিতামাতা যেমন আপন শিশুর ধূলি মলিনতা সম্বন্ধে মুছাইয়া তাহাকে আপনার অঙ্কে তুলিয়া লন, তেমনই তিনি সমস্ত দৈহিক ঘুচাইয়া সকলকে আপনার পার্শ্বে বসাইতেন। কেহ বুঝিতে পারিত না, তিনি কত বড়। এই যে অভিমানলেশবর্জিত মহানুভাব, ইহা আর কাহারও নিকটে গিয়া অল্পভব করি নাই।

আমি আমার দিক দিয়াই তাঁহার কথা বলিতেছি। কিন্তু এ কথা, বাঁহারা গুরুদাস বাবুর সম্পর্কে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের দৃষ্টক্ষেপেই থাকে।

বাঙ্গালীর মধ্যে বাঁহারা বর্তমান যুগে সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী বলিয়া গণ্য, তাঁহারা সকলেই চরিত্র গৌরবের জন্য গুরুদাস বাবুর প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় কৰ্ম্মবীর এদেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁহার প্রধান কৰ্ম্মক্ষেত্র ছিল। এ ক্ষেত্রে গুরুদাস বাবুর মতের সহিত সব সময়ে

যে তাঁহার মতের মিল ছিল তাহা নহে। কিন্তু সেই সিংহের ত্রায় তেজোদর্পিত, অন্যের প্রভবাসহিষ্ণু ব্যক্তি যিনি কাহারও নিকট মাথা নোয়াইতেন না—সেই সার আশুতোষ গুরুদাস বাবুকে কিরূপ সম্মান করিতেন, তাহা আমরা স্বক্ষে দেখিয়াছি। সার গুরুদাসেরও তাঁহার প্রতি এমন একটা স্নেহানুরঞ্জিত পক্ষপাতিত্ব ছিল, বাহা আমাদের নিকট বড়ই মিষ্ট লাগিত।

গুরুদাস বাবু যে আদর্শের জন্ত সর্বত্র পূজিত হইতেন, তাহা হিন্দুত্বের আদর্শ, তাহা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আদর্শ। সে আদর্শ সার্বজনীন না হইলেও, মহনীয় চরিত্রের জন্ত তাঁহাকে বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীরাও কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাহা মহান, উদার এবং শাস্ত তাহাকে কোনও কালে সাম্প্রদায়িকতায় সীমাবদ্ধ করিতে পারে না। বাঙ্গালীর গৌরব লর্ড সিংহ নিজে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হইলেও গুরুদাস বাবুকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন। (১) বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ যখন 'স্বদেশী সমাজে'র কল্পনা করেন, তখন তিনি তাহার নেতৃত্বের জন্ত হিন্দু সমাজের গৌরব গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কেই আহ্বান করিয়াছিলেন।

(১) লর্ড সিংহ লিখিত এবং পিতৃদেবের সপ্তম সংবাৎসরিক স্মৃতি সভায় পঠিত সন্দর্ভটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

When I first came to know that great man, he was still a member of the Vakif Bar. I saw him raised to the Bench and practised before him as an advocate all the years he was a judge of the High Court and received much kindness at his hands. He retired, as soon as he attained the age of 60 years, though he was as hale and hearty then as he ever was in his life but his conscience would not allow him to stay in office one day beyond the allotted limit, for he considered himself bound by the existing rules to resign. That was the man all over.

It was my privilege to meet him now and then during the many years

“যিনি একদিকে আচার ও নিষ্ঠাদ্বারা হিন্দুসমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, অপরদিকে আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় যিনি মহৎ গৌরবের অধিকারী; একদিকে কঠোর দারিদ্র্য ঘাঁহার অপরিচিত নহে, অত্ৰদিকে আত্মশক্তির দ্বারা যিনি সমৃদ্ধির মধ্যে উত্তীর্ণ; ঘাঁহাকে দেশের লোক যেমন সম্মান করে, বিদেশী রাজপুরুষেরা তেমনি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে;—যিনি কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন, অথচ যিনি আত্মমতের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেন নাই; নিরপেক্ষ জ্ঞানবিচার ঘাঁহার প্রকৃতিগত ও অভ্যাসগত; নানা বিরোধী পক্ষের বিরোধসম্বন্ধ ঘাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক; যিনি সুযোগ্যতার সহিত রাজার ও প্রকৃতি সাধারণের সম্মাননীয় কর্তৃত্বের সমাধা করিয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা ঐশ্বর্য্যবান্ অক্ষুণ্ণ অবসর লাভ করিয়াছেন; সেই স্বদেশবিদেশের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সেই ধনসম্পদের মধ্যেও অবিচলিত, তপোনিষ্ঠ ভগবৎপরায়ণ ব্রাহ্মণ

his life was spared after his retirement, in the course of many useful public functions all of which he made it a point to attend religiously. It was ever his motto to serve his fellowmen and he lived and died, in the enjoyment of his countrymen's love and affection, their high regard and deep esteem. Bengal is sanctified by the memory of such a son. Brilliant student, erudite scholar, devoted educationist, able advocate, upright judge, he was all that—and more. But I remember him best—and if I may reverently say so—love him best as the mild and pious Hindoo who, while endowed with the best western culture, rigidly adhered throughout his long life not merely to all the old Hindoo ideals but to all the Hindoo practices of religion. I cannot think of that frail little body without also recalling the facts that his mother's lightest wish was to him “law divine”—that rain or hail never prevented him from walking long distances every morning to wash himself in holy waters—that after a strenuous day in the heated atmosphere of Court a glass of Ganges water was all the refreshment he would allow himself.

Coming from me whose whole life appears, so far as the outside public is concerned, to be one long challenge to orthodoxy, this will perhaps be a surprise to many of my countrymen. They will ascribe it probably to my subliminal Hindoo consciousness—the ineradicable longing for the ascetic's end as a fitting crown to an active life. It may be so. I will not deny it. But I explain it to myself somewhat differently.

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যদি এইখানে আমি উচ্চারণ করি, তবে অনেক পল্লবিত বর্ণনার অপেক্ষাও সহজে আপনারা বুঝিবেন। কিরূপ সমাজকে আমি প্রার্থনীয় ও সম্ভবপর জ্ঞান করিতেছি। বুঝিতে পারিবেন, নিজের ব্যক্তিগত সংস্কার, মতামত, আচারবিচার লইয়া আমি লেশমাত্র আপত্তি তুলিতে চাহি না—আমি আমার সমস্ত দেশের অভাব দেশের প্রার্থনা অন্তরের মধ্যে একান্তভাবে উপলব্ধি করিয়া নম্রভাবে নমস্কারের সহিত সমাজের শূন্য রাজ্যবনে এই দ্বিজোত্তমকে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতেছি।” (স্বদেশী সমাজ ১৩১১ ভাদ্রের বঙ্গদর্শন হইতে)

রবীন্দ্র বাবুর এই স্বদেশী সমাজ এক অভিনব পরিকল্পনা। বঙ্গভঙ্গের দেশবাসী আন্দোলনের দিনে বখন দেশের লোকের মন সন্দেহ ও সংশয়ে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল, তখন দেশের দুঃখ ও দৈত্রে ব্যথিত

I am one of those who refuse to renounce my Hindooism, however little room there may be for me personally in the Hindoo social organism. It dawned upon my mind quite early in life that Hindooism was large enough and broad enough to retain within its fold those who believed in God and those who rejected Him—both those who believed in “One God and one alone” as well as those who worshipped the whole Pantheon of 33 crores.

We do well to remember that for conduct in ordinary life which the law cannot reach, there must be the further rule of religion for the vast majority of us. Forms of religion vary from age to age and from country to country and no one of them can be absolutely free from error. The average man must bear in mind that although observances may seem offensive and stories told about the Gods may seem incredible, yet as a rule of action a system which has been the growth of ages is infinitely more precious than any theory which he could think out for himself. He will know that his own mind,—that the mind of any single individual—is unequal to so vast a matter,—that it is of such immeasurable consequence to him to have his conduct wisely directed, that, although the body of his religion be mortal like his own, he must not allow it to be rudely meddled with—“He may think as he likes about the legends of Zeus and Hero but he must keep his thoughts to himself; a man who brings into contempt the creed of his country is the deepest of criminals, he deserves death, and nothing else.”

So said Plato—the wisest and gentlest of human lawgivers; and so lived and died Gooroo Dass Banerjee, a man of precisely the same type as the great Greek philosopher.

কবি-হৃদয় হইতে এই গণতন্ত্র ‘সমাজের’ কল্পনা আবির্ভূত হইয়াছিল এবং এই সমাজ বাহাকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হইবে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি অনেক বিষয় কবিরের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। তথাপিও তিনি মনে করিয়াছিলেন যে এই কৃষতন্ত্র, সম্প্রদায়বিশেষান্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণ “আমাদের সমস্ত সমাজের প্রীতিমা স্বরূপ হইবেন” এবং তাঁহার সমস্ত বিধি নিষেধ সমাজের যাবতীয় লোক অবনত শিরে মানিয়া চলিবেন।

বাঙ্গালা দেশের মুকুটমণি; বাঙ্গালা সাহিত্যের বিজয় বৈজয়ন্তী বঙ্কিমচন্দ্র ও গুরুদাস বাবুর আদর্শের সর্ব্বথা অনুবর্তন করেন নাই। আচারে ও স্বভাবে, উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান ছিল। কিন্তু তথাপিও বঙ্কিমচন্দ্রের যে কি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল সার গুরুদাসের প্রতি তাহা তাঁহার একখানি চিঠি হইতে বুঝিতে পারা যায়। চিঠি-খানি এই:—

নমস্কার পূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন।

আপনার যাহা বক্তব্য তাহা কাল বৈকালে মুখে মুখেই বলিতে পারিতেন, তথাপি পত্রখানি যে নিজে হাতে করিয়া আনিয়াছিলেন, ইহা আমার বিশেষ সৌভাগ্য, কারণ মুখের কথা তখনই অন্তর্হিত হইত, কিন্তু পত্রখানি যত্ন করিয়া রাখিলে শত বৎসর থাকিতে পারে।

I for one cannot but feel the most respectful admiration for Gooroo Dass Banerjee's adherence to the age old practices which inculcated reverence for our glorious past and forbade rude manipulation of hallowed forms. To me the most hopeful signs of the times are those which unmistakably point to a reconciliation between two opposing forces in our midst, inherited tendencies and acquired characteristics, as Lord Ronaldshay calls them.

Gooroo Dass Banerjee, one of the earliest “Master of Arts” of the Calcutta University, was one of the first to combine the scientific knowledge of the West with the profound learning and spiritual culture of the East. As such I make my profound obeisance to his sacred memory.

আমি উহা বন্ধ করিয়া তুলিয়া রাখিব এবং আমার মৃত্যুর পর ঐরূপ বন্ধ করিয়া তুলিয়া রাখিবার জন্ত আমার দৌহিত্রদিগকে বলিয়া যাইব। কারণ উহাতে আপনি আমাকে বলিয়াছেন যে “আপনার সম্মানে বঙ্গবাসী মাত্রেই সম্মান করা হইয়াছে ও সম্মান ও সম্মানিত হইয়াছে।” অত্রে একথা বলিলে, তাহার মূল্য বাহাই হউক, আপনি সত্যবাদী ও সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপ অতএব আপনার এই উক্তি আমার বংশে চিরস্মরণীয় ও চিররক্ষণীয়।

যখন বিশ্ববৃক্ষ অনুবাদিত হইয়া প্রথম পরিচিত হয়, তখন একখানি ইংরেজি সম্বাদপত্র (Scotsman) বলিয়াছিলেন যে ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত Epic কাব্যের Episode গুলির সহিত তুলনীয়, এবং আর একজন ইংরেজ সমালোচক স্বর্ধ্যমুখীর চরিত্র সম্বন্ধে বর্ণিয়াছিলেন যে Sophocles প্রণীত Antigone চরিত্রের পর আর ইহার তুল্য স্ত্রী চরিত্র কোন্ সাহিত্যে সৃষ্ট হয় নাই। এ সকল কথা আমি বড় গৌরবের কথা মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার উক্তি আমার পক্ষে তদপেক্ষা অধিকতর গৌরবের হইয়াছে। ইতি ১৯ পৌষ, ১৩০০।

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সার গুরুদাসের চরিত্র একখানি পরশ পাথরের মত ছিল। বাহাকে তিনি স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাকেই সোণা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের বাঁহারা নেতা, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সার গুরুদাসের প্রভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। তাঁহাদের যে অংশ তিনি স্পর্শ করিতে পারিয়াছিলেন, সেই অংশকেই উজ্জ্বল ও মহনীয় করিয়া গিয়াছেন। কত লোককে যে তিনি হাত ধরিয়া উপরে উঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা আমাদের জানিবার সময় আসিবে পরে—যখন আমাদের

দেশের বর্তমান কালের নেতাদিগের জীবন চরিত যথার্থভাবে লিপিবদ্ধ হইবে।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। সে সময় আমার নাই; সে যোগ্যতার দাবীও আমি রাখি না। আমি শুধু একটি বিষয় সম্বন্ধে বলিব। গুরুদাস বাবুর চরিত্রে হিন্দুধর্মের প্রভাব কেমন জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল—তিনি প্রাচীন ঋষিদিগের আদর্শ কেমন ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন—ব্রহ্মণের তেজ কেমন তাঁহাতে দেদীপ্যমান হইয়াছিল—সে সকল ন্যূনাধিক সাপ্তদায়িক কথা। বাহারা হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তাঁহাদেরই নিকটে সে সকল কথার মূল্য থাকিতে পারে। আমি তাঁহার সার্বজনীন একটি ভাব বাহা লক্ষ্য করিয়াছি, বাহা সকলেরই আদরের বস্তু এবং বাহা হিন্দু ধর্মেরও সার, সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব। তাঁহার চরিত্রের সর্বপ্রধান অভিব্যক্তি হইয়াছিল তাঁহার আত্ম-নিবৃত্তিতে। আমরা সকলেই জানি তাঁহার মাতৃভক্তি কিরূপ প্রগাঢ় ছিল, তাঁহার নিন্দা কিরূপ অসাম ছিল। কিন্তু অনেকে হয়ত জানেন না যে নিবৃত্তিই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিয়াছিল। তিনি বাসনাকে যথাসাধ্য থর্ব করিয়াছিলেন, ভোগকে প্রায় বর্জন করিয়াছিলেন, বিলাস স্পৃহা তাঁহার জীবনে কখনও দেখা দেয় নাই, লালসা তাঁহাকে স্পর্গ করে নাই। এই জন্তই তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদ লাভ করিয়াও বিচলিত হইলেন নাই। সময় উপস্থিত হইলে তিনি তাহা পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন নাই। ভাইস চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করিয়া যখন তিনি সেইপদ পরিত্যাগ করিলেন তখন তিনি রাজপ্রতিনিধির অনুরোধেও আর একদিনের জন্তও সে লোভনীয় পদ অধিকার করিতে ইচ্ছা করেন নাই! পদমর্যাদা, সম্মান, প্রতিষ্ঠা, যশ:

তাহাকেই অব্বেষণ করিয়া বরণ করিত, তিনি কখনও তাহাদের জন্ত লোলুপ হয়েন নাই। এবং যখন যশের পুষ্পমাণ্য তাঁহার কণ্ঠে অপিত হইত তিনি সে পুষ্পমাণ্য তাঁহার অফিসের পোষাকের মতই ছাড়িয়া ফেবিতেন। অভিমান কখনও তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইতে পারে নাই। বাহু আড়ম্বরের অন্তরালে তিনি তাঁহার আত্মাকে মুক্ত, স্বাধীন রাখিতে চেষ্টা করিতেন। খড়ম পায়ে দিয়া কৌচার খুট গায়ে দিয়া তিনি যখন বসিতেন, তখন তাঁহার পবিত্র আত্মার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া যে আলোক বিতরণ করিত তাহার তুলনায় রাজপদ, সম্পদ, গৌরব সকলই বৃথা।

যখন তিনি গঙ্গার ঘাটে মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তখন তিনি আমাকে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি দুর্বল, অস্থিকঙ্কালসার দেহে শয্যাবিলগ্ন, উন্মুক্ত বাতায়ন পথে জাহ্নবীর অনাবিল জলরাশির উচ্ছল কল্লোল তাঁহার চক্ষু কর্ণের শাস্তিসাধন করিতেছে। তখনও সেই ব্রাহ্মণ তারস্বরে বলিলেন, “আমি এখানে ভাল বোধ করিতেছি; শয্যায় শুইয়া, ঐ দেখুন গঙ্গার দিগন্তপ্রসারিণী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি। ভাবিতেছি এই দিকে যাইব কি আপনাদের দিকে ফিরিব। বোধ হয় ঐ দিকে যাওয়াই ভাল, কিন্তু এখনও আমি আপনাদের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিতে পারি নাই, পারিলে ত জীবমুক্ত হইতে পারিতাম।

এই জীবমুক্ত আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। আহারের জন্ত, বিলাসের জন্ত, ভোগের জন্ত তিনি কখনই আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। জীবনকে ইহাদের অনেক উর্দ্ধে স্থাপন করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার কামনা। তাই আজ দেশ অশ্রুপ্লাবনে তাঁহার চিতারজঃ প্রক্ষালিত করিতে উত্তত হইয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যে শিক্ষা

দিয়া গিয়াছেন, যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা আমাদের পক্ষে অক্ষয় হটক। আমরা জানি আত্মার বিনাশ নাই। এই বিজ্ঞান মন্দিরে দাঁড়াইয়া আধুনিক বিজ্ঞানের শক্তিবাদের আশ্রয় লইয়া বলিতে পারি—
আত্মা শক্তির কেন্দ্রমাত্র। সে শক্তি দেহের সহিত লয়প্রাপ্ত হয় না।
যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, মহাম্মদ—কোন সুদূর অতীতে দেহ রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের আত্মা শত সহস্র আত্মাকে শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া দেশকালের ব্যবধান দূর করিয়া দিয়া অমরতা লাভ করিয়াছে। আমি আশা করি, স্বর্গীর ঋষিকল্প, সুব্রাহ্মণ্য, ত্যাগশীল, মহাত্মা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন আমাদের অন্তরে শক্তি সঞ্চার করিয়া যুগযুগান্তকাল আমাদের জীবন ও দেশকে ধন্য করিবে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে
পঠিত অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের
প্রবন্ধ (লেখক কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত)

শ্রীশক্তি
শব্দম্।

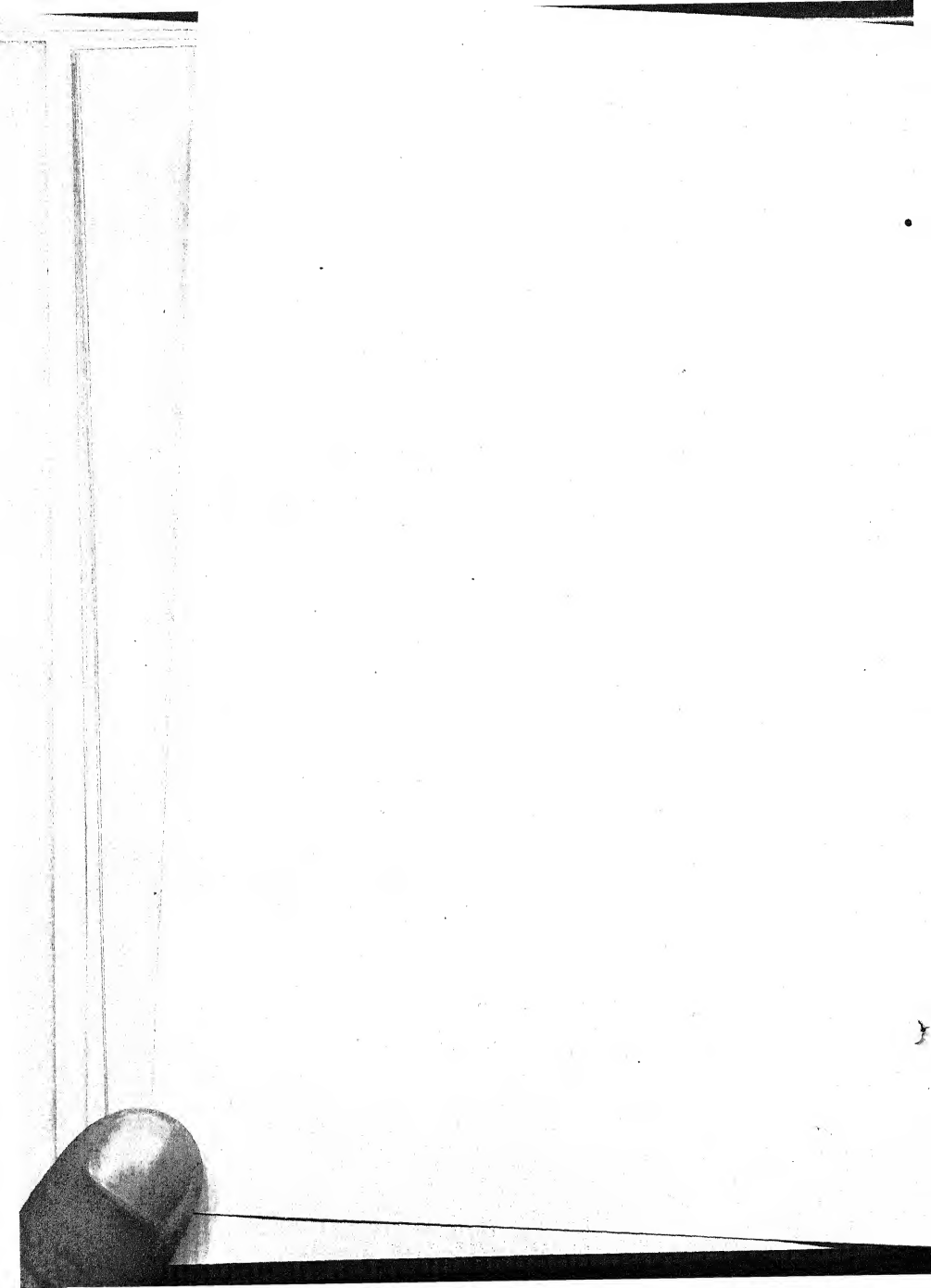
নামকেন্দ্রম্, কলিকাতা,
২২২ বাম্বি ১৩২৬
৮২ অক্টোবর ১৯১৬।

চাক এ যিজন গীতি, পাড়ি পাইনু শ্রীতি,
এক দুঃখ হিন্ত মনে হয়।
নির্মান ওষ চহিঁ, হৃদয় এত পবিত্র,
নৈশাশ্যের বেথা কেন জায়॥
সুখের মন যিহাদ, কবি এই আলীর্জাদ,
মিলি হ'ক মন মনকাম।
থাক মন্য নিবাপদে, প্রকৃদাম প্রকৃদাদে,
এই ভিত্তি মাতা অবিকাম ॥

স্বপ্নানুষ্ঠানী

শ্রীপ্রকৃদামানন্দাচার্য্য

তাহার মধ্যম পুত্রের জামাতা পরম মেহাপাদ রায় বাহাদুর
শ্রীমান চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লিখিত।



Part II
Speeches and Writings.

CONTENTS.

Abused India Vindicated	1
Reconstitution of Legislative Councils	55
Arms Act	59
Convocation Address 1890	63
Convocation Address 1891	83
Convocation Address 1892	103
Moral Aspects of the Legal Profession	126
A Few Thoughts on the Study of Literature	154
Note of Dissent to the Report of the Indian Universities Commission 1902	175
National Council of Education Bengal.	
Statement of Objects and Plan of Work	207
Hindu University	229
A Note on the Dacca University Committee's Report	239
Teaching of the higher branches of Agricultural, Technological and Commercial Studies in the Calcutta University	266
Evidence before Calcutta University Commission 1917-19	301
Religions and moral instruction in schools	354
Ram Mohun Roy	359
Raja Rajendra Lall Mitra and Pandit Iswar Chandra Vidyasagar	373
Iswar Chandra Vidyasagar	381

David Hare	386
Krista Das Pal	388
Keshub Chandra Sen	392
Debendra Nath Tagore	395
Bankim Chandra Chatterjee	399
Pratap Chandra Mazoomdar	411
Dr. Alexander Duff	423
Kali Charan Banerjee	428
Sir Syed Ahmed	431
Sir Ramesh Chandra Mitter	433
Gokhale	436
Rev. Father Lafont	438
Gauri Sankar De	440
Sir Henry Cotton	443
Maharaja Suryya Kanta Acharyya	446
Sisir Kumar Ghosh	449
Mr. Paranjpe's Senior Wrangler-ship	455
Reception to the Hon. Mr. S. P. Sinha on his appointment as Legal Member of the Gover- nor General's Council	459
Sir Asutosh Mukherjee	462
Queen Empress Victoria the Good	465
King Emperor's Visit	467
Government's Refusal to Sanction the ap- pointment of three University Lecturers	469
Science Association	475
Calcutta University Institute	479
All India Temperance Conference 1917	485
Devalaya	490
The Calcutta Orphanage	493

CONTENTS.

v

Ripon Literary Union	496
Aryya Mission Institution	500
Oriental Seminary	505
Seal's Free College	509
Scottish Churches College	513
Deaf and Dumb School	517
Dr. Mahendra Lal Sarkar	525
রায় হর্যাকুমার সর্বাধিকারী বাহাদুর	529
ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি			534

Corrigenda.

Page.	Line.	Incorrect.	Correct.
19	20	Whereever	Wherever
22	3	Administrator	Administrators
33	16	(1)	(5)
35	22	প্রস্তুতিভাজ:	প্রস্তুতিভাজ:
40	27	pumping	jumping
45	21	criterion	criteria
53	29	for	far
55	12	Mr. H. I. S. Cotton	Mr. H. J. S. Cotton
55	27	ermote	remote
89	29	qnality	quality
158	17 & 18	Choice Books	Choice of Books
166	16	issue	issues
182	4	education	education
185	15	uunless	unless
198	21	puposes	purposes
209	11	test	text
219	24	years	years'
237	3	theoretical	theoretical
255	29	59	50
257	16	correet	correct
359	1	address	addresses
369	26	fo	of
379	10 & 11	endeavours	endeavour
389	26	delecate	delicate
391	13 & 14	repeat intense	repeat with intense

Page	Line	Incorrect	Correct
391	28	lesson.	lesson,
393	16	from	form
400	1	despensation	dispensation
409	4	aesthetic	æsthetic
429	22	teach	teaches
437	17	ont	not
445	2	whereever	wherever
447	7	ধনুর্ভৌহপাশ্র	ধনুর্ভৌহপাশ্র
447	9	বিলোকয়ন্তো	বিলোকয়ন্তো
447	21	or	nor
458	11	Tho	The
469	33	Res.	Rev.
479	12	Uiiversity	University
480	16	develope	develop
480	16	tendences	tendencies
480	27	than	that
481	4	penalty such,	penalty, such
494	31	loyalty	loyally
500	1	Institutions	Institution
514	7	colleges	college
519	4	puchasing	purchasing



Abused India Vindicated.

(*A paper read at the Grant Hall Club
Berhampore in 1870 or 1871*)

Gentlemen :—

The subject with which I propose to occupy your time this evening, possesses an importance which will fail not I hope to occupy your attention as well, notwithstanding the very imperfect treatment it will meet with in my hand. To vindicate India against the abuses lavishly heaped on her by friends and foes, by foreigners and natives, by the well-meaning through mistake or prejudice and the ill-meaning through malice, is a task which requires abilities of the highest order to accomplish and at the same time is charming enough to tempt the meanest of her sons to undertake, and it is with these last that I rise to address you this evening :—

তত্ত্ববাক্ বিভবোহপি সন্

তদন্তঃ কৰ্মমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ

You are not to expect in this paper anything like a full and elaborate treatment of this important topic, and all that my abilities and the time at my disposal here and heretofore permit me to do is to give you a few points for discussion. Before proceeding further I must at the very outset clear up certain misconceptions which stand in the way of a full and just

appreciation of the importance of my subject. There are three great questions that I have to answer,—First. Is India abused at all? Second. Can we vindicate her against these abuses? And thirdly should we vindicate her at all or are there not circumstances which render such vindication useless or pernicious? The answers to the first two questions will form the body of this paper; and it is the objections implied in the third question that I call the misconceptions that must be cleared up at the outset. These objections or misconceptions may take various shapes but they can all be divided into two classes, one tending to shew that attempts to vindicate India now are directly pernicious, the other that they are at least useless; and of these we shall take up each in its turn.

It may be said that India was lying for ages in a state of intellectual and moral torpor; that only lately has she been, under the benign influence of English education, calling up her almost dead energies into play; that to raise herself in the scale of nations she must forget her miserable past and borrow largely from the West, and that to facilitate this change she should be made to hate her past rather than to love it; and that consequently to vindicate India now against abuses will be really a false step, an injudicious move backwards, an opposition to improvement; that in short to sound India's praises now will be to sound the deathknell of her progress. Now admitting for the moment the truth of the premises in the argument I deny the truth of the conclusion that we should refrain from making attempts

to vindicate India. If India is unjustly abused, is it not one of the first duties of her sons to vindicate her? Do not truth and justice emphatically require us to do so? And does not that West which we are told to imitate, prominently show us the example that we should do justice regardless of consequences? 'The end sanctifies the means', "Do evil that good may follow out of it," are doctrines long exploded from codes of morals; and if our adversaries seek to oppose us on these grounds, theirs and not ours will be really a move backwards. But further on a little deeper reflection we see that even the premises noted above are not true. I do not deny that we have improved and largely improved by our contact with the West, but I must emphatically deny that the introduction of further improvements from the West will be facilitated by abusing our institutions. Already are we separated from the centres of western civilization by half the globe and by an immense difference in religion and manners and it will only tend to widen the breach if our western brethren and their injudicious imitators here take to abusing us unjustly. Take the case of two grown-up persons one of whom seeks to improve the other. Let the former tell the latter that he is a worthless creature and to improve himself he must imitate his more fortunate brother; and you will see that wrath is kindled before admiration can be raised. Again let the same man tell his less fortunate companion that apart from merits or defects in his own character, there are excellences in the character of his improver which he can imitate with advantage and you will see that in this case he will

have patience enough to admire and imitate. And what is true for two grown-up men is equally true for two different nations.

But it may be said that if attempts to vindicate India be not actually pernicious, still at any rate they are useless. India's past, it may be said, is not and ought not to be India's future. Her sympathies now ought to lie with the West and not with her own past. The new desires, feelings, and tastes, which she has imbibed from her contact with the West will find but little gratification in her barren past. The Calcutta University graduate of the nineteenth century will be a miserable and discontented courtier in the Court of Rama and Yudisthir. And consequently an attempt to vindicate India will be at best but useless. Yes, if thorough occidentalisation and nothing else be India's future, then our present attempt to vindicate India is useless and absurd. If India's future, do not in the name of common sense call it her glorious future, if I say her unhappy future be a thorough denationalisation, if our future generations are to improve India with gowns, coats, hats and pantaloons; if the tailor is to be the high priest in the inauguration ceremony of our improvement; in short if the future Indian is to be the Englishman minus his colour, unless the blush of shame comes to his aid to complete the change; if all this be the consummation devoutly to be wished, then I give up my present attempt as not only useless but hopeless. But if it is neither desirable nor possible that such should be India's future, if India has a living nationality capable of resisting decomposition, of receiving

healthy nutrition from contact with a more vigorous civilization, then our present attempt is really useful for we must then see which of our institutions are really good and wherein we are unjustly abused, and where we stand in need of improvement and where not.

I now proceed to explain my objects and my plan.

India is one of the happiest and at the same time most miserable countries in the world. She is blest by indulgent nature with all the blessings ever conferred on a country; and is cursed by man with all the abuses ever heaped on a nation; she has been surrounded by nature with barriers on all sides to keep her safe; but she has been oppressed by rough invaders who sword in hand sought to snatch from her the more valuable of her treasures; under natural influences disposing the mind to contemplation her sages have developed systems of religion and philosophy and her poets a poetical literature, which ought to command the admiration of the world, but her religion has been abused by foreigners, as superstitious idolatry of the grossest character, her philosophy as vain imagination, and her poetry as voluptuous obscenity. Greece and Italy are two countries which India resembles in many respects. All three can boast of ancient civilization, ancient philosophy, ancient poetry; and if from want of authentic records, India cannot boast of ancient military glory, she can boast of one thing which neither Greece nor Rome had,—I mean a powerful ancient religion. But whilst her more fortunate rivals, Greece and Rome are now gratefully remembered even this honour is denied to India. And why? Not

because India is inferior to Greece or Rome but because they, in whose hands Providence has now placed the bestowal of praise and blame, happen from geographical and political nearness to be better acquainted with Greece and Rome than with India. The countries of western Europe have for some time been the most powerful countries in the world; their opinion has been equal to the opinion of the civilised world, and they have been studying for a long time the language and literature of Greece and Rome, whilst of Sanskrit and of her inexhaustible stores of knowledge they were until lately utterly ignorant and in the plenitude of power believing that their knowledge was coextensive with existing knowledge they declared that India's past was void of any relieving feature. But now be it gratefully acknowledged in justice to our English rulers that under their auspices Sanskrit and her valuable stores are being studied by scholars like Jones and Colebrook and Wilson and MaxMuller and greater sympathy is being felt for the Hindus, their languages and their religion and manners. Thus has India been abused right and left in word and in action; but for want of time I devote my attention only to the abuses in word that have been heaped on India.

And here I must explain to you that I do not mean to defend and praise everything that is Indian or to attack and blame everything that is foreign. To do so I know will only be to create in us a most delicate sensibility that will ill adapt us to improve by social contact with others. My object is to guard against the opposite evil

of suffering or courting self-abuse, to deaden all our sensibility and to reduce us to animals of the pachydermata class incured to abuses and little feeling the effect thereof, losing all self-respect and having our be-all and end-all in a servile imitation of the West. This habit of servile imitation has been for some time the rank vice of the times and to oppose this is one of my cherished objects. I know that to improve ourselves we must borrow from others ; but, in this borrowing we must not imitate but must assimilate and adapt foreign things to our own circumstances. Habits and manners and institutions may be perfectly wholesome in the cold and misty weather of England but the same may be positively injurious in the bright sunshine of India. And because we may require the importation of foreign things to improve ourselves it must never be thought that our own institutions are rotten at the core. Every country in the world can receive valuable instruction from every other and if India can learn a great deal from England, surely England may learn a great deal from India. The truth is that our Indian manners, customs, habits, and institutions may in many instances stand in need of improvement, but taken all in all they are never so bad as to deserve abuse ; and if they have defects, these vanish in the midst of a multitude of good qualities.

একোহি দোষো গুণ সন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেশ্বিবাক্ঃ

There is another object that we ought to have in view. You have all heard the story of the Lion and the Painter in which the lion seeing himself ignominiously

represented by the painter exclaimed that the picture would have been very different had the lion been the painter. Now India has for a long time been painted by England, but painted with no predisposition to decorate. She has painted her in black colours and one cannot help exclaiming that the picture would have been very different had India been the painter. England, we must thankfully acknowledge, has been sedulously careful to promote the future welfare of India, but she has been at no pains until lately through her Orientalists to show proper respect for her past and present. Differing widely in language, manners, customs, religion, from India and wanting in sympathy with Hindus from ignorance of the excellence of their institutions, England finds superstition, ignorance, and folly in every Indian institution which differs from hers and which she does not understand.

A poet says :—

Vainly we think we honour merit then,
When ourselves we praise in other men.

But this vanity is a common vice with us and we seldom bestow our praise on any thing that differs from us. We ought therefore for the mutual benefit of us subjects, and of our English rulers remove this misunderstanding in our rulers and in doing so we must praise our own institutions and the better to convince them, must blame theirs when these deserve blame. We do not in any way mean to be self-sufficient or to undervalue the benefits of English

education or to approve the educational policy recently advocated by our Government. Let England continue to instruct India; that we desire and demand. Only let her understand her position. Let her not instruct India as a school mistress instructs her raw young pupils, mingling her instructions with rebukes and abuses. Let her teach India her Arts and Sciences in the same respectful and endearing spirit, in which a younger sister of the new school in a Hindu Zenana would teach her elder sister of the old school the arts of reading, writing and needlework which she has recently learnt from some benevolent Christian lady of the Zenana mission. There is yet a third object that I have in view. It is to enable us to profit better by the knowledge and experience of our ancestors than we are hitherto doing. Indian institutions and practices originated from Indian necessities (except in some rare cases) are expected to be better adapted to Indian society than foreign ones, if adopted without due modifications to suit the circumstances of the country. It is highly desirable therefore that our institutions and practices which *prima facie* appear to be so well adapted to our own country should be closely examined in the light of modern science and their propriety or impropriety satisfactorily determined. Instead of doing this our educated young men and their instructors misled by the abuses heaped on everything that is Indian make easy work of the matter by crying down our institutions and practices as results of the superstition and ignorance which it will be unprofitable curiosity to inquire into. Take for instance the case of

medicine a science which, by the way, is rising to importance daily for the spread of epidemics. And here my profane tongue must speak with diffidence and under correction. It is an established fact that in complicated and chronic disorders English medicines generally fail here and our Indian medicines if resorted to effect wonderful cures. The study of native medicine is therefore a subject of the highest importance to our scientific medical men, but these instead of studying the subject, yield to the current abuses of the day and condemn Hindu medicine as a system of absurdities of the sanguine bilious and phlegmatic temperaments.

Having stated some of my objects I must now explain to you my plan. I will notice the abuses, the unjust ones I mean, under five distinct heads namely physical, intellectual, moral, religious and social, noting at the same time such modes of vindication as occur to me. I adopt the above division not so much for its logical accuracy as for its practical convenience.

To begin with the first head of our subject, the Hindoos especially the Bengalees are abused as being a very weak and effeminate race. And it is thence inferred that they are intellectually and morally weak; they are irresolute, cowardly and perfidious.

Now in the first place I deny the universality of the charge that all the natives of India are physically weak. It is a notorious fact that the Sikhs and the Rajputs and the people of the North Western provinces are strong and brave races. Their case is so clear as not to require much argument, in its favour. It is

against the Bengalees that the strongest case is sought to be made out. The expression rice-eating Bengalee is a common expression of contempt used as often by natives as by foreigners. Now here again I deny that the charge is wholly true. Although the Bengalees may not come quite up to the standard of some of the strongest races in point of physical strength yet they are far from being a worthless and decrepit race. There is a large section of the natives of Bengal consisting of our Mals, Paks, and Lathials who, from their profession are required to be physically strong and who as regards their muscular development and strength are not much inferior to any other race. In the second place it is to be seen whether for this inferiority in strength the Bengalees or the Government are to blame. It is an established physiological truth that by proper regulation of food and systematic exercise, a sufficient degree of strength and muscular development can be produced in any ordinary healthy constitution. And the few experiments made by gymnastic establishments on Bengalee youths prove that Bengal is no exception to the general rule. Why then do Bengalees bear the blame of being a weak and an effeminate race? It is because they have no field open to them for any honourable exercise of physical strength. To train the body is hardly less troublesome, than to train the mind and very few will undergo all this trouble if it is to lead to no ultimate use. The only field for the honourable display of physical strength is the army and if our Government will admit properly qualified

natives of Bengal in the army it will give them a new impulse to invigorate and strengthen their bodies at the same time that it will effect a great saving of expense in these days of financial deficit. And lastly it is to be seen how far the inference is true that because the Bengalees are physically weak, they are also wanting in mental and moral vigour. There is no doubt that health of body is necessary for the healthy exercise of the mental and moral faculties; but that strong muscles and hard bones and a hard neck and skull are needed to ensure a strong mind or that a large heart with rapid circulation full of well aerated blood, a big bloody heart if you like, is needed for a good moral nature, is an assertion which the most thorough going materialists have not as yet advanced. The utmost that materialists say on the point is that the mind depends upon the brain and the configuration of the head, and the Bengalee has the same Caucasian head that the most enlightened European has. If the Bengalee is sometimes irresolute it is not because, for want of a strong body he is wanting in thought and conscience, but because,

"It is conscience that makes cowards of us all
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o'er with the pale cast of thought."

And here I must notice prominently one important physical perfection in the Hindoo which is not to be found in any other nation; I mean the perfection of the organs of speech. Whilst the most learned Englishman will pronounce Bengalee with an

awkwardness that will make the commonest Bengalee laugh, a Bengalee of ordinary acquirements will pronounce English as easily as an Englishman. To every nation is given the power of articulate utterance of some sound or other, and the Bengalee is alone given the privilege of pronouncing every sound. In this respect the Bengalee is the only cosmopolitan on earth.

From the body pass we now to the mind. Under this head, we shall consider first India's past intellectual progress, secondly her present intellectual progress. A time there was when India's intellectual past was regarded as utterly barren. Not long ago Macaulay, when at the head of the Council of Education, laid down the sweeping dogma that Sanskrit literature had in it no better stores than superstitious rules of expiation for imaginary impurities. What rank pride and rank ignorance! To condemn without knowing the literature of one of the most intelligent nations, a literature which expanded with the first dawning of civilisation on the earth, a literature which some of the greatest of intellects laboured to adorn! Those days and sentiments are now fast passing away and patient and painstaking European scholars have now amply atoned for Macaulay's censures by their lavish and unanimous praises of the Sanskrit language and literature and there can be no greater refutation of Macaulay's dogma than the fact that a new science, the science of language, owes its origin to the study of Sanskrit in Europe. Yet the current of abuse when once set in is so hard to be checked;

they are so ready to blame, so unwilling to praise, that even now India's past literary greatness has only realised the first instalment of her dues. Still a great deal remains to be done. Only a short time ago, I heard an European professor of English literature affirm that the Sanskrit language is a savage jargon full of jingling sounds. We hear it constantly said that Sanskrit literature beyond a few volumes of sweet (but not spirited) poetry has nothing in it like what the Greek or the Latin literature has, nothing like what a civilised nation should have, nothing of science, nothing of politics and mere vain phantastic metaphysics. Now first as to Sanskrit poetry. I will not undertake a comparison of Sanskrit poetry with that of the West. Abler and more competent judges have pronounced that our poetry is not inferior to that of the West. I will here make only one remark. The portraying of character is the highest art of the poet just as the portraying of countenance is the highest art of the painter. Now see if in Western poetry there are characters so perfectly delineated, so impressive and therefore so well known to the people as the leading characters in the *Ramayana* and the *Mahabharat*. As for science, no doubt Sanskrit is wanting in the physical sciences and the science of history. But these are sciences of modern origin. She has a full system of medicine, as much of Mathematics and Astronomy at least as was known to any ancient nation, a full system of Politics and Law, of Metaphysics and Logic. These are facts; they

require not arguments but observation to prove them. Here there is only one argument to advance and that is "Read and you will know." The reason why we doubt so much the worth of our poets and philosophers is because we hear very little of them in the literature of our English teachers who know nothing of them, whilst we hear so much of the philosophers and poets of Greece and Italy.

And though it is admitted that India had none of the modern physical sciences, yet it must never be thought that the learned of ancient India were so utterly ignorant of scientific matters as to believe that the clouds descend in mountains to catch the Sal leaves or that Indra's elephant sprouting forth water from his proboscis gives us rain. No; her poet Kalidas in one place has sung :—

ধুম জ্যোতিঃ সলিল মরুতাং সন্নিপাত ক মেঘঃ

and in another

প্রজানামেবভূতার্থং স তাভাঃ বলিমগ্রহীং

সহস্রগুণমুৎসৃষ্টমাদন্তে হি রসং রবি

And these *slokas* contain as much as we know of clouds and rain in the nineteenth century.

If we revere the names of Homer and Virgil, of Aristotle and Ptolemy, of Hippocrates and Galileo it is because, we often hear of them : we should remember that in our much abused Sanskrit literature the names of Valmiki and Vyasa and Gautama and Bhaskara, Susruta and Charaka are no less bright names.

We now come to the present state of intellectual progress in India :—

Under this head the charge most strongly brought is that the Hindu intellect is not fit to achieve any great thing, that it may be sharp but is not sound, that the imaginative element preponderates over the ratiocinative, that even the Bengalees, the most intelligent of the Hindoos, if they can learn things soon, they unlearn them as fast, and as a consequence of all this, they have not been able to do any great thing although the light of Western knowledge has shone on them for a long time. Now admitting the effect that the Hindu intellect has not achieved any great things within the last fifty years for which English education has been introduced into the country, I emphatically deny the cause that there is anything wrong in the framework of the Hindu mind. It is one of those hasty inferences which is the result of that profusion of reasoning powers in the western mind in which we are found so much wanting. The truth is that our western brethren finding in the Hindoos a certain degree of intelligence which it was hopeless to deny and yet not wishing to accord to a people so inferior to, because so different from them, the possession of any high mental powers, construed the quality into a defect maintaining that the precocious display of understanding in the Hindu lad is only the forerunner of a fast approaching intellectual decrepitude. No doubt circumstances combined to confirm this false inference, but it is not on that

account, the less a false inference. We do not quite understand how different nations may have different mental structures, because they differ in colour of their bodies. Whatever shape, plastic theory, being made to suit the wish of a proud race, may take on this point stubborn fact cannot be refuted by it. If the Hindoo intellect was an intellect of inferior abilities it could never have achieved those great literary undertakings which must ever be its boast. No, we see clearly that we must seek for the explanation elsewhere, as to why the Hindoos have done nothing during the fifty years for which English education have been introduced here. During the long disorders of the Mahomedan reign the Hindoo intellect was obliged to absent itself in the school of science and when that disorder was gone, it found itself greatly in arrears which must be made up before it can fairly compete with its rival intellect of the West. This work of making up arrears has been commenced for the last half of a century; but owing to needless difficulties thrown in its way, owing to the work having assumed an anti-national spirit it has failed to advance much during the earlier years of its progress. Had Western science begun to be taught without reproach to the Hindoo mind or Hindoo nationality, its study would have made far greater progress than what it has done. Besides, we must always bear in mind that we are all utilitarians. Notwithstanding the common enlightened cry to earn knowledge for its own sake, practical instances of such enlightened exertion are

very rare. No doubt the greatest intellects have always worked for their own pleasure, unmindful of other consequences, but with them we have very little to do just now. We have to account for the low average of intellectual progress in India. Generally speaking, we require some stimulus, some good results to follow from our troubles, to make us work. In England a powerful stimulus is afforded by the fact that the student of science or literature there, is sure to find as much of worldly preferment as his acquirements may be fit for. In India the case is very different. Here the student is conscious of the disheartening truth that beyond a few prizes, scholarships and certificates, he is, generally to expect no greater facilities, that when he will enter the world he will be generally superseded by his more fortunate but not more able English fellow subjects; that if he gets any preferment he will nevertheless have the mortification to see others who began the race with him outstripping him whilst he by irresistible fate will be tied down to the point from which he started. It is thus that the dawn of a brilliant career at school has a dim setting in the world; it is thus that the shining student pines away as an obscure man; and it is thus that the bold inference is drawn that the Hindu mind is liable to early decay and is unfit to grapple with the difficulties of the world and is therefore not entrusted with any responsible task. What invincible logic is this, confounding the effect with the cause and the cause with the effect? That the Hindu

intellect under proper surroundings is capable of continued progress can be easily seen from one instance, namely that of the legal profession. Here happily the profession is free, the practice of the profession leads to rank, honour, and wealth without the support of the Government; and the State has laid open one of the highest posts in the land to distinguished members of the bar. And we accordingly find not in our own estimation, but according to the testimony of Sir Barnes Peacock who had no peculiar predilection for the Hindoos, that the average force of an argument advanced by the Native Bar of the Calcutta High Court does not fall below that of an argument advanced in Westminster Hall, and it is admitted by all the authorities that the appointment of natives of India to posts of honour has always been attended with success. What better proof need we to convince us that the native intellect is all sound and is fit for work wherever it may work. I know it may be very plausibly said that the natives of India do not generally get preferments, because they do not deserve it; and we may be very gravely advised that we should first deserve and then desire; nor do I myself at all approve of that drooping spirit in our countrymen which check our own improvement; but I cannot help. Our country is neither Plato's Republic nor More's Utopia; our countrymen are men and they may with equal gravity say to their advisers that hope deferred maketh the heart sick,

that they must plunge into water before they learn to swim; that in short their improvement and their preferment must go together each aiding the other; and that till that is done, in plain fact and not in theory, their general progress must needs be slow. And as for this matter of deserving or not none can be better aware than ourselves that our ablest men can bear no comparison with the ablest men in England.; if England will send Airys, Herschells, and Whewells to teach us science; Mills and Hamiltons to teach us philosophy; Faradays and Carpenters to teach us Physics; Mansfields and Broughams and Peels and Peacocks to sit in our courts, natives of India should cease to complain and should stand at a respectful distance and imitate and admire superior knowledge which as yet they have not got: but till then the natives of India may fairly claim that a larger share of preferments than what they now have, their appointment to posts of honour and emoluments, ought to form a rule and not mere exceptions as hitherto it has been. I know that we ought not to depend on our Government entirely in such matters; that we ought to thank our Government for what it has already done for us; that the nation ought to supply the stimulus for the progress of the national mind by fellowships and by establishing literary and scientific institutions. But this must be the work of time. In the meanwhile we must wait and those who abuse us with possessing imbecile intellects must also wait. Nor is it right to say as

yet that our Indian Universities, for lack of ability in its graduates, have produced no results. Compared with Oxford and Cambridge they are but of yesterday. Our graduates have had their B. A. degrees first conferred on them only recently. And it is not fair to say that their intellect is passed child-bearing.

Leaving the Hindoo intellect we come now to Hindoo morality. Here the abuse is still more bitter. Whilst our supposed intellectual faults though severely noticed produce in those who abuse us only a feeling of proud superiority over us, our supposed moral depravity must create in them sheer disgust. It is a matter of the highest moment to us to see if we are so bad as we are said to be. If we are then we should try our best to remove the reproach ; if we are not to contradict it.

We are abused with being wanting in truth, honesty and integrity ; with being avaricious and perfidious ; in short with being void of the noble qualities and generous feelings that ought to adorn a nation. Grave as these charges are they are based upon very slight grounds. A few proud Englishmen, prouder still with the recent and easy conquest of one of the richest countries in the East, devoid, for their ignorance, of all sympathy for us, came in contact with a few designing men who are found in all ages and countries and taking them as types of native character drew the inference so agreeable to their pride that the natives of India are a nation of liars and dishonest men. The

tongue of scandal once set in motion is seldom stopped. Succeeding Englishmen from the peculiarity of their position as administrators of the law or keepers of the peace necessarily came in contact with bad men in whom they found so many corroborations of the view that had been taken of Hindoo character. Speculation now became rife as to what could be the reason for this moral depravity. The fertile imagination of these speculators soon found out an adequate reason, in the long subjection of Hindoos to foreign rule which it was said had deprived them of every noble feeling, and thus, it was found *a priori* that Hindoo character must be such as it is found to be. To this conclusive induction, to this sublime logic (O, shade of Bacon rest in peace) Macaulay lent the aid of his powerful but often perverted rhetoric and thus have we got at no greater expense than that of our honour and integrity, an English picture of Hindoo character which our educated young men have so often before their view and which some have even impressed on their minds. These last if you complain, will say that offended self-pride, may grudge at the picture but it is universally true. Yes, let theirs be all the humility and modesty on earth; my humble pride is overtaxed to see our national morality so grossly abused. Strange to say, our educated young men are so far misled as gravely to declare on grave occasions that in a country like ours oral evidence is unreliable; that in a country like ours where perjury and forgery have only recently been put down, evidence is to be received with care, as if

they themselves belonged to another country. These admissions by natives being self-condemning evidence, our adversaries make much of them. But these admissions instead of being considerate admissions of fact after due enquiry, are mere delusions and repetitions of what Norton and a few others have said. Our English-knowing countrymen are complimented with being superior to other natives not only in knowledge but also in morality. This mixture of compliment and abuse makes the latter more dangerous for it is apt to induce a silence in those who ought to contradict our traducers. Better that we had never received any compliment than that it should be mixed with such an abuse.

If no foundations raise our rising name
But the fallen ruins of our country's fame
Teach us O Heavens to scorn the guilty bays
Drive from our hearts the sordid lust of praise.

We are told that English education has not only given us useful knowledge which was unknown to us, but has taught us indispensable morals which we had not before. Now whilst we candidly and thankfully admit that English education has given us an insight into vast stores of literary, historical, and scientific knowledge which we shall have to learn for years and years, by which we are deriving inestimable benefits, I gravely question if it has given us a single rule of sound morality which we or our forefathers in the days of *Manu* had not. Let Europe boast of her railways and telegraphs and machines and science.

It will ever be the boast of Asia to have given birth to all the religions and sublime morality of the world. But English education has on the other-hand produced some prominent bad effects in our morals. These are the vice of drinking and the habit of withholding private charity. Our educated young men, if they see a beggar of tolerably sound health at their door, will tell him that he does not deserve charity and will enter into a discussion with him as to the objects of charity and will tell him that he can work for himself and all this without any regard for his mental feelings and the yet more urgent bodily feeling of hunger. In England which is a manufacturing country possessing lots of workhouses all this may be very well; but here we should not put to practice such theoretical knowledge yet. And what a strong contrast does this present, with our genuine Hindoo notions and practice according to which private charity is never withheld so long as one has food for himself and according to which scarcity of private charity (शुद्धि) is only another name for famine. But all this will count for nothing; even our virtues are slighted, because they are ours, because we are natives. Here we must pause for a while. Here we have come by a word to which we owe a duty. The word native in Anglo Indian language is fast running to corruption. Instead of being expressive of one of the most endearing and ennobling of relations, the relation between the patriot and his country, it is

day by day coming to mean here all that is low, inferior and debasing. If a future Trench were to write on the study of Anglo-Indian words a few years hence he will in all probability place the word '*native*' in the same category with such words as *lewd*, *villain* *pagan*, and *heathen* words which at first had quite an innocent meaning, but which in the course of time have degenerated in their signification. The truth is that European arts and European arms and European science are superior to ours; of articles of manufacture in the majority of instances the "Bilati" is superior to the "Desi"; thus the material splendour of Europe sheds a lustre on her morals and dazzled by this men fancy European morals brighter than the Indian. We are branded as being natives of our country; but are not our traducers natives of their country or have they descended from heaven?

In the course of the above remarks we have noticed an argument of our adversaries that India having been subjected to foreign oppression for a long time must have necessarily lost all her honourable feelings. We must now examine this argument a little for if on this *a priori* ground, on this plea in bar our case be dismissed it is useless going into other points. The foreign rule spoken of is the Mahomedan rule from the eleventh to the eighteenth century of the Christian era. Now although the Mahomedan rule can bear no comparison with the English rule and although it was undoubtedly oppressive yet its oppression was not so interfering as to affect the

morality of the people. It had a very pernicious effect on intellectual progress for want of encouragement but it left unmolested the intercourse between man and man. Amidst tumults and hurricanes in the political atmosphere of a country, there is always a region of calm, the region of national morality, a region whose aspect is determined only by its own internal causes. An oppressive rule is never necessarily to lead to degeneracy in morals.

Truly does the poet sing :—

How small, of all that human hearts endure
That part which laws or kings can cause or cure

Let us then come to facts. Let us see if Hindoo morality is so bad as it is represented to be or if the dark pictures are the exceptions and not the rule. To ascertain the character of a national morality we must look more to facts than to theories. So many and various are the causes that affect moral phenomena that to deduce facts from theories will seldom lead us right. These facts, from the inscrutableness of the human heart must consist of the sayings and doings of men. What is often thought is often said and what is often said is often done. First then as to these sayings, in so far as they form an index to national morality, they are proverbs and rules of morality. Our Indian proverbs and rules of morality are characterised by a lofty tone of purity. Our proverbs :—ধর্ম পথে থাকলে আধেক রাতে ভাত ;
বিনি জীব দিরাছেন তিনি আহাৰ দিবেন ; ভালোর ভাল সৰ্বকাল,
মনের ভাল আগে ; পরের দেখে ছাড় হাই বা আছে তাও নাই ;

পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আঁচলে বাঁধা ; পরের কুটো ডিঙ্গিয়া পথ চলবেনা ; নীচ যদি উচ্চ ভাষে স্তুতি উড়ায় হেসে ; and many more, all well known to you and known alike to males and females, to the young and the old, the learned and the unlearned, the high and the low, indicate a popular morality of a pure and dignified character. They contain in simple language the substance of all the morality in the sermon on the Mount. One of the earliest *slokas* with which our boys begin to read,

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ
আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ

contains nine-tenths of the ten commandments with their amplifications in the sermon on the Mount. One of the earliest *slokas* in the Hitopodesh

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিত্তামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ
গৃহীতইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ

enjoins us at once to be religious and resolute. The দাতাকর্ণ and প্রহ্লাদচরিত্র of the *Sisubodha* the stock of the old *gurumohasaya*, upon which we may now cast a disdainful look, contain examples of a lofty sense of promise and an unswerving adherence to the path of rectitude amidst persecutions, examples well worth studying. The two great popular characters of our two great Purans, Rama and Yudhisthir, which the Hindoos reverentially place before them as models of perfection according to which he should shape his own character, are well worth imitation even in this boasted nineteenth century.

The ethico-legal treatise *Mitakshara* contains strict injunctions to speak the truth. And here I must not pass over one point which is sought to be made a strong point against us. It is said with a sarcastic smile that Hindoo morality sanctions the giving of false evidence to save a life. There is such a text in the *Mitakshara* but that no more argues that the Hindoos are liars, than the practice with English juries when theft was capitally punishable argues that the English are perjurers. Even so late as the first quarter of the present century, theft of property above 5s committed in a dwelling house was punishable capitally and jurors sworn to give their verdict according to truth found as a rule that in such case the value never exceeded 5s. I cite this instance not to show that England sanctioning immorality will justify India's doing so, but to show that we are no more to blame than those who blame us.

I know our opponents may gravely demur to this. It may be said that notwithstanding our Chanakya *Slokas* and Hytopodesh and Ramayana and Mahabharata, our Hindoo students of the ante-English periods formed indifferent men, that there is not one amongst them worth knowing or naming. But do not our opponents know that it is only the virtues of the great that are celebrated. They know,

“Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathomed caves of ocean bear
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness in the desert air.

From words we come to acts ; although these form a far more sure test of the morality of a nation, yet, they generally elude our knowledge. Each individual can observe only a limited number of cases that come within his personal knowledge ; but the inference to be drawn by each will be different, from necessary differences in their respective fields of observation. Recorded statistics which in other cases supply the deficiency of individual observation will be of very little use here. They notice only cases of extreme deviation from duty and leave unnoticed the acts of those who constitute the majority of the nation. Still from the information that is at our disposal we see that convictions take place here for the same offences as in England ; men here speak falsehood as well as in England ; men here are dishonest as well as in England. Turning from the dark to the fair side of the picture we see that the native of India possesses some of the most important virtues to an extent unknown to other nations. Foremost of these I notice the female virtue of chastity and dutifulness to the husband. The Englishman living in his neat house adorned with choice furnitures may look down with contempt upon the humble mansion and humble furnitures of the native, and the English lady of fashion may smile at the simplicity and ignorance of her oriental sister ; but the endearing virtues of a chaste and dutiful wife shed a splendour round his lowly mansion which a Hindoo husband alone can see, and the proud conviction of being the sole cause of peace and happiness in a family, is a feeling which the Hindoo wife alone can feel.

I would next notice the filial piety of Hindoos. After the creation of Eve, Adam said "and therefore shall man leave his father and his mother and cleave unto his wife." Far otherwise is the practice of Hindoo morality on this point. Our duties to our parents, are some of the foremost of our duties, জননী জন্মভূমিষ্ট স্বর্গাদপি গরিয়সী।

Lastly I would notice the virtue of tenderness to life, a virtue in which Hindoos excel. Christianity with all its sublime morality lacks in regard for animal life.

We now and then read in the English books of kindness to animals. One cannot help smiling at the tenderness of those who gravely moralise on the impropriety of beating or lashing animals and yet who do not hesitate to destroy different harmless and otherwise useful animals for their daily dining table, forgetting their morals as their palate gets gratified by the flavour of a rich repast.

It is worth while to hear what a heathen moralist says and to know what a heathen people does on this subject.

একো ধর্মঃ পরং শ্রেয়ঃ ক্ষমৈকো শান্তিরুত্তমা

বিঠৈকো পরমা তৃপ্তি রহিংসৈকো সুখাবহা।

এক এব সুহৃদ্বর্ষো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ

শরীরেণ সমং নাশং সর্বমশ্রদ্ধি গচ্ছতি ॥

From Hindoo morality to Hindoo religion is an easy transition, but by no means to an easy subject.

I come now to a subject on which I must talk with becoming deference. I would not have undertaken to make any remarks on the subject were it not for the extremely vehement and unjust attack of our religion by other religionists. Had our adversaries simply attacked our religion on the score of its spiritual advantages or disadvantages, had they, themselves the humble tenants of the earth, presumed to tell us that we shall have no place in heaven and that the whole heaven shall be theirs we would have simply smiled at their presumption in seeking to confine the everflowing floods of Divine mercy into the narrow channel of a special creed. But no, they tell us more. Not only do they abuse our religion as grossly superstitious and idolatrous but they also ascribe our want of temporal prosperity to our superstition and idolatry. They tell us that our gods can give us no seat in heaven and no convenient seat on earth. The latter point stands in need of discussion; and to discuss it fully we must enter into the former as well. Accordingly we propose to consider under this head of our subject, first the idea of God according to Hindoo religion and secondly the effects of Hindoo religion on Hindoo society.

Under the first head the charges to be commonly met with are that the Hindoo religion gives a very inadequate, erroneous, and un-becoming idea of God; it gives to the infinite God a finite figure, to the immaterial, spiritual God, the crudities of material existence, to the all-powerful sole God a host of rivals

to the good and great God the vindictiveness and easy propitiability and other feelings of mortals. Now a very summary answer can be given to these charges by a comparison with Christianity which our opponents either profess or praise. Not that I ever wish to talk irreverently of any religion ; but for argument's sake and with due reverence and specially when our opponents show the way, I think such comparison may be fairly made. Christianity limits the illimitable when it distinguishes between him and earth, assigns to God a throne in heaven enveloped in light and surrounded by angels singing hallelujas and makes God sometimes descend to the land of Cannan ; it gives to God a material existence when it recognizes the incarnation of Christ ; it gives to God two associates and one Arch-enemy ; it clearly shows in the God of Moses vindictiveness and jealousy and in its redemption theory it ascribes to God that easy propitiability which is found fault with in the heathen idea of God. It gives to God human attributes and human frailties when it talks of God taking time to create the world and taking rest after creation. There may be difference in degree, but there is not difference in kind. But now I question very much the propriety of discussing on the attributes of God by taking our own attributes, as the measure of His. To do so is to limit the illimitable more than any Hindu has ever done. To say that God's attributes are the same as our good attributes magnified to infinity is simply to delude ourselves. In the infinity of God's attributes what may be bad in

us may be perfectly consistent with divinity. Even in Mathematics the most certain of our sciences reasoning about infinites sometimes leads to anomalous results. The algebraists tell us that if a and b are any two quantities $\frac{a}{0} = \infty \frac{b}{0} = \infty$ so that $\infty \times 0 = a$ and b . so also $\infty + \infty = 2\infty$ which again is only another infinity. If in the exact sciences reasoning about infinity leads to such anomalous results, we must pause before we venture to reason upon the infinite attributes of God. Lastly let us see if the Hindoo idea of God is really so bad as it is said to be; if Hindoos are idolatrous and if they worship clay or stone, does any, the meanest, the most illiterate Hindoo ever worship clay or stone? Does he not worship the Great, the omnipotent God symbolized for the time by the image which he adopts to fix his imagination? (1)

(১) হিন্দুর সাকার উপাসনা যে প্রকৃত নিরাকার সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উপাসনা, তৎসম্বন্ধে ব্যাসের উক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ, একটি সুন্দর শ্লোক আছে।

রূপং রূপবিবর্জিতস্ত ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতম্ ।
 স্তব্যাহনির্বচনীয়তাহখিল গুরোহুঁরীকৃত্য বনম্মা ॥
 ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো বস্তুীর্থবাত্তাদিনা ।
 ক্ষন্তব্যং জগদীশ ! তদ্বিকলতা দোষ ত্রয়ং মৎকৃতং ॥
 রূপ নাহি আছে তব তুমি নিরাকার
 ধ্যানে কিন্তু বলিয়াছি আকার তোমার ।
 বাক্যের অতীত তুমি নাহি তব সীমা,
 স্তবে কিন্তু বলিয়াছি তোমার মহিমা ।

And is not every one who meditates on God an idolator in a similar sense. Think of God; shut your eyes; meditate on him, and you either see in your mental vision something that is limited and circumscribed or nothing at all. It may be said that this material image is unnecessary and that the image imagination is sufficient for the contemplation of God; to this I have no objection. But it is one thing to call it unnecessary and another thing to call it injurious and to ridicule the Hindoo by telling him that his Gods are made of clay, they are of strange forms, are utterly incompetent to do any good and are a thousand vile things which the Christian Missionary ascribes to our Gods in his pamphlets like “কালী দেবীর বৃত্তান্ত”; not to speak of the Vedas which that competent judge and Christian MaxMuller says “contains a great deal of what is childish and foolish, though very little of what is objectionable”, even the much abused Puranas do not deserve one tenth of the abuse that is heaped on them. Does the Hindoo worship his goddess of clay? Hear what that goddess is said to

সর্বত্র সর্বদা তুমি আছ সমভাবে,
 অমাগ্ন করেছি তাহা তীর্থের প্রস্তাবে ।
 করেছি এ তিন দোষ আমি মৃঢ়মতি
 ক্ষমাকর জগদীশ অখিলের পতি ।

[এই শ্লোক ও তাহার অনুবাদ পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্নের
 “পঞ্চামৃত” হইতে গৃহীত]

(জ্ঞান ও কৰ্ম্ম ৪৪৪ পৃঃ)

be in the wellknown *Markandeya Purana*, in the *Devi mahatya* :-

বিস্বস্তৌ সৃষ্টিরূপা স্বং স্থিতিরূপাচ পালনে ।

তথা সংস্থিতরূপাহন্তে জগতোহস্তা জগন্ময়ে ॥

And that wellknown long passage in the same work beginning with :-

বা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা ।

নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমোনমঃ ॥

And say if the blind superstitious and idolatrous Hindoo does not worship the same omnipotent, omnipresent, and omniscient diety that the most pious Christian does. I cannot better conclude this head of our subject than by reading to you the idea of God contained in the following passage :-

নমস্ত্রিমূর্তয়ে তুভ্যং প্রাক্স্থষ্টেঃ কেবলাত্মনে ।

গুণত্রয় বিভাগায় পশ্চাদ্ভেদমুপেয়ুষে ॥

বদমোঘমপামন্তরুপ্তং বীজমজ্জ ত্বয়া ।

অতশ্চরাচরং বিশ্বং প্রভবন্তস্ত গীয়সে ॥

তিস্বভিস্বমবস্থাভিমহিমান মুদীরয়ন্ ।

প্রলয় স্থিতি সর্গানামেকঃ কারণতাং গতঃ ॥

স্ত্রীপুংসাবাত্মভাগৌ তে ভিন্নমূর্তেঃ সিসৃক্ষয়া ।

প্রস্তুতিতাজঃ সর্গস্ত তাবেব পিতরৌ স্থতৌ ॥

তব মূর্তি ত্রয়ে দেব করি নমস্কার,

আছিল। সৃষ্টির পূর্বে এক ব্রহ্ম তুমি

ত্রিগুণ বিভাগ হেতু পরে হৈলা তিন ।

রোপিলা অমোঘ বীজ কারণ সলিলে
 তুমিহে স্বয়ম্ভু ; তাহে জন্মিল জগত
 তেঁই বিধি বলি তুমি বিদিত জগতে ।
 একব্রহ্ম প্রকাশিয়া ত্রিগুণ মহিমা
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সে কারণ ।
 স্বজন কারণ তুমি স্ত্রী পুরুষ রূপে
 দ্বিধা কৈলা আপনারে ; তব অংশদ্বয়ে
 বিশ্ব পিতা-মাতা বলি কহে মুনিগণে ।

Passing over other doctrinal points of Hindoo religion, I now come to consider the effects of our religion on our Society. Here we come to another fruitful source of abuse. It is said that Hinduism, with all its theoretically good or correct maxims scattered through the endless shastras, with all its systems of worship, has not been able to improve the condition of the Hindoos, materially or spiritually ; it has left the Hindoos in a state of despondency and uncertainty, making him fear ghosts, and a hundred other evil spirits ; and that it has not been able to produce any great results. And with this Christianity is sought to be prominently contrasted. We are triumphantly told to contrast the splendour of Europe, the result of Christianity, with the low condition of India and thence to infer the relative merits of the two religions. Nay, we are told by some that apart from spiritual consequences, Christianity ought to be adopted in India for the material prosperity that it is almost sure to bring to the country. With these religious politicians or political religionists we have nothing to

do. They seek to compromise our spirit for our flesh ; they seek to exchange our eternal reversion for a leasehold for three score and ten. This neither a Hindoo nor a Christian will like. For the prosperity of India, by all means introduce political reforms ; but do not in the name of common sense introduce the name of religion. Let us now see how far the above contrast is true. If we take into consideration the numerical and intellectual strength of a religion as the test of its importance the following table which I quote from Max Muller's "chips from a German workshop" will at a glance show that numerical superiority is decidedly in favour of the religions of India.

Buddhism	—	31. 2 p. c.
Christianity	—	30. 7 "
Mahomedanism	—	15. 7 "
Brahmanism	—	13. 4 "
Heathen	—	8. 7 "
Jew	—	0. 3 "

For this Buddhism is a natural product of Indian soil ; is a necessary offshoot from Brahmanism. And if to this you add the fact that Brahmanism and Buddhism boast of a host of names certainly as bright as, if not brighter than those that adorn the literature and philosophy of Christendom the intellectual strength of Indian religions is clearly made out. As for the other great scientific minds of Europe, Christianity can derive little support from her hold on them. They are like what are called ostensible partners in the mercantile firm ; Christianity may enjoy the credit of their names ;

but they little employ their intellectual capital in her cause. I notice the above numbers not because it affects in any way the truth of a religion or the faith of a true believer in any religion, but because it raises the practical importance of Indian religions by showing that with them are indented the spiritual interests of very nearly half of the human race.

We now come to the material prosperity of Europe, the supposed result of her religion as contrasted with the miserable condition of India the result of Hindooism. Notwithstanding what temporal religionists may say, I think, unless I am greatly mistaken, that a true Christian no more values his religion for his prosperity than the true Hindoo undervalues his, for his adversity. Both look up to the kingdom of Heaven for reward. Both believe that religion is to give comfort where every other terrestrial comfort fails. The chief object of religion is to subdue the flesh under the spirit; to make us value our worldly comforts less than our spiritual; in short to forget our worldliness in expectation of eternal bliss. If this be true, the indifferent temporal prosperity of India argues the spiritualising and religious efficacy of Hindooism far more than the brilliant prosperity of Europe does that of Christianity. Hindooism teaches emphatically the vanity of worldly things. It teaches not only like Berkeley the doctrine that the world is a philosophical vision, but that the world is a vision or a delusion of the Diety; the divine spirit pervading the delusion is called *Mahamaya*. This is not a doctrine known

only to philosophers ; it is a popular article of faith acted upon by all Hindoos. To every Hindoo is known the oft repeated hemistich contained in the *Devimahatya* মহামায়া প্রভাবেন সংসার স্থিতিকারিণঃ that is, by the influence of this *Mahamaya* men constitute the world. This thorough religious teaching produces in the naturally enthusiastic mind of the Hindoo a disregard for the world, a contentment with this present state and a yearning for eternal beatitude *Moksha*. It is thus, that the Hindoo passes his time in contemplation rather than action seeking to unravel the spirit more than to discover the resources of material nature and it is thus that the Hindoo is ridiculed as being a coward, and being irresolute ; but it should be borne in mind. that his cowardice is the cowardice of conscience, his irresolution the irresolution of thought. Now whether all this be desirable or not and whether Hindooism be true or false, its teaching is so far fully successful. Now look to the other side of the question ; let us compare Christians with Christianity. The great Founder of Christianity emphatically says 'thou canst not serve God and mammon together', but Christian countries are the foremost to engage in trades to enrich themselves ; he tells us to love our enemies, to love them that hate us ; but Christian emperors do not scruple to fight and make enemies on trivial pretexts endangering the lives of thousands ; he tells us that adultery is a great sin ; in Christian England the law requires no more than damages to compensate the injured husband.

In short in almost every doctrine preached in the memorable sermon on the Mount, Christendom has thrown out Christianity and its prosperity has resulted more from its opposing than from its adopting Christianity. Nor is it right to say that the Reformation under the influence of Christianity produced an immense deal of good. I adopt the view of Guizot that the object of this Reformation was the enfranchisement of the human mind against the tyranny of priests. Its cause was not Christianity, but the intolerable supremacy of the spiritual orders created by early Christianity.

I make the above remarks not with any view to disparage Christianity or true Christians. For the one as well as for the others I have the highest respect. I make these remarks only to vindicate Hindooism against the attacks of those who abuse our religion and praise Christianity at its expense, for temporal consequences. Before, concluding this head of our subject there is one more article of abuse which we must answer. It is said that we are a very superstitious people. We remain in constant needless awe of ghosts and evil spirits. Now I ask in so far as Hindoos do so, do not other nations do the same and do not some of the most enlightened of our opponents do the same? The only fault of the Hindoo is that he holds communion with rude ghosts who died in unnatural ways, who come in a rude pumping way through interstices in a thatched roof, sit on rudely shaped planks called *फिट्टी*, eat neither loaves nor biscuits but the rude food *khoye*, *dahi* and *kala* : and talk in a rude

nasal tone ; whilst our enlightened opponent communes with a civilised ghost thence called a spirit perhaps the spirit of some great departed worth who comes gently walking into a neatly adorned waiting room and takes his seat on a chair at a mahogany table and talks politely in a learned language with proper accents.

In concluding this head of our subject I must notice one peculiar feature of excellence in Hindooism which is often overlooked. All sound-thinking men approve of the broad principle of toleration and condemn bigotry ; but there, is scarcely any religion except Hindooism which recognizes this principle clearly. The followers of every religion are taught to condemn every other religion, as false and proclaim their own as the only true religion on earth and to seek to convert by argument and persuasion all men to their faith ; it is only the Hindoos that are taught the sound principle of toleration, that are taught to regard every religion with respect as being competent to carry its true votaries to heaven ; it is only Hindooism that is void of any proselytising tendency. This is not because the Hindoos have less faith in their religion than any other religionists ; it is because their religion teaches them the sound doctrine that the follower of every other religion worships the same God as his own in a different way. Nothing can equal the catholic spirit of toleration contained in the following *slokas* of the মহিমন্তোত্র a prayer which almost every devout Hindoo utters daily.

এয়ী সাংখ্যঃ যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
 প্রতিপন্নৈ প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ ।
 কচীনাং বৈচিত্রাদৃজুটিল নানা পথজুবাং
 নৃণা মেকো গম্যস্বমসি পরসামৰ্ণব ইব ।

The vedas, sankhya, the yoga, the Pasupati and
 Vaisnava creeds

Men may adopt each valuing his own
 From varied tastes, men following varied paths
 Still seek Thee as streams find the Ocean.

Leaving Hindoo religion we come to Hindoo society the last head of our subject. Several of the questions that arise under this head of our subject have been considered under the preceding heads ; and here I would therefore consider briefly first the alleged general inferiority of our society to the European, and secondly the special inferiority in some particular respects, such as the low condition of women and the institution of caste.

Touching the general inferiority of our society, I readily admit that in point of intellectual progress and material prosperity we are far behind the Europeans and we have a great deal to learn from them. But this is not all. It is said that we are so far inferior to the European in every respect as not even to deserve the good laws of England which have been so kindly but unwisely given to us. Now in the first place we have not got the good laws of England given to us. Our legislators here have given us laws

sometimes worse, but often times better than the laws of England. As Law Members may not know the state of our society, they are still less predisposed in its favour. Look only to the case of Macaulay the Law Member and his picture of the native character. We can therefore safely tell our opponents that they need be under no apprehension that our legislators thinking us a better people than we are, will be oppressing us with excess of goodness and they need not invoke the spirit of Draco into the legislative council to give us suitable laws. But now as this article of abuse is not merely verbal abuse, but has a tendency to threaten our society with severe practical consequences, let us pause for a minute to consider the point. If it were said that our society is too rude and simple to deserve the new and complicated laws given to us, I could have understood the plausibility of the charge though in point of fact I hold that all our important laws are sufficiently simple in their structure. That however is not the charge. The charge is that our society is too bad to deserve the good laws that we have. Now without aiming at much logical precision, for practical purposes laws can be divided into three classes. First, the substantive law of rights defining our rights, the law of procedure defining the mode in which wrong-doers are to be brought to justice and the truth of alleged commission of wrongs investigated; and third the penal laws defining the punishments to be inflicted on different criminals. Now the first of these classes of laws cannot very well be said to be too good for a people. It cannot be said with

justice that here is a bad people, let them have bad rights badly defined; here is a nation of liars, let not their promises be declared binding against one another; or that here is a nation of thieves and dishonest men, let them not have rights of property against one another. The same remark applies to the second class of laws. You cannot say with justice that here is a bad people, let them have bad adjudication of their cases; here is a wicked people, let them be punished summarily without waiting first to ascertain if they are really guilty or not. It is then only of the third class that further severity may plausibly be desired. But here we should bear in mind the remark of that eminent English lawyer and judge that severe laws are seldom well executed. In England until lately theft was punishable with death though the punishment was seldom carried into effect. In those days a case of theft coming on for trial before Lord Kenyon in which the culprit was a young woman who had committed the crime under many extenuating circumstances and on a reluctant verdict of "guilty" being given his Lordship pronounced sentence of death at which the prisoner instantly fainted and fell down senseless; whereon his Lordship exclaimed 'does not the prisoner know that I am not going to hang her? Is there no body to tell her that?' An intelligent Barrister who relates this story very pertinently remarks that this was pronouncing judgment not on the prisoner but on the law. And this severe punishment though unsparingly inflicted in olden times failed as Hallam says to suppress crimes.

Leaving theories we now come to facts. Let us see if our society is really so inferior as to deserve severe penal laws or has already sufficient inherent checks and preventives for crimes to render a too severe Penal Code unnecessary. Public opinion is no doubt a strong preventive to crimes, and our Hindoo society, although it may want the public opinion of numerous leaders in Newspapers and the public opinion of the conversations of educated men in coffee houses, yet it has a stronger and more practically effective public opinion which visits with loss of caste or other consequences peculiar to Hindoos any infamous member who has been imprisoned for crime.

I may be blamed for speaking in rather disparaging terms of the public opinion in England and other civilized countries. I admit its existence and its power, but I question its soundness. Hear the views of one of the highest intellects of the age. Mill in his Dissertation on Civilization whilst speaking of its tendency to make men look more to show than to substance, remarks, "Thus public opinion loses another of those simple criterion of desert which and which alone it is capable of correctly applying; and this very cause which has rendered it omnipotent in the gross, weakens the precision and force with which its judgment is brought home to individuals."

How far Hindoo Society deserves the reproach of being low in its moral tone will appear to some extent by comparing English statistics with ours, supposing of course the detective agencies of the two countries to

be equal. For want of access to English statistics, I would compare England of 1856, with Bengal of 1868; and I think the difference of 12 years not to be of much consequence to England as the detective agency of England in 1856 may be fairly presumed to have been at least as efficient as that of Bengal in 1868. I take the English statistics from the English Cyclopoedia and the Bengal statistics from the administration Report of 1868. The following are the results of this comparison.

In England out of a population of about 18 millions, 14,729 persons were convicted on trial, and 77,712 on summary convictions *i. e.* in all there were 92,441 persons convicted.

In Bengal out of a population of 31 millions 207 were convicted before the High Court in its original jurisdiction 2330 before the Sessions Courts and 74,674 before various classes of Magistrates, *i. e.* in all there were 77211 convicted.

Now I admit that the comparison of such statistics cannot lead to any very correct results. There are many causes, of incorrectness, foremost of which must be the difference between the efficiency of the Police and Criminal Courts in England, and that of the police and Criminal Courts in India. But supposing that every crime committed in England is detected and punished and in Bengal only half the number of actual criminals are brought to justice and changing the above numbers accordingly, still we see that Bengal will not suffer by the comparison. A comparison of the prostitution

statistics of London, the capital of England, with those of Calcutta the capital of India will shew a like result in favour of our society. I cannot give you the numerical data just now, but I refer you to the article on prostitution published in the Westminster Review last year and to the report of Dr. Palmer on the operation of the Contagious Diseases Act published recently.

Leaving dry law and dry statistics we come now to a more interesting subject, the alleged low condition of our females, a subject on which chivalrous philanthropists talk and write with such untiring zeal. I beg leave of the fair sex in attempting to oppose their well-meaning advocates. Hindoo society is bitterly abused for holding females in a state of abject slavery; keeping them in utter ignorance and preventing them from enjoying the inherent privileges of human beings. To charges like these men easily lend their ears being partly charmed by the beauty of the cause, and partly desirous of deserving the thanks of the fair sex. But let us pause to see how far these charges are true. Do we keep our women in absolute subjection? Or is not a prudent Hindoo lady the sole mistress of her family in all domestic matters, in the management of the household, and even in relations with her neighbours? Our society far from ill-treating females, teaches its youth to value female excellence as well as it deserves. You all know the *sloka* which you learned in your boyhood :-

বিবাদপ্যমৃতং গ্রাহং অমেধ্যাদপি কাঞ্চনং

নীচাদপ্যন্তমা বিত্তা দ্বীরত্বং দুষ্কলাদপি ।

A chaste and accomplished wife is considered by Hindoos as the prosperity of the family personified. There is a text of *Manu* which says that prosperity forsakes the family in which women are illtreated. A text of *Narada* forbids desertion of a good wife under pain of severe punishment.

অনুকূল্যম্ অবাগৃহ্ণাম্ দক্ষাং সাক্ষীং প্রজাবতীং
তাজন্ ভাৰ্য্যামবহাস্তো রাজাদেণে ভূয়স্ ।

Destined by nature to help her husband, the Hindoo wife most usefully co-operates with her husband. He goes abroad to work which his stronger limbs and stronger mind qualify him for; whilst she remains at home for work for which her delicate limbs and tender heart peculiarly qualify her.

It is true that our females are not so well educated as it is desirable that they should be. Nor do I contend that the condition of our females is one of unmixed good. But I most emphatically contend that before any change is introduced the advocates of the change must shew that by it we will be positively better than what we are. Let us see, what changes the advocates of female independence seek to introduce and what the consequences are. Our women are to be taught to read and write. Let that be done. They are further to be taught to knit carpet shoes and stockings, whilst the far more useful and necessary work of preparing food is left to mercenary labour. Were it not better that they should give up the making of carpet shoes and stockings which cannot fill the hungry stomach of their husbands,

and which can be had in abundance in the bazars and employ their time in adding flavour to the husband's dish? And as for the Hindoo female learning to read and write, let not even that disqualify her for other useful domestic labour; for this reading and writing will not after all come to much practical account. I know that thorough-going and sanguine advocates of female independence may say that educated women will not sit idle at home, they will work for the world just as well as men do; that the wife will follow some profession just as the husband does. All this is very encouraging to the wife no doubt, and the husband also for he finds that the wife will thereby cease to tax his purse. But then if the wife goes out in her profession as well as the husband who will take care of the children at home? Nay more, who will bring forth those children those little endearing creatures for whom we love and live and labour. Then again imagine the conjugal bliss of that pair, of whom one comes out to Australia as a surgeon, and the other pours forth her cheering eloquence at the New York Bar. If after a subjection for six thousand years since the days of Eve the spirit of our women has been excited and if after a long period of luxurious tyranny our men have been degenerated in spirit, let the females by all means acquire their independence; only I would wish that the males should lose their independence at the same time, for we cannot conveniently have each independent of the other so long as the propagation and continuation of our species is independent of neither.

I now come to the last subdivision of my subject, the much abused distinction of castes. This distinction has been said, to be the greatest bane of Hindu Society. You have heard a great deal of its evils; and I will not offend your ears, by repeating them. I will only offer a few brief remarks in its favour. My object in so doing is not to show that the caste system is unattended with evils, but to show that it is not a system of unmixed evils. It has its good results as well as evil.

In the first place the caste system is not peculiar to Hindoo Society. It may be based upon political, religious, or pecuniary distinctions, but in one shape or other it pervades every society. (1)

It has been said that men have equal rights, but, adds a scientific jurist, to unequal things. Equality is the rule of nature, inequality the rule of society. Look to the most enlightened country and you will find this distinction to prevail. Look to England, and will the English peer condescend to dine with a

(1) This was said in the early Seventies of the last century and may be compared with the remarks of Mr. Bipin Chandra Pal about "Hindoo Caste and European Class" in his article on "The positive value of Nationalism" written in 1913 and included in his "Nationality and Empire" published in 1916 from which the following quotation is made.

"In India among the Hindoos, we have very rigid caste-divisions. Apparently, these divisions, based entirely and absolutely upon mere accidents of birth, are unjust. They are a distinct violation of the highest spiritual truth, that all men are made in the image of their maker, are children, so to say, of the same Father and are therefore brothers. This brother-hood of man is a rudimentary principle of modern European social philosophy. To realise this universal fraternity is the ideal-end of every social economic, or political endeavour in present day Europe and America. This gospel appeals naturally to us also here in India. In the light of this ideal we recognise the wrong

barber? And though a English barber may become an English Peer yet until he has considerably risen his low origin often proves embarrassing to him. In this nineteenth century a barber's son Abbot was made Lord Chief Justice of England and Peer of the realm under the name of Lord Tinterden. While practising at the Bar he showed a most unbecoming humility and self-abasement in his manner arising from a sense of his low origin; once when about to contend that Lord Ellenborough had laid down a bad law in a certain case, he began with an abject apology, he was thus contemptuously reprimanded by his Lordship. "Proceed Mr. Abbot, proceed, it is your right and your duty to argue that I misdirected the jury if you think so." Now all this could never have taken place had there not existed in English society a feeling like the caste feeling in Hindoo Society.

And in the second place, a hereditary distinction of castes although it may be prejudicial to the progress and improvement of the lower castes, exercises a most wholesome influence on the higher castes by preserving

and the ugliness of our ancient caste-exclusiveness. Our social reformers, from Keshub Chander Sen downwards, have entered their protest against these caste-divisions. Some of us have openly repudiated these and broken away, consequently, from the old and orthodox community. But what is the result? With larger experience of life we find that social distinctions cannot be so easily and summarily eliminated from any conceivable social economy. There are these distinctions even in England and America, where there is nothing like our caste-system. Here, in India, we have caste distinctions; there in Europe and America they have class distinctions. Neither here nor there have we any real social equality. The ideal of human brotherhood is as yet an unrealised ideal as much in caste-ridden Hindoosthan as it is in class-divided Christendom."

Nationality and Empire pp. 56-57.

in them a high sense of honour, a high tone of morals and by preventing in them degeneracy of all sorts. Placed in an unapproachable elevation from those who are called low and mean, and fearing the painful fall from such elevation which a false step will surely cause, the higher orders move on in life with a surefootedness and circumspection which is always desirable. Witness the case of the Brahmanical class. This class or caste has been in existence since the time that our ancestors first settled in the Indian plain watered by the Sarasvati and Drisadvati and sung their immortal hymns to the God of nature. Earlier accounts of the world neither history records nor tradition relates. From these earliest times the Brahmins have preserved themselves uncontaminated physically as well as morally. Notwithstanding occasional deviations, the Brahmins are a better class of men than any other race. It grieves me much to hear it said that the crafty Brahman has been the cause of India's misery. Be it remembered however, that it was these crafty Brahmins who have reared up a literature that will be the pride of India, for ages to come; it was they who by their peculiar religious institutions, have preserved the nationality of India, from being absorbed into Mahomedanism. If you have any respect for the past, if you are of an antiquarian spirit, if you approve of that spirit in which the ruins of Herculaneum and Pompeii are being so carefully preserved; you will find that the Brahman has something more than mere craft; you will see that he

deserves praise more than blame. And it grieves me more to see that the inconsiderate zeal of our educated countrymen for improvement should carry them so far as to seek to destroy that peculiar product of antiquity, the Brahmanical order. Let the religious supremacy of the Brahmans be destroyed and let the Sudras rise high as they deserve, and I would hail these results as extremely desirable. I would only wish, earnestly wish on purely social grounds, to preserve in its purity as long as we can an order which has resisted the shocks of time for six thousand years; an order every member of which can boast that no ancestor of his between himself and the Rishis of the Rig Veda ever betook to low menial labour, an order the like of which no other country in the world can show. Renounce not then the sacred thread; for though stripped of its religious sanctity it is sacred still, it is hallowed by time — it is an honourable badge; — it is a badge of heraldry and peerage nobler and older than the noblest and the oldest peerage in the world.

Thus have I uttered a few feeble words in vindication of India, a cause which ought to enlist far abler hands than mine. On some points I have admitted the charge and sought to extenuate. On these our country expects a higher vindication, a vindication by deed from the more worthy of her sons. Under the benign influence of the British rule under which a kind Providence has placed our country I earnestly hope that the time is not far distant when India's vindication will consist not in the poorly expressed views of a

paper read at a literary society instantly to be opposed or perhaps to be treated with cold indifference but in great intellectual achievements in the fields of modern science and a wide spread prosperity too sure to be questioned and too prominent to be passed over unnoticed.



Speeches delivered at the National conference (1) held
at the British India Association Rooms,
Calcutta in December 1885.

Reconstitution of Legislative Councils.

The question put by Babu Surendra Nath Banerjea is whether the time has not arrived for taking up the question of reconstituting the Legislative Councils on a popular basis. As far as one can judge of the state of public feeling on this question both from the writings of public journalists and the views which have been expressed by the several delegates of the several Associations in Bengal and as far as one can judge of the feeling on the subject of others who are expected to know better, as we learn from the expression of opinion that has fallen from the distinguished Englishman (Mr. H. I. S. Cotton) who has joined the meeting on this occasion, there cannot be the slightest doubt that the answer we ought to give to the question is an affirmative answer. The question

(1) Extract from speech of Mr. Surendra Nath Banerjea. "The idea of a National conference is as old as the year 1877. It originated on the occasion of the Delhi Assemblage, when the princes and the rulers of the land met for the purposes of a great show and it suggested itself to the minds of many that the representatives of the people might also meet, if not for the purposes of a show, at least for the consideration and discussion of questions of national importance. That idea however was not realised until 1883 when the Indian Association taking advantage of the International Exhibition that was held that year, called a National conference at the Albert Hall in Calcutta. The idea has taken firm hold of the national mind and conferences are being held all over the Indian continent at Bombay, Allahabad, at Madras and at the remote station of Ajmere."

may be viewed from two points, the point of abstract right and justice and the point of expediency. As far as the first goes I do not think any one would, at the present day, question the correctness of the premises that the Government of the country exists for the benefit of the governed and in so far as that is concerned it is a clear and undoubted proposition that the persons, whose benefits we are seeking, are the persons to tell us what would benefit them most. But from the point of expediency it undoubtedly admits of doubt and discussion. It may be said that altho' the Government of India exists for the benefit of the people of India, they are not in a position to know what would benefit them most and that therefore the Government should not very readily give up the power of judging for themselves. During the infancy of human beings the parents judge what is best for their children; so in the infancy of a state the Government, as the political head, the father of the people, takes upon itself the duty of judging what is best for the people. But to apply that principle to the people of this country at the present day would be to imply that after more than a century of political education we are still in such a state of infancy and utter helplessness that we are not in a position to judge for ourselves. Indeed the Government has felt that it is not so and has generously made some concessions. The Government has already consulted Native public opinion on many important matters and where important legislative measures were

to be considered, the Government has done more than that; it has actually invited an important section of this community whose interests were at stake in the proposed measure of legislation to nominate their representative in the council, and in one instance I am proud to say, a distinguished countryman of ours, who is now sitting opposite to me, has done good service both to the cause he was asked to plead and has given sound advice to the Government on that particular topic altho' his views may not have met with acceptance. With that instance before us it cannot be pretended, even from the point of view of expediency, that the time has not arrived for taking action in the matter of the improvement of the constitution of the Legislative councils, that it will not be expedient for the Government to improve the existing constitution of the Legislative councils and to increase the number of non-official members and also to change the status of the non-official members from mere nominated to elected members representing important sections of the community. But then there is the further question as to the expediency for us now to move the Government. The gentleman who has been deputed to this conference by the Nadia Association has indicated to you his hesitation in the matter. He fears lest our attempt should prove abortive; he fears that we may make a request in terms not acceptable to the Government and has therefore very properly advised moderation and conciliation. He has advised the committee to give the scheme such a shape that their request may not appear

immoderate to the Government. I dare say every one of us here present shares in the apprehension to which the last speaker has given expression ; but the result of that apprehension ought not to be to dissuade us from taking action, for the time has fully arrived for taking action ; but the proper remedy is to see that the request is framed in a manner which may be acceptable to the Government having regard to the existing state of things. If we have that consideration in view, I do not think we need fear to take this matter in hand. Touching the details of the scheme, they no doubt would be suggested by the committee that may be appointed. For the present it will be sufficient to bring two things before the conference for consideration. I think we are all agreed that the matter should be taken in hand and that the line of action should be to ask the Government to reconstitute the Legislative Councils by enlarging the number of non-official members and giving to it an elective and representative character. Then the question arises how is the principle of election to be regulated ? Who are to elect ? Have we got a constituency properly framed ? The mover very properly referred to certain bodies that have come into existence naturally and in the ordinary course of things, regularly organised public bodies who are the political representatives of the masses of the people at large and their views may be taken to represent the views of the people at large. Another view has been put forward by Babu Kalimohan Das, that in addition to sectional representation, we ought to have something like

local representation and that if not every District every Division, at least, might be authorised to elect one representative. There can be no harm in these two principles working together. We have several important sections of the community as well as local representative bodies; local and sectional representation in several instances may go side by side and if in this way we have this dual system of representation I think the interests of the country will be fairly and adequately represented. Without taking up more time of the conference as to the principles upon which the memorial to Government should be framed and leaving the details to be considered by a committee I think we may now call upon Babu Surendra Nath Banerjea to move his resolution.

Arms Act.

I do not think it necessary to meet the objection raised by our worthy friend from Faridpur but as we can give a very satisfactory explanation I may as well do so now. He was pleased to indicate the desirability of confining our attention to one subject at a time with a view to do full justice to it and to leave the discussion of other subjects until that one subject is brought to a successful termination. No doubt that is sound advice to follow, but at the same time a conference like this cannot be convened except after long intervals of time. It is also to be borne in mind that the agitation

of any one subject cannot be accomplished until after a pretty long time has elapsed. And therefore if we confine our attention to one subject; it may so happen that it does not come to a successful termination, and all that time would be thrown away; whereas if we have several subjects ready for discussion and agitation it may be that we shall succeed in some and fail in others. For these reasons I will unhesitatingly add my voice to the views expressed by several speakers in pressing on the attention of the conference the desirability of taking up the other subjects, in the order in which they appear in the notice paper. Then touching the merits of the question, I don't think it necessary to take up time. A very concise statement of the subject from every possible point has been put before the conference by Babu Asutosh Biswas and other speakers, who have added very valuable testimony derived from personal experience of the real necessities of the case. Many gentlemen from the interior and the outskirts of the Bengal Province have borne testimony to the absolute necessity of allowing the people in those parts of the country to use fire-arms. There is however a point of view which has not been brought to notice. To say nothing of the needless slur cast on a highly loyal, peace-loving and law-abiding people by prohibiting them the use of fire-arms which may be mainly a sentimental ground, the Arms Act may have another bad effect, though it may be indirect and remote. Unquestionably it presupposes a want of confidence on the part of Government, in the loyalty of its subjects

which I need hardly say is absolutely needless, but this needless distrust on the part of Her Majesty's Government, gives rise to vain hopes and false calculations on the part of unscrupulous neighbours which the Government ought to take into consideration. On the one hand there is no evil to be guarded against, whilst on the other, there is a possible evil. I have no doubt that the Government will at once see the propriety of altering the objectionable provisions of the Act. Then there is another point which concerns us more than the Government viz., the invidious distinction made in the rules which have been passed pursuant to the provisions of the Act. The distinction between the Native Indian subjects of Her Majesty and Europeans and Eurasians which may have the effect of misleading foreigners as to the real position of affairs. It indicates, if anything, that Her Majesty's Indian subjects are not fit to be trusted. We all know that index is misleading but this we may know, and perhaps the framers of the Act may know it, others may not perceive it. With that misleading index, statesmen and Governors may think the people are not to be trusted in other respects also; and so it may practically work to our prejudice if a bad index is allowed to mislead succeeding statesmen. For these reasons in addition to those which have been put before you by other speakers, I think we should lose no time to agitate on the subject. Then comes the question how to agitate? I am not prepared to go up for the wholesale repeal of the Act; that would be inconsistent with moderation on our part and inconsistent with true

prudence. The Government ought certainly to be accorded the privilege of regulating the manufacture and the import and export of arms and ammunition. It is only as regards the use and the possession of arms that I think it desirable to go up to the Government for the repeal of the provisions of the Act. Then there is another practical suggestion, the credit of which is due to Babu Surendra Nath Banerjea viz. that we ought to organise measures for collecting statistics on the subject. There are several local Associations that can furnish us with statistics which will be directed to show how many deaths are due to the ravages of wild beasts and to the inroads of robbers and dacoits ; deaths which in all probability might have been prevented, were it not for the provisions of the Act. And if we are well-armed with facts and figures, it may speak more forcibly than any amount of abstract considerations.

Convocation Address 1890.

In obedience to your Excellency's command and to a time-honoured custom, I rise now to address the Convocation. At the same time I cannot help expressing my regret that His Excellency, in giving me an opportunity of addressing you, has deprived you of the opportunity of listening at greater length to one of those speeches which profound scholarship and powerful eloquence can entertain an audience with. And I feel the regret all the more because the past year has been a notable one in the history of this University, and the matters to which I shall have to refer in reviewing the events of that year require for their full and clear elucidation ability very much superior to mine own. As, however, I shall presently have to impress upon a large section of my audience the necessity of contentment with our situation, I must not myself set an example the other way, but I must proceed at once, and cheerfully to do my duty as best I can, asking you only to moderate your expectations, so that disappointment may not be your share.

My first duty should be to thank your Excellency for the very kind words you have said of me, and to thank you, ladies and gentlemen, for the evident marks of kindness towards me with which you have received those words.

A brief retrospect of the past, and a probable view of the immediate future, of this University would be all that I should touch upon, with occasional interposition of such remarks, as may occur to one who has, for the

last few years, had some experience of its practical working. An address of which this is the summary may not promise to be more interesting than the monotonous ceremony you have been witnessing for the last hour or so. But if you bear in mind that the several hundreds of young men who have just taken their degrees represent the cream of the intelligence of the rising generation, and will be sure to influence in a variety of ways, the future of a great province, the machinery by which such vast potential energy is stored up will not fail to interest you, and you will not, I am sure, grudge to give me another hour to dwell upon its working, its merits, and its defects.

It is now nearly a third of a century since this University was established, and it commenced its existence as an examining body with the modest number of 244 candidates for matriculation. The number rose to very nearly six thousand last year, or had increased about twenty-five fold. At the first B. A. Examination, held in 1858 there were only 13 candidates, and the corresponding number last year was 1,165; that is, it had increased more than eighty-fold. Nor were these increases in the last year's numbers sudden and therefore probably attributable to exceptional causes. Barring very slight occasional fluctuations, this increase has been gradual and steady, and it indicates a rate of growth unknown anywhere except within the tropics. And when we remember the fact that this steady increase in numbers has been unaffected by the establishment of the sister Universities of Lahore and Allahabad, it really affords matter for

congratulation. It shews that the desire for University education has taken such deep root in this country, that any additional supply of facility for its acquisition readily creates and is absorbed by a growing demand for it.

There has been a similar steady increase in the number of candidates for the degree of Bachelor in Law. In the other two special Faculties of Medicine and Engineering, the examinations have not been so attractive, though there has not been any decided falling off in the number of candidates. This difference has, I think, been due partly to the difficulties attending the preparatory training to be undergone by candidates for examination in these Faculties, partly to the difficulties of the examinations themselves, and partly to the want of sufficiently encouraging prospects for passed candidates. The recent changes in the Regulations in Medicine, by which the examination in preliminary and subsidiary subjects, like Chemistry and Botany, has been separated from that in the Medical subjects proper, would, it is believed, remove some of these difficulties, so far as the medical examinations are concerned, without lowering their standard in any way.

But though, judging from the number of candidates, who present themselves at our examinations, we may find reason for congratulation, have the results of those examinations been equally satisfactory? In other words, does a fair proportion of the candidates come out successful? And are their University distinctions

any warrant of their possessing solid attainments or at least attainments similar to those possessed by the holders of corresponding distinctions in other Universities? These questions deserve some attention.

Until very recently, the percentage of failures at our examinations used, roughly speaking, to range between 40 and 60, which very nearly agree with the corresponding limits at the examinations of the London University, which we have adopted as our model. This state of things, though not as satisfactory as might be desired, passed without comment. In the last year's Arts Examinations, however, the percentage of failures rose above 70 at the Entrance, and it was high at all the examinations. These apparently unexpected results naturally evoked much discussion. There came from various quarters a good deal of thoughtful criticism and sensible suggestion, and also a mass of thoughtless talk and senseless abuse. In thus speaking rather unceremoniously of our critics, I am not at all speaking in anger or defiance, but am simply stating a plain fact. Nor have I any reason to be intolerant of criticism. I am not one of those who think that our University system is perfect, and does not admit of improvement. On the contrary, I firmly believe that with honest intentions and earnest exertion, we can always progress from good to better, and that free and fair criticism is one of our best guides in the path of progress. Only I would gently remind our critics that when they have to find fault with an institution like this University, which is earnestly striving to do good work, they ought not to

ery it down in language calculated to bring it in to ridicule, and to undermine in infant minds the foundations of respect for authority. Unjust failure at an examination may defer for a year the progress of those who have suffered, the wrong done, having every chance of being set right in the year following; but if they are taught to glory in their failure, and to despise examinations and examining bodies, depend upon it that the habits of laziness and irreverence that this will engender, will be sure to mar their prospects for ever.

The Senate has appointed a Committee to inquire into the causes of these large failures, and as the Committee has not yet submitted its report, it would be premature for me to hazard any opinion on the subject. One thing, however, I may say, as it is not any matter of opinion, but is a fact, or rather the admission of a fact by those interested in denying it. In reply to the inquiries, made by the Committee, the heads of the institutions which sent candidates to our examinations, have almost invariably admitted with commendable candour that the candidates that were found fit to pass in their judgment, were not much larger in number than those who have actually passed; though some have stated that, between the date of application of candidates and the date of examination, many candidates were expected to be able to make up their deficiency. The results, therefore, were not altogether unexpected by those who knew best.

But whether expected or unexpected, these large percentages of failures indicate an amount of waste of

time, energy, and money which the University ought to prevent, if possible. These large failures may be due either to the standards being difficult, or to the examinations being unfair, or the candidates being badly prepared. Very few persons, however, seriously complain of the standards being too difficult, and opinion seems to be divided between attributing the failures to unfair examination and to bad preparation.

Now the University has of late been trying its best to make the examinations as fair as possible, that is, as exact and efficient tests as could be had of sound intelligent knowledge as distinguished from superficial cram. And there is no use in ignoring the fact that the more successful this effort on our part is, the greater will be the difficulty in the way of indifferent students who unfortunately form the majority and who try to pass by cramming. To remedy the evil without lowering the standards of our examinations, the only remedy, therefore, seems to be to improve the teaching in our schools and colleges. In saying this, I am far from intending to find fault with our teachers and professors. I know the difficulties of their situation, and I fully sympathise with them, for I myself began life as a professor. The defect I am now going to notice in the present system of teaching, is to some extent unavoidable from the nature of things. Owing to the inconveniently large size attained by classes in our schools and colleges, teaching is conducted almost exclusively by lectures, and exercises are as a rule neglected. Now, however lucid and impressive lectures may be, and

however useful they may be in giving comprehensive views of subjects, they are wholly insufficient to enable the students to master details, unless they are supplemented by regular exercises. You can no more improve the mind by merely stuffing it with information, without giving it exercise, than you can improve the body by mere feeding without physical training. I would, therefore, earnestly impress on our school and college authorities the absolute necessity of regular exercises. I would also ask them to take an enlarged and liberal view of their duties and responsibilities. They have undertaken the work of educating young men. That work is not done by merely enabling our students to pass examinations or to secure good places in the Honour list, nor even is it done by storing their minds with information. The primary function of education is to train the mind and to develop its powers, so as to qualify students for the higher trials they have to undergo when they enter the world,—to equip them so as to help them in the battle of life. Now unless the mind is well trained, and its powers strengthened, its very equipment of knowledge may prove a burden rather than a benefit.

While my colleagues in the Senate will do, as they have always been endeavouring to do, all in their power to free our examinations of every thing that is found objectionable the institutions that send up candidates to those examinations, should help us by making the education they profess to impart really worthy of the name.

Turning now to the question whether our University Degrees are any warrant of solid attainments in our graduates, we find great diversity of opinion. Some say that our standards are sufficiently high, and our examinations sufficiently severe; others maintain quite the contrary view; while there are others again who hold that examinations, whether here or elsewhere, are no test of real merit at all. This third view has given rise to much learned controversy, which it is not my object here to take part in. Suffice it to say that the truth lies here, as in many similar instances, somewhere between the two extreme conflicting views. Examinations are useful as simple tests of merit. But they are not the only tests, nor should the passing of examinations be regarded as the sole object and ultimate aim of education. We should try to combine the advantages of examination and teaching; and, to make examination a real test of merit, the test should be applied only to those who have had a previous preparatory training under competent teachers. Now our University, though often disparagingly styled a mere examining body, has never lost sight of this important principle. As a rule, it admits to its examinations above the Entrance, no candidate, who has not prosecuted a regular course of study in an affiliated institution; and steps have recently been taken to enforce strict obedience to this rule.

The standards of our examinations if not exactly equal to those of corresponding examinations in English Universities, are not much inferior to them; and the

degree of proficiency in the answers, which our University exacts, is higher than that required in most places. While a Senior Wrangler at Cambridge (we learn from a distinguished Senior Wrangler and experienced teacher) generally obtains not more than half the full number of the marks, our M. A. and B. A. Honour candidates must obtain 60 per cent. of the marks to be placed in the first class. It should also be remembered that our graduates have to acquire knowledge through the medium of a difficult foreign language, in which itself up to the B. A. Examination they are required to attain a certain amount of proficiency. And if the learning of a difficult language implies mental training of a certain degree, our graduates have invariably the benefit of that training. We have been steadily raising the standards of our examinations, and I am happy to be able to say that, notwithstanding some difference of views regarding the Entrance Examination, there is an unanimity of opinion that for the higher examinations this is what ought to be done.

But though our standards may be high, and our tests searching, the question is often asked by the adverse critic—What work have those men, who passed these tests, yet done in the fields of literature or science? I wish I could answer the question in the way in which it is desirable that it should be answered. I wish I could refer our critic to a long catalogue of literary and scientific achievements made by our graduates. But though we are not yet able to do so, I deny that the barrenness of results is at all due to any defect in our University

system of education. The truth is that our graduates for the most part come from the poorer classes; they have to earn their livelihood; they find very little encouragement for labours in the fields of literature and science in the shape of fellowships and in other shapes in which such labours are elsewhere encouraged, while they find better prospects in other lines. Thus it has happened that the Subordinate Judicial and Executive Services, and the Legal and Medical professions have hitherto attracted our best graduates. But now there are indications of a different state of things following. The service and the professions have become overstocked. This, no doubt, is an evil in one sense for our educated young men, but out of evil cometh good, and this evil may not be without some attendant good. It may force our aspiring young men, disappointed in other quarters, to the more arduous and less remunerative labours in the fields of literature and science; and if at this fit juncture we are able to offer some slight inducement for these labours, great good may result. Talents for which a fellowship worth five hundred a month would not have been sufficient inducement ten or fifteen years ago, may now be readily engaged for half the amount or less. If the object commends itself, as I hope it will, to the illustrious successor of the founder of the only professorship in our University, no less noted for learning and enlightened liberality than his predecessor, and to other enlightened noble men we may at no distant date hope to have fellowships sufficient in value and number to induce some of our best graduates to give up

seeking for other employment, and to devote their time to literature and science ; and if the fellowships be made tenable only upon condition of approved work being done, our graduates may be put in the way of contributing their share, however humble, to the advancement of learning.

Whilst upon this topic, I ought not to leave wholly unnoticed those few fruits which our University education has already borne. I shall say nothing of the professional work of those who have betaken themselves to the learned professions, but confine myself to work purely of a literary or scientific character. I am happy to be able to say that the best living poet of Bengal, and the first and the best living Bengali writer of fiction, are both graduates of the Calcutta University ; and they have enriched the literature of Bengal with all that the gorgeous magnificence of the East and the sombre grandeur of the West could contribute. If their labours, and the labours of those that have followed their footsteps, had been better known to our European friends, it might have helped to remove much of that reproach to which our graduates are subjected.

Nor must I omit to mention the labours of another distinguished graduate of this University, the learned and indefatigable Secretary to the Science Association. Aided, no doubt, by the enlightened liberality of his countrymen and the valuable co-operation of a distinguished foreigner, he has done all that could be expected to lay the foundation for the study of science. If he has made

no scientific discoveries, it is because he has been less selfish than he might have been. He has not occupied any limited ground, and concentrated his intelligence and energy therein, to enable himself to make any contributions to science. He has attempted to clear up much larger ground, ground sufficient for the cultivation of science by himself and his countrymen, and this he has to some extent succeeded in doing. It is time now for his countrymen, to invest more of their pecuniary and intellectual capital in the enterprise and the prospect of a fair harvest will not be far distant. In the abstruse regions of mathematics, a distinguished young graduate has commenced work, and has already given fair earnest of a promising future.

Turning now from our students to the institutions that bring them up, we find the condition of things on the whole satisfactory. The number of schools that sent up candidates for the last Entrance Examination, was above 400. The number of colleges affiliated up to the B. A. standard is 52, and the number of those affiliated only up to the F. A. standard is 32. These numbers have been steadily increasing, and if the existence of several rival institutions in one and the same place has occasionally led to breach of discipline, instances of such breach have always been taken serious notice of by this University. It may not be out of place here to suggest to managers and professors of neighbouring institutions the desirability of their forming themselves into friendly societies, and of holding

conferences from time to time for the interchange of views upon educational matters. This will tend to put down unhealthy competition, to promote discipline, and to foster neighbourly feeling between rival institutions.

Our pecuniary resources continue increasing with the increase in the number of candidates for our examinations ; but very soon there must be a large drain upon our funds. This splendid hall, large enough though it be to render my voice, notwithstanding my utmost efforts to make myself heard, inaudible at either end of it, has now been found wholly insufficient to meet our growing wants. We require additional accommodation for holding our examinations and for the storage of our records and furnitures. To our list of endowments very little addition has been made during the year under review. There have been only two small endowments made for the award of annual prizes. As to one of these, I shall say nothing ; touching the other, I have one brief observation to make. The endowment is a small one, and may not benefit many, but it teaches an excellent lesson which every student should profit by. The donor, the well-known Pundit Mahamohopadhyaya Mohesh Chunder Nyayaratna, has desired the prize founded to be known not after his own name, though dear to Oriental learning, but after the name of his preceptor, the late Pundit Jaynarayan Tarkapanchanan. Examples of such reverence for one's teacher are well worthy of imitation.

During the year under review we lost by death or retirement eleven of our colleagues in the Senate ; and this brief retrospect of the past would be incomplete if I were not to record our deep sense of regret for that loss. To some of these gentlemen our University is largely indebted. Mr. Reynolds, as President of the Faculty of Arts, as Vice-Chancellor and as a member of many important Committees, always gave the University the full benefit of his vast and varied learning ; and the eloquent words of his Convocation address may still be fresh in the memory of many. Mr. Westland, though his official duties left him little time to take any active part in our proceedings, always felt a warm interest in the welfare of the University ; and gave every consideration to the claims of our graduates in the bestowal of the extensive patronage in his hands. In Moulvie Kabiruddeen Arabic learning has lost an ornament and the Senate a most useful member. Mr. Anandaram Baruah was a distinguished graduate of this University and a no less distinguished member of the Civil Service. Amidst the engrossing duties of his office, he could find time to plan and partly to execute literary works of profound scholarship, and it is matter of no small regret that untimely death prevented him from completing them. His life ought to be a noble example to the graduates of this University. I cannot close this list without giving our tribute of respect to the memory of the Rev. Mr. Smith, the popular Principal of the General Assembly's Institution, who always took a leading part in the work of the University, and

shewed a most sympathetic concern in the well-being of its graduates.

To keep up the strength of the Senate and to confer on deserving persons the distinction of Fellowship, new appointments have been made every year. But of late, the practice has been not to appoint more members than there are vacancies, the existing number of members being considered too large for a working body.

Naturally enough the distinction is greatly prized by the graduates of the University. If they value it, they should earn it for themselves by attaining eminence in learning.

I must here express my best thanks to His Excellency for publicly announcing that he will give the M. A.'s of the University some voice in the election of fellows. The privilege thus accorded will mark a new era in the history of our University, and will, I venture to hope, form the first rudiments of its elective franchise.

There is one other educational question discussed during the past year upon which I ought to say a few words, I mean the question of moral education. From its paramount importance it has naturally attracted great attention, and from the difficulties attending its solution, it has given rise to much discussion and difference of opinion. Owing to the intimate connection between morality and religion on the one hand, and to the necessity of observing religious neutrality on the other, systematic moral education has been considered impracticable. At the same time, it cannot for one moment be denied that if the object of education is

not only to enable the student to pass examinations and win prizes, but is to make him a useful member of society, mere intellectual education is a most incomplete education. It has often happened that brilliant intellectual gifts have been frittered away, or, what is worse, applied to mischievous ends, while comparatively moderate talents, aided by honesty of purpose and strength of character, have achieved great and good results. The truth is that sharp intelligence without sound moral nature can no more make a useful man, than fine implements can carve a beautiful image out of rotten wood.

But if moral education is so necessary, how is it to be given? I think the difficulties in our way, though great, are not insurmountable. Happily for man, the cardinal truths of morality are well known, easily intelligible, and well recognized. The difficulty lies not in knowing them in theory, but in following them in practice, and to meet this difficulty, example is no doubt infinitely more efficacious than precept.

If then we follow the plan recently adopted by the University in regard to the Entrance course in English, and in prescribing the course in literature, select pieces which illustrate the beauties and excellences not only of style but also of character, and if the teacher dwells not only upon the grammatical and philological points, but also upon the moral lessons taught by each piece, we may have a fairly efficient substitute for systematic moral education. This plan may, perhaps, to some extent interfere with the teaching of languages, but

the advantage gained will outweigh the apprehended disadvantage.

A great deal, however, will depend on the personal influence and example of the teacher. Arnold has done for Rugby more than a library full of moral text-books could do ; and the same must be the case everywhere. As the result of my own limited experience in the teaching line, and of the knowledge which I presume to think I possess of the character of my countrymen, I would venture to make one or two observations as to the most efficacious mode of exercising that influence. I am fully conscious that I am speaking in the presence of many able and veteran teachers, and I speak with becoming diffidence. The teacher should use as little force and should excite as little fear as possible. Locke has truly said : " 'Tis as impossible to draw fair and regular characters on a trembling mind as on a shaking paper." Everything that may lead the pupil to regard his teacher as an enemy rather than a friend, necessarily reduces the efficiency of his teaching. Many a good lesson instead of being readily imbibed, is repelled by the unwilling mind, and the antagonistic mood of the pupil. If punishment in any shape has to be inflicted, let it be in sorrow and not in anger ; and if this is known, the young culprit will seldom be found to be such a hardened sinner as not to repent at once and mend his ways. I do not think I am reckoning too much upon the pupil's reverence for his teacher. With all his faults the Indian youth's respect for his teacher is unbounded.

I must not be understood here as pleading for leniency towards faults. On the contrary, I would insist upon every fault, however slight, being taken notice of with displeasure, so that habits of transgression may not grow up. To overlook light faults until graver ones are committed would be to allow the disease to grow until it is too late to cure.

Before I conclude, I ought to say a few words by way of encouragement and advice to my young friends who have just taken their degrees. My first advice to you will be to aim at thoroughness in all that you do. This is the advice that my predecessor in office gave you two years ago in his usually impressive and forcible language. Thoroughness is the great secret of success in most cases. A distinguished Senior Wrangler, and afterwards an eminent Judge, Chief Baron Pollock, in one of his letters to Professor De Morgan, writes :—"I have no doubt I have read less and seen fewer books than any Senior Wrangler of about my time or any period since ; but what I knew I knew thoroughly, and it was at my fingers' ends," And If you could question other eminent and successful men, you would learn that their eminence and success were in a great measure due to their habits of thoroughness.

I would next advise you to show moderation and to avoid friction in whatever you do. Friction never advances but always impedes work ; while moderation, by holding in reserve all surplus force, imperceptibly adds strength to your position.

I must earnestly impress upon you the absolute necessity of contentment with your situation, be it high or low, if you want to be happy. With all my wish to see your best dreams realised, I must say that that happy result can be the lot of only a very few, if any. The rest must go on toiling amidst disappointments. And even those few who may attain the objects of their desire, will find that when attained, they are not half so charming as they looked from a distance.

Nor must you complain that because the prizes of life are so few, and notwithstanding your education, so difficult to attain, education has been a useless trouble. Even if you are not able to secure a good appointment, or to earn a decent income by the practice of one of the learned professions, you are none the worse for your education. If it has been worth any thing, it must have strengthened your mind, refined your taste, and expanded your imagination, so as to enable you to say with supreme indifference—

“I care not, Fortune, what you me deny,

You cannot bar me of free Nature’s grace ;

You cannot shut the wonders of the sky

Through which Aurora shews her brightening face.”

Or if it has not taught you to soar to those sublime heights of fancy, even in the prosaic vale of ordinary real life, your education will stand you in good stead.

With the knowledge you must have acquired that it is useless to struggle against the inevitable, you will be able to bear with calmness many a reverse at which

the ignorant must bitterly fret and whine. To improve your condition you can avail yourselves of ways and means unknown and inaccessible to the uneducated.

The truth is not that you have no good prospects in life, but that your prospects have been thrown at a distance by reason of those who came to the scene earlier having occupied the vantage ground. You must, therefore, work harder and rise higher to attain what they have secured with far less labour.

If service and the liberal professions have no room for you, there are the vast material resources of the country which your scientific knowledge can enable you to utilize. There are the fields of literature and science scarcely trodden yet by our countrymen—fields the cultivation of which, if it requires patient and arduous toil, promises a proportionately rich harvest. You can enrich the vernacular literature of your country with all that is valuable in Western learning, and contribute to the literature of the West the precious treasures that lie hidden in your classic fields; and this literary traffic will be sure to yield adequate return. Then, again, there is the extensive field of education, which, though occupied, has room enough for a host of workers yet.

In these and other ways you can turn your education to useful account. But whatever line of work you may adopt, and whatever aims and aspirations you may have, always keep to one great cardinal aim. Ardently aspire and sedulously strive after true moral and intellectual greatness, and depend upon it, all your other legitimate aims and aspirations will be crowned with success.

Convocation Address 1891.

YOUR EXCELLENCY, SIR CHARLES ELLIOT, LADIES AND GENTLEMEN,

The year that has just gone by has not been without incidents worthy of notice on this occasion. To some of these I shall briefly allude, before I turn my attention to matters which concern us in the present and the near future.

Foremost among the incidents of the year under review, I should mention the recognition of the elective principle in the appointment of Fellows. Under the law as it now stands the right to appoint Fellows is vested in the Governor-General of India in Council; and His Excellency the Chancellor, in accordance with the views expressed in his last Convocation speech, was graciously pleased to invite the M. A.'s and holders of corresponding Degrees in the other Faculties, to choose from among themselves two gentlemen whom they would recommend for appointment as Fellows, the number two being about a third of the total number of Fellows then considered likely to be appointed. The graduates, who naturally prized the privilege, evinced a lively interest in the election that was held at the Senate House on the 1st of January 1891, and I am happy to be able to say that their choice has met with the approval of His Excellency the Chancellor. You will be delighted to hear that among the electors present

on this occasion was the distinguished lady graduate who is now the Superintendent of the Bethune College ; and so, under the guidance of the enlightened scholar and statesman now at the head of our affairs, our University has had the high honour of being the first institution in the East where female suffrage has been recognised. As a graduate of this University, it is peculiarly gratifying to me that I should have the privilege of thus publicly expressing on behalf of the graduates our most heartfelt thanks to His Excellency for this act of grace, and the pleasure of congratulating the electors and the elected, and of welcoming our first elected Fellows. The 1st of January 1891 will be a memorable day in the history of the University, and we may hope that the principle of representation will be recognised in its constitution as fully and definitely as sound policy and right reason will allow.

In close connection with this topic, I should notice the recent resolution of the Senate to apply to the Legislature for the amendment of our Act of Incorporation so as to allow the graduates the right to nominate one-half of the number of Fellows to be appointed every year, and to enlarge the scope of the University by removing the restriction which makes it at present a mere examining body. Of this application it is not for me now to say more than this, that the recommendations of the Senate proceed for the most part upon the lines on which the Allahabad University Act is based, and that the metropolitan University may well hope to have as liberal a constitution and as free a

scope as her younger provincial sister has already been favoured with.

Another measure carried out last year, which is of importance to us as an examining body, deserves here a passing notice. The Syndicate has formally adopted the rule that no one shall be appointed to set questions on any subject of which he teaches the whole or a part. The rule is not meant to imply in the least degree any slur on the integrity of our examiners. It will relieve the public mind from all possible apprehension that one class of candidates may have any undue advantage over another. It is intended also to relieve the examiners from an embarrassing conflict of duties. If one is to do his duty as an examiner properly, he should be left free to set his questions so that they may afford the best means of testing knowledge; but if he has been teaching the subject, it becomes equally his duty to select the questions so that his own pupils may not, from their acquaintance with his views respecting it, have an unfair advantage over other candidates; and these duties it is often difficult to reconcile. An eminent professor and experienced examiner at Cambridge expresses his surprise that the necessity and the reason for such a regulation should be overlooked or denied.

I shall not detain you with any account of the other measures carried out by the University during the past year, as they relate mostly to matters of detail and not of principle in our modes of conducting examinations. These matters of detail, and our relations with our affiliated institutions are giving us long seasons of work

with comparatively short seasons of rest and with occasional seasons of storm. Happily, however, the storms have soon subsided, and been succeeded by refreshing calms. Like storms in the physical world, they have served to sweep away all that was noxious and unwholesome in our moral atmosphere, but unlike their material types they have left no marks of harm in their track behind.

During the year under review, we have lost by death or retirement certain of our Fellows, to some of whom at least the ordinary tribute of respect is undoubtedly due.

Sir Steuart Bayley, though the duties of his high office left him little time to take part in our proceedings, always evinced a warm interest in the moral and intellectual progress of the people of these provinces, and gave encouragement to our graduates whenever suitable opportunity arose; and on a recent occasion, he rendered the University very valuable assistance by sanctioning an arrangement in the Education Department, which enables us to avail ourselves of the most useful services of the present officiating Registrar.

Mahamahopadhyay Bapudev Sastri, owing to his residence in the North-West was, it may be said, no more than an ornamental Fellow of this University; but his name really adorned our Fellows' list. In him we had a rare combination of profound ancient Oriental learning in mathematics with the modern learning of the West in that abstruse science.

In Babu Mahesh Chandra Chaudhuri, the Senate has lost a most useful member, and our society a rare

man. He was a member of the Syndicate for two years, and amidst his numerous professional and other engagements, he always found time to discharge his duties here with that conscientious thoroughness which characterised all that he did. His sound common sense, his untiring energy and his spotless character should make him a bright example unto all.

Nor must I omit to mention here the name of one who, though he left India twenty years ago, and from that time ceased to be a Fellow of this University, is still remembered with all the respect that used to be shewn to him when he was Chief Justice of Bengal and whose loss is mourned as deeply here as it is in his native land. Sir Barnes Peacock became an *ex-officio* Fellow when the University was established, and he held that office for upwards of ten years, during which time he took a lively interest in its affairs, and wrote some of those learned minutes which are worthy of careful study. The Native Bar owe him a deep debt of gratitude for the great encouragement and courtesy they met with from him. He bore very high testimony to their merit, and it was upon his authority that Sir Henry Maine in one of his Convocation speeches said that 'an average legal argument by native vakils in the Appellate High Court was quite up to the mark of an average legal argument in Westminster Hall.'

Our list of endowments has received three important additions during the past year, important, if not for their pecuniary value, certainly for the value that

attaches to them for the honoured names with which they are associated. The endowments are made by the Keshub Chunder Sen, General Trevor, and Prasanna Kumar Sarbadhicary Memorial Committees. The prizes and medals founded may not be competed for by many, and can be attainable only by a few; but the saintly life of Keshub Chunder, the distinguished public career of General Trevor and the varied scholarship of Prasanna Kumar, the memory of which they serve to recall, are examples that must produce in every generous heart a yearning after what is good and great.

Turning now from the past to matters that concern our present and immediate future, we find that our University has now lived full one-third of a century, having completed almost to a day thirty-four years of its existence. This, though nearly half the average span of human life, is no doubt only a small period in the life of an institution. Still, as it has lived and thrived all this time, and now numbers its affiliated institutions by scores, and its graduates by thousands reckoning among these last some worthy representatives of the fair sex, we may safely feel the pleasing assurance that it has outlived all those evils that threaten infantile existence, and has now entered vigorous life. But though we may be relieved from apprehensions of one kind, anxieties of a different sort begin to fill the mind. Has this University fulfilled our expectations? Is it doing all that it ought to accomplish? These are questions that must occur to every thoughtful observer, and they demand serious attention. Though

primarily a mere examining body, the University by the courses of study and the rules of preparatory training prescribed for its examinations, and by the standard of excellence it exacts at those examinations, practically regulates the education of a vast province. The flower of our youthful population spend the best part of their time, and no small part of their generally scanty means, in preparing for our examinations, and it is matter of the gravest importance that we should so arrange things that that preparation should qualify them not only for the temporary trial in the examination hall, but also for the continued trial in life.

The friends of the University will at once say that the courses of study prescribed for our examinations and the standard of excellence exacted from our candidates are sufficiently high as compared with those of other Universities ; and that candidates who do well at our examinations also do well in after-life. Our adverse critics on the other hand say that our standards may be high, but our examinations, and perhaps competitive examinations generally, are no test of real merit ; and that in actual life, though some few of our graduates may do well, there are many again who are found to be absolutely helpless. But it will not be fair to judge of the merits of a system by referring either to exceptionally favourable or to exceptionally unfavourable specimens of its product. It is only by referring to the number of graduates the University has produced, and the quality of the average graduate, that we can form a fair estimate of the work done by the University.

Now, though their average merit may not be rated very high, considering their number, and considering the powerful impetus that the University has given to education, we cannot have much reason to be dissatisfied. If amid the depths of ignorance around, the University has already been able to raise even a slightly elevated level of knowledge of fair extent, well may we hope that it will form the basis whereon, a stately superstructure will ere long be raised by the labour of the University aided by the funds supplied by enlightened liberality. But, whatever the merits of the present system may be, our business is to consider whether it is not capable of improvement in the future. Let us give this important matter a moment's thought.

Speaking broadly, the chief objects of education (I leave out of consideration physical education) are to store the mind with knowledge, and to train the intellect, the emotions, and the will to healthy and harmonious action.

Touching the first of these objects, the points that demand attention are, that the matter of the store should be really useful knowledge, and the manner of storing, methodical. For, the capacity of the human mind being limited, knowledge, that would be useless or superfluous in after-life, must make room for that which is necessary and useful; and we shall not be able to apply our stock of knowledge with that readiness which the exigencies of life demand, if our mental store house is like an ill-arranged lumber room.

Now, no objection has, so far as I am aware, been raised that the courses of study prescribed for our different examinations include anything but useful knowledge, though objection may be taken that they exclude certain branches of useful knowledge. I wish very much that every graduate of our University and every educated man had some knowledge of the structure and functions of the different parts of that wonderful piece of mechanism, whose regular working is a necessary condition for the acquisition of knowledge. Such knowledge by confirming our faith in the laws of nature, will be sure internally to influence our conduct for the better in many matters in which external interference, however benevolent, may prove irritating or powerless. I hope it would be possible to introduce elementary physiology into our general curriculum of studies without increasing very much the burden on our students. I also deem it not merely desirable, but necessary, that we should encourage the study of those Indian vernaculars that have a literature, by making them compulsory subjects of our examinations in conjunction with their kindred classical languages. The Bengali language has now a rich literature that is well worthy of study, and Urdu and Hindi are also progressing fairly in the same direction. In laying stress upon the importance of the study of our vernaculars, I am not led by any mere patriotic sentiment, excusable as such sentiment may be, but I am influenced by more substantial reasons. I firmly believe that we cannot have any thorough and extensive culture as a nation,

unless knowledge is disseminated through our own vernaculars. Consider the lesson that the past teaches. The darkness of the Middle Ages of Europe was not completely dispelled until the light of knowledge shone through the medium of the numerous modern languages. So in India, notwithstanding the benign radiance of knowledge that has shone on the higher levels of our society through one of the clearest media that exist, the dark depths of ignorance all round will never be illumined until the light of knowledge reaches the masses through the medium of their own vernaculars.

The question next arises, how should the prescribed subjects and text-books be studied. The golden rule here is, that whatever is read should be thoroughly understood, but nothing more than the fundamental facts or truths in each branch of knowledge need be committed to memory. A pernicious practice has, I fear, been growing with our students preparing for the undergraduates' examinations, of indiscriminately and unintelligently committing to memory the contents of their text-books. Such a practice should be put down by teachers, and it should be discouraged so far as possible by examiners by leaving out minute questions which can only test mechanical memory. Examination papers should not, as a rule, exact from candidates greater knowledge of minute details in any subject than they should be required to carry in their memory in after-life.

It is with reference to the latter of the two above mentioned objects of education, the training of the intellect, the emotions and the will, that the strongest

objections to our system are raised. Now, it must be freely admitted that ordinary examinations can afford no test of the culture of the emotions and the will, except so far as the prosecution of vigorous study which is essential to success at such examinations, implies a well-regulated moral nature. The only way in which a mere examining University like ours, as distinguished from a teaching University, can encourage and assist the cultivation of the emotions and the will is, by insisting upon regular preparatory training and discipline of a thorough and strict character as a necessary condition for appearing at its examinations. The framers of our Act of Incorporation must have fully perceived this ; and accordingly they have provided in the Act that, as a rule, no one shall be admitted as a candidate for any of our Degrees, unless he produces a certificate that he has prosecuted a regular course of study in a recognised institution. It is very much to be regretted that the importance of such certificate is often not fully realized. It is generally supposed that the object of requiring this certificate is to obtain evidence of a candidate's intellectual fitness for an examination, and if that is its object, it is naturally considered a hardship that it should be strictly insisted upon, when the candidate is prepared to take the risk of failure, and when the examination to be undergone will be a sufficient test of fitness. But the real object of a systematic course of college discipline is to produce not mere intellectual fitness, but also moral fitness, by training the emotions and the will, and by fostering

habits of punctuality, patience, and perseverance. This was the object of that stern discipline and rigid self-denial, that *brahmacharya*, which our sages enjoin on the student, and the strict observance of which was the principal cause of that intellectual and moral greatness of ancient India which we still look back upon with pride. When once the real object of our rule for insisting on a systematic course of preparatory training is fully understood, our students who justly take pride in their character for obedience to law and authority as a national virtue, will, I am sure, be the foremost to carry out the rule scrupulously and in an ungrudging spirit.

We are often asked whether our examinations afford any good test even of intellectual merit. I do not deny that young men not possessing any solid knowledge or power of thinking may, with the help of mere mechanical memory, make a show of knowledge and come out successful at our examinations. But I deny that this is anything peculiar to our system of examination. The evil complained of is almost a necessary concomitant of competitive and qualifying examinations wherever they are held. We learn from eminent men of Oxford and Cambridge who have written on the subject, that the evil is just as prevalent in those great seats of learning as it is here. The truth is, that with the growing importance of examinations, there has grown up an art known by the unenviable name of cramming, the object of which is to enable students to pass examinations without possessing any solid knowledge

and without spending much thought, though certainly not without spending much time and labour. The art is in high favour with lazy and indifferent students who think it easier to learn how to make a show of knowledge than to acquire knowledge—to appropriate the thoughts of others than to think for themselves. In this way examiners may be deceived, and the object of examinations frustrated. The question for us to consider is how to put down this evil. To my mind the only practical remedy appears to be to conduct our examinations so that students may perceive that cramming is neither necessary nor sufficient to ensure success.

Now, two things appear to me to have led students to consider cramming necessary—first, inordinately long examination papers, and secondly, disproportionately difficult questions. I am fully aware of the reasons in favour of long papers and difficult questions : it is only by means of these that the qualities of readiness and acuteness can be tested. But, on the other hand, we must remember that if examination papers are so long that candidates must (to use the words of Dr. Whewell) “scribble in tempestuous haste” to answer them fully, or if they are so difficult that candidates left to their own resources are unable to answer them, they must have recourse to the kind of help that cramming gives to prepare themselves for their examinations. If you do not give them time to think in the examination hall, or if you demand from them thoughts beyond the reach of their powers, you cannot complain that they

depend entirely upon memory, or borrow the thoughts of others without going through the process of thinking.

Again, if students find that the necessary qualifying marks may be obtained by the help of memory alone, the less able and less ambitious among them will not find much inducement to go through the arduous process of exercising the reasoning faculty.

If we want to put down cramming, and encourage thought, we should then be careful not to set too long or too difficult papers, or papers in which the minimum pass marks are obtainable by the exercise of memory alone.

We should also discourage the taking up of too many Honour subjects by candidates for our examinations. We should aim at securing depth even at the expense of surface. There is more psychological truth than poetical fancy in Pope's well-known lines—

“One science only will one genius fit :

So vast is art, so narrow human wit.”

Whilst this seems to be almost all that we can do, our efforts in this direction in order to be effective, require the active co-operation of the teachers and professors of our affiliated institutions. They should always bear in mind that teaching should never be subordinated to examination, but that the purposes of examination are subordinate to those of teaching. They should impress on students the mischievous effects of cramming which involves waste of time and

energy, without training the mind or imparting real knowledge. Our students should be exhorted not to allow the distressing phantom of an impending examination to haunt them in their hours of study, but to read whatever they have to read thoughtfully and with the cheering assurance that they are thereby either training the mind or storing it with useful knowledge.

There is one other point connected with our system of education which deserves notice. As the learned professions and all departments of service, whether public or private, in which persons who have received a liberal as distinguished from a technical education can find employment, are getting daily more and more overstocked, some true friends of the country think that the kind of education which our University now encourages, cannot be regarded as useful for all those who are seeking it, and that it is time that the University should begin to recognise the necessity of technical education, and institute examinations and confer marks of distinction for its encouragement. I fully see the importance and necessity of technical education. In these days of keen competition and hard struggle for existence, unless we can utilize and improve the products of Nature, and unless our artisans are trained in the application of science to art, we can never hope for the material prosperity of the country. If, therefore, Government or enlightened private liberality should establish suitable institutions for imparting technical education, the University should feel no hesitation in encouraging it by introducing an alternative

practical Entrance Examination, as was once suggested by a high authority, or by conferring marks of distinction on deserving persons educated in such institutions, or in such other modes as may be thought fit. Perhaps this would be beyond the scope of the University as limited by the present statute, but it may be hoped that this limitation on our scope will be removed.

But whilst saying so, I must not be understood for one moment to admit that liberal education has in this country reached anything like its saturation point, and that its further progress is not to be encouraged ; or that an educated man will be any the less fitted by reason of his education to fill any station in life, however humble and however inferior to that generally occupied by men of his class it may be.

Turning now to my young friends who have just earned their well-merited marks of distinction, I must first of all heartily congratulate our lady graduates in Arts for the high proficiency they have shewn ; one of them, Florence Holland, having obtained double first class Honours, that is, honours in English and Latin and the other three having all obtained Honours in English. I should next offer my hearty congratulations to the lady graduates in Medicine for the proficiency they have attained in that noble science, and I am sure that the knowledge they have acquired will not only be useful to them, but will be of incalculable benefit to their secluded sisters in the zenana. The encouragement of female education by its degrees and other marks of distinction must rank

as one of the highest useful functions of this University. No community can be said to be an educated community unless its female members are educated, that is, not simply taught to read and write, but educated in the true and full sense of the word. For, however proud man may boast of his intellectual superiority over the gentler sex, the simple truth must be admitted that woman is the primary educator of humanity. With the first dawn of reason, and before our baby lips even learn to lisp, our real education begins in the mother's arms; and every fond word she speaks and every anxious look she casts impresses silently but indelibly some lasting lesson on the growing mind. And what moralist is there that can better teach the cultivation of the finer feelings than a loving mother, a loving sister, a loving wife and a loving daughter? It is, therefore, that our Eastern mind, notwithstanding its supposed antipathy towards the fair sex, conceived the genius of learning to be a female divinity; and it is therefore that our sage law-giver *Manu*, notwithstanding the harshness to females which characterises archaic codes, has inculcated that memorable precept

‘যত্র নারীস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা

বত্রেতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বেতত্রাফলাক্ৰিয়া।’

“Where women are honoured, there the gods rejoice; where they are not honoured, there all rites are fruitless.”

To the other graduates I must offer my congratulations generally, making special mention of two—Nilratan

Sarkar, an M.A. of the University, who has just taken the highest degree in Medicine, and Upendralal Majumdar, who has had an exceptionally brilliant career, having been the first man of his year in all our Arts examinations, and who has now passed the highest of them and won our highest prize—the Premchand Roychand studentship. But while saying this I must earnestly remind each of them of the noble precept : “Unto whomsoever much is given, of him shall be much required.”

I must next ask each one of you, my young friends, to remember this day as a solemn day in your life, a day of solemn resolve to carry out in letter and in spirit the injunction with which you have been admitted to your degrees. If your education justly qualifies you to fill important posts of honour, it at the same time imposes on you grave responsibilities, and you must shape your course of life so that you may discharge them with credit.

Your first duty as educated men is your duty to the learned world, to endeavour to add to our stock of knowledge, to which our graduates have up to this time contributed so little. When addressing you last year, I called attention to this point, and appealed to the enlightened liberality of my countrymen to endow Fellowships as an inducement to literary and scientific pursuits. If my feeble appeal has not yet been responded to, I do not despair ; but I hope some future Vice-Chancellor with a more powerful voice may make a more effective appeal at no distant date. In

the meantime, let me appeal to you, my fellow graduates, to supply the want. It was an article of faith with the priesthood of ancient India that every member of that learned community, from the moment of his birth, incurred three debts, one of which was his debt to the holy sages, that is, the republic of letters, to be repaid by the study of the Vedas, that is, the cultivation of learning. I hope I shall not be charged with any undue partiality to the traditions of my caste if I earnestly wish that a similar sentiment may animate you. I wish you will feel that you owe a duty to the University which gives you the first start in life, to do your best to add to her reputation for learning. And this duty becomes all the more imperative when you remember how poor your *Alma Mater* is in those treasures of learning, which are the just pride of her elder sisters in the West.

You must next remember that you come upon the world at a time when this great country with all her venerable institutions is passing through a mighty process of change. It is for you to guide the current of progressive thought, so that renovation and not destruction may be its work.

Do not despair because your own estimate of your worth is low. The high and the low, the mighty and the mean, can each be useful in his own way. If the towering precipice with its thundering cataract stands in solitary grandeur furnishing theme for sublime meditation to the gazers below, it is the lowly vale with its gentle streams that supplies the daily wants of life. Great things may

be few and far above the reach of many ; but good things there are in plenty which we always have the power to do, if only we have the will. And so rich, so sure is the reward of these deeds, that life will be fully worth all its troubles, if it is steadily devoted to the work of doing good.

You have spent some of the best years of your life in gaining knowledge, and meet it is that I should conclude by asking you to realise the highest aim of knowledge. That aim is to make you happy, not however by giving you all the objects of your desire, for they are neither all good nor all attainable ; nor on the other hand, by quenching all your desires, for they are neither all bad nor all quenchable. True knowledge makes you happy by teaching you what the *Gita* has taught.

“आपूर्व्यामानम् अल प्रतिष्ठं
समुद्रमापः प्रविशन्ति बद्बं ।
तद्बं कामा वं प्रविशन्ति सर्वे,
सशान्तिमाप्नोति न काम कामी ॥”

Happy the man whose soul serene
Lest in desires that ruffle it not ;
Even as the boundless sea receives
Unmoved the streams that thither flow.
Not happy they that cravings crave.

True knowledge makes you happy by teaching you the limits of your power, by teaching you how to work and advance well and steadily within those limits, and above all, by teaching you to submit with calm resignation to a Will that is inscrutable and supreme.

Convocation Address 1892.

Having had the honour of addressing the Convocation on two previous occasions, I wished very much this time to be a listener and not a speaker; but though that was my wish, a wish that was a command unto me, has assigned to me the present situation, and I must do my best to fulfil its obligations, after thanking His Excellency for the kind words he has been pleased to say of me, and thanking you for the evident marks of kindness to me, with which you have listened to those words.

Following the practice of former years, I shall venture to occupy for a few moments your time, if not also your attention, with a brief retrospect of our past academic session; I shall then touch upon some of the important educational problems that are exercising the public mind; and I shall conclude with the usual words of congratulation and advice to those who have just obtained their degrees.

The doubt I have expressed as to my being able to engage your attention, implies no mistrust in your patience, wearied as you must have been with the protracted and monotonous ceremony you have been witnessing; it only indicates mistrust in my own power of arresting attention, and some mistrust also in the attractiveness of my subject; for amidst events of deep and mournful interest around, the incidents of the academic year under review were scarcely of a stirring character.

But such as they were, they have been enough to keep us engaged; they occupied their due share of public attention; and they evoked criticisms, often severe, but always instructive.

The number of candidates for our examinations in the past year was, I observe, less than the number in the year preceding. One cause of this is, I think, to be found in our own statistics. The successful candidates at the Entrance and F. A. examinations of 1889, who would in due course form respectively the majority of the candidates for the F. A. and B. A. examinations of 1891, were comparatively small in number, the year 1889 having been, as you will remember, a year of heavy failures; and the year 1890, which was one of fair average results, did not leave any unusually large residue of unsuccessful candidates to make up the deficiency.

Another circumstance, which may also partly account for this decrease, was the exercise of greater care and discrimination by the heads of institutions in sending up candidates for examination. So far as the falling off is due to this cause, it need not create much misgiving especially when our schools and colleges, which are the real source of our strength, are steadily increasing in number.

The question whether the growth of our educational institutions has not reached a point after which their further growth requires to be regulated and restrained, came up before the Senate last year, and is still under consideration.

Some are of opinion that new schools and colleges should be recognized and affiliated irrespective of their effect on older institutions, and then free competition would lead to the survival of the fittest; while others maintain that if rival institutions opened for purposes of gain, but not required to satisfy any real want, are allowed to exist, they lead to unhealthy competition, injurious to the interests of discipline and sound education. There is some force in the argument on each side.

Remembering that it is only a small fraction of the vast population of the country that shares the benefits of education, we must not too rigidly adhere to the principle that demand should precede supply, but should sometimes allow supply to anticipate and create demand as it not unfrequently does. But, on the other hand, it must be borne in mind that as in nine cases out of ten the customer here is not likely to be a competent judge of the commodity, free competition requires control to secure efficiency and usefulness.

The subject involves conflicting considerations of some nicety, and much will always depend upon the good sense and discrimination of the controlling authority. We may hope that the question will be considered by the Senate in all its bearings, and a satisfactory solution will soon be arrived at.

The Regulations relating to the examinations in the several Faculties have undergone revision more or less during the past year.

The changes in the Arts Regulations relate to matters of detail and not of principle, and so I shall not detain you with any notice of them.

The scheme of Law Studies has been carefully revised by a Committee consisting of a learned Judge of the High Court who is the President of the Faculty of Law, and of the Advocate-General, the Senior Government Pleader, one of the leading Attorneys, and two experienced Professors of Law representing the affiliated Law Colleges. A scheme thus prepared may well be accepted as including all that it is necessary to equip the young lawyer with, to qualify him for the responsible duties of his profession; and the B.L. degree will, I hope, continue to enjoy and deserve the recognition it has hitherto had, as a test of fitness for entering the profession or the judicial service.

In the Regulations in Medicine, an important change has been introduced requiring unsuccessful candidates to go through a fresh course of instruction in the subjects in which they are found deficient, before they are admitted to examination again. The rule is intended to secure that standard of proficiency which is necessary to be attained by those who must be entrusted with life and health.

The Regulations in Engineering have been referred for revision to the Faculty of Engineering, along with a letter from the Director of Public Instruction and a Resolution of the Government of Bengal recommending certain changes. One of these recommendations is to

introduce an alternative course for Mining Engineers. The somewhat better prospects held out to graduates in Engineering in the Government Resolution just referred to, may, I hope, make our degrees in Engineering more attractive than they have hitherto been.

The privilege granted last year to the M.A.'s and holders of corresponding degrees in the other Faculties to elect two gentlemen from among themselves for appointment as Fellows, was again allowed by His Excellency the Chancellor to be exercised this year, and electors resident in the mofussil were invited to take part in the election by signing their voting papers in the presence of a Magistrate. How greatly the privilege is valued is shown by the fact that out of about 900 Masters and Doctors whose names are on our rolls, no less than 641 took part in the election, and voting papers came from the most distant parts of the Empire. The voting resulted in the election of two well-known gentlemen, Babu Prannath Pandit and Babu Upendranath Mitra, and I am glad to say that their election has met with the approval of His Excellency. To these and the other gentlemen who have been just appointed Fellows, I accord a most hearty welcome.

The result of the last election is a source of gratification to me, not only because it gives me a second time the pleasing occasion for congratulating my fellow-graduates on their success, but also because it gives us just ground for entertaining the hope that

under the guidance of the enlightened Statesman whose liberal mind devised the experiment, what was commenced as an experimental measure may at least become part of the recognised customary constitution of the University.

Whilst welcoming our new colleagues, I must not forget to pay the customary tribute of respect that is due to those whom we have lost during the past year. To some of them that tribute is due as a matter of something more than mere conventional formality.

Mr. Downing was a member of the Faculty of Engineering and materially helped the Faculty in its deliberations on all important questions. As the head of the Seebpore Engineering College, the only institution of its kind in Bengal, he had an active share in the training of our young men in a profession the importance of which is being realised more and more every day. At a time when the scheme of education in Engineering is about to undergo important alterations, the loss occasioned by his death must be greatly felt.

In Raja Rajen/ralala Mitra the University has lost one of its most distinguished members, and the learned world a scholar of rare attainments. His reputation was not confined to his own country, but his many and erudite works made his name well known wherever Oriental scholarship is prized and respected. In recognition of his profound learning the University conferred on him the Honorary Degree of Doctor in Law, and by honouring him has honoured itself. He

took a leading part in the proceedings of the University, he always maintained his point with impressive eloquence and indomitable courage, and his weighty words of wit and wisdom will long be remembered in this hall.

Pandit Iswar Chandra Vidyasagar was a Fellow of this University ever since its establishment in 1857. During its early days he took an active interest in its progress ; and though latterly, having in effect retired from public life, he ceased to attend our meetings, he has done the University and the cause of education lasting service by establishing the first affiliated private college under native management, which has served as a model for many others that have since come into existence. He was a great friend of female education, and a staunch advocate of woman's rights ; and for the solid work he has done as an educationist, as a social reformer, and as a philanthropist, his country will ever remain deeply indebted to him. If Rajendra Lala's was a massive intellect stimulated by an ardent desire for knowledge, Vidyasagar's was a generous heart and a resolute will impelled to action by an overflowing love for humanity. The lives of these two eminent men as representing two great types of character, are worthy of careful study by those who long for intellectual and moral greatness.

In Pandit Adjudhya Nath we have lost another distinguished colleague, a man 'of whom' as the Vice-Chancellor of the Allahabad University has justly remarked, 'any country and any race might be proud.'

His numerous professional and other engagements in the North-West left him little time, it is true, to take any active share in our work ; but his warm sympathy for our educated young men in all their hopes and aspirations, and his earnest exertions and immense self-sacrifice to promote the good of his country, made him loved and respected by the educated classes all over India, and Bengal mourns his loss as deeply as his native province.

There is yet another and a very much heavier loss which we have to mourn,—a loss that grieves not this country alone but has plunged in deep sorrow the whole empire of Britain,—the loss not of a colleague but of a Prince who in the natural order of things would have been our future Ruler, and who had endeared himself so much to the people of this country by his recent visit. While this melancholy event is so fresh in our memory, we cannot take part in a public ceremony like this, without a respectful expression of our profound sorrow for the loss, and of our heartfelt loyal sympathy for our beloved Sovereign, to whose beneficent rule we owe the blessing of that liberal education which this University has been established to promote.

I shall now, as I proposed at the outset, touch upon one or two of the educational problems that pressingly demand solution.

It is said, not without some truth, that the University is turning out graduates and under-graduates in much larger numbers than can find suitable

employment, and that whilst the education that it encourages is so ill-remunerative, the cost of time and energy that preparation for its examinations demands is disproportionately high. The question therefore presses upon us, how to regulate our courses of study so as to ensure the greatest usefulness and occasion the least loss of time and energy to the student.

As regards the courses of study prescribed for examinations in the special Faculties of Law and Medicine, it is not easy to see what useful change the University can introduce. These courses have been settled by distinguished members of the respective professions with due regard to their usefulness for the careers for which they are intended to train our graduates; and considering the grave responsibilities to be undertaken, they cannot be said to be too exacting in their demand upon the time and attention of the student. If skilled labour in these professions does not find sufficient work or adequate remuneration, the law of supply and demand must be left to bring about the necessary economic equilibrium.

The case, however, is somewhat different with regard to our course of study in Engineering. Here it is, I think, possible for the University to introduce changes for the better. Though a well-qualified body of legal or medical practitioners can create no new work for themselves, unless it be by making people over-sensitive about their legal rights or health—a state of things not very desirable in itself—a body of Engineers or persons duly trained in those branches

of science and art which will enable them to develop the material resources of the country, can create work for themselves and wealth for others.

But even here the University unaided can do very little. It may prescribe courses of study and institute examinations in Mining Engineering or Agriculture or other similar subjects ; but unless there are colleges established competent to give a thorough and efficient theoretical and practical training in those subjects, the prescribed courses of study can never be profitably pursued, and the examinations creditably passed.

But how are we to have such a college established ? It must be a long time before private liberality, which is taxed in so many ways, can be expected to endow an institution of this sort. Though I am extremely reluctant to ask my countrymen to invoke the aid of Government where they can help it, in the present instance I must say we cannot do without such aid. We ought therefore to be deeply thankful to Sir Charles Elliott for the views expressed by him in the Resolution already alluded to, where he says : "He considers that the increase of the number of young men trained to engineering pursuits and qualified by their training to develop the resources of the province, is an object on which he is justified in incurring large outlay, since he is confident that all such outlay will be fully reproductive."

The policy indicated in this Resolution regarding the training of our young men in Engineering and Agriculture will, if fully carried out, as I confidently

hope it will be, mark a new era in the educational and the general progress of the country, and the dreams of gold of which we recently heard so much, will be realised though in a somewhat different shape.

In the courses of study prescribed for our Arts examinations I think it is not only desirable, but absolutely necessary, to introduce certain changes, and I am glad to say that the attention of the University has already been drawn in this direction.

Our Entrance examination every year attracts several thousands of candidates, of whom only a small number intend to pursue their studies in Arts any further, the rest being anxious to pass the examination to qualify themselves for some occupation for which an Entrance certificate is considered a necessary or a desirable recommendation. It would therefore be ignoring the case of this large body of candidates if the Entrance course is prescribed only with a view to train students for entering the University. It may no doubt be said that those who do not intend to enter the University need not come up for the Entrance examination. But the passing of this examination implies a certain well recognised educational and even social position, which has made the examination so attractive; and in the interests of education and progress, we ought to do our best to foster the generous ambition which even the intending cultivator or mechanic feels to be an undergraduate of the University. Considering, however, the great diversity of careers for which the Entrance examination will have to prepare the students, if it is

to be organised for such a comprehensive object, the prescribed course of study must consist of a large number of alternative subjects, each being suited for a particular career, but everyone of them ensuring a certain amount of mental training. If such a scheme is judiciously devised, it will qualify our under-graduates not only for literary and scientific careers, but also for industrial and commercial pursuits—a thing that is very much needed, to remove the block caused by overcrowding in their avenues to employment.

The movement recently set on foot to reconcile sea voyages with Hindu orthodoxy may, if it succeeds, stimulate commercial activity and enterprise, and thereby open out fresh fields of employment for our educated young men.

I have hitherto been dealing with the question of the usefulness of our University education solely with reference to economic considerations, which no doubt claim precedence over all others. But though to enable us to supply ourselves with the necessities of life must be the first object of education, to earn wealth is certainly not its sole nor its chief end. A mind well trained and equipped has always been regarded by its possessor as more valuable than any material wealth. Kepler amidst all his difficulties used to say that he would rather be the author of the works he had written, than possess the Duchy of Saxony. But why go to Germany for such examples? In this classic land of ours in its good olden days, honourable and contented poverty was the common lot of the learned.

classes. And it was when our learned classes cared little for material wealth that they were able to lay by those invaluable intellectual treasures which are still the pride of their nation. The mind is the noblest part of our being, and education which improves and enriches the mind so as to make it happy within itself, can never be said to be useless, even if it does not enable one to earn the means of physical comfort and enjoyment.

It should therefore be our aim to encourage such education as not only brings on material prosperity, but also improves and enriches the mind:—education which is not only a means to an ulterior end, but is an end in itself; so that even if our graduates and undergraduates are unable to make their education a means of earning wealth, they may not have any just ground of complaint that preparation for our examinations has been useless labour. And we should carefully ascertain and remove, so far as we can, every cause that stands in the way of our securing this great object.

Now one of the causes which interferes with our University education having a wholesome disciplinary effect on the mind, is, according to certain competent authorities, the great extent of our courses of study. Teachers and professors in order to get through the work have, we are told, to skim over the surface, and they cannot find time to impress on their pupils those deeper lessons that underlie all literature and science; while, on the other hand, the majority of

students are so completely ground down by the weight of the burden imposed on them, that they find no opportunity of exercising their own powers, and they feel little pleasure in their study.

I would earnestly call the attention of our Boards of Studies to the subject, and I have no doubt that they will do their best to remove the evils complained of. Not that I would allow our standards to be lowered in the slightest degree, but I think that the standard of an examination is really raised not so much by requiring a more extensive but superficial reading as by insisting on a deeper culture and a more thorough appreciation of what is read. Knowledge forced into the mind under high pressure only inflates the mind with conceit, without producing any healthy expansion of ideas ; it strains and enervates instead of exercising and invigorating the mental powers.

But if the great extent of the courses of study prevents instruction from being impressive, and stands in the way of our education producing any lasting effect, the inconvenient and unmanageably large size of the classes in most of our schools and colleges, I fear, leads no less to the same result. It prevents teachers from looking to the individual wants of pupils and from exercising that personal influence upon them which is essential to efficient teaching. Speaking in the presence of so many able and experienced teachers and professors, I need hardly add that the teacher should not only impart to those seated at his feet the knowledge he possesses, but should also inspire them with the

enthusiasm that animates him, should stimulate them with the thirst for knowledge which he feels, that the instruction given might be imbibed with eagerness and delight. He should, to use the expressive language of our ancient traditions, bless them with his own intellectual blessedness.

Another cause which operates prejudicially in a similar way, is the time-serving spirit in which our young men often pursue their study. A pernicious habit, which I am sorry to hear is gaining strength, prevails with the great bulk of our students of reading, not with a view to gain knowledge and improve the mind, but merely with a view to pass examinations. It is high time now that our teachers and professors should exert all their influence resolutely to put down this evil, and should use every opportunity forcibly to point out to their pupils the lamentable folly of wasting their time and energy in learning the petty art of achieving unmerited success at the temporary trials in the examination hall when they should be improving and strengthening their minds to qualify them for the continued trial in life.

Whilst imputing to our students the blame that justly attaches to them, I must not disclaim our own share of it. Our examinations have, no doubt from a desire to make them thorough and searching, occasionally been such as to require special preparation as distinguished from such general study of the prescribed subject as a student desirous of gaining knowledge and improving his mind would naturally go through. We have sometimes

demanding from our examinees a too minute knowledge of minor details, or knowledge of a sort that is not likely to be necessary or useful any where except in the examination hall. As a very eminent and experienced examiner, Professor Huxley, has remarked, 'examination like fire, is a good servant, but a bad master.' It should serve as a test for diligent and thoughtful study, instead of making study serve its peculiar requirements.

One great reason why our University education fails to awaken much original thinking, is because it is imparted through the medium of a difficult foreign language, the genius of which is so widely different from that of our own. The acquisition of such a language must to a great extent be the work of imitation; and the habit of imitation gradually becomes so deep-rooted as to influence our intellectual operations generally. Again, the costly foreign drapery in which our students have to clothe their thoughts, taxes their limited mental resources to an extent which does not leave enough for the proper feeding and fostering of thought. The only way out of the difficulty is for the student to economise his means and to forego all desire for finery in language, and concentrate his efforts to the cultivation of the thinking faculty, and he may rest assured that noble thoughts never fail to command attention, though clad in plain and homely garb.

Perhaps the most potent of all the reasons why our education often fails to improve and invigorate the mind, and why the promises of youth are in many cases so

little fulfilled in later years, is our deplorable neglect of physical education. If we had left our young men alone, our responsibility for this neglect might not have been equally great. But as it is, we impose upon them heavy intellectual work, and by means of our degrees and other marks of distinction supply a powerful stimulus for such work; and yet we take no care to strengthen the body to enable it to bear the strain. The result is that so long as the stimulus acts, our young men work hard and thereby exhaust their unreplenished powers; and when the stimulus is gone, their capacity for work is permanently impaired. Any attempt to improve the mind without invigorating the vital energy would be like an attempt to increase the efficiency of machinery by mere internal adjustment without supplying adequate motive power.

The University can do very little to remedy the evil, but those who are intrusted with the management of schools and colleges should never forget their responsibility in this matter. They should strongly impress upon their students the indispensable necessity of attending to health, and they should encourage healthful and harmless physical exercise, and supply facilities for it, without, however, introducing any element of compulsion or restraint. One very hopeful sign of progress in this direction is to be found in the fact that the Lieutenant-Governor of the Province is taking a kindly personal interest in the physical well-being of our students; and I take this opportunity of sincerely thanking His Honour for the encouragement they have been receiving from

him. And may I here appeal to Government and private liberality to acquire for us some suitable play-ground near the Senate House where our under-graduates may resort, so that side by side with the seat of those trials that so severely tax the mind, there may be a place for refreshing recreation to strengthen the body and the University may be associated not only with distressing thoughts of impending examinations, but also with joyous recollections of youthful pastime and innocent pleasure?

There is one other educational topic upon which I have a word to say. A good deal of adverse criticism, sometimes proceeding from high authorities, is levelled against the fluctuating percentage of failures at our examinations, which no doubt ranges between widely divergent limits. The fact commented upon certainly requires examination, and I must thank our critics for drawing attention pointedly to it. If it is due to any variation in our standard, the result is clearly unfair to the examinees. But it may be due to other causes besides, as a little consideration will shew. Ordinarily no doubt, one year is just as good as another, and the percentage of good candidates would not vary greatly from year to year. But owing to some change in the teaching staff of a large college or owing to an epidemic such as influenza (causes which are not altogether imaginary, but have sometimes been in actual operation) the percentage of ill-prepared candidates in any year may greatly exceed the average. Besides, there are, as every one who has experience in the line knows, good and bad years in respect of the

proportion of good and bad students in a class, just as there are good and bad years in respect of many natural phenomena, though we are not always able to ascertain the cause. So then the University may not always and alone be responsible for the fluctuations noticed. So far as it is, it should do its best to prevent any recurrence of the evil. One of the remedies suggested, the appointment of a permanent Board of Examiners, though theoretically perfect, involves many practical difficulties. The subject will, however, I hope, receive careful consideration soon.

Whilst on this subject of criticism on our work, I would beg leave to say to our critics in all sincerity and earnestness, that such of them as are in a position directly to assist the University in its deliberations, will do immensely greater service to it if they will favour it with their counsels first, and then, if need be, with their criticisms next.

I must now offer my young friends who have just obtained their degrees my most hearty congratulations. The success of the lady-graduates, one of whom I have had the pleasure of admitting to her degree, is to my mind matter for special congratulation. In saying this I am far from insinuating that their success was unexpected or exceptional; on the contrary, considering the highly susceptible nature of the gentler sex which enables them to imbibe knowledge soon and retain it long, such success is but natural, and the poet truly says :

“স্মিয়ো হি নাম খৰ্বেতা নিসৰ্গাদেব পণ্ডিতাঃ ।

পুৰুষাণস্ত পাণ্ডিত্যং শাস্ত্ৰৈৰেবোপদিষ্ঠতে ॥”

‘Men seeking knowledge long must strive,
And over many volumes pore ;
But favoured women all their lore
With ease from Nature’s grace derive.’

What I mean to say is that their success is a more sure index of the progress of education than the success of young men can be. Young men may and very often do seek for knowledge in order to succeed in life ; but when women, who are far less likely to be swayed by such motives, seek for it, the love of knowledge for its own sake must be influencing those whose influence upon society though gentle is irresistible.

I would also specially congratulate the three distinguished graduates in Arts (1) who have won our most valuable prize—the Premchand Roychand Studentship, and the young Doctor (2) who, after a brilliant college career, has so well earned the highest degree in Medicine. I would, at the same time, remind the former that their valuable prizes though given as rewards for past labour are really intended as incentives to future exertion, and I would exhort the latter to emulate the example of the eminent members of his noble profession at home and abroad.

(1) Messrs E. M. Wheeler, Janaki Nath Bhattachariya and Hirendra Nath Datta.

(2) Lt. Col. Suresh Prasad Sarbadhikari.

Many of you, my young friends, may be thinking now that you have passed through the first stage of life, the stage of preparation, and are about to enter the second, the stage of action. The first stage with its incessant toil and rigid discipline may have seemed to you a disagreeable one, while youthful fancy may be painting the second in glowing colours, as the stage of unrestrained activity and unimpeded fruition. I should have been most unwilling to dispel this pleasing illusion, had I not been firmly convinced that it is the source of little joy and much sorrow. The illusion must soon disappear and leave painful disappointment behind. Better far that we should at once know the realities of our situation, be they agreeable or disagreeable, to be prepared beforehand to meet what awaits us.

Now one of the most distressing realities of the world you are going to enter, is the immense disproportion between the many that toil and the few that succeed. If at any of the examinations held in this hall, there is heavy failure, the result attracts public attention, and evokes criticism, and steps are taken to prevent its recurrence in future. But who can criticise to any purpose the conduct of the world's examinations? We must take the world as it is. But if you cannot make the world conform to your views, you must not, on the other hand, servilely suit yourselves to the world to achieve success. Depend upon it that there is often more honour in deserving success, than in attaining it. Have firm faith in the consoling truth that in the inscrutable dispensations of Providence, out of evil

cometh good, and that adversity is not an unmixed evil. I do not ask you to imitate the example of the pious lady in the *Puranas* who preferred adversity to prosperity because it enabled her better to remember her Maker, for prosperity is not necessarily an evil, and should therefore be greeted when she comes. But I do ask you to submit, if it ever be your lot to do so, to adversity's stern and chastening rule with calmness and fortitude. If she bears a frowning look, remember that

“Scared at her frown terrific fly
Self-pleasing folly's idle brood,
Wild laughter, noise, and thoughtless joy,
And leave us leisure to be good.”

Another perplexing reality of our situation is the strange inconsistency between profession and practice. Very few men outwardly profess any principles of doubtful propriety, but fewer still perhaps are they who can inwardly say unto themselves they have never swerved from their professed principles. As students you have spent much time in learning principles; be it then your first aim upon entering life rigidly to adhere to those principles in spite of the contaminating influence of example. If you wish to succeed in life, that is, if you wish to control the material forces of Nature and the still more subtle forces that move society, so as to make them sub-serve your purpose, you must possess a powerful and a resolute will,—a will at least as powerful and resolute as can enable you to bring your own actions into conformity with the principles you profess.

If you are able to surmount these difficulties, if you can reconcile your practice with your principles, and if furthermore, you can reconcile yourself with your lot, you shall have earned that peace within, that true source of happiness, which even the most successful men often fail to attain. And your success, though measured by the amount of work done it may not be great, will surely not be small if measured by the moral strength acquired, strength which will not only sustain you in the race of life, but will stand you in good stead even in that awful stage of it that leads to eternity.

Moral Aspects of the Legal Profession.

In rising to address you on the moral aspects of the legal profession I ought to state to you at the outset the aim and scope of what I am going to say. It is not

This lecture was delivered at the Town Hall in November 1890. The following comments in the newspapers show how it was received by the public:—

The lecture on the moral Aspects of the Study of Law, by Mr. Justice Gooroodass Banerjee, the concluding portion of which will be found in another column, contains much that may be profitably studied by others than lawyers; for the high standard of conduct he lays down, is based on principles which are applicable to all walks of life. While the view the lecturer takes of the functions and obligations of his profession is a lofty one, the advice he gives young lawyers is thoroughly practical. If among the knotty ethical questions that are apt to arise in their relations to the public there are some of which he offers them no general solution, there are none which they may not easily solve for themselves on occasion, if they only follow the cardinal rule he commends to them, of never violating the dictates of conscience.

Statesman, 22-1-91.

Our readers will remember the address given at the Town Hall the other day by the Hon'ble Mr. Justice Gooroo Dass Banerjee,—D. L., on the *Moral Aspects of the Legal Profession*. We see that the lecture has been re-produced in the March number of the *National Magazine*. We are glad of this, as the views expressed deserved a more permanent record than the columns of a daily newspaper. They are specially valuable as being the expressed sentiments of a Native gentleman whose legal ability, although of a high order, is fully equalled by his transparent simplicity of character and undoubted sincerity. In a word, one feels that when Mr. Justice Banerjee speaks he utters his genuine convictions. It does not, however, follow that we can give unqualified assent to all that the Hon'ble Judge has expressed, though probably the most if not all, of the legal profession would concur with him. Indeed, the general tenor of the address is so fair and reasonable, and its positions generally so unassailable, that but for what we purpose noticing as anomalous, we should scarcely find fault with any thing which has been laid down. The lecturer's advice is good and sound, and the moral standard set before young aspirants in the legal profession very high.

Indian Daily News, 11-5-91.

my object to attempt to edify you with any theoretical discussion on the ethics of the Bar. Fortunately for man, the leading truths of morality in this department of human affairs as in others are simple, easily understood, and universally recognised; and such a discussion is not likely to prove a profitable occupation of time. Nor, though unfortunately for man the difficulty lies in acting according to these truths, do I intend to expatiate on what are said to be the common failings of members of the legal profession in order to exhort them to mend their ways. An immaculate being might preach morality in that style, but it would be a wholly unequal task for an imperfect mortal like myself to attempt to do so. In thinking of the failings of others the sense of mine own imperfections presses so heavily upon me that I can only say

‘Trembling, behind my eyes I cast;
My sins, how great their sum,
Lord give me pardon for the past,
And strength for days to come.’

Nor again must you expect to be entertained with that eloquence which fills the ear and enraptures the heart whatever the subject of the discourse may be. That gift I do not pretend to possess. I shall only ask your serious attention for one brief hour to matters that concern the future of the flower of my countrymen.

My object in appearing before you this afternoon may be shortly stated thus. I find a large number of my educated countrymen, animated by various aims and

aspirations, betaking themselves to certain paths of life which it has been my lot also to walk in. These like other paths in this our field of trial, are not strewn with flowers, but are beset with thorns and covered with many pitfalls; and it is due to those who come after me that I should apprise them of the moral difficulties in their way, and give them such advice as I am capable of, to enable them to avoid or surmount these difficulties. I must also tell them—for the unkind truth must be told to prevent disappointment, and the sooner it is told the better—that success in the legal profession is by no means so easily attainable as the sanguineness of youth would wish, that thorough and severe training and untiring patience are necessary for such success, and that the burdens imposed on them if duty is a burden, far outweigh the benefits attainable if measured only by the fees and distinction earned. But at the same time I may give them this cheering assurance that if they view their situation from a higher standpoint, and take a broader view of it, if they view the true moral aspects of their profession, they will see that it is a truly noble profession worthy of the aspirations of the most elevated intellect and moral nature, and capable of giving rich rewards to all the deserving, however numerous they may be.

To the experienced members of my profession who have favoured me by their presence here, I have but one request to make. I would ask them to correct me if I am wrong, if I imagine difficulties where none are to be found, or overlook others which really exist.

With these few prefatory remarks, I proceed to my subject, which I shall consider under three heads, treating *first* of the lawyer in relation to his study, *secondly* of the lawyer in relation to his client, and *thirdly* of the lawyer in relation to the Bench and to the public.

If you want to do your duty as a lawyer well and properly, you must begin by doing your duty as a student well and thoroughly. And here it is necessary that you should have a correct idea of the nature of the functions of a lawyer, to be able to realise the full importance of the careful and patient study that I insist upon. Now touching the nature of the lawyer's work there has been some difference of opinion. Some well-meaning but I fear ill-informed persons have said that the lawyer's business is only to quibble about words and to mystify and complicate the simple principles of justice by the application of cumbrous and artificial rules; and a poet has feelingly exclaimed,

"The toils of law what dark insidious men
Have cumbrous added to perplex the truth
And lengthen simple justice into trade."

At this time of day when English law literature is adorned with the writings of eminent jurists like Bentham and Austin and Maine, one may well think it unnecessary to refute or even notice such an objection. But unfortunately there are still some persons who think that law is not a science demanding serious study, but is a mere money making art which there would be time enough to study carefully when one

commences practising it. For them (I hope their number is small) I think it necessary to notice the objection which admits of a simple and complete refutation.

In construing statutes and other documents, a lawyer no doubt has to enter into verbal discussions ; but to ascertain the true meaning and intention of the legislature or of a testator notwithstanding the imperfections of language, is not less interesting than the problem of deciphering inscriptions of antiquarian value, while it is certainly of much greater practical importance to mankind. And as for the charge of complicating things that are simple, as well may you accuse the mathematician of perversely creating the stiff and repulsive science of mathematics upon a few simple axioms. The truth is that law like other sciences is based upon a few fundamental principles, and these in their application lead to such complex propositions that they can be dealt with only by careful study. And the student of law who from the simplicity of the fundamental principles imagines that he will be able to deal with any case without much study, falls into as great an error as the student of mathematics would if he were to suppose that as the fundamental axioms of geometry are simple, he would be able to understand the properties of the higher plane curves and of the wave surface without any preparatory study.

Nor must you flatter yourselves with the idea that when these difficulties arise, if ever, in any particular case, there will be time enough for study. The Great Disposer of all things and of all time has so disposed

of your time and my time and the time of each one of us, and assigned work for every moment of our time in such a complete and continuous series, that it is impossible to interpolate any term in the series; and if you therefore neglect the work assigned to any interval of time, it will completely disturb the whole series, and you will never be able to make up for lost time. Our sage law giver *Yajñavalka* has well said.

‘धर्मार्थ कामान् श्रे काले यथा शक्ति न हापयेत् ।’

“Neglect not religious duty, business or pleasure in its proper season.”

And it is equally well said in another great book of wisdom ‘To every thing there is a season and a time to every purpose under the heaven.’

There are other considerations which point with equal force to the necessity of systematic study on the part of students of law. The business of the lawyer embraces the whole range of human affairs in their endless variety and manifold complications. If you have a case of enhancement of rent on the ground of increased productive power of the soil or of increase in the value of the produce, something of agriculture and economics will have to be considered in dealing with the case properly. If it is a case of infringement of patent right, some knowledge of manufactures and mechanism will be required for the same purpose. In dealing with cases relating to transactions of banking or mercantile bodies some knowledge of the ways of trade and commerce is necessary. Cases of boundary

disputes and claims to alluvial formations, which are very common in the Delta of the Ganges, can hardly be well conducted without some knowledge of surveying on the part of the practitioners engaged. In dealing with the evidence of experts, some knowledge of Chemistry and Anatomy in cases of murder, Literature and the Fine Arts in cases of infringement of copyright, and of the religious tenets of different sections of the people in certain cases of defamation, will be essential. The demand upon your time which such varied study must involve, can only be met by your beginning early to economise time by doing everything in its proper time, and putting off nothing for the future.

There is yet another and a higher standpoint from which I would ask you to view your position as law students, and you will realise its importance more fully. Many of you who form modest estimates of your worth, no doubt intend to enter the legal profession simply to earn your livelihood; and a smaller number of you with higher aspirations aim also at earning distinction. I would ask all of you, whatever your ability may be, to have a higher aim before you which is to serve your fellow men whilst serving yourselves. Law is the ultimate arbiter of all contests between man and man in civilised society. They who come to you, come with a sense of real or supposed wrong, and ask your advice to have their wrong righted; and it is for you to see that the best advice is given to vindicate what is right. Your business places you in charge of the life, property and reputation of your clients. Such are

the noble functions of the legal profession, and such is the position of grave trust and responsibility in which every practising lawyer places himself; and it is your paramount duty to see that you do every thing to qualify yourselves for such a position. From the day you make up your mind to enter the legal profession, you dedicate your time to the service of humanity, and you have no right to waste any time which well spent may better qualify you for such service. The day of such resolution ought to be a solemn day in your life, as solemn as used to be the day of initiation of a Brahmin in the Vedas, when that ceremony was intelligently performed. Having to deal only with the moral aspects of the profession, it is not for me now to advise you as to what you should study and in what order. I shall call your attention only to two matters which have a moral bearing upon your study.

The first is that you should not only study law but should also carefully study the lives of those great lawyers who have shed lustre on their profession. Their example should ever be before your eyes to encourage and enlighten you. Every student of law should read Campbell's Lives of the Chancellors and his Lives of the Chief Justices of England, and books like Ballantine's Reminiscences and Robinson's Reminiscences. They will give you some knowledge of the lofty traditions of Westminster Hall. Nor must you omit to study the lives and conduct of the eminent men who belonged to your branch of the profession. The learning, eloquence and integrity of Dwarka Nath Mitter, and the sound

sense, zealous advocacy and spotless character of Mahesh Chandra Chowdhuri must produce in every generous heart a yearning after what is good and great in a lawyer.

The second matter to which I would draw your attention is that you should study law not from a narrow technical point of view, but in a broad liberal spirit, and should always try to bring it into harmony with, and make it subservient to, the ends of justice. In construing a statute or any other law always credit its author with a sense of justice, and try to put such a construction as makes it consonant to reason. If you find this possible you may be almost certain that your construction is correct. If you can not construe it in that way, hesitate to accept your construction, for you may well suspect that there is some error somewhere. It is by seeking to construe the law in this liberal way that some of the best decisions on Hindu law have been arrived at.

I have followed you in your study somewhat longer than I intended. I shall now take leave of you as students and welcome you as lawyers who have been admitted to practice. And here the question that troubles one is how are you to get into practice without compromising yourself in any way. The traditions of the profession require that you shall not seek for business in any way, not even by lowering your own fees, though one might have thought that that was a matter that concerned you alone. You are to wait till business seeks you out, if you deserve that. Now so long as

the number of practitioners in any court was not very large, this was possible. But in the present state of things when the profession is so largely overcrowded, this is impossible. Even if one had rare abilities like those of Erskine to establish his reputation by conducting a single case, how is he to get that one case? Some honest modes of seeking business must now be permitted; and one of the least objectionable modes of seeking business is to seek it in the hands of distinguished leaders of the profession. This will not wound the pride of the most sensitive nature, and it is the mode least likely to be attended with any abuse of patronage. Again it is a most pleasing duty cast upon the leaders of the profession by their very position, to discriminate and patronise merit in the juniors, and it is only by their exercising this agreeable privilege that the continuity of efficiency in the profession can be well and effectually secured against the intrusion of mediocrity backed by extraneous advantages. An elaborate scheme has sometimes been suggested for securing the same object and putting down unhealthy competition. It is said that practitioners ought to form themselves into groups each composed of a number of leading men associated with an equal or a larger number of juniors, that they should be retained by the groups thus formed, and that work should be distributed and fees divided among the members of each group according to their fitness. There are no doubt arguments in favour of such a scheme; but the real objection against it is that it would check that freedom of action which is essential to progress in a learned profession.

There are other honest and legitimate modes in which a young practitioner may seek business. He can write useful law books or edit important Acts with well arranged notes ; but he must be careful to aim at usefulness and not mere pedantry or show. He can attract notice by making useful suggestions to others arguing cases, but he must be extremely careful to do so modestly and not with officious obtrusiveness. He can take up the defence of undefended prisoners, but he must know the serious responsibility of the position, and he must be extremely careful to prepare himself well so that his client may not be worse off with his help than he would have been without it.

I must here guard you against an error which you may fall into. A beginner in the profession is often with the object of being tested or perhaps simply troubled, put legal questions by men who have not the remotest idea of retaining him in their cases. These questions are some times difficult to answer, and the most experienced lawyers will often have to think and refer to their books before giving an answer. Do not give any haphazard answer, yielding to a feeling of vanity that you may be considered incompetent if you can not answer questions at once. You are not walking books of reference. According to one of the best definitions given of a lawyer, he is a man who knows, not what the law is but where the law is to be found.

The question whether a young practitioner may with perfect moral and professional propriety accept cases on

low fees, is one that deserves attention in these days of hard competition.

Now there can be nothing wrong in a man's assigning his own value to his service, and if that value is lower than what is fixed by custom or convention, there is a gain to society, as legal aid becomes obtainable at a cheaper rate than heretofore. It is said that the lowering of fee would lower the prestige of the profession, would make the practitioner unable to do his duty thoroughly, and would foster litigation by lowering its cost. The first objection seems to be of no force. Money no doubt is the standard for the comparison of value generally; but the intellectual and moral worth of a man or of a body of men is a thing far too high, far too refined, to be measured by such a low and coarse standard. The dignity and prestige of the legal profession ought to be measured not by what it can take from society in the shape of fees but by what it can give to society in the shape of whole-some aid and advice in the settlement of contested claims.

The second objection is good only in the case of those who have already got fair business, and who by lowering their fee might get more business than they will be able to manage. But this can not be true of juniors struggling to get business. And as for the third objection, the fostering of unhealthy litigation depends not upon the cheapness of legal advice but upon its unwholesomeness.

But it should be distinctly borne in mind that the lowering of fee is allowable only if it tends to the benefit of the client exclusively, and does not go to benefit any intermediate person.

It is contrary alike to morality and to our statute law that motives of personal gain should influence an agent in his choice in the appointment of a legal adviser to his principal.

Whilst there are many excellent rules of propriety founded on reason, there are others again which are purely conventional and which only serve to embarrass people and impede business. One of this class is the rule which prohibits the taking of instruction except through certain classes of persons. Unfortunately the rule has now been incorporated in the Legal Practitioner's Act, and so long as it is not repealed every one is bound scrupulously to observe it. But one would wish very much that a rule like this, which serves so little purpose, and is so wholly unsuited to the circumstances of the country had not found a place in the Statute Book.

The difficulties that exist in the way of junior practitioners getting business has led many persons to think that it is necessary to impose arbitrary restrictions upon admission to the profession such as by raising the admission fees and the like. I must say I am entirely opposed to such views. You may in this way keep back many men from the profession, but they may be some of your best men. Poverty is not necessarily a disqualification in a junior practitioner.

On the contrary from the poorer classes have come some of the ornaments of the profession. You all know what Erskine said after his maiden speech which established his reputation, when asked how it was that he ventured to disregard the interruption of a Judge like Lord Mansfield. He said he thought his children were plucking his robe and that he heard them saying 'Now father is the time to get us bread.' The only legitimate method of reducing competition and preventing unnecessary disappointment is to raise the standard of intellectual and moral qualification for admission.

The way being crowded, the difficulties of entrance have detained us long at the threshold. I shall now suppose those difficulties overcome, and my young friends fairly getting on in their business, and I shall interrupt them with the question how they should deal with their clients. The readiest answer will I suppose be that you will first of all make the best arrangements for your fees. There is nothing wrong in this, nothing wrong in money-making being one of the objects of the legal profession. Serve yourselves by the practice of your profession as much as you honestly can, but remember that humanity also requires your services. You may ask how it is possible for the legal profession to serve humanity when it can thrive only on the bickerings and contentions of men. You may say as I used at one time to say to myself, medicine is the only profession in which the practitioner can serve humanity while serving himself. A little reflection will shew you, however, that this is not so. If men suffering

from the agonies of disease come to the medical practitioner, men suffering from the no less real and oftentimes more keenly felt agonies proceeding from a sense of actual or supposed wrong come to the lawyer for relief. It is true that while the medical man can always endeavour to give what his patients want, namely health, the lawyer can endeavour to obtain for his client the relief he wants only where he is in the right; but though the latter cannot always obtain for his client the particular relief he asks for, he can give his client the next best thing, that is advice to desist from a hopeless and an unjust strife; and such advice proceeding from one's lawyer is always more effective than if it proceeded from his moral adviser or his priest. If the latter can only say he ought not to get what he wants, the former is able to say that he cannot get it. If the medical man ministers to a body diseased, yours is the noble profession of ministering to a mind diseased.

Here an important question may be raised, whether it is any part of the lawyer's duty to advise his client upon points of morality, or whether his duty is strictly limited to giving him legal advice, and whether he is not bound, if the client insists upon it, to take up his case even though it may not in his own judgment be a righteous one. The question does not admit of a simple categorical answer, as various considerations may arise in different classes of cases. But it may be generally affirmed that on the one hand a legal practitioner is not a mere law-advising machine

without any moral sense and is not bound to work mechanically to serve the purpose of every one who can pay for the work; and on the other hand he is not to be troubled with a sort of moral squeamishness which suspects wrong and dishonesty where none may exist, and which makes the pleader take upon himself the functions of the judge and condemn a party before trial.

Considering the importance of the question, and the diversity of opinion that has prevailed, I may crave your indulgence to examine it a little more narrowly. Now a case may be bad in law or upon the facts; and if the latter, its unrighteousness may be matter of certain knowledge or probable inference to the lawyer.

When a case is bad in law, that is, so clearly and completely bad that there is nothing to be said in its favour, a practitioner is bound not only to tell his client that it is so, but absolutely to decline to take it up, as his taking it up even after due intimation of its hopeless character may lead the client to entertain a false hope of success. When however a case though bad in law is yet of a doubtful nature, the practitioner after due intimation to his client, may, if he insists upon it, take up the case, as by refusing to do so he would be encroaching upon the province of the judge and condemning his client before trial, and his refusal will be open to the objection so forcibly pointed out by Erskine in his celebrated speech in the defence of Thomas Paine. Again if a case is bad on the facts

to the practitioner's own knowledge, he would be clearly wrong in taking it up. But if its unrighteousness is only matter of inference to him, he should solemnly, but in a kindly spirit exhort his client to desist if the case is really as he thinks it to be; but if the client denies its unrighteous character and insists upon his accepting it, he may do so.

And here I would earnestly beg of you to remember a word of salutary caution. Let not the vigour and freshness of your youthful intellect and your unmoderated zeal for your client encouraged by accounts of occasional success of eminent counsel in winning cases though on the wrong side, from the fallibility of human judgment, lead you to entertain the hope that your forensic ability is enough to enable you to win a case irrespective of its real merits. The most acute ingenuity will be baffled in its attempt to reconcile the inconsistencies of falsehood. The blandishments of rhetoric will be unable to hide the deformity of untruth and the ugliness of iniquity. On the other hand truth requires but slender aid to set off her charms. By all means have full legitimate confidence in your own powers, but have greater confidence in the power and strength of truth and in the ways of Providence; and remember that 'There's a divinity that shapes our ends, rough hew them how we will.'

Amidst all the bustle and distraction of professional life, amidst all the pride or perversity that success or disappointment may engender, never forget this great truth, but feel its force with all the keenness of feeling

that you are capable of, and try to make your clients share the same feeling.

There may be instances of cases being taken up under the belief that they are just, which afterwards from the confession of the client may be found to be the reverse, and what is counsel to do then? Such an instance actually occurred in the trial of Courvoisier for murder. His counsel Mr. Phillips took up the case under the belief that he was innocent, but after a certain most damning piece of evidence against the prisoner had been adduced, he had an interview with his counsel and confessed his guilt but asked to be defended to the last. The case having been adjourned, the counsel in his perplexity sought Baron Parke, asked his advice and was told by that eminent Judge that it was his duty to defend his client according to law. The confession being made during the continuance of the sacred relation of client and counsel was according to the wise policy of the English law absolutely sealed with confidence, and could not be disclosed to the prejudice of the client. Nor would it have been right to permit the counsel to abandon the cause after the disclosure, as that might have left the prisoner in a helpless situation. It may no doubt be said that a man being really guilty does not deserve to be defended, and he should suffer the punishment of the law. But here it should be borne in mind, that it is the law of the land and not the views of any lawyer as to what is just and proper that defines our rights and liabilities and prescribes the punishment for crimes,

and it is but just that the procedure prescribed by the law for the trial of crimes should be strictly followed. After a man is found guilty of a certain offence the punishment prescribed by the law must be inflicted however grossly unjust and harsh it may seem to your judgment. May not the criminal then say, if your judgment has no influence in protecting me against the harshness and severity of the law, why should it expose me to that harshness and severity without giving me the benefit to those protections that the same harsh and severe law has provided ?

There is another class of bad cases which also should not be encouraged. These are cases which taken by themselves are not bad in law or on the facts, but which in their consequences are evidently fraught with mischief. Such are those vexatious cases which the rich and the powerful often bring to harass the poor and the weak. Such are also cases which people taking advantage of some defect in the law or some erroneous decision may bring to make an unconscionable gain.

I shall give you an instance that occurred to my knowledge. A practitioner in a District Court was requested by a zemindar who understood a little of law to draw up a plaint in a suit for recovery of a large tract of alluvial land formed on the site of an estate after diluvion and in close contact with the estate of the intending plaintiff. The Privy Council decision in the case *Lopez v. Mudun M. Thakur* had not then been passed, and according to the rulings of the High

Court as they then stood, the right to alluvial land by accretion was held to prevail over the right to reformation on old site. The zemindar was anxious to bring his suit, but the young practitioner's conscience was shocked at the idea that what was clearly formed upon the site of one man's estate should become the property of another. He could not persuade himself that the law was meant to sanction such capricious transfer of property, and so he advised his client to wait until the period of limitation was about to expire, and then think over the matter again if in the meantime the law was not interpreted differently. A short time after this, the decision in Lopez's case was out, and the client was extremely thankful to his legal adviser for having saved him the trouble, expense and disappointment of a heavy but fruitless litigation. The young lawyer may have lost a handsome fee for not advising the institution of the suit, but he was I think compensated if not by having gained to some extent the confidence of his client, certainly by the inward satisfaction which he must have felt.

There is one other question connected with the relation between client and counsel which deserves here a passing notice. It is the question whether a pleader or counsel can change sides in the course of a case or of a connected litigation. It is generally understood that as a lawyer acts under instructions received from his client, and is not required to import his own knowledge of facts into a case, there can be nothing wrong in his changing sides subject to certain qualifications.

Difficulties may however arise in many cases. A lawyer while engaged by a party A may become aware, through confidential communication, of certain defects in his case which if questioned he cannot possibly deny. If now the lawyer is permitted to change sides after the case has been remanded by the Appellate Court, and to be engaged by the other party B who has no knowledge of the defect in A's case, and is asked by B to advise him as to the expediency of citing A as a witness, it is difficult to see how he can properly advise B without being influenced by his knowledge derived from the confidential communication. The safer course will always be not to change sides.

I may here repeat to you the advice which a certain lawyer gave to a junior practitioner upon a similar question. The young lawyer having had the good fortune of winning a case for a certificate to collect debts under Act XXVII of 1860, the unsuccessful party who was advised to file a regular suit sought to retain his services. On his objecting to change sides, the mukhtear sent to retain him laughed at his squeamishness and requested him to consult his seniors. One of these gentlemen on being consulted readily admitted that there was nothing against etiquette or professional propriety in changing sides in such a case, but added he, "Since you are feeling scruples about it, the best solution of the difficulty is to set off the happiness resulting from the receipt of the fee offered against the mental uneasiness arising from a sense of having done an act of doubtful propriety. Strike the

balance and see which way it is, and choose your course accordingly."

* A more clear and wholesome advice could not have been given. It at once determined the young man's course of action. All men, whether young or old and whether lawyers or not, would do well to follow this advice. I only wish we always tried to apply the formula and set off against the advantages of a doubtful course of action the mental uneasiness arising from taking such a course, and our way will always be clear.

I come now to the third head of my subject—the moral aspects of the relation between the Bench and the Bar. The chief function of the legal profession being to represent litigants in courts of justice, a function which if properly discharged would certainly help judges as much as suitors, the question arises what are the legitimate limits of advocacy? Is an advocate justified in advancing arguments which he knows to be fallacious, or in insisting upon the truthfulness of evidence which he knows or believes to be false? Or is he bound to leave aside all arguments of doubtful force and all evidence of doubtful character and to rely only on argument and evidence believed to be sound and true. According to Paley the former course would seem to be justified though upon a somewhat singular ground. 'There are falsehoods' says he, 'which are not lies—that is not criminal' where no one is deceived as in an advocate asserting the justice or his belief in the justice of his client's cause. In

such instances no one's confidence is destroyed because none was reposed, no promise to speak the truth is violated because none was given or understood to be given.' This apparent justification would be the strongest condemnation of advocacy if it really is what Paley takes it to be; and no man of generous sentiments would ever think of becoming an advocate. It is now an accepted rule that no advocate is justified in urging his own belief in the justice of his client's cause simply because he is an advocate and not a witness nor a judge in the cause. Again the business of a court would almost come to a stand-still if no confidence were to be reposed on the honesty and integrity of its advocates. On the other hand though one's own judgment whether right or wrong must be his ultimate guide in all matters so far as he is concerned, yet to exclude all doubtful argument or evidence when advocating the cause of another would be for the advocate to encroach upon the province of the judge and to compel the client against his will to accept his judgment, when he wants that of the constituted court of justice. Perhaps the most practical view of the matter is that taken by Johnson who says, 'a lawyer is to do for his client all that his client might fairly do for himself if he could.'

Upon matters of law, if a point is absolutely untenable, there is no good in urging it. If it is doubtful, do not take upon yourself the responsibility of deciding it, but urge it with all the force that real arguments in its favour can give it. Upon matters of

fact let your client know your own view of his case, and if he gives you the assurance that it is truthful, place it before the court exercising your own judgment always in determining what weight to attach to such assurance, and remembering also that sometimes truth is more strange than fiction. At the present day it is scarcely necessary to say that it is most reprehensible advocacy to distort facts or advance arguments known to be fallacious in the hope that such misrepresentation or fallacy may in the hurry of the moment and through the ignorance of the adversary or the incompetency of the judge pass undetected. You should also remember that there may be want of truth and honesty not only in words but also in demeanour, and you must be careful not to assume warmth that you do not feel.

In the conduct of cases an advocate should be animated by a due sense of his duty and the grave responsibility of his position, and he should never be actuated by any indirect motives of pleasing a friend or offending an enemy or of making a display of his ability. They make the best show of themselves who least care for it, while they who are anxious to make a show, cut the most awkward figure. The moral in the fable of Atalanta and the golden apples should always be kept in view by the young advocate so that he may not lose the race in efforts to gain collateral advantages. I can not impress on you this moral better than by placing before you the example of one who has recently retired from the Bench, and whose sterling worth both as a judge and as an advocate is

so justly appreciated by all. He never tried, never cared to be brilliant, and yet he has shed a permanent lustre on the profession of which he was such a bright ornament.

In cross-examining witnesses, and in criticising evidence or the conduct of the adverse party, a lawyer should remember that the liberty of speech that is allowed to him is a sacred privilege which must never be abused. It is a privilege which is granted for the better protection of truth and innocence against falsehood and fraud, and should never be turned into an instrument of oppression against the innocent.

The behaviour of the Bench and the Bar towards each other has a moral aspect which I may be excused for alluding to. Nothing is more painful to a young lawyer struggling into professional existence than the severity and sometimes the superciliousness and arrogance of the judge. Unaccustomed to the ways of the world and unencouraged by success, he feels this most keenly and is often inclined to consider the attention shewn to his seniors and his more fortunate juniors as reprehensible partiality. I sympathise with such feeling but would by no means encourage it. I would ask you to reconcile yourselves to the situation by considering that it is unavoidable in the nature of things, and I would ask you to submit to the severity of treatment to which you may be subjected, from a sense that the dignity of the court must be maintained, as otherwise business can not go on. Reconcile yourself to the

situation from a sense of duty and not from a sense of fear and submit to it with calm dignity but not with sneaking subservience. But if respect is due to the Bench, kindness and courtesy are due to the Bar and especially to the junior members whom inexperience places under a disadvantage, and who require to be encouraged more than others. Any undue severity towards them would be felt not by them alone but also by their clients as it would obviously prevent their doing full justice to the case they are arguing.

From the brief sketch of the moral aspects of the legal profession that I have been able to present to you, it will be clear that the moral influence which the profession exerts upon society is immense, that for the beneficial exercise of that influence great self-sacrifice is needed on the part of the lawyer, that there are temptations in the way which may often prevent one from exercising that influence, and that severe training and constant care are necessary to qualify one for the due discharge of his professional duties. Blame me not if this sketch of the moral aspects of the profession has cast a sombre shade on those prospects which the freshness of youthful fancy may have painted for you in glowing colours. The fault is not mine, but the effect is due to the necessary contrast of light and shade. Viewed at a single glance, the brightness of the moral aspects of your profession must cast in the shade its economic aspects. Nor need you fear that if the lawyer acts the part of a moralist and gives his client not only legal but also moral advice

the prospects of the profession will be injured. However, much we may, as we all should, devoutly wish that unhealthy litigation should be put down, our combined efforts in that direction would only be a drop in an ocean. We can never expect to be able completely to calm the troubled sea of human affairs. The vain bickerings and contentions of men will never cease, and there will always remain enough work for the legal profession. But if the millennium indeed be so near, and if our efforts are so likely to be crowned with success, still where is the apprehension? By the time the fierce animosities of the litigant are appeased will not the ambition and avarice of the lawyer also be gone? And you my countrymen who are born in that land where the immortal Buddha renounced a crown and a kingdom to bring peace on earth, and where the sage Sankara devoted his glorious life and unrivalled powers of intellect to the work of spiritualizing humanity and subduing the selfish principles of our nature, you should never hesitate to incur any amount of self-sacrifice in doing good; nor think that happiness consists in wealth and distinction. Look at Sankara's sublime picture of the happy men :—

স্বানন্দ ভাবে পরিতুষ্টমন্তঃ সুশান্ত সর্বৈন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তঃ ।

অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥

“Happy are they though clothed in rags,
Whose happiness in their self—satisfaction lies ;
Whose passions yield to reason's sway,
Whose joy is Divine meditation night and day.”

Perhaps it might be said that disregard of the selfish instinct and exclusive regard for altruistic principles, however well suited to contemplative life in old age, would be ill adapted to the life of action in youth and manhood. I deny the force of any such argument. Selfishness no doubt is a strong incentive to action in ordinary cases, but in trying situations the sense of duty has always served as a stronger motive. One of the greatest of men of action that the world has produced, in one of the most stirring scenes of action which history records, exhorted his followers to intense action and exhorted them not in vain, by appealing not to any of their selfish sentiments but to their sense of duty in those memorable words, 'England expects every man to do his duty.' Do your duty to the best of your ability, knowledge and judgment, and then though you may not earn wealth and distinction, you shall have earned that *शान्त*, that self-satisfaction, that peace of mind, which is the crown of crowns, which no wealth can buy, no patronage can bestow, and which no calamity, not death itself can take away.

A Few Thoughts on the study of Literature.

Lecture delivered in the Hall of the Society for the
Higher Training of Young Men on Saturday, 14th
September, 1895.

The short discourse with which I am going to occupy your time, and, may I add, your attention, for a few brief moments, professes to contain only some stray thoughts on the study of Literature as a means of higher training and does not pretend to deal with the subject exhaustively or systematically. It is unfit, therefore, to be burdened with any lengthy preface. I would only state by way of explaining my reason for venturing to obtrude my thoughts upon your attention that, though what I am going to say is not likely to be of value or interest to many, yet it may, I hope, be of service to some of the junior members of our Society, as furnishing hints for their guidance on the study of Literature.

I may tell you at the outset that it is not my object to present you with any speculative disquisition on Literature. All I intend to do is to consider what answers should be given to certain practical questions which every enquiring student of Literature is likely to ask, namely—

Why do you study Literature ?

What should we study in Literature ? and

How should we study Literature ?

It is to these three questions that I propose to ,confine my attention here, and I shall take them up in the order in which they have been stated.

The simplest answer to the first question is that we study Literature for pleasure and for profit.

The acquisition of knowledge, whether literary or scientific, being always a source of pleasure, it might be said that all study, except perhaps what is carried on under high pressure for the purpose of preparing for an examination, is for pleasure. But the pleasure attending the study of Science is not what the study is intended for, the primary object being the acquisition of knowledge; whereas the pleasure derivable from the study of Literature forms one of the primary objects of such study, and it is as a source of pleasure that literary study is so attractive.

The object of Science is to find out and to expound truth, that of Literature is to find out and delineate beauty, and truth and beauty always go hand-in-hand, and both possess charms equally bright. The attraction of truth acts only after it has been approached sufficiently near, and it costs some effort to attain that degree of nearness, whereas the attraction of beauty acts from a distance. Indeed, the contrast between the two in this respect is more complete than I have just stated, though the fact may be less acceptable to an audience like mine full of the ardent expectations of youth. To state the contrast fully I should have said that the attraction of truth acts inversely as the distance, while that of beauty acts directly as the

distance. There is, I think, as much philosophical truth as there is poetical beauty in the well-known verse--

"'Tis distance lends enchantment to the view."

There is another reason why literary study is so much more attractive than scientific study, and that reason is to be found in the difference between the modes of presentation in Science and Literature which may also account for the greater attractiveness of the latter. Suppose that an interesting landscape has to be presented to the view. Science will take you through every path and alley, along every streamlet and rill, into every grove and lawn, measuring accurately the dimensions of every division of the surface and of everything standing on it, and pointing out in detail every peculiarity in its flora and fauna ; while Literature, without taxing your patience, will at once lead you to the top of the nearest hill, tower or other convenient situation and there leave you to take at a glance a more picturesque and comprehensive, though it may be a less exact and minute, view of the whole scenery around.

The student of Comparative Religion will observe that the difference between these two, the scientific and literary modes of viewing the objects of creation, resembles to some extent the difference between the two modes of seeking after the Author of the Creation, well-known in this country as the *Gnan marga* and the *Bhakti marga*, the way of Reason and the way of Faith.

The true votaries of Science and Literature both worship the Author of the universe in the outward temple of his works : the former, by the way of reason, and the latter by the way of faith or sentiment.

The enjoyment of a certain amount of pleasure being a necessary condition of existence, it is only when one is qualified by his education to enjoy the refined pleasure derivable from literary study that he can dispense with the coarser pleasures of the senses ; and it is thus that the study of Literature serves as a powerful means of higher training.

All this is quite plain, but this is not all. Apart from the pleasure derivable from it, literary study trains and improves our intellectual and moral natures. We study Literature to learn language and Psychology and Ethics. We study Literature in order to learn to regulate our thought, word and action according to the best models real and ideal.

The lexicon or grammar may teach us the meanings of words and the rules of composition ; but it is only by studying the writings of the great masters of style that one can learn the art of using words so as to be able with these crude symbols to make graphic and vivid representation not merely of the visible world of material forms without, but also of the invisible world of thought and feeling within. So, if Psychology and Ethics teach us the nature and sequence of intellectual and moral phenomena, it is only by the study of the concrete examples, real and ideal, furnished by the writings of the Historian and the

Biographer, the Poet and the Novelist, that the abstract principles of Psychology and Ethics are fully realized and understood.

So far perhaps all will agree. But the question I am now coming to, if it is of greater practical importance, involves greater difficulty and has given rise to much difference of opinion. There are many who think it unnecessary to raise the question—"What should we study in Literature?"—who consider all Literature worthy of study; and who say, to use the language of one of them, "form the habit of reading—do not mind what you read—the reading of better books will come when you have a habit of reading of inferior." On the other hand, there are many who think that one ought to be as careful in the choice of his books, as in the choice of his companions. Mr. Frederic Harrison has written a book on the Choice of Books, and Sir John Lubbock has his scheme of one hundred books.

As the growth of Literature indicates a certain degree of national progress, and the study of Literature a certain amount of individual culture, Literature and literary study are often regarded as good things irrespective of the nature of the books that constitute the Literature or the subject of study. But this is evidently a mistaken view. That there are many books which are worthless or mischievous, and that the reading of such books is injurious to our intellectual and moral natures, are undeniable facts. There must

therefore be a choice of books, and the question is how to regulate that choice.

To answer this question properly we must consider three things,—namely, differences in the nature of books, differences in readers, and differences in the objects of reading. For a book may be the best of its kind, and yet it may not be the one most suitable for one class of readers or most suitable for the attainment of one object of reading.

In regulating the choice of books considered only with reference to differences in their nature—and this is all I here propose to deal with—we may follow three general rules :—

First : Select none but the best books on the subject you wish to study, and give precedence to books in your vernacular so far as they are available.

Second : Reject all books which have any immoral tendency, direct or indirect.

Third : Have variety in your selection of books so as to afford room for the healthy exercise of all the powers of the mind.

Reading always costs the reader time and energy, if not always money ; and as these things are given to us only in limited quantities, we must not spend them in any but the most profitable reading. Moreover, reading always leaves some effect upon the reader's mind, and we must, therefore, be on our guard against reading that is injurious either by reason of its immoral tendency or by reason of its one-sidedness.

The first part of the first rule stated above seems to be so obviously just and proper that one would expect to find it generally, if not universally, observed, and yet, strange as it may appear, it is often considered more honoured in the breach than in the observance. And the reason for this is not difficult to discover. Books of superior merit demand from their readers more time and thought than inferior ones, while the reading of inferior books more readily satisfies the desire for reading and the vanity of ordinary readers. We are always impatient of restraint; we wish to be as free in the choice of books as in other matters; we do not like to choose books in the reading of which our progress may be impeded by difficulties, and we naturally think that reading for recreation should be light reading.

I am far from wishing to interfere with your freedom of choice, or to burden your brief hours of recreation with heavy work; I know your choice is hampered by a lengthy prescribed course of study occupying your time to a much greater extent than is desirable: and I shall always try my best as I have hitherto done, to lighten your burden and leave you greater freedom of choice in your study. But what I do wish to impress upon you is, that following pleasure or inclination against the voice of reason is not real freedom, and that the worst and the most insidious forms of restraint are those that our pleasure and inclination, when not reconciled with reason, subject us to, whether it be in the choice of books or in

any other matter. I wish you also to bear in mind that we should read books not for the sake of fashion, nor for the sake of gratifying the vanity of being regarded as literary or well-read men, but with a view to store our minds with the best thoughts, and to learn to think by observing how others have thought, and to act according to the best models that have been exhibited to you, whether real or ideal, and that for such a purpose it is only the immortal productions of master minds that ought to be placed before us. If, at any time the reading of such books proves to be a strain on the mind, and the mind wants relaxation, it is better far that it should read nothing but playfully muse over its own thoughts, or pore over the book of Nature, than that our time should be wasted in reading the ephemeral productions of inferior minds.

There is one point in connection with the choice of books which can never be too strongly insisted upon. Books prescribed as text-books for schools and colleges should invariably be the best that are available. I would go a little further and earnestly point out to intending authors of educational works that no one should undertake to write them unless he is a thorough master of the subject. The responsibility of placing a text-book in the hands of a learner is one of the gravest kind. If the book contains an error, he is not able to discover and reject it, but must treasure it up in his memory as a truth and be embarrassed by it in the subsequent stages of his progress. If the book does

not treat the subject lucidly, he must waste his valuable time and energy in struggling to understand it, and he is unable to leave it and take another book in its stead. And the evil is intensified immensely when, as in the case of text-books prescribed for schools and colleges, not one learner, but large bodies of learners, have to suffer these disadvantages.

I have sometimes heard it said by authors that though they may not be thorough masters of their subject, others not better qualified have written books no better than theirs, and when these have been approved they have a just grievance if their books share a different fate. That unsuitable books should sometimes be approved is an inevitable result of the fallibility of human judgment. It is bad enough if one unfit book is inadvertently approved; but it would be infinitely worse if that is to be made a precedent for the approval of all similarly unfit books and the authors who complain should remember that, though all are no doubt entitled to equal justice, what they ask for is not justice to themselves but injustice to their readers. The remedy lies not in following, but in over-ruling, a bad precedent.

With reference to the second part of the first rule, I must anticipate considerable difference of opinion. I know it will be said that the Vernacular Literatures of India are extremely poor compared with English Literature, and the Literatures in Sanskrit, Arabic and Persian, and are for the most part imitations from the latter and that no great good is likely to result from their

study. I have thought over the matter with some care, and I do not consider the objection well founded. Confining my attention to Bengali Literature, which is the only vernacular literature of India of which I can speak with any confidence, I think I may safely say that though it is poor compared with the literatures named above, it is not so poor nor so wanting in originality as to be unfit for study. Leaving out of course productions of rare geniuses like Shakespeare, Kalidasa, Valmiki and Vyasa, Bengali books might be named by the dozen which can stand in fair comparison with good books in English and Sanskrit Literature. Then there is another point in connection with the subject which must never be lost sight of. Literature reaches the heart only through the medium of language. The power of any literary performance to make an impression on the reader must depend upon the quickness and intensity with which its language can evoke thought and feeling in the reader's mind. And what language can do this better than the reader's mother tongue,—the language in which he expressed his first joys and sorrows, and held his first articulate communion with the external world,—the language in which he holds his daily communion in joy and sorrow with those nearest and dearest to him,—and the language around which lies clustered the deep and lively associations of early years? Again, the very face of nature which a foreign Literature presents must be a comparatively less familiar one and this must, in no small degree, detract from its effectiveness. A

second rate literary work in one's vernacular is likely therefore to be more effective than even a first rate one in a foreign or a dead language. Of course, I except from this observation those great works of master minds which are of universal interest and are not written for the people of any particular age or country.

The reading of literary works in foreign or dead languages may make you learned men, but if you wish to study Literature for the culture of the emotions, you should study your Vernacular Literature as much as you can.

The second general rule that has been stated above is that no book should be studied which has any immoral tendency, direct or indirect, that is to say, which either awakens vicious thoughts in the mind, or which accustoms it to the ways of vice without exciting immediate repugnance.

The poet enunciates a great moral truth when he says :—

“Vice is a monster of so frightful a mien
As to be hated needs but to be seen,
But seen too oft, familiar with his face,
We first endure, then pity, then embrace.”

We cannot therefore too strongly guard ourselves against reading which, under the guise of storing the mind with knowledge, may be infusing poison into it.

The rule, however has to be taken subject to two exceptions : one in favour of standard works in the

classical languages, and the other in favour of works in which vice is depicted only for the purpose of exciting abhorrence to it by pointing out the evils which it leads to.

The first exception is made out of regard for the great literary merits of certain classical works, and it is to some extent justified by the fact that the persons or things which those works describe are so far removed from those around us, being either supernatural or uncommon, that we are not likely to be much contaminated by what is bad in them.

As for the second exception, though I am no great advocate of the doctrine of poetical justice which according to some critics, all literary productions should conform to, I certainly think that no work of fiction should indulge in the delineation of vice unless it is to serve the cause of virtue. Indeed, I am firmly convinced that as the light of the sun shows in their true colours all things that it shines upon, the light of true genius when it reveals the form of vice never fails to disclose the hideous blackness of her artfully painted face. If you find a book depicting vice so as to make it endurable without repugnance, leave it aside, notwithstanding all its literary charms, as fast as you would shun the beautifully painted venomous snake.

I could have illustrated my meaning in the foregoing remarks by several examples; but I refrain from doing so in consequence of a lesson I deduced from

an incident narrated to me many years ago by an esteemed friend of mine. He was told not to read a certain literary work on account of its immoral tone. He had not read it before and would never have thought of reading it. But the warning excited such an irresistible curiosity that he commenced reading the book immediately after he was told not to do so. I may, however, give you one illustration, as the books I have to name in it are books which most, if not all, of you must have already read. I am referring to *Bishabriksha*, or "Poison Tree," and *Krishna Kanta's Will* of Bankim Chandra Chatterjee. They both depict vice in certain of her forms, and they both earnestly aim at pointing out to the readers the tragic end to which she leads. In the latter work her innate hideous ugliness issue through her outward charms all throughout, and there is not a single step in the gradual downfall of Govinda Lall which does not excite repugnance; not so the former, though I must speak with becoming deference in criticising the production of a master mind; for we have found already that there is an extent of dallying with vice which is always dangerous, and the steps leading to Nagendra's fall are delineated in a manner so as to excite pity rather than aversion.

The great danger attending the reading of realistic novels unless they are of the purest sort is that the characters and incidents in them being neither supernatural nor uncommon, but being only such as we see around us, we readily sympathise with them, and we lay ourselves open to all their evil influence which is

like that of bad company in retirement where the influence is exerted without interruption.

I am far from wishing to create or encourage in you any squeamishness of taste or morbid sensibility which is apt to take offence at trifles, and to smell immorality where none exists. The realities of the world are far too rough to allow such keen sensitiveness to be productive of any good. But there is a great difference between witnessing the ways of vice in the real world, subject to all the salutary influence of observation by others, and musing over them in solitude in the world of imagination, uninterrupted by any check from our social surroundings.

Touching the third rule, it is enough to say that just as we require variety in food for the body for the due nourishment of its different tissues, we require variety in reading, which is food for the mind, for the healthy development of its different faculties. Follow your own inclination in the matter of reading in the main but not exclusively. Apply gentle correctives to prevent that one-sidedness which results from following one's own inclination unchecked. If you are of an imaginative turn of mind, you will read novels and poetry of course, and roam playfully amidst enchanted scenes in the world of fancy; but as the realities of life which demand your attention are far less charming than these, not to lose sympathy with them, you ought to read a little of history and biography as well. Again, if you are of a matter-of-fact turn of mind, you will doubtless naturally like

to read history and biography ; but to be able to rise occasionally from the oppressive atmosphere of this vale of sorrow to the refreshing heights of fancy by way of change, to reinvigorate the mind, you must read a little of poetry and works of fiction as well.

There is one other point in connection with the subject of variety in reading which I should here touch upon. The different types of characters delineated in literary works may be classed under two heads, in one of which the altruistic virtues predominate, and in the other, those of the egoistic kind. Each of these two descriptions of virtue has a purpose to serve in the economy of nature, and the even balancing of the two forms one great problem of life. The untutored instincts of our nature being sufficient for the development of the egoistic virtues, training by culture should aim at fostering the growth of altruistic ones, and a too exclusive reading of literary works which give undue preference to the egoistic virtues must therefore be undesirable.

Aggressive heroism and fearless disregard of danger are excellent virtues if employed in the service of humanity, but if practised for the glorification of self, there is not much to admire in them. And works of fiction, which hold before us as models of character chivalrous men who are ready to invite each other to single combat on the slightest provocation, and who believe human blood to be the only wash for removing stains upon honour, however interesting and

romantic they may be, can never serve as suitable books for moral training. The types of character which such books hold before us are doubtless useful and necessary, while society is in its militant stage, but as society progresses from the militant to the peaceful stage, their necessity and their usefulness must be on the decline. As the repellent atoms of primeval chaos have by the gradual dissipation of heat cohered into firm ground fit for the habitation of animal and vegetable life, may we not hope that the repellent individual units of the once militant but now semi-peaceful society will, by gradual subsidence of the fierce passion by culture, cohere into one great peaceful human family fit to form the groundwork for the growth of spiritual life? And may we not hope that love, not merely such as is reciprocated between the gallant knight and the beautiful maiden, but such as one being feels for the whole race, and such as the world has witnessed in Buddha, in Christ, and in Chaitanya, will be the great theme of the future poet and the future novelist? When this Millennium will come I do not know; but in the meantime books like Babu Shishir Kumar Ghose's *Amiya Nemai Charita* and Babu Nobin Chandra Sen's *Raivataka* and *Kurukshetra* should be read to counteract the effect of the reading of epic poetry and novels of a certain class.

I come now to the third and the last question I propose to consider, namely—How should we study Literature?

The answer to this question must depend upon the object with which Literature is studied. If it is studied for the purpose of learning language, which is the outward expression of thought, it will have to be studied in one way; whereas if it is studied for the purpose of having an insight into the inward working of the mind, it will have to be studied in a different way. But whatever the answer to the question may be, you must not in that answer expect from me any directions for ensuring success at your examination. Such directions you are receiving plentifully from those engaged in teaching, and I do not wish to encumber you with more help. What I am anxious you should prepare for, is not so much your annual examination in the University Hall, at which you may or may not appear, as the continued trial in the world which you must undergo, whether you wish it or not. For such a purpose Literature can be of use only by enabling us to learn to think, speak and act by observing how typical characters have thought, spoken and acted, and why in trying situations they have sometimes failed to avoid evil.

To study Literature with any such object you must read less of notes and comments and more of your texts, and altogether read less and think more than you are in the habit of doing. Not that I wish you not to have any assistance at all; but I do wish you to be self-reliant, to seek assistance sparingly, and not to seek it at all until you have tried your own powers. Whatever is obscure you may have light thrown upon.

But you must remember that too much light dazzles instead of helping the eye, and makes it see more of the light and less of the object sought to be illumined. And so, I fear, it has often been the case with you. You see and know more of your notes and keys and less of the texts they are intended to explain. The spirit of helplessness which this pernicious habit of depending upon keys and abstracts is engendering in our students is most lamentable. It is high time that they should begin to think for themselves instead of making others think for them. It is a very good thing if what we require be placed before us without any exertion, and if our work be done by others; but there are kinds of works which it will never do to leave to others to be done for us. It will never do you any good if you pay a servant for walking in the morning for you. It may improve the health of the servant, but you will not gain by that more than you will do by paying for a key in order to have the work done by others. Of course in finding fault with our students, I must not overlook the share of the blame which the University ought to bear. For I think there are two causes for the existence of which the University is primarily responsible, which have chiefly led to the evil of cramming. One of these is the great length of the courses of study prescribed which cannot be gone through in the time allowed if students have to think for themselves. This source of evil, I am glad to find in the last number of *Calcutta University Magazine*, has

recently been removed. The other cause is the setting of examination papers that are too long and too difficult to be answered by the candidates within the time allowed, if they have to think for themselves, and the result is, that if they want to get through, they must borrow and commit to memory the thoughts of others. If we are to encourage thought and repress cramming, I would beg of examiners not to set papers that are disproportionately long and stiff.

Allied to the evil I have been complaining of is another which should equally be avoided. You should never read books of detailed criticisms of any literary works without reading the work itself. Mr. Frederic Harrison justly complains when he says: "Alas! the *Paradise Lost* is lost again to us beneath an inundation of graceful academic verses, sugary stanzas of lady like prettiness, and ceaseless explanations in more or less readable prose of what John Milton meant or did not mean, or what he saw or did not see, and who married his great aunt, and why Adam or Satan is like that or unlike the other. We read a perfect library about the *Paradise Lost*, but the *Paradise Lost* itself we do not read." This habit of reading elaborate criticisms on great literary works without reading the works themselves and trying in the first place to discover their beauties and defects for yourself, is injurious in several ways. It gradually deadens the desire and power of thinking for ourselves; it accustoms the mind to be satisfied with vague knowledge and second-hand information; and it

begets the sort of conceit that is inseparable from the possession of cheaply earned knowledge. Instead of having the foppish vanity of displaying learning which you do not really possess, and which is acquired without the expenditure of thought, you should have the honest pride of not learning from others what you may find out for yourselves. It is quite true that you will often fail to discover what great critics have found out for you ; but still you should give your own powers a trial ; and you should bear in mind that the educational value of one single point thought out by the learner for himself is greater than that of hundred points taught to him by others. The meanest flower gathered from the grove with your own hand is in many respects worth more than the finest bouquet made for you by another. Though you may not succeed in gathering fine flowers, your visit to the grove can never be without its refreshing effect.

If the study of Literature is to serve as a means of intellectual and moral training, if you wish to enrich your souls with the inestimable treasures of human thought, it will not do merely to float on the surface, but you must learn to dive deep. By all means study the forms of expression and the peculiarities of scenery and character depicted in a book, but never leave it without asking and answering the question—What lasting lesson have I learned from this book and what effect are the thoughts of this author likely to produce on mine own ? Nor must you accept a mere set form of words as a sufficient answer until you have fully realized their meaning.

If you select your books carefully, confining your choice to the great productions of master minds, giving due precedence to your Vernacular Literature and rejecting all that has any immoral tendency, and if you read them attentively, using your own power seeking as little assistance from others as possible, and thoughtfully reflecting on the lessons they teach, you will find that Literature is a powerful means of higher training and you will realize the truth of what is said in the *Sahitya Darpana* in commendation of Literature, where the author says that it is from literary study alone that there can be—

“An easy attainment by even humble men of the four great objects of human pursuit,—virtue, wealth, love and final beatitude—চতুর্বর্গকলপ্রাপ্তিঃ সুখাদন্নধিরামপি”
Yes, Literature not only gives us the good things of this world, but by purifying and ennobling the soul also prepares you for the good things in the world to come.

Note of Dissent to the Report of the Indian Universities Commission 1902.

I regret very much that I am unable to agree with my learned colleagues on some of the points dealt with in our Report. These points of difference being of importance more or less, I deem it my duty to state my views upon them, in the order in which they occur in the Report, and to indicate briefly my reasons in support of those views.

1.—Constitution of the Senate and the Syndicate.

* * * *

Before concluding this point I should add, that in whatever way the new Senates may be constituted,

The commission travelled and held sittings between the 18th February and the 18th April 1902, and within that many colleges and institutions affiliated to the Universities were visited. The Report of the Commission which has already been published, has been read by the Governor General in Council with much interest and advantage. In the opinion of His Excellency in Council it covers with accuracy and fullness (but with sufficient condensation) the entire ground which they were invited to traverse. It exposes faithfully, but without undue severity, the defects of the present system of University education; it outlines a comprehensive scheme of administrative and legislative reform; and it testifies to a laborious and minute investigation of the subject by the President and his colleagues which His Excellency in Council has much pleasure in acknowledging. The position occupied by the Honourable Mr. Justice Banerjee and his high authority in educational matters lend great weight, not only to his Note of Dissent, but also to the many recommendations of the Commission in which he agrees.

*Extract from a circular letter from the Secretary Government
of India Home department to Provincial Governments.*

whether by appointment alone or partly by election as well, they should fairly and adequately represent Government and private educational interests, and non-educational official and non-official interests, and these interests should be represented by Europeans and Indians in fair, and if possible equal, proportion.

In saying this, I know I am saying what is not quite in accord with ordinarily accepted views on the subject. It is maintained by many that educational interests are all that need be represented on the Senate of a University; and it is said by some that as a University is a Western institution, the European element should predominate in the Senate, with only a small admixture of the Indian element to enable the European members to know what the views of the Indians are upon any question affecting them. Speaking with all respect for these opinions, I must say that my own view, though opposed to them, is not altogether unreasonable, as a little consideration will show.

Universities exist for promoting the advancement of learning, and in the constitution of their Senates, the educational interests are no doubt entitled to representation before all others; but there are other interests involved which also require representation, and which must not be ignored: and they are those of the Government and the general public.

For, the Universities may have to consider questions of educational policy, such as, whether general liberal education alone should engage their attention, or whether technical education should also be encouraged, to develop

the resources of the country, questions upon the determination of which the Government as responsible for the peace and prosperity of the country and quite irrespective of its position as the proprietor of colleges, must, along with the general public, be at least as deeply interested as professors of colleges. So again, they may have to consider a question like that relating to the age limit for the Entrance Examination, in the determination of which, the public, that is the guardians of students, are perhaps as much concerned as mere educationists, as upon the decision of the question depends not only the chance of an Indian graduate's entering public service, but also the time of his finishing his education and entering the world. Nor must we lose sight of other classes of questions which often arise, such as those relating to the affiliation of new colleges, or to the transfer of students from one college to another, in relation to which, representatives of existing colleges have an interest disqualifying them to act as sole arbiters in the matter, and the educated portion of the general public have an interest entitling them to a voice in the decision.

Again, though it is quite true that the University is a Western institution, and active friendly co-operation of European scholars and scientists is at the present day absolutely necessary, and must at all times be most cordially welcome, in the management of Indian Universities, it should also be borne in mind that it is Indian youths who chiefly resort to them, and that their requirements and difficulties, their habits and modes of life, and even

their sentiments and susceptibilities should receive due consideration, and for that purpose educated Indians should be adequately represented on the Senate. In saying this I do not lose sight of a possible danger sometimes apprehended, of Indian members seeking to lower the standard of education in order to make the attainment of academic distinctions easy for their countrymen; but I venture to think that self-interest, if not also sound judgment, aided by past experience, will serve as a sufficient safe-guard, and Indians will no longer fail to see that to make University degrees in this country of any real value, we must raise their standards as high as they are in the great English Universities.

In regard to the constitution of the Syndicate, I am unable to agree to the proposal in clause (c) at page 13 of the Report for securing a majority of teachers.

My reasons for not having a statutory majority of teachers as such in the Syndicate have already been indicated in my remarks relating to the Senate in the preceding paragraph of this Note. Considering the duties which the Syndicate has to perform, and considering that it will not be likely to have all colleges or even all classes of colleges represented on the Syndicate, a statutory majority of teachers as such will be undesirable in the interests as well of the general public as of the colleges themselves.

I may add that I would not object to a majority of teachers on the Syndicate if such majority resulted from an unrestricted election by the Senate, which would

imply that the teachers formed the majority because they were considered fit to be on the Syndicate and not simply because they were teachers.

II.—Disaffiliation of Colleges by the Syndicate.

The next point upon which I feel constrained to disagree with my learned colleagues is the proposal made in page 13 of the Report, that no decision of the Syndicate for the disaffiliation of a college should be open to revision by the Senate.

It may be said that as the Syndicate is the authority which recommends affiliation, there can be no objection to the same authority recommending disaffiliation; it may also be apprehended that if the matter be left in the hands of the Senate, it may give rise to undesirable canvassing; and it may be urged in favour of the recommendation in the Report, that even if the Syndicate arrives at a wrong decision in any case, it may be set right by the Government in whose hands the power of ordering disaffiliation finally rests.

But in the first place, the state of things with which we are concerned at the time of an application for affiliation of a new college must be very different from that at the time when the Syndicate recommends the disaffiliation of an old college, it may be, of long standing. The effect of an adverse order in the former case can affect no large or vested interests, whereas an adverse order in the latter must affect the vested interests, not only of the college concerned, but also of its students. Then, again, the question whether affiliation

should be withdrawn, may involve considerations of much greater nicety and difficulty than the question whether it should be granted. It does not, therefore, follow that because the Syndicate is the final authority to determine the latter question, it should be also entrusted with the duty of determining the former finally so far as the University is concerned.

As for the apprehension about canvassing, I may observe that it is not likely to work much harm in our reformed Senates.

And as for the safe-guard against any error of the Syndicate which the action of the Government might afford, I would beg leave to point out that, as the Government must naturally derive its information from the Syndicate or the Director of Public Instruction who under the new scheme will always be a member of the Syndicate, and as they both must be committed to the view they have already taken in recommending disaffiliation, the chances of Government having before it any materials which would warrant its reversing the decision of the Syndicate, must be very small.

It may be said that the Government may in some cases affirm the decision of the Syndicate and reverse that of the Senate, thus placing the latter in an awkward position, and that it is not desirable, therefore, to give the Senate any power of revision. The chance of being overruled by Government may be a very good reason for making the Senate cautious in its interference, a thing by no means undesirable; but it can form no

reason for not giving the Senate any power of revision. Such chance exists in every case in which a revisional authority is not the final authority.

It is desirable, therefore, that before Government takes action upon any recommendation by the Syndicate for the disaffiliation of a college, that college should have an opportunity of bringing the matter before the Senate, so that the Government may, when passing final order in the case, have before it the opinion of the Senate as well as that of the Syndicate, together with the materials upon which those opinions are based.

III.—Fees in Arts Colleges.

Another point upon which I am unable to agree in the Report is that relating to the fixing of a minimum rate of fees in Arts colleges, dealt with at pages 16 to 19.

In my opinion the minimum rate of college fees should be left to adjust itself according to the circumstances of each Province, and the Universities should not interfere in determining it, unless there be very strong reasons for doing so. My learned colleagues think that such reasons exist, and that Universities should interfere.

The reasons given, as I understand them, are—

- (1) That "fees must not be fixed so low as to tempt a poor student of but ordinary ability to follow a University course which it is not to his real interest to undertake ;"

- (2) That "the work of collegiate education has been much impeded by the attendance at colleges of students whose abilities do not qualify them for University education," and this is a result of "low fees and the grant of free studentships solely on account of poverty"; and
- (3) That "if a minimum rate of fees is not enforced, the standard of education and discipline is lowered" by undue competition among unaided institutions leading to the lowering of fees and thus reducing their efficiency for want of means.

Speaking with all respect, I must say I am wholly unable to accept the first reason as sound. Whether it is to the real interest of a poor student of but ordinary ability to follow a University course, it is for him and for those immediately interested in him to decide. Others may give him proper advice; but no University would be justified in imposing any restriction such as a prohibitive fee for the sole purpose of preventing him from entering it, if he satisfies all other ordinary tests of fitness for doing so. Youths of ordinary ability are often found to develop considerably their mental powers later and by slow degrees. Then again, while fully admitting that the highest aim of University education should be to produce men who can add to the stock of human knowledge and culture, we must also bear in mind that it would be no unworthy aim of such education, especially in a country like India

where high education has made such small progress, to produce men who by adding to their own knowledge and culture raise the position of the communities to which they belong. The number of men who will prove fit for the former purpose must be very small; and equally small must be the number of those who can before trial be pronounced unfit for the latter.

The principle of excluding students from University education by a fee limit is open to the further objection, that it will, on the one hand, exclude not only the undeserving but also the deserving poor students; while, on the other hand, it will fail to exclude the undeserving rich students. My learned colleagues think that the exclusion of deserving poor students may be prevented by the award of scholarships. I do not see how that will be practicable. The best among the deserving may be helped in that way, but not all. The number of students who pass the Entrance Examination of the Calcutta University in the first division may be taken on an average, roughly speaking to be about 1,000. They may all be fairly regarded as deserving students; but we can hardly expect to have so many scholarships. Nor can it be said that they all deserve scholarships; and it will be invidious and impracticable to separate the poor from the rich among these 1,000 students for the award of scholarships.

It will, therefore, be unjust and unwise to fix a minimum fee rate for the purpose of excluding poor students of fair average merit from University education.

The second reason for a fee limit appears, in my humble judgment, to be equally unsound. If the work of collegiate education is impeded by the presence of ill-qualified students, the remedy for the evil lies, not in raising the college fee, which will fail to exclude the richer classes of such students, but in raising the qualification for entering a college. That is not only the direct but the only feasible mode of getting rid of unfit students.

The third reason no doubt requires careful consideration. If undue competition, by lowering the college fees and thus diminishing the resources of unendowed private colleges, has impaired their efficiency, the question arises whether University should interfere and fix a minimum fee rate, or whether they should simply determine the conditions of efficiency, such as a full and competent teaching staff, a good library and properly equipped laboratory, and leave the colleges to fix such fees as they may consider necessary to enable them to satisfy those conditions.

Of the two alternative remedies suggested above in the statement of the question, I should prefer the latter; that is, I should limit the interference of the Universities to determining the conditions of efficiency, and leave it to the colleges to fix their own fees consistently with their being able to satisfy those conditions. My main reason for taking this view is, the extreme difficulty of fixing a proper minimum fee rate, of enforcing it in practice, and of completely enumerating and accurately stating the exceptions and qualifications

to which it must be made subject in order to prevent hardship and injustice.

Perhaps the only case in which the interference of the University in fixing a minimum fee rate would be desirable, is where the majority of the affiliated colleges ask it to do so. But no such case has yet arisen ; and when it arises, it will be open to the University which is asked to interfere, to take such action as it may think fit.

IV.—Transfer of Students.

The next point upon which I am unable to concur with my learned colleagues is their recommendation at page 19 of the Report that—

“No transfer should be permitted in the middle of a course of study unless for special reasons to be recorded in writing by the college authorities and reported to the Syndicate.”

I am fully alive to the importance of maintaining discipline, and would disallow transfer in the middle of a course if such transfer is sought for to avoid the enforcement of discipline. But the recommendation just referred to, goes very much further.

The reasons that may be urged against freedom of transfer are—

- (1) that free transfer is detrimental to discipline ;
- (2) that free transfer is detrimental to the interests of the student asking for it ;
- (3) that free transfer is detrimental to the interests of the college to which the student belongs.

The first is the only good reason against allowing free transfer; and where a transfer is applied for to evade discipline, it should be disallowed. To extend the prohibition any further would be to impose undue restriction on the freedom of the student.

As to the second reason, I think it should be left to the student and his guardian to judge whether the transfer applied for would be beneficial to him or not.

And as to the third, I do not think it would be right to protect a college at the expense of the student. A college should depend for protection more upon its own strength and efficiency than upon rules against transfer.

Because a student takes his admission into a certain college, that is no reason why he should be compelled to continue in it until his course is finished. His circumstances may change for the worse or the better, making him either unable to pay the fees of that college or able to pay the higher fees of a better college; or the circumstances of the college may change by changes in its staff; and it may become desirable for the student to obtain a transfer. To compel him to state his reasons in such a case would be most undesirable, and more injurious to discipline than to allow the transfer freely.

The attachment of a student to his college is no doubt a most laudable and wholesome feeling, and should be always carefully fostered and encouraged. But it should be spontaneous; and it cannot be created by

any compulsory rules against transfer. Such rules may protect the pecuniary interests of colleges; but they will be far from being conducive to the creation of any such feeling; indeed, to the Indian mind, they will make the relation between a student and his college appear more mercenary than it ought to be. They may also, by guaranteeing protection against any falling off of students, indirectly tend to impair the desire for improvement on the part of colleges.

I would, therefore, recommend the allowing of transfer freely, except where it is asked for to evade discipline.

V.—Improvement of Colleges.

The next recommendation in the Report, in which I am unable to concur, is that contained at page 19, according to which, Second Grade Colleges, that is, those teaching only up to the standard of the First Examination in Arts, should either rise to the rank of First Grade Colleges, that is, teach up to the B.A. standard, or fall back to the position of high schools.

The reasons for this recommendation, as far as I understand them, are, that such colleges are really schools with two college classes added, and that the distinction between college students and school boys is not observed in them as well as it ought to be.

So far as the recommendation aims at the abolition of inefficient second grade colleges, I entirely concur in it. But that a college should cease to exist merely because it is a second grade college with a school

attached, is a proposition to which I am unable to assent. If it does its work efficiently so far as it aims, it is no good objection against it that it does not aim higher. The objection that the distinction between college students and school boys is apt to be overlooked in such institutions, appears to me to be, I must say with all respect, more of a sentimental than a practical character, especially with reference to non-residential educational institutions such as most of our colleges and schools are.

The teaching in such institutions stopping at the F.A. or Intermediate standard, no doubt leaves the Arts course of study incomplete; but our University system by recognizing the attainment of that standard as a qualification for admission to the courses of study in medicine and Engineering, indirectly recognises a legitimate break in the Arts course after the F.A. Examination.

I would add that, considering the wide limits of our University spheres, the difficulties in the way of students resorting to a few central places of study within those limits, the scattered nature of the existing second grade colleges, and the fact of their having done good work in the past, it would be undesirable in the interests of education that they should be compelled to cease to exist unless they make an attempt to rise higher,—an attempt which may reduce many of them to a worse condition than what they are now in.

With regard to First Grade Colleges, I should here observe that as high education has made only small progress in this country, and as most of those colleges have been established to meet the educational wants of the people, though it is necessary to introduce improvements in them for increasing their efficiency and for raising the standard of education, the Universities must not only be careful not to press measures of reform with undue haste, but should also actively help the colleges in bringing about the required reforms. And one of the modes in which Universities may render such help would be by establishing Physical and Chemical laboratories which may, under suitable conditions and restrictions, be available to such of the colleges as are earnestly endeavouring to improve by applying all their resources to increase their efficiency, without reserving any profit for their proprietors. The forced abolition of any such college, owing to its inability to equip itself fully, must be regretted by all, and should be prevented if possible. Nor will it be any improper diversion of University funds, derived as they are chiefly from fees paid by students, to apply them in part to help colleges to which the poorer classes of students resort for receiving education at a moderate cost.

VI.—Recognition of Private Schools.

The next point in the Report to which I find myself unable to assent, is the recommendation contained at page 20 that the recognition of a school by the University should depend upon its recognition by the Director of Public Instruction.

So far as Government and aided schools are concerned, there can be no objection to this recommendation. But as regards unaided private schools, the propriety of the recommendation is open to question. These schools receive no aid from Government; and it does not seem to be right to place them practically under the control of the Education Department, to subject them to the rules made by the Director of Public Instruction, and to compel them to adopt the scheme of studies prescribed by him. It would amount to an undue interference with their freedom of action in directions in which they might be left free to move, with benefit to themselves and without harm to others; and it would tend to reduce the school education of each Province to a dead level of uniformity not always conducive to progress.

All that the unaided private schools want is recognition by the University, so that they may send up their students as candidates for the University Entrance Examination; and for that purpose, all that the University is called upon to ascertain is that they are well-conducted institutions, are efficient in teaching up to the Entrance Examination standard, and are not injurious to the interests of discipline. It is true, the University has no adequate machinery for ascertaining these matters, and even if it were to determine the question of recognition of a school for itself, it must depend upon the Director of Public Instruction for information. But though in practice the report of the Director of Public Instruction or of one of his subordinates will have to

be accepted, as matter of principle the determination of the question of recognition should be an act of the University. Moreover, even from a practical point of view, it makes a great deal of difference whether the recognition of a school is an act of the University or of the Education Department. For with all respect for an officer of the high position of a Director of Public Instruction, one may say that the Syndicate of the University, of which he will always be a member and which has other responsible members associated with him, would be a better authority to determine any question than he alone can be.

Unaided private schools no doubt concern the Education Department in this respect that they compete with schools recognized by it. But this circumstance, while it entitles the head of the department to a voice in the determination of the question of their recognition, is itself a reason for not making him the sole judge in the matter.

VII.—Abolition of Text-Books in English for the Entrance Examination.

The point next in order upon which I feel bound to note my dissent, is the recommendation contained at page 25 of the Report, for the abolition of text books in English for the Entrance Examination.

The main reason for this recommendation, as I gather from the Report, may be stated thus: The object with which students of the Entrance class read English is "to enable them to read with ease

the books from which they will derive information in other subjects during their college course. To secure this the Entrance course can be described in general terms, a list of books being given by way of illustration. The list might consist of historical or descriptive books from which the student would obtain useful knowledge as well as linguistic training, and it should be so long as to exclude the possibility of all of them being committed to memory."

With all respect for the opinion of my learned colleagues, I would beg leave to point out that the object mentioned above will be better secured by prescribing suitable text books than by the plan recommended in the Report.

In the first place, it is not correct to say that the mere prescribing of text books leads students to commit to memory keys and notes without understanding the text. It is the prescribing of books abounding in obscure allusions, or containing thoughts and expressions beyond the comprehension of those for whom they are intended, or written in a style which cannot serve as a model for students to imitate, that leads to the evil spoken of, as some of the witnesses have said; and the remedy lies not in abolishing text books, but in prescribing better books than those in use.

In the second place, it is not correct to assume that students mechanically commit to memory keys and notes without reading the text, for the mere pleasure or convenience of doing so. Everyone who knows anything

about the way in which students work at home, must know at what cost of time and trouble, and how reluctantly, they follow that course; and if they do so nevertheless, it is partly because the method of teaching in most places does not discourage that course, and chiefly because the method of Examination to which they are to be subjected, encourages it, as the evidence before us goes to show. The true remedy for the evil of cramming lies then in starting with suitable text books and improving the modes of teaching and examination.

Nor will it be safe to assume that we shall suppress cramming by abolishing text books unless we also improve our methods of teaching and examination. There are already existing many hand-books, for the study of English and books of model essays; and if text books are abolished, there will soon come into existence many more books of the same type, as well as summaries, abstracts and compendious keys of the several books which the University might recommend; and in place of a careful study of the text book and its keys, there will be substituted a hurried reading of the numerous books just referred to, thus giving rise to a worse sort of cramming than the one we are trying to check.

The recommendation in the Report seems also to underrate the importance of a careful and critical study of suitable text books, which is one of the best modes in which an Indian student at that stage of his progress at which he is preparing for the Entrance Examination,

can acquire a correct knowledge of English. A less careful and less critical reading extending over a wider range may perhaps secure the same result. But an Entrance student has not the time for it; and, moreover, it may encourage the habit of superficial and perfunctory reading, by no means desirable in a student. If there is to be any wide range of reading at all, it should be, as Mr. Stephen, Officiating Principal of the Duff College, in his evidence said, "of a simple and fluent character" and combined with "exact reading to some small extent."

If besides being examined in a suitable text book prescribed, candidates are also examined in unseen passages set for explanation, the evil of cramming will be sure to be checked, and students will try to learn English.

I would accordingly recommend that suitable text books in English should be prescribed for the Entrance Examination, and unseen passages also set for explanation. (1).

VIII.—Centralization of Law Teaching.

The next point upon which I am unable to agree with my learned colleagues is the recommendation at pages 34, 35 of the Report that each University

(1) It may be stated here that this method has been adopted in the rules for the Matriculation Examination from 1926, the distribution of marks in the second paper in English being as follows.

Unseen passages — 50 marks.

Questions on the subject

matter and on the

language of the

prescribed texts — 50 marks.

should provide a properly equipped Central Law College.

In Madras and Lahore, Law education is already centralized, and there are no indications of any endeavour to multiply Law Colleges in either of those two places. The question of centralizing legal teaching in Madras and Lahore must therefore be taken as practically settled for the present.

In each of the cities of Bombay and Allahabad there is only one Law college; but there are other Law colleges affiliated to the Universities of Bombay and Allahabad; while the Calcutta University has a large number of Law colleges affiliated to it, four of which are in Calcutta and the rest in the mofussil. The question of centralizing Law education may therefore arise with reference to the Universities of Calcutta, Bombay and Allahabad.

The state of things observed at Lahore and the city of Bombay does not, however, make one very hopeful about the efficacy of centralization. Moreover, there is a circumstance connected with the colleges of Bengal which should be noticed here. The income derived by some of them from their Law department goes materially to help their Arts department; and if the former be closed, as will be the case if Law education is centralized, the latter will suffer. This is a result which should be avoided if possible.

Another strong reason against centralization so far as Calcutta is concerned, consists in the large number of its Law students. No central college, however

well managed, can conveniently accommodate or efficiently teach such a large number of students.

As regards the Universities of Calcutta, Bombay, and Allahabad, I would therefore leave Law teaching in the hands of the colleges; provided that they increase their staff where it is insufficient, and make arrangements for tutorial supervision by having classes in the evening as well as in the morning. And I would recommend that those three Universities should establish at their local centres good Law libraries accessible to all Law students of affiliated colleges, and Law societies under the guidance of Committees composed of members of the Bench and the Bar of the High Court and of the Professors of the Law colleges, where Law students may meet and read papers and have debates on questions connected with Law.

It may be said that a College is bound to devote the whole of the income derived from its Law department to the improvement of that department, and it should not appropriate any portion of such income to the purposes of its Arts department; and that one of the reasons given above for allowing Law teaching to remain in the hands of private colleges is therefore a bad reason.

I am unable to accept this view as correct. No doubt the improvement of the Law department should be the first charge on the income derived from that department. But if after satisfying that charge, any surplus remains, there is no good reason for holding

that it should not be appropriated to the purposes of the Arts department of the college. Such freedom in the appropriation of its funds is beneficial to the college as a whole without being injurious to any part of it, and it should not be restricted, seeing that our private colleges have so little in the shape of endowments to support them.

IX.—The Matriculation and the School Final Examination.

Another portion of the Report in which I am unable to concur is that at pages 45 to 48 in which my learned colleagues express their views as to whether and how far the School Final Examination should take the place of the Matriculation Examination.

No definite scheme of the School Final Examination being before us, we cannot compare its merits with those of the Matriculation Examination. But whatever the nature of that scheme may be, we may say this that if a literary as distinguished from a technical course of school education is retained, as one may presume it will be, the test of such education and that of a student's fitness to enter a college or University, ought to be the same, and one examination ought to be sufficient as a test for both, instead of examinations being multiplied unnecessarily. A large examination no doubt has its difficulties, but they are not removed by making the School Final to take the place of the Matriculation Examination.

The question is reduced to this, namely, whether if there is to be one examination, it should be the School Final or the Matriculation Examination, I think

it ought to be the latter. It will serve the double purpose of testing whether a student has pursued his school course of literary education properly and whether he is fit to enter a college. The opposite view will result in placing all schools whether they receive aid from Government or not, under the control of the Education Department, though many of them impart education only to enable their students to enter the University. The latter class of schools where they receive no aid ought to be placed under the control of the University.

If the object be to prevent unfit students from entering the University, it will be secured by raising the standard of the Matriculation Examination as the Report recommends; and it will not be necessary to remove the examination which students have to pass after finishing their school education, from the control of the University and place it under that of the Education Department or to wish for the Matriculation certificate not being taken as a qualification for certain purposes.

The view approved in the Report will also have the effect of materially reducing the resources of the Universities which are derived in a large measure from the fees paid by candidates for the Matriculation Examination.

X.—Appointment of Teachers to set Questions Papers.

The point next in order in the Report upon which I deem it my duty to note my dissent, is the recommendation at page 50 for the repeal of the rule, that

no one engaged in teaching a subject for any examination should be appointed to set questions in that subject for that examination.

The reason for this recommendation, as I understand it, is that teachers are the persons best qualified to set proper question papers in their respective subjects. Theoretically, perhaps, this may be true; but judging from practical results, one cannot say much in favour of papers set at our examinations by teachers as examiners. For though the rule prohibiting the appointment of teachers to set papers has been in operation in Calcutta only since 1890, the complaint against the suitability of the papers set has been of much longer duration; and the questions set before that date do not compare favourably with those of subsequent years. Nor has there been any great practical inconvenience felt in getting competent examiners notwithstanding the operation of the rule, professors of Physics and Mathematics, and of English and History, changing places in setting papers each in the other's subject, professors teaching the B. A. course setting papers for the F. A. examination, and professors of colleges affiliated to one Indian University setting papers for the examinations of another.

While thus the necessity for changing the rule is at best doubtful, the reasons for maintaining it are, in my humble judgment, in full force still. The rule in Calcutta was adopted on the unanimous recommendation of a committee (of which two such educational experts as Sir A. Croft and Mr. Tawney were members) appointed

to enquire into and report upon the alleged premature disclosure of certain examination questions (see the Minutes of the Calcutta University for 1890-91, page 49), and the view maintained by one of the professor examiners concerned in defending his action, shows that there may be such honest differences of opinion in connection with the matter as would make the rule under consideration a very desirable one. The rule does not imply any reflection on the integrity of teacher examiners, but it is intended only to guard against the pupils of any teacher from having an undue advantage over other candidates at any examination, and to relieve the teacher from a conflict of duties which may arise if he is appointed to set questions in his own subject. That such undue advantage may be given, and such conflict of duties may arise, is clear when we consider that a teacher in teaching properly, must dwell on the relative importance of the different parts of his subject, and an examiner, to examine properly, must set his question paper keeping in view such relative importance; and it is difficult to prevent the teaching from affording a fair indication of the nature of the expected examination. Mr. Todhunter of Cambridge, in his "Conflict of Studies and other Papers," says (I am referring to his remark from memory, not having the book before me now) the wonder is that the importance of a rule like the one under consideration is not more readily recognized.

To my mind, it is of the utmost importance that we should secure the confidence of the public generally,

and of the students in particular, in the absolute fairness of our University examinations. Again, if it is necessary in the interests of discipline that students should not talk or think lightly of their professors and examiners, we must carefully avoid giving them any reasonable ground for talking or thinking in that style.

I therefore think that the rule in question is a salutary one and should be generally followed.

XI.—Improvement of School Education.

I may here add a few words which, though not strictly entitled to form any part of my Note of Dissent when the Report does not expressly affirm anything to the contrary, may nevertheless find a place in this Note, as the majority of the Commission, disagreeing with me, thought it not quite within their province to consider in detail or express any opinion upon the points I am going to speak of.

We are agreed that although there has been a rapid multiplication of Colleges and schools connected with our Universities, and the number of graduates and undergraduates has grown largely, the education imparted is not as thorough, and the highest standards attained not as high, as might be desired.

The evidence before us shows that these unsatisfactory results are due to four causes—

- (i) unsuitable text books and courses of study,
- (ii) inefficient teaching,

- (iii) injudicious methods of examination, and
- (iv) insufficient encouragement for post graduate study.

And the operation of some of them is intensified by the poverty of the majority of Indian students, which renders them unable to obtain the help of competent private tutors. The first mentioned three causes have been dealt with in our Report so far as they directly concern the Universities, and means suggested for their complete or partial removal. The last (poverty) can only be taken note of as a reason for emphasizing the necessity of tutorial supervision in our colleges.

The first three causes just referred to, begin, however, to operate much earlier in the student's career than the stage at which he enters the University, and the mischief produced by their operation for eight years of the most impressionable period of student life, is not likely to be undone by improvements in the system of College or University education for a succeeding period of four or five years. The real improvement of University education must have its foundation laid on an improved system of school education; and the few words I am going to add with reference to the three causes mentioned above, so far as they affect school education, may not, I venture to hope, be deemed altogether out of place.

- (i) *Unsuitable text books and courses of study.*—One reason why our boys learn English so badly, and why they mechanically commit to memory many things

without understanding them, is, because we often use reading books in English which are only imperfectly intelligible to them, by reason of their relating to scenes and incidents wholly foreign to the Indian student, and we often prescribe subjects and text books involving ideas which cannot be clearly comprehended and realised by boys of tender age. To teach English to Indian boys by means of reading lessons with ease and effect, we should select lessons that relate to scenes and incidents familiar to them, so that they may not have to meet the double difficulty of having to acquire knowledge of unknown matters in unknown forms of expression. Again to enable a boy to understand what he reads, and to encourage him to exercise his intelligence along with his memory, we must prescribe for him books and courses of study which he can understand, instead of appointing, as we often do, books which, though short, are by no means elementary, and subjects such as Physical Science, Physical Geography and the difficult portions of Arithmetic, for boys of 11 or 12 years. These subjects are, it is true, read in the vernacular language of the students; but that does not meet the objection that they are read too early, that is, before the students are fit to understand them.

(ii) *Inefficient teaching.*—This is due to our employing in our schools untrained and ill-paid teachers, and to our making them teach large classes. We should have as teachers men who are properly trained in the art of teaching—that is, trained not merely mechanically but

intelligently, and who are of high moral character and even temper and are able to influence their pupils more by love than by fear; and they should be better paid than they are now. And we should have rules requiring (1) that no class or section of a class should contain more than 40 or 50 students and (2) that the higher classes should have regular written exercises, so necessary to enable a foreigner to learn to write English correctly.

(iii) *Injudicious methods of examination.*—There are three public examinations which come before the Entrance, namely, the Lower Primary, the Upper Primary, and the Middle Vernacular, some of which are compulsory in certain Provinces. The question papers set at these examinations are not much better than those set at the Entrance Examination; and they encourage cramming in the same way. Moreover, the pressure of too many public examinations, as Dr. Miller in his evidence justly says, must have an injurious effect on the infant mind.

These examinations are held to test the fitness of boys after they finish their education in their vernacular language, and are necessary so far as students not intending to proceed further in their studies are concerned. Nor would I be opposed to boys learning subjects like Mathematics, History and Geography in their vernacular, if they were taught systematically and once for all, and were not required to be learned over again in English, and if such a method was as compatible with their learning English thoroughly as

the method of reading those subjects in English, a point upon which there is much difference of opinion. But to require boys of 11 or 12 years to read a number of subjects hurriedly in their vernacular, in order that they may have time to read them again in English for their Entrance Examination, is a course which must prove injurious to mental progress.

There is one more reason, not noticed in our Report why the highest results attained by our Universities are not as high as might be desired; and it is the want of encouragement for our graduates, in the shape of scholarships or educational posts with suitable emoluments and sufficient leisure, to stimulate them to work in the fields of original research. The Prem Chand Roy Chand Studentship in Calcutta has of late years been utilized in this direction, and a few research scholarships have been founded. The enlightened liberality of the country should come forward with more help; and with greater encouragement, better results may be expected.

Before I conclude, I think it is due to my learned colleagues and to myself that I should say that I have given my most anxious attention to the points on which I felt bound to differ from them, and that our differences are due to our approaching the problem of educational reform from somewhat different points of view. My learned colleagues have aimed exclusively at raising the standard of University education and college discipline, and some of the measures of reform they have advocated for the attainment of that exclusive

object, naturally enough, tend to place education under the control of Government and small bodies of experts and to reduce the control of what is known as the popular element, to repress imperfectly equipped colleges and schools, to deter students of average ability and humble means from the pursuit of knowledge, and, in short, to sacrifice surface in order to secure height. While yielding to none in my appreciation of the necessity for raising the standard of education and discipline, I have ventured to think that the solution arrived at is only a partial solution of the problem, and that we should aim not only at raising the height, but also at broadening the base, of our educational fabric. And where I have differed from my learned colleagues, I have done so mainly with a view to see that our educational system is so adjusted that while the gifted few shall receive the highest training, the bulk of the less gifted but earnest seekers after knowledge may have every facility afforded to them for deriving the benefits of high education.

National Council of Education Bengal
Statement of objects and
Plan of Work.

Preliminary Remarks.

Those who believe that there is a Divinity that shapes our ends, naturally wish to invoke Him at the commencement of every important undertaking, to illumine what is dark in us, to raise and support what is low. I would therefore at this moment invoke that

আদ্যং পুরুষমীশানং পুরুহুতং পুরুষ্ঠুতং

ঋতমেকাঙ্করং ব্রহ্ম ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনং ॥

that supreme Intelligence, the Origin of all things, worshipped and adored by all, that One, immutable, revealed and yet unrevealed, eternal Truth, and pray that His hallowed name may help us to relinquish all that is sordid and selfish, unworthy and unholy, and put forth our earnest efforts to attain the great object we have in view.

This being the inaugural ceremony of an institution which intends to undertake in its humble way the serious work of education—the work of training workers for the various departments of life, I should not be justified in occupying your time with mere words, even if I had a richer stock of them than what I happen

Speech delivered at the meeting, held at the Town Hall on 15.8.1906 for the inauguration of the National Council of Education Bengal under the presidency of Sir Rash Behari Ghosh.

to possess. Forgive me then if my words are few and uttered with some degree of diffidence. Not that I am wanting in confidence in the ultimate success of the institution we are met here to inaugurate; but I would patiently wait for results without raising expectation high. It is work and not words that the public expect from us. The only useful purpose which words can serve at the present stage of our progress is to give the public an idea of our object and our plan of work, and to exhort our teachers and students to earnest exertion; and that is what I propose to do. An explanation of our aims and our methods may secure for us greater sympathy and support from our friends, and may serve to soften if not to silence unfriendly criticism.

Statement of objects.

The objects of the Bengal National Council of Education, as stated in its Memorandum of Association, are amongst other things,

(1) to impart Education, Literary and Scientific as well as Technical and Professional, on national lines and exclusively under national control, not in opposition to, but standing apart from, the existing systems of Primary, Secondary and Collegiate Education, attaching special importance to a knowledge of the country, its literature, history and philosophy, and designed to incorporate with the best oriental ideals of life and thought the best assimilable ideals of the west;

(2) to promote the study chiefly of such branches of the arts and sciences as are best calculated to

develop the material resources of the country and satisfy its pressing wants ;

(3) to provide for denominational religious education subject to certain conditions ;

(4) to create and maintain a high standard of proficiency and to enforce strict discipline in accordance with the best traditions of the country ;

(5) to impart and facilitate the imparting of education ordinarily through the medium of the vernaculars, and for that purpose to prepare and encourage the preparation of suitable test books in the vernaculars in arts and sciences ;

(6) to create and maintain a high standard of qualification, intellectual as well as moral, in teachers, and found and maintain professorships and fellowships ; and

(7) to provide and arrange for meetings and conferences to promote and advance the cause of education.

It may not be out of place here to say a few words to explain why these objects are deemed necessary or desirable, and how they are intended to be attained.

1. *Education on National Lines.*

In relation to the first mentioned object, there may be misconceptions which should be removed at the very outset. It may be said that though love of one's own country and one's own nation is laudable, yet education should not be limited by considerations of nationality, but should proceed upon a cosmopolitan basis. This may be true to a certain extent, and so far as it is true,

the National Council accepts it by expressly providing for the incorporation of the best assimilable ideals of Western life and thought with our own. But though this assimilation of foreign ideals is desirable in the later stages of mental growth, in the earlier stages, such assimilation is not possible, and any attempt to force it on, will retard instead of accelerating the healthy development of the mind. Every student, when commencing his school education, brings with him in addition to his outfit of language the importance of which should be separately considered, his stock of thoughts and sentiments, the gift of his nation, which the teacher, instead of ignoring and hastily displacing, should try to utilize and gradually improve. Want of due regard for this elementary principle is, I think, one of the main reasons why the existing system of English education in this country has failed to produce satisfactory results. (1) Profiting by past experience, and proceeding on *a priori* grounds, the National Council has accordingly deemed it not only desirable but necessary to resolve upon imparting education on national lines, and attaching special importance to a knowledge of the country, its literature, its history and its philosophy. But while

(1) Babu Hirendra Nath Datta when moving the Resolution on 'National Education' at the 22nd Indian National Congress held at Calcutta in December 1906 said

"Sir Gooroo Dass Banerjee one of the most sedate and conscientious of our public men, sometime Vice-Chancellor of the Calcutta University, who from his long training at the Bar and the Bench has learned to weigh every word before he utters it said "The existing system of English Education has failed to produce satisfactory results and the time for changing the method has certainly arrived."

feeling convinced that there are defects in the existing system of education and seeking to avoid them, we do not ignore the benefits received from it; and the education to be imparted by the National Council of Education is intended to stand apart from but not in opposition to the existing system.

Defective as that system may be, it has helped the spread of education, and it is because it has been tried that we are placed in a position to find out its defects and devise means of reform. The time for change of methods has certainly arrived. (1) One party thinks that by raising the standard of education and increasing the severity of examination tests so as more largely and more effectively to exclude the less fit from the field of work, and by making the controlling body less influenced by the popular element which is supposed to be averse to the enforcement of any stringent measures, all that is needful will be secured. There is another party, including many, if not all, the members of the National Council of Education, who believe that the defects in the existing system of education lie deeper and require more radical but less stringent measures of reform; and who while equally anxious to raise the height of our educational fabric, are for broadening its base at the same time, so that those seeking education may have what they are fitted for, and none but the absolutely unfit may be excluded from the benefits of education.

I view the matter in its purely educational aspect, and I deem it undesirable as it is unnecessary on an occasion like this, to discuss the question of Government

policy, or to dwell upon the causes that have led to the establishment of the National Council of Education. I would only remark that none need be under any apprehension that the National Council of Education is antagonistic to any one or opposed to the interests of other educational institutions. We shall certainly teach our pupils to love their country and their nation, but we shall never tolerate in them, much less, teach them, want of love for others ; for we devoutly believe in the principle, often lost sight of by many in the elation of prosperity or under the exasperation of adversity, that true self love is incompatible with want of love for any fellowman, and that true self interest can never be secured by injury to the legitimate interests of others.

There is ample field for educational work, and ample scope for trial of new systems. Only a very small section of the population of the country is receiving education now, and that education is given under one uniform system all throughout. An educational institution proceeding on new lines may at least claim a fair trial. Moreover unhealthy competition must be most unlikely in this case. Our College and School have the rare good fortune of being supported by endowments, and they will not have to depend upon fees from students.

While thus disavowing all intention of antagonism and rivalry, we confidently hope that this institution will prove a rival of other educational institutions in this sense that its intrinsic merits may, Heaven willing,

enable it to show satisfactory results. But then where is the harm? We claim no monopoly of methods. If our methods are found efficacious, they may be adopted by others and then all rivalry will disappear.

The question might be incidentally asked why if there is no rivalry, the Council does not utilise any of the existing colleges and schools by granting them pecuniary aid. The answer is simple. They all follow the system sanctioned by the Universities and are not prepared to adopt our scheme.

2. Scientific & Technical Education.

Our second object, namely the promotion of scientific and technical education, will, I am sure, be approved by all. Technical education is absolutely necessary as affording the only possible solution of the bread problem. Many of our friends would go so far as to say that we ought in the first place to devote all our resources and energy to technical education, leaving liberal education to be provided for by the existing system. While I yield to none in my appreciation of the necessity of technical education, and while I hail with joy the opening of the Bengal Technical Institute through the enlightened liberality of my esteemed friend and fellow countryman, Mr. Palit, I am not prepared to neglect liberal education in any way. If technical education is necessary for our material prosperity, liberal culture is at least as necessary for our true happiness. Exclusive devotion to material pursuits without any counterbalancing influence of liberal spiritual culture tends to immerse us in materialism with its

many attendant evils such as the unnecessary multiplication of our physical wants, the interminable conflict between capital and labour and the abject poverty of certain sections of the people. To quote the words of the learned Principal of the Bengal Technical Institute "One of the most important effects of the innumerable inventions for gratifying our senses has been to multiply our wants and raise the standard of living and thus to intensify the struggle for existence. The animal necessities of life render a certain amount of struggle almost inevitable. But the object of true progress is to minimise, not to increase it. The more our energies are absorbed by it the less room there is for their employment in the higher struggle of the soul for attainment of a better condition." And these are the words, not of a visionary or enthusiast, but of a sound practical man of science.

In regard to technical education the Council does not entertain any ambitious project. It does not propose any comprehensive scheme for the sake of logical completeness. It will be content to promote the study of such branches of the arts and sciences as are best calculated to develop the material resources of the country and to satisfy its pressing wants. Its resources are extremely small compared with the requirements of any scheme of technical education however incomplete ; and the Council appeals to the public for funds, and hopes that through the exertions of certain gentlemen who are leading members of both the institutions some satisfactory scheme of co-operation with the Bengal Technical Institute may be devised.

3. Religious Education.

About the third object of the Council namely, religious education, there has been some difference of opinion. Being deeply convinced of the necessity of religious education, the Council have resolved upon providing for denominational religious education subject to certain conditions which I need not here consider in detail. An hour will be set apart for religious instruction when students professing different creeds will go to their respective teachers for instruction, which will not include any ritual observances. One chief purpose of such instruction is, if I may be permitted to add, to evoke and foster the religious sentiment and to make our young men realize the presence of God and the nearness of a future state, so that they may go right amidst all the difficulties of life, under the encouraging assurance that there is a beneficent almighty Power always watching over them and the land of promise where the wrongs of this world will be set right is not far off.

4. Proficiency and Discipline.

The object of the Council next specified above, is to exact a high standard of proficiency and to enforce strict discipline. The public in general and the student community in particular should take note of this express announcement of the Council, and remember that it will never tolerate any low standard of proficiency or laxity of discipline. Of the two main objects of education, namely, the storing of the mind with knowledge, and the training of its faculties, intellectual and moral,

we consider the latter to be of much greater importance. And the Council will always take special care to make its methods of teaching helpful towards the development of the powers of intelligent observation, independent thinking, and self-reliant exertion, and the formation of habits of reverence for superiors, obedience to authority, and readiness to respond to the call of duty, rather than to the mechanical acquisition of knowledge and the memorising of moral maxims.

5. Vernacular to be the medium of Instruction.

Another express object of the Council is to impart education ordinarily through the medium of the vernaculars, English being studied as a second language and to prepare, and encourage the preparation of, text-books in the vernaculars in arts and science; and if this object is attained, it will have far-reaching consequences.

Except in the lowest forms, the different subjects of study have at present, all to be learnt in our schools and colleges in English, and this throws no small burden on our students. English is a very difficult language for a foreigner, especially a Bengali to learn because English and Bengali differ so widely, not only in their vocabularies but also in their grammatical structures and idioms. And this difficulty, is really so great that it not only overtaxes the energy of our students, but also cramps their thought. Our scheme of imparting knowledge so far as practicable through the medium of the vernaculars will lighten the labour of the student and make the acquisition of knowledge

more speedy and more direct. There is no doubt a practical difficulty arising from there being so many different vernaculars. We shall have to select not more than two; and I think they should be Bengali and Urdu.

The impetus which our scheme will give to the preparation of text-books in the different subjects in Bengali and Urdu will enrich those languages and their literature, and thereby indirectly help the diffusion of knowledge and culture among the people generally.

We keenly feel our dependence on foreign countries for the supply of manufactured articles some of which are among the necessities of life. How much more keenly should we feel our dependence on a foreign language for the supply of words for the interchange of thought not only in serious discourse on scientific subjects such as Mathematics, Psychology, Economics and Physics but even in ordinary conversation on many matters of every day concern. And the Council in that branch of its work which seeks to supply our language with necessary words for the interchange of thought is entitled to encouragement and help from every true supporter of the *Swadeshi* movement. Mark the lesson which history teaches. The ignorance of the Middle Ages was not dispelled and the Revival of Learning was not complete until knowledge began to be disseminated through the modern languages. Nor can we expect any revival of learning here until it is imparted not merely in its primary stage, but in the higher stages as well, through the medium of the vernaculars.

6. *Encouragement of Research and Training of Teachers.*

The next aim of the Council as specified above is to encourage research by the grant of fellowships to advanced students, and to train teachers who should make teaching the great object of their life.

Great discoveries it is the rare privilege of genius to make or the occasional good luck of lesser intellects to hit upon. And no genius can be called into existence by the offer of fellowship, nor can a lucky chance be created by effort. But leaving great discoveries apart, there is much useful original research which bright intelligence properly trained and equipped with necessary appliances, can accomplish, and thereby add to our stock of knowledge or means of physical comfort; and the Council so far as funds permit will encourage workers in this direction.

One great drawback in the progress of education is the want of competent trained teachers. It is not every one who knows a subject that can teach it properly. Knowledge of the subject to be taught is no doubt a necessary qualification in a teacher; but it is not a sufficient qualification. A teacher must possess many other qualifications of a high order, intellectual as well as moral. And the training of a body of competent teachers must be a necessary preliminary to the work of education. Teaching is an art and a difficult art; and the art is based upon recondite principles of the science of mind. Every teacher must learn his art and know at least as much of mental science as

concerns his art. And if the trained Schoolmaster is abroad the spread of education will receive a powerful impetus.

7. *Organisation of Educational meetings.*

The last of the objects of the Council to which I wanted to call our attention, is the organisation of meetings and conferences for advancing the cause of education. Besides occasional meetings and conferences it is proposed to have regular meetings at which persons interested in education may meet and interchange their views on various subjects and educate each other, youth profiting by the experience of age, and age being rejuvenated in knowledge by contact with youth.

II. *Plan of work.*

The above are some of the many excellent objects which the National Council of Education has in view and the next question is, how does the Council propose to attain them.

Scheme of Studies and Examinations.

The Council has prescribed courses of study under three heads, namely, (1) Primary, including a three years' course to be commenced by a boy in his 6th year; (2) Secondary, including a seven years' course to be commenced by a boy in his 9th year and finished when his age is 15 years, the course for the 5th year and the 7th year being respectively equivalent to the present Matriculation Course, and the course for the Intermediate or F. A. Examination of the Calcutta University; and (3) Collegiate, including a four years'

course in a single subject, literary or scientific with one allied subsidiary subject, equivalent to the B. A. Honour Course of the University.

The scheme of Technical Education has not yet been completed. It will be settled after consultation with experts.

There will be three Public Examinations, one at the end of each course ; and for some years there will be another Examination at the end of the 5th year of the Secondary course.

I will not take you through the details of these courses but merely point out to you some of the special features of the scheme of education adopted by the Council.

1. The scheme attaches just importance to the *awakening* of the power of *observation* and *thought* by means of Object Lessons.

2. It seeks to make education *pleasant* to the learner by prescribing lessons so as alternately to satisfy and stimulate natural curiosity.

3. It seeks to make education *easy* by imparting it through the medium of the learner's vernacular.

4. It seeks to make education *real* by insisting on the learner's acquiring a knowledge of *things* and *thoughts* and not merely of *words* and *sentences* which are only their verbal expression.

5. It seeks to *save* the learner's *time* by arranging the course of study so as to enable him to master in 5 years, after finishing his Primary Education, what he now takes 7 years to learn, the standard for the 5th

year being equal to the present Entrance standard of the Calcutta University; while that for the 6th and 7th years is equal to the standard for its Intermediate Examination in Arts, attainable under the existing system only after 9 years study.

This saving of time will be the result of imparting knowledge through the medium of the student's vernacular and of excluding from the course of study the encumbrance of unnecessary difficulties and unimportant details.

6. The scheme facilitates Technical Education by providing for its being taken up at three different stages of the learner's progress, namely :—

- (1) At the end of the Primary Course (*i.e.*, at the age of 9 years.)
- (2) At the end of the 5th year of the Secondary Course (*i.e.*, at the age of 14 years.)
- (3) At the end of the 7th year or the completion of the Secondary Course (*i.e.*, at the age of 16 years.)

7. The scheme specializes the Collegiate Course to a much greater extent than what is the case under the existing system, and thus affords better facilities for higher education to students who are excluded from it now by reason of their being required to attain proficiency in a multiplicity of subjects.

8. The scheme reduces within the narrowest limits the number of public examinations which are a severe strain on students, and are hindrances rather than helps to real study.

9. The scheme provides for moral education by requiring Teachers and Professors to avail themselves of every opportunity afforded by the ordinary lessons, in imparting it, and by requiring the enforcement of strict discipline in accordance with the best traditions of the country. The scheme also provides for Physical Education and Religious Education subject to certain conditions.

10. The scheme as a whole seeks, on its Liberal side, to train students intellectually and morally so as to mould their character according to the highest national ideals; and on its Technical side, to train them so as to qualify them for developing the natural resources of the country and increasing its material wealth.

A Model College and School.

The Council has established a Model College and a Model School for imparting instruction in the courses prescribed, and appointed professors and teachers in the subjects likely to be taken up by students. Regarding the efficiency of the teaching staff I shall only say this for the present, that the gentlemen appointed are either experienced teachers or distinguished graduates of Indian or European Universities. I will not say more but leave their efficiency to be proved by their work. There is however one merit in our staff which is entitled to immediate recognition. It is the spirit of self sacrifice which almost every member of the staff has shown. Every one of them has made some personal sacrifice in joining our institution, and is actuated by a

real desire to serve his country. The best thanks of the Council are due to them.

• *Our Students and their Future Career.*

Two important questions here arise,—first what classes of students are likely to join our School and College?—and second, what future careers will their training under us qualify them for?

These are questions which demand careful consideration. They have occupied the attention of several members of the Council, and I shall briefly indicate to you the answers that have occurred to us.

We do not know what value will be attached by the Universities or by the Government and other employers of skilled labour, to the training we give and the tests we have prescribed; and we should therefore proceed upon the assumption that they will receive no recognition, except from Zemindars and private associations that may view this national movement with special favour. Students and their guardians must therefore clearly understand that those who join our School or College do so for the intrinsic benefits derivable from our training and not for any extrinsic advantages accruing out of it. Those who seek Government scholarships, University degrees or Government service will not have much inducement to join our institution. But they who seek knowledge and culture for their own sake, and they who seek to earn their living otherwise than by Government service or the practice of the legal profession, may not feel the same hesitation in taking admission into our College or School. We shall give our students every

facility for gaining sound and useful knowledge for cultivating their mental powers, and for forming good habits. There will also be a few scholarships and fellowships available for deserving students. And these are all the advantages we can offer. In this state of things, we do not expect any great rush of students at least for the present. Nor need we feel regret if this is the case. For if the number of our students is small we shall be better able to look after them than if their number was large. There is one other class of students who will come to us, and they are those whom the University rejects or does not suit. They are an important class for whose education the National Council ought to provide. They may not be very brilliant students, but they are not all necessarily of inferior intelligence. The Calcutta University by insisting on proficiency in a multiplicity of subjects not unfrequently rejects candidates, who in their favourite subjects are fitted to do solid work and earn distinction. These students will naturally seek admission here, and if properly directed, they may do work which will reflect credit on them and their teachers.

Moreover, our Primary, Secondary and High Proficiency courses are so adjusted that no class of students, whatever their aims and aspirations may be, need be excluded from them. In our scheme, a student would ordinarily finish his Secondary course by the time he completes his 15th year, that is, one year before he is eligible for the Matriculation Examination of the University, and that Examination will be no difficult matter for

him. So that aspirants for University degrees may always avail themselves of the advantages of our system of education in the Secondary stage.

Then again, University graduates may join our institution for higher study and research work or for receiving training as teachers. But it should be understood that the Council does not intend to admit students who are preparing for University Examinations, and convert our College into a coaching institution for those Examinations. That would be contrary to one of our fundamental principles, which is to make Examinations serve as a test of study and not to make study serve merely as a preparation for Examinations.

I come now to the second question, namely, what careers will the training we give qualify our students for?

Government service and the legal profession must be left out of consideration for some time at least. This is a drawback, no doubt, but is it a serious one? The legal profession is overstocked, and Government service in the higher grades is available only for a small number among the best graduates. And it will perhaps tend to the benefit of all concerned, if the energies and aspirations of the rising generation are to some extent diverted to other directions. If the two great old avenues are closed for our students, in the self adjusting beneficent economy of nature, fresh ones will be opened, for which the times are propitious.

Agriculture, Manufacture, and Commerce are the fields to which our educated young men must turn

their attention ; and the scheme of study framed by the Council makes provision for qualifying students for work in those fields.

Lastly, there is the noble profession of teaching in which there is ample scope for work. And if the National Council of Education can send forth from time to time bands of well trained teachers it will be doing substantial work to help the spread of education.

I have now given you a rough outline of the aims and plan of work of the National Council of Education. It remains for me to offer our heartfelt thanks to Babu Brajendra Kishore Roy Chaudhuri and Babu Subodh Chandra Mallick whose munificent endowments have enabled the Bengal National Council of Education to commence its work. They have earned the lasting gratitude of the country and we hope their bright example will be followed by many. Nor must I omit to acknowledge our obligations to Babu Satis Chandra Mukerjee who has consecrated his life to the work of Education.

Though we have been proceeding with the utmost economy and have been fortunate in securing the services of a competent teaching staff on very small remuneration, we still want funds, and large funds, to enable us to give effect to our scheme. We must appeal to our countrymen for support and I hope we shall not appeal in vain.

Advice to students.

Before I conclude I may be permitted to address a few words to our teachers and students. To the former I have very little to say. They have by accepting office under the Council at considerable sacrifice of personal interest, shown such genuine devotion to the cause of national education, that no words of exhortation are necessary from me. I will only remind them that our work will be keenly watched and severely scrutinised, and that we should always be prepared to be judged by the results of our labour.

Turning now to my young friends the students, I would ask them to remember two things, first, that they are Indian students, and next, that they are students of institutions under the control of their National Council. As Indian students they should be true to the best traditions of student life in India which in the good old days was a life of *Brahmacharyya*. Theirs should be a life of ascetic simplicity, spotless purity, and rigid discipline ; and they should cultivate habits of reverence for superiors, obedience to authority, and readiness to respond to the call of duty. In their youthful ardour they are full of enthusiastic love for their country. They cannot show that love better than by conducting themselves so as to make the work of their National Council of Education a complete success.

They should not allow the distressing phantom of an impending examination to haunt them in their hours of study ; but they should read with the pleasing assurance that they are gaining knowledge ; and they

should remember that student life is a period of preparation, not merely for the temporary trial in the examination hall, but also for the continued trial in the world outside.

Hindu University.

The resolution which I have been called upon to second runs in the words :—

'That this meeting approves of the foundation of a Hindu University.'

In commending this resolution for your acceptance I think I shall have to satisfy you on three points :—

1. Whether Denominational Universities are desirable ?
2. Whether multiplication of Universities is desirable ?
3. Whether a Hindu University is desirable ? and what is the true idea of such a University ?

The third point really involves the other two ; but I shall consider them separately for convenience of discussion.

I take the first point first.

Some opponents of the Hindu University movement who are friends of India, say that the establishment of denominational Universities is opposed to principle generally, as education should ignore differences of caste and creed and proceed on a cosmopolitan basis and that it is opposed to the interests of India particularly as it will tend to accentuate and perpetuate differences in religion and will stand in the way of the union of

Speech delivered at a meeting held at the Town Hall Calcutta on 6.9. 1911 under the Presidency of Sir Rash Behary Ghosh.

the Indian people and their formation into one united nation. These friends of India say, we are Indians first and then Hindus or Mahomedans. I admire this broadmindedness ; indeed I would go much further, and say, I am a man first, then an Indian, and then a Hindu or a Mahomedan. For even though all India is united as one nation, if it is not united with the rest of the world in the common bond of humanity, but is in conflict with other nations outside India, there will not be that peace on earth and good will towards man which are necessary for the progress and happiness of the world. But I do not admit that this establishes the objection against denominational Universities.

One obvious answer to the objection of these friendly critics is that the fact of our Moslem fellow countrymen having come forward for a University of their own alters the situation, that it is no longer possible to have a common Indian University under Indian control in addition to the existing Universities and that if an additional University, which is to be a Teaching University imparting religious education, is to be established for the benefit of the vast majority of the Indian population, it must be a Hindu University. But I will not ask you to base your action upon this narrow ground sound though it be. Nor must I omit to mention here that the question of a Hindu University has not been mooted for the first time after the Moslem University movement was started. Long before that time the idea of a Hindu University had been a cherished idea with our distinguished countryman the Honourable

Pandit Madan Mohon Malaviya. But let us examine the point now before us a little more deeply. True it is as our critics say that education should be based upon a cosmopolitan basis, and that we should remember that we are Indians first and then Hindus or Mahomedans, or rather, as I have put it, men first, then Indians and then Hindus, or Mahomedans. But that is not the whole truth. It is only in our advanced stage of progress, after narrow self has gradually expanded itself and learnt, step by step to extend its sympathies from the family to the sect from the sect to the nation and from the nation to humanity, that true breadth of sentiment which influences life and conduct and is not merely lip deep, can be attained. But in the earliest stages of our progress things must stand very differently. We are born with the narrow selfish instinct of self-preservation. We are bred in infancy amidst concrete domestic surroundings with all their religious and social peculiarities and not amidst abstract humanity or an abstract Indian nationality. And we commence our school and college career not as men, nor an Indian, but as Hindus or Mahomedans of some particular sect. Every student when entering a school carries with him besides his out-fit of language his stock of ideas and sentiments the gift of his family, his sect, and his nation, and the teacher should utilize and improve that stock instead of ignoring it. Teaching generally and moral and religious Teaching specially in order to be successful and productive of speedy results must take particular note of the mental and moral temperament

of the student just as sowing, in order to be successful and productive of speedy harvest, must take particular note of the soil. The Government Universities and Government Colleges, and Schools, following the laudable policy of religious neutrality are obliged to abstain from providing for religious education; but in doing so they leave the spiritual side of the student to lie fallow and lapse into jungle.

The highest aim of education must be no doubt to free the mind from the fetters of sectarianism but we must not attempt to reach by a sudden bound a height which is attainable only by gradual steps of laborious ascent. If a non-denominational school under a non-denominational University has the advantage of keeping the student free from all religious bias, it has the disadvantage of leaving his spiritual nature altogether neglected and of sending him out into the world unprovided with spiritual strength to bear the evils of life which may fall to his lot. And that disadvantage far outweighs the advantage gained.

The objection that denominational Universities will tend to accentuate and perpetuate religious differences is easily met. If there be not one denominational University but two, a Hindu University and a Moslem University, each standing face to face with the other and both working before the jealous eye of a strictly impartial government, a salutary spirit of emulation will be sure to inspire each with an earnest desire to bring out its best not only in knowledge but also in character and religious toleration, so that the spirit

of conciliation between Hindus and Mahomedans will be better encouraged here than it would have been if they had been students of a non-denominational University, just as mutual good feeling among brothers in a Hindu family is well known to be better fostered after partition when they begin to live separate.

But it will be said that though all this may be true, yet when once denominational Universities are allowed to be established, their number will soon become inconveniently large in a country like India which is the abode of the followers of so many different creeds. This brings me to the second point stated above.

My short answer to the objection that the establishment of one denominational University will lead to the undue multiplication of such Universities is this. Though the number of different religious communities in India is large, the number of persons belonging to most of these communities is small, the two really large religious communities being the Hindu and Mahomedan. And these small communities with the exception of two or three will not be able to raise the funds which the government will require as a guarantee for proper working before sanctioning the establishment of a new University. But even if the matter stood differently, what then? India is a large continent with a vast population and has at present only five Universities. The addition of a few more will not be an inconvenient increase in their number. The point is fully discussed in the learned pamphlet of the

Honourable Pandit Madan Mohan Malaviya to whom the Hindu community will ever remain deeply indebted for his earnest exertions for the foundation of a Hindu University.

But it might be urged next, that though India may be large enough to have many Universities, she is not rich enough for that luxury, that it will not be judicious to go after new universities when the old ones which are already well organized are unable to do all that they could for want of funds, and the proper application of any funds that may be available will be to increase therewith the resources of the existing universities.

The answer to this is twofold. In the first place the funds that are forthcoming are being contributed for the foundation of a University under Hindu control, for imparting instruction in Hindu religion as an integral part of education and for training students to live according to the highest Hindu ideals of life. Hindu sentiment is an important factor here; and the funds which are promised for carrying out these definite purposes would not have been forthcoming for any other purpose. In the second place, those purposes, as I shall endeavour to shew presently are justly entitled to claim the appropriation of funds. The existing Universities are organized on a certain basis, and work with a certain scope. The proposed University is intended to be organized on a somewhat different basis which is better adapted for its work and to work within a wider scope, as it will impart religious and technical

education in addition to education in arts and science; or in other words to have a classical as well as a modern side and each developed more fully than it is in the existing Universities. And it is certainly desirable that such a University should be working side by side with the Universities now in existence.

I come now to the third and the last point namely whether a Hindu University is desirable and what is the true idea of such a University. This is the really important point for consideration here today, and what I have said before does not dispose of this point, though it helps to clear the way. For it might be said that even if there be no general objection to the establishment of a denominational University and to an increase in the number of Indian Universities, the foundation of a Hindu University would still be open to objection, partly on the ground of its being an attempt to revive dying though time-honoured ideals of life and thought and thereby obstructing the paths of progress, and partly on the ground of its being likely to create aloofness between Indians and Europeans and being therefore politically inexpedient. The former ground may be urged by a certain section of our countrymen, the latter by a certain school of Anglo-Indian politicians.

To obviate these objections, it becomes necessary to consider the second half of the third question, namely what is the true idea of a Hindu University? I shall try to place before you the idea of a Hindu University which the promoters of the present movement

have in view ; and when once that idea is rightly understood, our critics will find that all their objections are removed.

As a member though an unworthy one of the Hindu community, I have naturally ardent admiration for the true Hindu ideals of life and thought which to my mind constitute the real landmarks of Hinduism and which have enabled Hinduism to resist those mighty religious, social and political revolutions that have swept over the country. These ideals form the permanent and unchanging features of Hinduism. Round them have grown certain other features which are transitory and changing, and they must be allowed to change with time. Standing erect and keeping firmly attached to these permanent ideals, without any oblique leaning one way or another we must move on with the onward march of time. I say this on the highest authority. For Manu himself has said :—

অন্তে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে ।

অন্তে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসান্ত রূপতঃ ॥

One set of duties (is prescribed) for the *krita* age, different sets for the *Treta* and *Dwapara*, and again, a different set for the *Kali*, according to the decrease in those ages”

Thus though Hinduism has certain and unchanging features, there is no fear of its being opposed to progress. What then are those permanent features, those unchanging ideals of Hindu life or thought? They are not mere matters of ritual and dogma, important as these may

be for disciplinary purposes, but they rise above ritual and dogma and concern the spirit in man. They are on the theoretical side a firm living faith that life is not a scramble for the transitory good things of the earth, but is a struggle for the attainment of spiritual good and on the practical side, the leading of a life of cheerful self-abnegation and devotion to the performance of duty regardless of reward for the service of humanity. These being the ideals which a Hindu University will inculcate, there need be no apprehension in the mind of even the most radical reformer that such a University will be antagonistic to progress.

While aiding spiritual advancement a Hindu University will give all due attention to Technical and Industrial education for serving humanity in attaining material progress. For none feels more keenly than the Hindu that exclusive devotion of attention to things spiritual to the utter neglect of the physical side of creation has brought about the lamentably backward material condition in which we are.

It remains now to consider the objection against a Hindu University on the ground of its supposed political inexpediency. Beyond certain restrictions on inter-marriage and inter-dining, Hinduism does not recommend or encourage any aloofness from Her ruling race. On the contrary, loyalty to the ruler is strictly enjoined by Hindu religion and is deeply ingrained in Hindu nature. The Hindu is by instinct and habit law-abiding and peace-loving; And the ideals of Hindu life and thought which I have just referred to, and which

a Hindu University will inculcate namely cheerful self-abnegation, performance of duty regardless of reward, and submission to the inevitable with calm resignation, will be the best safeguards not only against discontent and unrest but also against that fierce conflict between capital and labour, which threatens every moment to disturb if not destroy the peace and happiness of Western Society.

The foundation of a Hindu University is not therefore open to any objection on the ground of political inexpediency.

The promoters of the present movement fully appreciate the reason for the Government's demanding adequate guarantee that the proposed University will work well and without detriment to any interest in the country, and they are ready so to frame the constitution of the University as to afford every reasonable guarantee to that effect.

From every point of view then it is desirable that a Hindu University should be founded and I would beg of all persons interested to merge their minor differences and co-operate earnestly for the attainment of that desirable object.

A NOTE
ON
The Dacca University Committee's Report.

1. General Remarks.

Before making adverse remarks on any specific recommendations in the Dacca University Committee's Report, I feel bound to express my admiration for the thoroughness of investigation and fairness of discussion, which the Report taken as a whole evinces, and for the anxious care with which it has elaborated the scheme of the proposed University so as to make it a model of a teaching and residential University.

This note was written at the request of Lord Carmichael, as will be seen from the letter quoted below :—

**GOVERNMENT HOUSE,
BARRACKPORE,
4th January, 1913.**

DEAR SIR GOOROODASS BANERJEE,

I hope you will not think me too relentless, but I hope you will remember your kind promise made to me at the end of last May to send me such suggestions as you should think worth making after you have read the report of the Dacca University Committee.

I am taking the opportunity of some quiet days here to read the report myself.

I read your little book on Education with great interest and so can now express my thanks to you for it more genuinely than I could before reading it.

I shall, I hope, be back in Calcutta on the 14th. Perhaps if convenient to you, you might come and see me one day after that.

Yours very sincerely,
CARMICHAEL.

2. Teaching University—its advantages.

A teaching University is certainly better than a mere examining University, so far at least as post-graduate study is concerned, because it combines efficiency with economy, one set of first class university professors being sufficient to do the work of higher teaching in place of different sets for different colleges.

3. Residential University—its advantages and disadvantages.

With all respect for the prevailing opinion on the subject, I am unable to accept the view that the best ideal of a University is one of the residential type. In saying this I do not mean to suggest that the

To explain the first line of Lord Carmichael's letter mention may be made of the fact that Sir Gooroodass Banerjee was unable to join the Dacca University Committee when invited to do so by Lord Carmichael as the following correspondence will show.

GOVERNMENT HOUSE, DARJEELING.

23rd May, 1912.

DEAR SIR GOOROODASS BANERJEE,

With the concurrence of my Council, I have decided to appoint a Committee to frame a scheme for a teaching and residential University at Dacca. I enclose for your confidential information a copy of a letter of instruction received from the Government of India and a copy of the draft of the Resolution which the Government of Bengal will issue in appointing the Committee. From these, you will be able to gather the general lines on which it is proposed to proceed. The Committee will comprise about fifteen persons, and it is proposed to appoint Mr. Nathan as President. In view of the importance and difficulty of the task, I am very anxious that the Committee should include those who are most competent to deal with the subject.

I have heard of your great learning and experience as a past Vice-Chancellor in University affairs and your keen interest in all educational matters and I am very anxious to have the benefit of your assistance and advice on the Committee. I hope, therefore, that you will be able to join the Committee.

Yours sincerely,
CARMICHAEL.

Dacca University should be of the non-residential type. I know that there is no room for making any such suggestion, as the Government of India and the Government of Bengal are agreed that the new University should be a residential one, and the point is no longer open to discussion; and my only reason for giving expression to the adverse opinion is to show that while a residential University has certain advantages, it has also certain countervailing disadvantages, and that it is not easy to say which side preponderates.

A residential University is more adapted for physical and intellectual education than a non-residential University by reason of its being able to provide better teachers and appliances and more regular supervision than what students can secure if left to themselves, and by reason

NARKELDANGA, CALCUTTA.

25th May, 1912.

To His Excellency the Governor of Bengal,

May it please your Excellency,

I beg most thankfully to acknowledge the receipt of your letter of the 23rd May, 1912, in which your Excellency has done me the honour of asking me to join the Committee which you have decided to appoint for framing a scheme for a teaching and residential University at Dacca.

In reply I beg to say that, while earnestly wishing I could place my humble services at your Excellency's disposal, and after giving the matter my most anxious consideration, I regret very much that for the reasons submitted below, I feel constrained to express my inability to join the Committee, and my regret is all the more keen by reason of the very kind terms in which your Lordship's request is made.

In the first place, I gather from the nature of the work outlined in the Resolution of your Government that the Committee will have to hold most if not all of its sittings at Dacca, and if that is so, my joining the Committee will require a re-adjustment of my existing public and private engagements and of my habits of life, the strain of which will, in the present state of my health, be too much for me to bear.

of its relieving students from the trouble of looking after their board and lodging, and ensuring for them a certain measure of comfort. But it is less adapted for moral and religious education by reason of that very excess of help, assurance of comfort, and regularity of supervision, which are less helpful in training men for the rough world outside the college walls, where they have to be resourceful in emergency, to struggle patiently and cheerfully with adversity, and to accept the inevitable with calm resignation to a Will that is inscrutable and supreme. Living with parents or guardians, or in small messes under suitable occasional supervision, is far more elastic, gives students far better opportunities of mixing with human beings as human beings and not merely as students, and is far more conducive to the growth of those moral and spiritual qualities so necessary for the world,

In the second place, I have great doubt whether it would be proper for an ex-Judge of the Bengal High Court to sit on an official Committee under the presidency of one whose official rank is much below that of a High Court Judge. In saying this I must guard against its being thought that my doubt is the outcome of any personal feeling. Personal feeling should always be subordinated to public duty and in the present instance, personally, I have high regard for the gentleman who is proposed to be appointed as President and with whom I worked pleasantly as a member of the Indian Universities Commission of which he was the Secretary. The real reason for my hesitancy to join the Committee is my apprehension that by doing so, I may compromise the dignity of the judicial office I had the honour of holding.

I fear my letter is become rather long but I hope your Excellency will excuse me for this, as I deem it my duty to lay before you fully and unreservedly the reasons which have influenced my decision, so that your Excellency may know them though you may not approve them.

I remain,

My Lord,

Your Excellency's most obedient servant,
GOOROODASS BANERJEE.

than the rigid routine and dead level uniformity of life in a large hostel, where the largeness in the number of boarders must make discipline to a great extent more mechanical than personal. Moreover, differences of caste creed and colour may create unforeseen difficulties in this country. Then again, judging from facts, it cannot be said that the graduates of the non-residential Scottish and German Universities compare unfavourably with those of the residential Universities of England. But I need not pursue the point any further for my present purpose, which is only to caution advocates of the residential system against being too sanguine, and against seeking to enforce it everywhere. Let us wait and watch how it works at Dacca.

Although he could not join the committee he helped it whenever he could as will be seen from the following letter from the President of the Committee.

BENGAL CLUB, CALCUTTA.

2nd July, 1912.

DEAR SIR GOOROODASS BANERJEE,

I enclose a copy of the minutes of the meeting of Saturday last. You have been so kind and at such great pains to help us that I feel almost ashamed to trouble you further. I should however very much like to know if you think that the compromise which I suggested and which is stated in the passage I have underlined and marked A on page 3 of the minutes, would be a fairly satisfactory solution of the question. From my point of view its merit is that it incorporates the law teaching in the new University and at the same time retains that *Central* control of the Calcutta University over courses and standards of examinations which Dr. Rash Behary Ghosh and yourself consider to be of such importance.

With kind regards and my renewed thanks for all the help you have given us,

I remain,
Yours sincerely,
R. NATHAN.

4. Nature and order of the proposed remarks.

I now proceed to comment on such of the specific recommendations in the Report as in my humble opinion call for any remarks.

Where I suggest any change, I shall try to make the change as small, and as easily adjustable with the rest of the general scheme, as possible, consistently with the object I wish to secure.

The order of my remarks will follow the order of the topics in the Report, as being the most convenient if not the most logical order.

5. Departments of the University—Islamic Studies.—Sanskritic Studies.

The inclusion of Islamic Studies as a distinct Department of the University co-ordinate with Arts and Science calls for remark.

It is quite true that Islamic Studies, from their extent and importance, deserve separate consideration, especially in the University of a Province with a large Mahomedan population. And that is why, though on strictly theoretical grounds Islamic Studies are a subordinate branch of Arts, I would for practical convenience allow them to retain a position co-ordinate with Arts.

But the reasons which hold good for Islamic Studies and secure for them a place co-ordinate with Arts and Science, equally apply to another branch of learning, in favour of which a similar claim was put forward before the Committee (see p. 32 of the Report), and which is styled Brahminic Studies, but which should more properly be called Sanskritic Studies, to include the important

subjects of Pali and Buddhistic literature. Sanskritic Studies are quite as extensive and important as Islamic Studies ; the Hindu population of Eastern Bengal is quite a considerable portion of the entire population ; and Vikrampur near Dacca was and still is a great centre of Sanskrit learning. Theoretical symmetry and practical justice therefore require equal treatment for these two great departments of Oriental Studies. And either Sanskritic Studies should occupy a co-ordinate rank with Arts as Islamic Studies do, or Islamic Studies should be placed as a subordinate branch of Arts as Sanskritic Studies have been placed in the Report. But as the latter alternative would involve a much larger measure of change in the scheme of the Report, and would give Islamic learning a much smaller measure of encouragement than the former, I would suggest that Sanskritic studies be made a Department of the Dacca University in the same manner as Islamic Studies.

The Committee express the opinion that the experiment of introducing an Anglo-Sanskrit Course should be made in connection with the Sanskrit College in Calcutta. But the Calcutta Sanskrit College cannot confer any Degrees in Sanskritic studies like those recommended in Islamic Studies, nor can it make Sanskrit titles equivalent to University Degrees for any purpose, whereas the Committee in their report (p. 101) recommend that Bachelor's and Master's Degrees (B. I. and M. I.) be conferred in Islamic Studies, and be regarded as equivalent to the Degrees of B. A. and M. A. for Government employment and admission to the B. L.

Course. This involves an inequality of treatment of the two great Departments of Oriental learning which requires to be removed, for considerations of theoretical symmetry as well as of practical justice.

6. Agriculture.

The omission to include Agriculture as a Department of the Dacca University also calls for remark.

Bengal is pre-eminently an agricultural country. Agriculture is the occupation of by far the greater part of the population; and agriculture directly or indirectly is the chief source of wealth of the entire population. The progress of society with its increase in numbers on the one hand demands improvement in agriculture, while the progress of science promises fair prospect of such improvement. If the new University adds a Department of Agriculture, and teaches, and confers Degrees in Agriculture, many young men who now waste their energies to obtain unprofitable Degrees in other Faculties will readily take to agricultural pursuits (which do not like manufacture or commerce require large capital) to the great relief of overcrowded departments of employment, to their own profit, and to the general well-being of the country. A Department of Agriculture will be a far greater boon to the country than the proposed Department of Islamic Studies. Even if this view be considered too sanguine, the experiment is well worth trying, and I would earnestly suggest that Agriculture be added as a Department of the Dacca University, and that a suitable if modest, scheme be framed for a Diploma and a Degree in Agriculture.

7. Special Colleges.—A College for the well-to-do Classes.

Of Special Colleges which are recommended to be included in the Dacca University, the Women's College will supply a real want, and materially help the cause of female education.

The Mahomedan College, though open to objection on the ground of its being likely to widen the difference between Hindu and Mahomedan students, will be beneficial to the latter, and is necessary for the Department of Islamic Studies ; and so it will be on the whole a useful part of the new University scheme.

But the establishment of a College for the well-to-do classes as a part of the University is open to grave objection. In the first place, there is no necessity for such a College in connection with the University, as it is not proposed (see Report p. 94.) that students of that College should all read for University Degrees, and as the classes for whom such a College is intended have ample means to establish a special College themselves.

In the second place, the inclusion of such a College in the University will impair the integrity of University discipline by the unequal treatment of the rich and the poor side by side, and will give rise to unhealthy feelings in each class towards the other.

In the third place, those for whom it is intended will benefit far less by studying in such a College than they would by becoming students of an ordinary College, and joining in the competition with a better though poorer class of students.

To introduce distinction between the rich and the poor into the temple of learning would ill accord with one of the noblest and most cherished of human sentiments.

I would therefore suggest that the recommendation for the establishment of a College for the well-to-do classes in connection with the new University be not given effect to.

8. Arts and Science.—General Courses of study.

While the Committee have wisely adopted the Matriculation certificate of the Calcutta University as the qualification for entrance into the new University, I cannot say that they have been equally wise in following the former University by allowing bifurcation of the course of study into the Arts and Science courses from the very beginning, with a multiplicity of options in all the courses, except the Junior Course in Science.

The main objection to this early bifurcation is that it enables a student to become a graduate in Arts without knowing anything of Logic or Physics or Chemistry, or to become a Graduate in Science without ever reading anything of History or Logic. And the main objection to allowing a variety of options is that it may give rise to a perplexing multiplicity of incongruous combinations of subjects, the Junior and Senior Courses in Arts according to the Committee's Report (see pages 24 and 25) involving respectively as many as 20 and 15 different groups, and some of these groups containing incongruous combinations like History with Physics and Sanskrit with Zoology.

Now let us examine the reasons why early bifurcation and many options are allowed.

The extent of each subject has, it is urged, increased so greatly, that a student cannot be expected to be able to acquire competent knowledge of any subject unless he confines his attention to a limited number of subjects from the very beginning of his University career. This is the reason why early bifurcation of studies into the Arts course and the Science course is considered necessary. And options are allowed for the purpose of enabling students to select subjects which they like, instead of being compelled to study subjects for which they have no aptitude. These reasons are no doubt valid, but they are not the only reasons which should guide our decision, as there are reasons to the contrary, some of which have been noticed above, which should also be taken into consideration.

The advocates of early specialization (I speak with all due deference) seem to attach too great importance to the increasing of the amount of acquired knowledge, and too little importance to the improving of the capacity for acquiring knowledge. An Arts student studying a little Science, or a Science student reading a little of an Arts subject, though he may thereby acquire less knowledge in his own department in the earlier stage of his progress, does not waste his time, but improves his power of acquiring knowledge by varied exercise in a broader field, and in the later stages of his progress, he will be able to advance much faster than he could by limiting the exercise of his powers within a narrow range.

As for the view that freedom of choice enables the student to select subjects for which he has special aptitude, it is enough to say, that, in the first place, a student entering the University is not likely to be able to judge whether he has greater aptitude for one or the other of two subjects such as Logic and Physics, of neither of which he knows anything; and that, in the second place, what generally determines the student's choice of a subject is not so much his aptitude for it as the supposed facility of passing his examination in it.

The Committee have not overlooked all this (see Report p. 29). They propose to get over the difficulty by leaving it to the University Professors to guide students in the selection of subjects which form suitable groups. But this provision is not sufficient to avoid unreasonable early specialization and perplexing multiplicity of incongruous groups of subjects. It would be better if the University Regulations prescribe a small number of suitable alternative groups of subjects for each Course, leavening the Arts Course with a little of Science and the Science Course with a little of Arts so that some breadth and variety of culture may be ensured along with early bifurcation into Arts and Science, and unnecessary complications may be avoided, giving students at the same time some reasonable choice of alternative groups of subjects.

Keeping in view the foregoing considerations, I would venture to suggest for the Junior Courses in Arts and Science the following groups :—

JUNIOR COURSE.

In Arts.

(1) English

(2)

(a) A Vernacular Language.

(b) Elementary Logic.

(Each treated as a Half-Subject).

(3' to (5)

Either,

A { A Classical Language.
Mathematics.
Physics or Chemistry.

or,

B { History.
Mathematics.
Physics or Chemistry.*In Science.*

(1) English

(2)

(a) A Vernacular Language.

(b) Elementary Logic.

(Each treated as a Half-Subject).

(3) to (5)

Mathematics.
Physics.
Chemistry.

I include Elementary Logic in every group because Logic being the science of reasoning, its elementary principles should be known to all students. The inclusion of Elementary Logic will not add much to the burden of the student, as considering its extent, and considering the ease with which the Vernacular Language may be studied, each may be treated as a half-subject.

I include Physics or Chemistry in every group, as much for the practical value of the truths they teach, as for the importance and usefulness of the methods of reasoning and investigation they illustrate.

And I include Mathematics in every group, partly for its disciplinary value as a subject of study, and partly

for the value of the useful truths it embodies. Nor need we fear that a little of Elementary Mathematics will prove a stumbling block to many, if the subject is properly taught, and if the questions for examination are, as the Committee very properly recommend (see Report p. 43) "simple and straightforward, directed to discovering what the student knows rather than to test his ingenuity."

For the Senior Pass Courses in Arts and Science, I would venture to suggest the following groups :—

SENIOR COURSES.

<i>Arts.</i>		<i>Science.</i>	
(1) English.		(1) to (3)	
(2) A Vernacular Language.		<i>Either</i>	
(3) and (4)		A { Mathematics.	
<i>Either</i>		{ Physics.	
A {	A Classical Language.	{	Chemistry.
	History.		or
B {	<i>or</i>	B {	Zoology.
	A Classical Language,		Botany.
{	Philosophy.		Physiology.
	<i>or</i>	C {	<i>or</i>
C {	History,		Physiology.
	Economics.	{	Chemistry.
{	<i>or</i>		Zoology.
	Philosophy.	{	<i>or</i>
D {	Mathematics.		Botany.
	<i>or</i>	D {	Chemistry.
E {	Mathematics.		Zoology.
	Physics or Chemistry.		

In the scheme of Honours Courses I suggest no change. The Committee very properly consider one Honours Subject as equivalent to two Pass Subjects.

9. "Examination by Compartments."

I am unable to agree with the Committee in their recommendation that a candidate for a Degree may be examined in the different subjects of his Course "by compartments" that is by instalments (see Report p. 25). This is against the recommendation of the Indian Universities' Commission of 1902, and there are strong reasons against the Committee's proposal.

The argument in favour of examination by compartments is this, that as the strain of preparing for examination in all the subjects of the course at one trial is great, a candidate should be allowed to pass first in one of the subjects of the course, and then, to prepare in the remaining subjects giving exclusive attention to them, and to pass in them. That no doubt would be advantageous to the candidate, but that system of examination would be an inferior test of the candidate's fitness. If more subjects than one are prescribed for a course, the object of examination should be to test the candidate's fitness for retaining in his mind a knowledge of all those subjects and for improving his mind by the training received in the course of their study. It cannot be said that it is the same thing whether one is able to study, and retain the knowledge of, two subjects, simultaneously or successively. In the latter case the student only shows capacity to study one subject at a time, and that capacity is evidently inferior to the capacity for studying two or more subjects together.

Moreover examination by compartments will introduce complications and add much to the work of the University.

I would therefore suggest that the recommendation of the Committee in this respect be not given effect to.

10. Bengali Books of a Mahomedan character.

While fully sympathizing with the desire of the Committee (see Report p. 31) that Bengali literature should expand by including such subjects and ideas from Arabic and Persian sources as will interest Mahomedan students, I would suggest that their recommendation for the encouragement by Government and the University of authors to prepare books on those lines, should carry with it a qualification to the effect that, while Bengali literature should enrich itself by borrowing freely *materials* in the shape of subjects, ideas, and even words, from Arabic and Persian sources, the structure and genius of the language in point of *form* should remain Bengali, and should not become vitiated into Arabicized or Persianized Bengali, somewhat similar to certain well-known publications the language of which is not unaptly called Anglicized Bengali.

11. Text-books.

With regard to Text-books, the Committee observe—
“We consider that while books must be prescribed in the case of examination in literature, they should not be set for examinations in other subjects, except in so far as may be required to indicate the standard or content of a course” (Report p. 43).

What is stated in this extract by way of exception, should, I think come by way of rule, and I would suggest that text-books be prescribed or recommended in each

subject to indicate the standard and content of the course.

It is very desirable that text-books should be prescribed,

(1) because it is extremely difficult to define the limits of a subject in many cases by a mere syllabus ;

(2) because it is exceedingly inconvenient for the student to revise the matter dealt with in previous lectures, and to prepare himself to follow with readiness succeeding lectures, unless he has a text-book to refer to ;

(3) because it conduces to precision of thought and language on the part of the student if he has a text-book to follow ;

(4) because after all, it is impossible to avoid having a text-book, the lectures taking its place so far as the teacher is concerned, and the notes of the lectures taking its place as regards the pupil.

As for the two main objections against text-books, namely, that they encourage cramming, and they confine the student to the books when he ought to learn the subjects, they arise only when unsuitable text-books and inefficient modes of teaching are adopted. With suitable text-books and judicious teaching, the evils apprehended will disappear.

12. Grading of candidates.

The Committee recommend that for the Intermediate Examinations, 33 per cent. of the marks in each subject should be necessary to secure a pass, and 59 per cent. and

70 per cent. respectively in the aggregate, to secure a second class and a first class (Report p. 45).

The percentages required for a pass and a second class are fair; but the percentage required for a first class is too high, and it should not exceed 60, when the Calcutta University requires only 50. (see Regulations Chap. XXXI. General Para. I. and Chap. XXXV. General Para. 1.)

It is true, the standard for a first class should be high; but it should not be so high as to be unattainable except by a few, especially for an examination at an early stage like the Intermediate Examination. Intelligent and diligent students should in the early stages of their progress be encouraged to attain a first class, and their success will as a rule be an incentive to exertion for further and greater success in later stages, while failure often acts as a blight. The proverb "nothing succeeds so well as success" is as true of academic career as it is of other careers in life.

I would therefore suggest that the minimum of marks for a first class should not be higher than 60 per cent.

13. Conduct of Examination.

While the method recommended by the Committee (Report pp. 45 and 46) for the conduct of examinations and for dealing with doubtful cases, is excellent so far as it goes I would venture to add one more precaution to guard against all chance of error.

When the number of candidates is large, there is always an appreciable chance of error in the work of even

the most careful examiner. I would therefore suggest that when, before the result of an examination is published, any candidates are found to have failed in one subject only, to guard against any possible inaccuracy, their papers in the subject in which each has failed should be re-examined on the method of marking already adopted and without any alteration of the standard.

No similar precaution is needed where a candidate fails in two or more subjects, as the chance of two or more examiners simultaneously falling into error in respect of one and the same candidate is very small, being in mathematical language a small quantity of the second or a lower order.

A rule like the one I have suggested above was tentatively adopted by the Calcutta University many years ago. It was found to correct an appreciable amount of error and to work well on the whole, and was followed year after year; and it is now part of the Regulations (see Chap. XXV. para 7).

14. Students who fail.

The provisions recommended for students who fail (Report pp. 47—48) appear to be somewhat hard.

Students who fail at the first trial may as a rule be presumed to be intellectually inferior to those who succeed. But there are exceptions to the rule, and other causes, such as ill health or distraction from domestic troubles, may account for such failure without there being any inferiority in the intellect. Students who fail otherwise than through wilful negligence, ought to have generous

and encouraging treatment. Though Colleges in their own interest may refuse to readmit them, unsuccessful students in their interest require suitable provision for their further study.

I would therefore suggest that no hard and fast rule like the one recommended by the Committee that re-admission should not exceed 20 per cent. of the total number of students in the class, should be adopted.

And I would strongly object to the rule recommended that "a candidate who fails at the M. A. or M. Sc. examination may be re-examined once, but should not be eligible for more than a third class."

Perseverance is a great virtue, and it ought to be encouraged. 'Try again' is a good rule, and it should be allowed to be followed. In most fields of work, success is often attained after repeated failures. And even in the field of learning, persevering effort, notwithstanding many failures, has been found to be crowned with success. Nor is the rule recommended in the Report necessary for stopping unreasonable persistency. Students who fail will, after one or two trials, naturally desist from any further vain attempts. So that the only purpose which the rule will serve will be to create real or fancied grievance in those who are shut out from trying their chance. Where there is a natural guarantee against an evil, any artificial rule to stop it is often worse than useless.

I would therefore suggest that the rule restricting the opportunities of students who fail, for trying their

chance again should not be adopted, and that in place of it, the contrary rule followed in the Calcutta University be laid down, expressly allowing unsuccessful students to appear at one or more subsequent examinations.

15. The Staff.

The grading of the staff in the Report (pp. 50-56) is open to objection.

The subject is a delicate one, involving nice and perplexing considerations. It has been dealt with by the Committee very carefully. And adverse criticism is liable to be misunderstood. Nevertheless, as the matter is of vital importance to the efficiency of the University, such criticism cannot be avoided; and I shall say what I think ought to be said, with deference but without reserve.

The Report deals in the first place with the grading of teachers according to the services to which they belong or the terms on which they are employed, and divides them into four classes—

1. Members of the Indian Educational Service.
2. Members of the Provincial Educational Service.
3. Members of the Subordinate Educational Service.
4. Junior Assistants, or Young Graduates appointed temporarily.

It then classifies them according to their academic status in the University into five classes :—

1. Senior University Professors.
2. University Professors.
3. Professors.

4. Assistant Professors.

5. Junior Assistants.

For the former mode of division, the Committee are not responsible, as they have only taken it as they found it; and if the division is objectionable, the fault lies with the Educational Service Regulations, with which we are not directly concerned now. The only remark that may be here made in passing is, that the division of a service like the Educational Service into two different sections, the members of which very often do the same sort of work and possess similar qualifications, but enjoy unequal advantages, must be open to objection. But be that as it may, the classification of the teaching staff "according to their academic status in the University" regarding which the Committee are not hampered by any departmental regulations, ought not to be open to any such objection.

And yet we find that out of the six University Professorships (that is professorships of the highest rank) five are allotted to the Indian Educational Service, and only one, namely, the Professorship in Sanskrit, is allotted to the Provincial Educational Service, though there is no difficulty in finding competent men in the Provincial Educational Service as University Professors in Mathematics and Philosophy in any case.

The disproportionate preference recommended to be shown to one section of the Educational Service as against another section containing in many instances equally worthy men, cannot help being prejudicial to the best interests of the University, by impairing the growth of

harmonious relations among teachers, and by weakening the reverence of pupils for the justice of the administration of their University. It is quite true, that according to the highest standard of propriety, so long as a teacher thinks it fit to hold office, he ought to work in perfect harmony with his colleagues notwithstanding any inequality of treatment, and so long as a student continues to belong to a University, he ought to have unfailing reverence for its administration notwithstanding any faults in it. But such high standard of conduct is not always attainable. Nor must we overlook an important point of difference between Education and other departments of Civil administration. An administrator's work may be deemed as done if he succeeds in enforcing obedience whether voluntary or not, and if he can ensure a course of outward conduct in accordance with his rules, whatever the inward feelings of the people may be ; but an educator's work can never be said to be done, unless he is able to secure voluntary obedience, and to influence the inward motives of conduct, in his pupils. And faith in the justice of the educating agency is essentially necessary to secure voluntary obedience and to influence the inward motives of those receiving education.

I would therefore suggest that three out of the six University Professorships be allotted to the Provincial Service.

16. Missionary hostels.

The opinion expressed in the Report (p. 71) in favour of allowing missionary bodies to conduct hostels

under the auspices and authority of a college, should not be given effect to, as the working of such hostels may give rise to difficulties on religious and other grounds.

17. Discipline. Finality of orders.

With all respect for the position of the Principal of a College and with every desire to maintain his authority, I would suggest that cases of offences involving rustication for any period, or expulsion (dealt with at page 77 of the Report) should be referred to the managing body of the College with the Principal's recommendation.

I make this suggestion having regard to the severity of the punishments of rustication and expulsion, and I may add that my suggestion is in accordance with the view of the majority of the Committee.

18. Attendance at Lectures.

The Committee recommend the adoption of five general principles or rules with regard to attendance at lectures (Report p. 77). The first of these is that attendance at lectures should be compulsory; and if that rule is adopted, wilful failure to attend must, as the second rule provides, be dealt with as a breach of discipline. But failure to attend lectures on one subject, though wilful, often proceeds from a desire on the part of those who know that subject well, to spend their time more profitably in studying another subject in which they are deficient, and not from any desire to show disrespect to the lecturer; and to treat such conduct as a breach of discipline will be hard.

I would therefore suggest that attendance at only a certain percentage of the lectures (say 60 per cent.) should be compulsory.

This will secure reasonably good training of the students in each subject, and will at the same time give them reasonable freedom of utilizing their time in the study of other subjects if they think fit.

With the modification suggested above, rule, (5) will not be necessary.

Attendance at lectures is not an end in itself, but is only a means to an end, namely, the ensuring of training ; and where from the class exercises submitted by a student, that end is found to have been attained, to debar such a student from presenting himself for examination will be an unnecessary hardship.

Then again, it should be borne in mind that college students are young men with sufficient sense to understand their own interests, and they will not wilfully and perversely absent themselves from lectures which are really profitable to them. And an artificial rule making attendance at all lectures compulsory, will weaken the natural incentive to make them attractive in order to ensure attendance.

19. Religious instruction.

The Committee observe (Report p. 78) that they "do not find it possible to lay down any general rules or principles regarding religious instruction and observance in the University." It is difficult, no doubt, to lay down such rules, but it cannot be said to be impossible. The difficulty, however, has to be met, in a residential

University. We propose to control the conduct of the student during all the 24 hours of the day, to provide for his physical and intellectual training, and also to some extent for his moral training; and it is most undesirable that his religious training should be wholly neglected. A student who is religiously inclined will, it is true, arrange for his prayers and observances; but in the majority of cases, the greater truths of life which religion teaches, and the higher duties which it inculcates, but the fruits of whose performance lie in the remote future, will be neglected by reason of the lesser truths, and less paramount duties, the fruits of whose performance are immediate, engrossing all our attention.

I would therefore suggest, that facilities for prayers be afforded, and some time set apart for prayer in the daily routine of the hostel, to call the attention of students to their religious duties.

20. Physical Training—Healthy rivalry.

The Committee recommend encouragement to games and sports and to the healthy rivalry of inter-collegiate and University competitions (Report p. 79).

The qualification, "healthy rivalry," is very important to bear in mind; for contests in games and sports, if too keenly pursued, may lead to unhealthy rivalry, which is bad alike from ethical and physical considerations, and which may prove positively injurious to health.

The object should be to make our students, not fashionable athletes fit only for display of strength and

skill on the cricket or foot-ball field where there is a large prize to be won, but healthy and hardy young men capable of making sustained exertion and bearing fatigue in the ordinary affairs of life, without any admiring crowd around to cheer them up.

21. Administration of the University—Convocation.

The Committee in their Report (p. 131) recommend that the Convocation should be composed of certain office-bearers, and certain classes of members, one of which, namely, the 11th is to consist of five Mahomedan graduates to be elected by the Mahomedan registered graduates.

There is no objection to this class consisting of five Mahomedan graduates ; but it is not desirable that they should be chosen by an electorate composed of Mahomedan registered graduates. The constitution of a separate Mahomedan electorate will accentuate the difference between Hindus and Mahomedans, when there is no necessity for such a provision, and when the five Mahomedan graduates may be elected by the whole body of registered graduates.

I would therefore suggest that the 11th group of members of the Convocation be elected by the general body of registered graduates.

Teaching of the higher branches of Agricultural,
Technological and Commercial studies in
the Calcutta University.

(1).

I beg to move that the words "Agricultural, Technological and" be inserted between the words "of" and "Commercial" in the motion relating to the teaching of the higher branches of Commercial studies.

If my amendment is incorporated with the original motion, it will read thus :—

"That a Committee of Seven be appointed to consider the feasibility of the University taking steps to develop the teaching of the higher branches of Agricultural, Technological and Commercial studies in this University and, if found feasible, to prepare a scheme."

Speech delivered at the meeting of the Senate held on the 13th October 1917 when Dr. Nilratan Sarkar moved that a Committee of Seven be appointed to consider the feasibility of the university taking steps to develop the teaching of the higher branches of commercial studies in the University and, if found feasible, to prepare a scheme.

The motion as modified by the amendment of Sir Gooroodass Banerjee was carried and a committee consisting of the following gentlemen was appointed with Sir Gooroodass Banerjee as Chairman.

The Hon. the Vice-Chancellor (Dr. D. P. Sarbadhikari)

• Sir Gooroodass Banerjee

Dr. Nilratan Sarkar

Dr. Brajendra Nath Seal

Mr. E. E. Biss

Principal W. C. Wordsworth

Professor T. T. Williams.

My amendment, unlike ordinary amendments, does not stand in antagonism with the original motion at all. It only seeks to expand in proper directions the scope of the Committee which the original motion asks the Senate to appoint; for if commercial studies are to be taken in hand, as commerce has to deal with the distribution of the necessities of life, you must have those necessities prepared before you can deal with their distribution. And to prepare those necessities of life, agriculture must be invoked to give you the raw materials, and technology invoked to work out the manufacture of the raw materials so as to convert them into articles fit for use. At any rate, my amendment will not only expand the scope of the committee in desirable directions, but it will also help one of the main objects of the original motion which, as I understand it, is to create openings for our young men in fresh fields in which they may earn a living. If the taking up of commercial education by the University is calculated on the one hand to reduce the congestion at the doors of our colleges by applicants for admission, and also to reduce the congestion at the doors of employment and of the learned professions, the adding of agriculture and technology to the scheme would only help the more to relieve that congestion in both directions. Therefore my amendment has this unique advantage, that if anything, it helps the original motion in an admirable way. That being so, I might have stopped here; but as mine is only an amendment and not an original motion, and as I have therefore no right

of reply, I may by anticipation answer the possible objections that might be taken. And in doing so, I shall be speaking in a way in favour of the original motion too, for the objections to my amendment to a certain extent are likely to be the same as the objections to the original motion; and some of those objections, as I anticipate them, have already been dealt with by the mover of the original motion.

It might be said that commercial education, agricultural education and technological education, are very good in their way, but why should the University be asked to take them up; the University should deal with liberal education and leave industrial education to other educational agencies. That was the idea that was shared by the great English Universities of Oxford and Cambridge. But there was a time when those views were practically sound. For in the middle ages not only in caste-ridden India, but also in the casteless West, industrial pursuits descended from father to son, and each student of agriculture or artisanship found in his father or other guardian a competent teacher and in his own home and its surroundings a good school, and by reason of the smallness of the quantum of knowledge required, found there sufficient instruction to carry him through. But times have changed. Not only has caste been broken in India, but its equivalent has disappeared in the West also. The son of an agriculturist is no longer an agriculturist; a barber's son becomes a Lord Chancellor, and a painter's son also. Here in Bengal, one belonging to the cultivator

caste (1) became the founder of an institution for the cultivation of science; and an orthodox Brahmin, (2) though too late in life, is anxious to take to agriculture. The struggle for existence is growing keener and keener, and the little knowledge that sufficed for successful agricultural pursuits and technological occupations a hundred years ago will no longer do. You must bring in greater knowledge and demand from nature with all her kindness larger returns for your labour, and you must therefore help your labour with learning. Knowledge is power. If the motto of the University of Calcutta is "the Advancement of Learning," why should not the advancement of agricultural learning, technological learning, and commercial learning be taken in hand? Learning is learning, and the learning of Homer, Virgil and Plato is not all the learning in the world; indeed it would be wrong to withhold from technological and agricultural pursuits the rank of learned professions. We are now beginning to appreciate the dignity of labour, and you can only show your just appreciation of it by the introduction of the above-mentioned subjects into your seats of learning. Look at the West. All the great modern Universities, those of Manchester, Leeds, Sheffield, and the rest, have got their practical sides, because they have been established after society had changed from the ancient to the modern

(1) Dr. Mahendra Lal Sarkar C. I. E.

(2) This referred to the speaker himself who purchased a plot of land near Dum Dum for agriculture by his eldest grandson and closely supervised the work.

type. The older universities also are coming round ; and as for the Calcutta University, it has already shown its appreciation of technological education by instituting the Faculty of Engineering. We have had the Faculty of Engineering ever since the creation of the Calcutta University ; and if engineering can come in, there is no reason why agriculture and technology should not come in. Therefore, I do submit that there can be no theoretical objection against my amendment. There may be practical objections ; some of them the mover of the motion has tried to meet. Some may say, in the first place, that all the commerce in this country is in the hands of foreigners ; we Indians have no commerce in our hands. But is there no opening for the Indians in commerce ? Is there no opening for Indians in agriculture ? Is there no opening for Indians in technological pursuits in India ? Can we seriously say that ? The mere fact of import and export being at the present moment carried on by foreigners should be no reason for saying that this is no business of ours. We have not taken it in hand because we are wanting in knowledge. We are seeking that knowledge and do not shut us out at the very threshold. See whether we cannot stand side by side with our competitors, the foreigners. I am sure that if the children of the soil approach our fellow subjects the foreigners, in that way, none of my European friends will be found so heartless as to say : "No, this has been ours, we have had it so long, we are not going to bring you in to share with us this branch of business."

I cannot conceive the possibility even of any such thing being said as regards agriculture. Does not India own a large extent of the earth's surface fit for tillage? Indeed, what other country is there that owns such a large extent? And, are there not workers in India, honest, diligent, persevering tillers? Then why should not agriculture be taken up? So far as agriculture is concerned, it cannot be said that that is not in our hands. It is true that technological pursuits require large factories and large capital, but all that will come in time if we begin now. Therefore, there is no reason for shutting the thing out at the very threshold.

The original motion to which mine is only an amendment is in very modest language; it does not commit the Senate to anything, but only asks the Senate to appoint a committee to consider the feasibility of the University taking the matter in hand. If the committee does not think it feasible the matter will drop. But why should the appointment of a committee be contested? I may add that the teaching of commerce is not likely to be very costly. Agriculture may require a farm and a laboratory, but that too will not be very costly. Technology will be a little costly. The committee will consider that.

Then, again, it may be said, why grant Degrees? The answer to that has already to a certain extent been hinted at by Dr. Sircar. Though caste is tottering, the prejudice of caste still lingers behind, and whilst some of the genteel middle classes, finding the difficulty of

earning a livelihood, are anxious to turn out agriculturists and artisans, still when the choice is between gaining admission to the I.A. and I.Sc. classes in the expectation of getting two letters B.A. or B.Sc. added to their names and of becoming humble agriculturists or artisans, young men of good family hesitate. But the moment it is said that they may have Degrees in Agriculture and Technology, or, at any rate, Diplomas in Agriculture and Technology, you will see what crowds of young men will come to your agricultural and technological colleges. That is a weakness, no doubt, but it is a human weakness. If even in adventurous England, where there are so many openings for young men, they flock to the universities to obtain a Degree and acquire a rank, you should excuse weakness in less adventurous India, where there are so few openings in which our young men can gratify their aspirations. Then it might be said that after all agriculture and technology will not yield much ; that may be true. As the Indian Proverb says : "Trade brings prosperity in the fullest measure, agriculture only in half measure, service only in quarter measure, and begging in no measure." So that service which so many of our best men are so anxious to obtain is only one step removed from begging. But be that as it may, although the indiscriminating world prefers the near and showy to the distant and modest and therefore commerce, which brings the necessities of life to hand is valued more than agriculture and technology, which help to produce those necessities, let not the wise and discriminating

Senate of the Calcutta University give preference to proud commerce as against humble agriculture and technology.

(2)*

I beg to move—(1) "That the Report of the Committee on the subject of Agricultural, Technological and Commercial Education be adopted", and (2) "That steps be taken to give effect to recommendations (1), (2) (b), (3) and (4) contained in the Report."

The report is a unanimous one. My learned friend, Mr. Williams, who did not sign the report, because he was not present at the last meeting of the Committee, has, I understand, signified his acceptance of the report as the report of the Committee of which he is a member. The Committee have unanimously come to the conclusion that it is feasible for the University of Calcutta to take steps to develop the teaching of the higher branches of Agricultural, Technological and Commercial studies.

*Speech delivered at the meeting of the Senate held on 1st December 1917. The Committee was appointed on the 13th October 1917 and the report with draft regulations complete was ready for discussion on 1st December 1917.

On the suggestion of Sir Asutosh Mukherjee, Principal Heramba Chandra Maitra and the Vice-Chancellor Dr. D. P. Sarbadhikari, Sir Gooroodass Banerjee moved in place of the 2nd part of his original motion that the Syndicate be asked to place themselves in communication with the Faculties of Arts and Science with regard to recommendations (2), (3) and (4) contained in the Committee's report and to bring up a scheme at an early date.

The motion was carried unanimously after a long discussion.

The reasons for that conclusion are stated in the report ; I need not repeat them in detail. It will be enough for me to say that the reasons which influenced the Committee are mainly two, one a reason of general application, and another a reason of special application. The general reason is that 100 or 50 years ago the output of knowledge requisite for an agriculturist or a technologist or even a trader to carry on his business was not very large, and it sufficed to pick up the necessary amount of knowledge by tradition from father to son, and that was perhaps one reason why the older Universities did not provide for the teaching of these subjects ; but now, with the increasing keenness in the struggle for existence and increasing complexity of economical and industrial conditions, the equipment of knowledge that is indispensable for anyone to engage in any of these pursuits, agricultural, technological and commercial, is so large as to render a thorough University training absolutely necessary, and that is why all the modern Universities undertake the teaching of these subjects.

Then, the special reason with regard to this country is, that, notwithstanding the relaxation of the caste system and the poverty of the country, the existing prejudice in the higher castes against agricultural, industrial, and even commercial pursuits has been so great as to stand in the way of young men belonging to the higher castes from taking to these pursuits. And, yet, it is well known, we read it every day, that a pure literary, or even a pure scientific education

is not enough to enable the great majority of our young men to earn a livelihood. On the other hand, it is a well-known fact that University degrees and other similar academic distinctions are greatly valued in this country. So that it is believed that, if the University institutes Examinations for degrees or licenses in these branches of learning and offers to confer those degrees on young men who can undergo the proper tests, the offer will be largely availed of, to the great relief of our young men, and to the no small relief of the congestion at the doors of the professions and services. These are the reasons that have led the Committee to think that it is time that the University should take steps to encourage the learning and to develop the teaching of these subjects.

There may be difficulties in the way, difficulties which have not been overlooked in the report. Indeed this report, with all its shortcomings, has this merit, that it does not overlook any difficulties; it does not overstate any point. The difficulties that may be apprehended to lie in the way are the difficulty of getting funds for equipping institutions and paying teachers, and further, the difficulty of giving practical training without which mere theoretical instruction in these branches of knowledge would be useless; that is the difficulty of obtaining the co-operation of owners of large farms for the practical training of students of agriculture; the co-operation of owners of large workshops for the practical training of students of technology, and the co-operation of business houses for

the practical training of students of commerce. But it is hoped that, if degrees and diplomas or licenses are offered, and examinations are instituted by the University for such degrees and licenses, that would give an impetus to the project which would bring into existence the necessary educational agencies in the shape of colleges or University Professorships. Then, again, it is hoped that the existing educational agencies, such as the Agricultural Colleges at Sabour and Pusa, may be utilised, and some of our present Professorships, specially those connected with the Sir Taraknath Palit and Sir Rashbehary Ghosh endowments, may be utilised. The Endowment deed of Sir Rashbehary Ghosh expressly lays down that the Professor of Botany should so regulate the teaching of his subject as to help agriculture. So also in the Sir Taraknath Palit endowment, science is to be taught with special reference to its practical applications. Then we may look to Government for some help, and I hope we shall not look in vain. The extract from the speech of His Excellency the Viceroy shows that agricultural education is in contemplation by Government to be given in every district as largely as possible. So that, the apparent difficulties will to a great extent be removed. Nor will it do to give up doing a desirable, indeed a necessary thing, because of the difficulties in the way, if the difficulties can be overcome by an effort. That being so, the Committee have framed a scheme. In regard to the details of the scheme there may be room for criticism, but the question for our

consideration is, if a *prima facie* case has been made out in order that the Senate may arrive at the decision that the report be accepted and steps be taken to give effect to the detailed recommendations.

The courses of study would have to be considered by our Boards of studies. New Boards of Studies may have to be constituted, or references may be made to some of the existing Boards. For instance, in agriculture, references may be made to the Board of Studies in Economics. The details of each syllabus may then be finally settled.

Then as for the main features of the scheme, it will be enough for me to point out that the Committee recommend a five years' course, commencing after the Matriculation Examination or rather the Matriculation stage. For it was pointed out that the passing of the Matriculation Examination should not be insisted upon as a qualification for taking up these courses, and that the passing of any examinations that the Syndicate may consider equivalent may be considered sufficient at the starting point for getting admittance to these classes. An examination at the end of three years for a diploma or license should be instituted, followed by an examination for the Bachelor's Degree after a further period of two years. One important change in the Regulations may be needed at least for the earlier years so long as we have no regular affiliated institutions in these subjects. Students appearing at examinations in these subjects will have to be admitted as non-collegiate students, and for that purpose some relaxation of the strict rules of Chapter

XVI of the Regulations may be necessary, and a regulation of an exceptional nature might be formulated. These being new subjects, for a time a certain amount of indulgence may be granted. I might refer to a well-known instance of indulgence having been shown to induce students to take up the study of a certain subject. When the Medical College of Calcutta was first established, very great difficulty was experienced in getting students to dissect dead bodies. No Hindu would touch a dead body, and the first student who was induced to dissect, was honoured by a full length portrait, which still adorns one of the lecture halls of the Calcutta Medical College.

With reference to other matters of detail, the Committee have made two recommendations in the alternative. I ask for the acceptance of the second of these two alternatives. They are the two alternatives in sub-paragraph 2 of paragraph 13 of our report; the first being, that for the purpose of instituting the new examinations a new faculty of Agriculture, Technology and Commerce be constituted; or if this involved a very large measure of change, then, in the alternative examinations for degrees and diplomas or licenses in Agriculture and Technology be instituted under the existing Faculty of Science, and examinations for a degree and diploma or license in Commerce under the Faculty of Arts. I think the latter will be the more feasible alternative because, if we constituted a new Faculty there might be some difficulty in apportioning representatives of the different Faculties on the Syndicate, the full number

fifteen having already been appropriated by the existing Faculties.

There is also another small matter. The report speaks of a diploma or license. I would ask you to accept a license, because that would give us a 'licentiate' for the holder of it; whereas if it be a diploma we could not get an equally convenient word for its holder. However, these are minor matters.

With these few words I submit that my motion may be accepted. If there are any differences of opinion on matters of detail, they would be settled when the Senate proceeded to frame the regulations. We have only appended to the report a draft of the regulations to indicate the lines on which the actual regulations to be drafted should proceed. When the time comes the regulations may be drafted in detail. In taking the necessary steps, the Syndicate may consult the Boards of Studies and existing Faculties of Arts and Science, and may frame draft regulations and bring them forward to the Senate for acceptance. If any of my learned colleagues feels that there are difficulties, let us bear in mind that they may be overcome by a little effort. Even a fiery horse has to make an effort when starting to draw a carriage. And even the iron horse whose moving power is fire itself, often starts with a jerk in moving a train. Let not the fact that the first start costs an effort make us hesitate to take this step, if we can feel sure that our action is in the right direction and will lead our load of

young passengers in quest of useful knowledge to the right destination.

Reply to the debate on the motion.

After the permission the Senate has been pleased to grant to my motion being put in the modified form in which it now stands I do not think there is much for me to say by way of reply; because the criticisms relating to matters of detail that had been urged do not arise at that stage. There are only two or three points in regard to which I would say a few words. Mr. Archbold had said that the University wanted to hold out before young men illusory degrees to snare them into courses of study which in the end would be of no good to them. There was no such thing. On the contrary, I referred to two reasons why the University should take up this matter; one of them being of general application all the world over, and arising from the necessity of acquiring knowledge in order to carry on pursuits, in agriculture, technology or commerce; and a second reason specially applicable to this country I referred to the charm which a degree had for young men of the higher classes. I still maintain that opinion, and I think I am quite right. No one who knows this country and the feelings and prejudices of the higher castes will be prepared to contradict me. When there are prejudices will it be wrong to try to overcome them? If the higher castes have that prejudice against industrial and

agricultural pursuits I do not think we shall be doing any thing wrong if we can overcome that prejudice by instituting degrees and offering them to young men who take to agricultural and industrial studies. Rai Kumdinikanta Banerjee Bahadur said that degrees were not of any use unless government appointments were guaranteed. We have Government appointments in other professions, but the avenues to those appointments have become overcrowded, and the young men of the present day find it very difficult to obtain entrance through those avenues. On the other hand, as Dr. Sircar pointed out, there is opening for employment in other fields such as agriculture and technology. There are no openings on the old lines, or but very few, but there are many openings on the new lines. Prejudice however, notwithstanding that starvation is staring them in the face, prevents many young men from taking to these occupations. Is not then the time fit for the University to step forward and institute examinations and offer degrees to overcome that prejudice, which is the only thing standing between the young men and their taking to agricultural, industrial and commercial pursuits? That is the position at present. Therefore the objection that if no government appointment is guaranteed, the scheme will prove a failure is not sound. In conclusion, I say that my motion has received only a few side attacks, and I ask the Senate to accept the motion.

(3).*

In the interests of education, in the interests of the people of this country whose education this University guides, and in the interests of this University itself, I feel it my bounden duty, much as I respect the mover of the original motion, to oppose his motion and to press my amendment. Just consider, Sir, how the matter stands. The Senate on the 13th of October, 1917, appointed a Committee to consider the feasibility of the University taking steps to develop education in Agriculture, Technology and Commerce. A Committee was appointed; you, my colleagues in Senate, appointed that Committee. I am not sure whether Mr. Shirras was present or not. It sat for several full days, and to the best of its ability, knowledge and judgment, arrived at a unanimous conclusion and submitted a Report embodying its recommendations. The first recommendation was that the University should take steps to develop teaching in Agriculture, Technology and Commerce; that was accepted by the Senate at a previous meeting. The

*Speech delivered at the meeting of the Senate held on the 9th February 1918. The following *resume* shows how the matter stood.

According to the resolution of the Senate dated 1.12.17 the scheme regarding Agricultural, Technological and Commercial studies were considered at a joint meeting of the Faculties of Arts and Science held on the 7th December 1917 when the following resolutions were adopted.

(1) That the examinations for the degrees and diplomas or licenses in Agriculture and Technology be instituted under the Faculty of Science and examinations for a degree and a diploma or license in Commerce under the Faculty of Arts.

(2) That the courses of studies and general schemes for those examinations be as set out in Appendix I to the Report and the examinations be held in accordance with the draft regulations set out in Appendix III.

Committee made also three other recommendations dealing with details. Those three recommendations were referred to and have been embodied in the resolutions of the Joint Faculties of Arts and Science, and they came up for consideration by the Senate on the 12th of January last, when Mr. Shirras moved, by way of amendment, that the matter be postponed till the meeting of the Senate on the 9th February, 1918. Mr. Shirras's seconder, Dr. Halidar, was not quite right in the strictures on the^e Syndicate, when he said he was surprised to find that the Syndicate had brought forward this matter to-day when the opinions of the Chambers of Commerce had not yet been received. The Syndicate had no hand in the matter. The matter was bound to come up to-day in accordance with the resolution of the Senate itself. And now that the matter has come before you for consideration, we are met by this resolution, namely, that copies of the resolution already recorded by the Senate on the subject together with connected papers be forwarded to the University Commission, and that the further consideration of the matter be adjourned till 3 P. M. on Saturday the 13th July, 1918. That is to say, we are to postpone the consideration of this

[3] That under section 25 (2) the Senate with the sanction of Government make Regulations on the lines of the Draft Regulations to provide for examinations in Agriculture, Technology and Commerce.

These recommendations were considered at the meeting of the Senate held on the 12th January 1918 when it was decided, on the motion of Mr. J. Findlay Shirras that the matter be adjourned for a month (till the second Saturday of February) in order that the Syndicate might obtain the views of the Bengal Chamber of Commerce and the Bengal National Chamber of Commerce.

The matter accordingly came up before the Senate on the 9th February 1918 when Mr. Findlay Shirras moved the following resolution.

matter and sit quiet for six months, that is, for a period longer than that for which the polar bear hibernates. Considering how late we, the Senate of the Calcutta University, are in taking in hand the teaching of Agriculture, Technology and Commerce it would be a most undesirable thing to postpone the consideration of the matter for a day longer than is absolutely necessary. Is it not a matter of universal complaint that the mere arts and science education that is given by the University is turning out graduates by the thousand, who are only overcrowding the doors of the services, public and private, and learned professions, to the great disadvantage not only to themselves but to the country, yea to the peace of the country? It is said that it is this discontented multitude that is contributing to the growth of anarchism. Is it not high time that some new fields should be opened for these young men, so that their energies might be diverted in useful directions? And those directions certainly are Agriculture to begin with in an agricultural country like India, and Bengal especially,

"That copies of the Resolution already recorded by the Senate on the subject, together with the connected papers, be forwarded to the University Commission, and that the further consideration of the matter be adjourned till 3 p. m. on Saturday the 13th July 1918."

This was seconded by Dr. Hiralal Halder.

Sir Gooroodass Banerjee moved the following amendment:—

"That a committee composed of nine members of the Senate be appointed to frame Regulations on the lines of the Draft Regulations referred to in the resolutions of the joint Faculties of Arts and Science to provide for the examinations in Agriculture, Technology and Commerce with power to modify them where necessary."

This was seconded by Mr. J. W. Langford James and after a lengthy discussion, was carried by 19 votes against 4.

Technology also, and last of all Commerce, for commerce comes last. Agriculture must give the raw materials, Technology must convert them into useful articles for the service of man, and it will then be time for Commerce to come in for distribution. But, no, we are asked that because the opinions of the Chambers of Commerce have not arrived yet, the whole thing must stand over. The agriculturist must sit quiet, the technologist must sit quiet, and every one must sit quiet until those trained in commerce have given their opinion. I submit the reasons assigned are not sufficient for the step that is sought to be taken. And my proposal does not stand in the slightest degree in the way of advice of commercial bodies being availed of.

The learned mover of the original motion made some strictures, rather severe, on the personnel of the last committee, but I do not take umbrage at that. Dim as my eyes are, they are strong enough to see and to bear the full glare of truth without wincing. And so far as we are at fault, I am the foremost to admit my error and to make myself responsible for the errors, and to see that the errors are not persisted in. My attitude, therefore, towards those strictures is not one of presenting a hard front which the criticisms may strike and rebound ; I present a soft front on which instead of having any opportunity of rebounding, they stick and will not be able to go any further. We may have a better committee than the one we had last, and if a committee is appointed, my proposition does not ask the committee to submit the report within a fort-

night or a month or two months but within such time as may be necessary. And if the Chamber of Commerce is, as I am sure it is, inclined to help us we will have the full benefit of their suggestions whilst this committee is sitting. Therefore, so far as the main reason is concerned, that reason is fully met by my alternative resolution asking for the appointment of a committee. It might be said that if the committee is to wait, why not let the Senate wait till the advice of the commercial experts has been received. If we accept that motion, it would give rise to an erroneous impression that the matter has been shelved. And we cannot blame the public very much for that impression, because as I have said, although the necessity for the diversion, of the energies of our young men to other directions has arisen for a long¹ time, we have been sitting idle; and now if we postpone the matter for six months people, without much blame, might say that the matter has been shelved. And the name of Mr. Shirras, dear as that name is not only to myself but to all my countrymen for the sympathy which he feels for them in all their aims and aspirations, will not be a sufficient safeguard against such impression gaining ground. Nor will the impression be fair to the great mercantile community whose assistance we are seeking. It may be said—I speak without mincing matters—by the outside public that the Senate out of deference to the wishes of that powerful community, the mercantile community of Calcutta, has allowed this matter to stand over practically *sine die*, though for six months. That

would be most unfair to the mercantile community. In saying this I do not for one moment withhold from that community what is its due, and that is a full and unbounded measure of our grateful acknowledgment for the many good things for which we are indebted to that community. Indeed, it would not be going too far to say that the very establishment of British rule in India, the source of all peace and prosperity in the past, present and future, I say the very foundation of British rule in India has been brought about by the mercantile community, the great East India Company, now not very much remembered except on the face of certain rupees which are daily becoming obsolete. That was a company which we knew how much to respect when we were little boys. "Company Bahadur" it was called and it was the very personification of everything that was wise and just. Let not that community feel in the slightest degree that in this our endeavour to introduce the study of Commerce into our University, we have been moved by anything like a desire to rival them. We only want to learn a little of a branch of human affairs, which may find some opening for young men in this country. We take them as our friends, philosophers and guides ; that is our attitude towards them. Therefore, I submit that my motion does not quarrel with the first reason advanced by Mr. Shiras.

The second ground urged is that, as the Calcutta University Commission is now sitting, it would not be right for us to hasten the matter, but we should wait

until their decision is out, and then we shall have time to proceed. The University Commission may recommend larger measures of improvement than we have been able to recommend. One of these may be the constitution of separate Faculties of Agriculture, Technology and Commerce, which we could not recommend, because to have that it would be necessary to alter the law. If we constitute those Faculties now, there will be a difficulty in the way of their representation on the Syndicate; each Faculty ought to be represented on the Syndicate. The number of members of the Syndicate is limited by statute, and the whole number has already been appropriated by the existing Faculties of Arts, Science, Law, Medicine and Engineering. If three more Faculties are to be constituted, where are we going to find room for at least three more members on the Syndicate? We will have to encroach upon the privileges of some other Faculty. Therefore, the law will have to be changed. The University Commission may recommend that and may give us a fuller measure of improvement than we can attain now. But although all that may be, that is a remote, a very remote contingency. And although the University Commission may finish their labour by the end of July, we all know how slowly the cumbrous legislative machinery moves; and if Lord Curzon's University Act has to be amended I do not know how long we shall have to wait. Therefore, let not the future prospect of better things make us forget the present; the future is very remote. On the other hand, where is the harm if the committee proceeds

with the matter? And here some of my best arguments are furnished by my generous adversary himself. Mr. Shirras was down upon our committee as a committee of non-experts unable to advise upon matters of agriculture, technology and commerce. But who compose the University Commission, pray? I speak in no disparagement of the members who compose that Commission. Is there any one amongst them who is an expert in commerce? There is not one amongst them who is an expert in agriculture. There may be one or two who are experts in science, and I concede that they are experts in technology. But in the other two branches the University Commission does not stand on a very much different footing from that of the committee whose report forms the basis of the present discussion. Therefore what additional light, what more bright light, could we expect from that Commission? Then, again, barring one member, the other members of that Commission are all strangers to us. They do not know how we stand, what our needs, requirements and means are; they may formulate some costly scheme which the Government of India in the end will say, there is no money to carry out. Would it not be far better, instead of our waiting to see what the Commission does, to place before it a detailed scheme of our own, so that the Commission may have better materials to work with. That is how I view the matter, and if my amendment is accepted it will place the University Commission in a better position to formulate a scheme.

Then, as regards the Faculties, the past is often a good guide for the present. We began with the four Faculties of Arts, Law, Medicine and Engineering. I had the honour of being a member of the Senate and the Syndicate for a long time whilst there were only those four Faculties, and yet we produced some very good men in science under the Faculty of Arts. If science, so distinct from arts, could thrive well in the infancy of this University under the direction of the Faculty of Arts, then where will there be any difficulty for Agriculture and Technology, which are more allied to science than is science to arts, to thrive under the Faculty of Science? In the earlier days of Agriculture and Technology, I think they will thrive better under the already existing Faculty of Science than if they exist separately. And as for the relation of Commerce to Arts, it is very wrong to say that Commerce is not to a great extent allied to Arts. There will be no difficulty in having a good Board of Studies in Commerce. Sir Hugh Bray may be appointed a member of the Faculty of Arts by a simple advertisement in the Gazette of India, and we shall have the full benefit of his advice. I, therefore, say that we shall only be hindering the cause of education, the interests of my countrymen, and the interests of this University, which is in charge of these great matters, if the teaching of Agriculture, Technology and Commerce were to be postponed.

(4)*

I beg to move that the Report of the Committee appointed to frame Regulations to provide for Examinations in Agriculture, Technology and Commerce be adopted; that steps be taken to give effect to the recommendation contained in that Report that the Chancellor be moved to nominate fit and proper persons who are experts in Agriculture, Technology and Commerce to be Ordinary Fellows of the University; and that the Regulations framed by the said Committee be submitted to the Governor-General of India in Council for sanction.

In submitting this motion I need not detain you long. The matter is not altogether new. It came before the Senate substantially on more occasions than one, and it will be found that what I am now asking the Senate to do has virtually met with your approbation already, either as members of the Senate, or as members of the Faculties of Arts and Science.

* * * *

On the 9th of February, 1918, the present committee was appointed whose report is now before the Senate for consideration. On that occasion there was a good deal of discussion and some considerable difference of opinion. One side held that we should stay our hands for six months, pending the receipt of replies from the Chamber of

* Speeches delivered at the meeting of the Senate held on the 23rd March 1918 when the Report of the Committee appointed by the Senate to frame regulations to provide for Examinations in Agriculture, Technology and Commerce was considered.

Commerce and certain other public bodies, which had said that they had not time enough to send in their replies, and that we should further stay our hands until the decision of the University Commission on this subject was received. The other side contended that we should not stay our hands, that replies of the Chamber of Commerce and other public bodies might be obtained later gradually and that the fact of the Calcutta University Commission sitting, instead of being a reason for our staying work, was a reason for our expediting the work, so that the Commission might have a defined and formulated expression of opinion of the University as a University, which had never before been consulted by the Commission as a University, before they proceeded to express their views on the subject; and that would be the best way of obtaining such help from them as was obtainable, instead of leaving them to deal with the subject without adequate information. One special reason why that view was pressed was, that the majority of members of that Commission were strangers to this country. The objection on the score of the reply of the Chamber of Commerce not having been received was fully answered in the masterly summing up from the Chair, which showed that although the Chamber of Commerce as a body had not answered our query as to details, certain leading members of the mercantile community, such as Sir Daniel Hamilton, Sir Francis Stewart, and I believe, Sir Hugh Bray also, and certain other gentlemen had, in answer to letters written to them either by the Vice-Chancellor or by the Registrar,

expressed their approval of the scheme generally. So that though we have not had the combined wisdom of the Chamber of Commerce to guide us in matters of detail, we have had the benediction of the guiding spirits of that Chamber to bless us in regard to our general scheme. And as for the University Commission sitting, that objection was not considered sufficiently cogent, and by a large majority of the Senate this committee was appointed to draw up these regulations.

We had received no notice of any amendment seeking to stop the further progress of this work until a few minutes ago, when Mr. Shirras gave me to understand that he would oppose my motion. The only notice of amendment that I have got is a notice of amendment from my friend Mr. Manmathanath Ray, and though the amendments look formidable by their length and numerical strength, I am sure he will find good reasons to withdraw several of them, as, I believe, we shall find good reasons to accept such of them as we find possible, his object not being to thwart the scheme, but to make it more efficient. (1).

That the draft regulations proceed on the lines of the former draft, which has already received the unanimous approval of the Joint Faculties of Arts and Science, will be clear on a comparison of the two. Our report states that we have deviated from those general lines only in two matters. Whereas we made the course

(1) Mr. Manmatha Nath Ray withdrew his amendments other than those that had been accepted by Sir Gooroodass Banerjee.

for the Degree a five years' course on the former occasion we have now, having regard to the trend of expert opinion on the point, reduced the five years' course to a four years' course for a Pass Degree, which again we have distinguished from a Degree with Honours for which again we have still retained a five years' course. Subject to these two deviations, we have followed the former scheme and the report is a unanimous report.

*

*

*

*

As regards the remark that we want to show disrespect to the University Commission by rushing this subject, I would only add this, that the reason why I am anxious to expedite this matter is that our views on the subject, as the Senate of the Calcutta University, should be finally formulated and defined before the Commission proceed to form and write out their decision. I think it would be doing no good service to ourselves, and showing no proper respect to the Commission, to say to them that because you are there we hold back our hands, we shall do nothing. That should not be our attitude towards them. We should do our best as a University to place our views on record, so that they may be placed before the University Commission in time before they commence to write their report. With these few words I commend the motion to the Senate.

*Reply to the discussion on Dr. Hiralal Halder's
motion that the debate be adjourned till
Saturday the 1st September next.*

I think I anticipated Dr. Halder's motion and said what I had to say against it. The motion now moved by that gentleman is substantially the same motion that was moved when this Committee was appointed, and the Senate will be practically stultifying itself by accepting this motion. Nothing has transpired between the date that this committee of nine was appointed and this date. What is the reason, then, that we are asked to decide the same matter again? It is almost the same question. It has been said that we are acting under a self-delusion, and that we do not believe, when we say that these regulations ought to be sent to the Government of India for sanction, that the Government of India will take action in the matter. Why then should we do that? I do not believe that our regulations, when sent to the Government of India, will be at once sanctioned; I believe as a question of practical politics that our resolutions will be sent to the University Commission. But is that any good reason why we should stay our hands and not do what we ought to? My friend Nawab Sir Syed Shamsul Huda has very properly asked if we were prepared to accept an adverse decision of the University Commission and stay quiet and not move in the matter. If we were sure of that, if we thought that would be the right course to take, then this motion for adjournment would be right. But if our position is that in spite of the

adverse decision of any University Commission we shall still cry and cry hoarse for the University to take up Agricultural, Technological and Commercial education, then to sit quiet now would be to give up our ground altogether and to lose all chances of being heard in the future. Therefore, those of our friends who advise us to hold back our hands, advise us to show implicit obedience to the decision of the University Commission, and to say to them that our fate is in their hands, if they take up this matter and advise the Government and the University to take it up, it will be taken up; but if they do not, it will not be taken up. Ought that to be the attitude of any one who has the interests of this University and of this country at heart? I do not wish to tread on the delicate ground of race distinctions; but I say nothing disparaging, nothing disrespectful to anybody when I say that Europeans may not love our children as much as they do theirs. Some few of them do; they have done so and have placed us in the position which we occupy. But all of them cannot be expected to do so, and so they ask us to wait. I do not quarrel with them. I only ask 'them not to quarrel with us if we show that we love our children more than they do; and it is because we want something to be done for the children of the soil that we are anxious not to lose a day. The University has lost many a day and many long years in not having taken up this question years and years ago. Vice-Chancellor after Vice-Chancellor in Convocation speech has referred to the necessity of opening new doors for the employment

of the children of the soil. We all feel that the arts and science courses are not enough to find occupation for the people of the country. Nor have our colleges room to admit them. What are they to do? To manufacture bombs instead of manufacturing good and useful things in laboratories and in tanneries? Therefore, I say it will be culpable neglect of duty on our part if we were to stay our hands and wait till the University Commission comes to a decision. Something was said about the dignity of the University, that it would be undignified for the University to send up a scheme with a possibility of its being thrown out by the University Commission. That sort of dread of disregarded dignity there should not be. That is not showing the strength of our conviction. And Dr. Haldar supported me while opposing me when he said that the scheme I had was good. No one feels that Government will at once sanction the scheme, but there is the possibility of Government sending it to the Commission. Let Government send the scheme to the University Commission; they can modify it. Where is the dignity of the University after the appointment of that Commission? The appointment of the Commission means that our rules are not as they should be. If we have borne the appointment of the Commission, we can bear any overruling of our views by the Commission. Although we are not placed in direct communication with the Commission, the Commission has not placed itself in direct communication with ourselves. Individual members of the University might have been honoured by being

asked to express their views, but we, as the University have not been asked to do so. And the only way of expressing our views to the Commission is by sending this scheme to Government. I, therefore say that it will serve no useful purpose, not even the sentiment of dignity, to stay our hands. On the other hand, it will be fraught with danger, and the Senate will be stultifying itself if we adjourn the matter.

Reply to Mr. Findlay Shirras's opposition that in the circumstances viz (1) that the Chamber of Commerce had not reported (2) that the University Commission was considering the matter and (3) that the regulations were defective and unsatisfactory, the Senate should not send these to the Government of India for sanction.

The opposition of my learned friend, Mr. Shirras, has not been perfectly fair. I think he has been unfair to us. He has said that the number of amendments sent in goes to show the unsatisfactory character of the regulations. Of course if the regulations are unsatisfactory by themselves, the matter must wait. Only my learned friend, as representing the commercial interests of the province, ought to have shown the practical wisdom of business-men, not by vague generalities of that sort, that the regulations are unsatisfactory, but by citing actual instances of defect in them. Mr. Ray has attacked the regulations, not by vague allegations but

by pointing out which words should be substituted for which, and which words should be omitted. As he did that we were able to judge for ourselves how far they should be accepted and how far not. And though before his very eyes only a few of the amendments were accepted as a matter of compromise, my learned friend still fixed his argument upon the large number of amendments, as if that proved the inefficiency of our scheme. We as practical men know that perfection is unattainable, that things improve as they grow. The most intelligent men may draw up a scheme which may be improved afterwards. Because we accepted certain amendments by way of compromise, that does not show that the schemes drawn up were faulty. They were drawn up on lines of the existing schemes. As regards the Bengal Chamber of Commerce, I have read an account of their meeting. They do not hold out to us any hope that they would express their opinion later, they entirely depend upon the University Commission. Whatever the Chamber of Commerce may think of this matter, it is concerned with more weighty though somewhat coarser commodities: but the Senate of the University of Calcutta has to deal with finer material than the Chamber of Commerce. The letter which the Vice-Chancellor was pleased to read was the opinion of the Trades Association, another body of experts. They say they approve the scheme generally, and as to details they refer us for the courses of study to the British universities. And while no two of them agree in minute details, we have selected our courses

of study as best we could from the materials before us, as presented by the Calendars of those universities. We have also in each chapter of the regulations, whilst prescribing the courses of study, left a provision that the limits of the subject shall from time to time be defined by the Syndicate on the recommendation of the Boards of Studies in those subjects. So that any desirable changes will be made when the time comes by experts, amongst whom members of the mercantile community will certainly find their proper place. (1)

(1) The Vice-Chancellor in the course of summing up observed "It is not necessary to refer to what members of the Commission have from time to time informally said about this highly important question; but I may be permitted to quote some very important members of the Commission who think that in dealing with this question, the University is entering upon epochmaking changes that will make and live in history. Of course fruition will take time. That is itself an excellent reason for starting as early as possible, and I share Sir Gooroodass Banerjee's opinion that everyday we lose in making a start is a day lost to the cause of nation-building.

Sir Gooroodass Banerjee's motion was then put the vote and carried by 27 votes against 3.

Evidence before Calcutta University

Commission 1917—19.

QUESTION 1.

Do you consider that the existing system of university education affords to young Indians of ability full opportunity of obtaining the highest training? If not, in what main respects do you consider the existing system deficient from this point of view?

ANSWER.

I do not 'consider that the existing system of university education affords to young Indians of ability full opportunity of obtaining the highest training', and the defect, I think, lies partly in the system, and partly in the working of it, which may, at any time be good or bad according to the personnel employed. To make my answer clear I should state that by the 'system' I mean the body of rules and regulations of the University and by the working of the system I mean the body of persons engaged for the time being in working out those rules and regulations and the 'manner' in which they work.

(i) The main defects in the system, that is, in the rules and regulations are :—

- (a) The imparting of knowledge to Bengali students through the medium of English, a *difficult* foreign language, difficult by reason of its *stock of words*, as well as by its *structure of sentences*, being so very different from those of the Bengali language. The learner has not only to learn the subjects of study, but has also to learn the language in which those subjects are taught, that is, he requires the *explanation* of the subject *matter explained* to him. This not only overtaxes his time and energies, but also cramps his thoughts which cannot expand beyond his foreign language range, which is very limited.
- (b) The encouraging of a wrong method of teaching English up to the matriculation stage, that is, the method which seeks to make boys learn English by copious, and therefore necessarily superficial, reading of a large number of books, in preference to the method of thorough and careful reading of a few selected text-books in literature, with a text-book in grammar. Copious rapid reading may help to make one a ready writer and speaker in his vernacular, but not in a difficult foreign language, which can be learnt correctly only by close and thorough reading of a few well-chosen books and a text-book on grammar at the early stages of the student's progress.

- (c) The allowing of bifurcation, specialisation, and a multiplicity of options at an early stage which may, and does, lead to the neglect of important subjects like history, geography, logic, and physics, the elements of which ought to be known by every student. Under existing conditions, one may become a B.A. without having even turned a page of history, geography, logic, or physics.
 - (d) The preferring of quantity to quality of knowledge in the higher courses of study, and making those courses so long as to render thoroughness practically unattainable by the majority of students, and attainable if at all, with great difficulty, only by the most intelligent and diligent.
 - (ii) The main defects in the working of the system are :—
 - (a) That we do not always get first rate men in prescribing the courses of study.
 - (b) That we do not always get first rate men in teaching our students.
 - (c) That we do not always get first rate men in conducting our examinations.
-

QUESTION 2.

Do you consider that university training at its best involves—

- ⟨a⟩ that the students should be placed under the personal guidance of teachers of first-rate ability and of recognised standing in their subjects ;
- ⟨b⟩ that the teachers and students alike should have access to well-appointed libraries and laboratories ;
- ⟨c⟩ that there should be a large degree of freedom of teaching and of study ; and
- ⟨d⟩ that the teachers should have sufficient leisure to be able to pursue independent investigation in their own subjects ?

If you share this view as to the functions of a university, do you consider that the ideal is attained or attainable under the existing system in Bengal ? If you hold that the standard indicated above cannot fairly be applied, please explain your reasons for this conclusion.

ANSWERS.

I certainly 'consider that university training at its best involves' :—

- (a) That the students should be placed under the personal guidance of teachers of first-rate ability in their subjects ; but they need not always be of recognised standing, which, besides being a guarantee of experience, is only evidence of ability, and the want of which may be made up by real ability, if otherwise proved ; and the help of such

teachers should be invoked more to serve as guides and examples to students than to act as tutors to coach them for their examinations.

- (b) That the teachers and students should alike have access to well-appointed libraries and laboratories, but I should add that in a poor country like this, they should not be made unnecessarily costly. An ordinary college library should not, like an imperial library, aim at having all books on a subject, good, bad, and indifferent, but should be content with having only the best books. Moreover, students should be taught early how to make legitimate use of a library, which is to know the extent of the world's already acquired stock of knowledge in any subject, for the purpose of informing one's own mind and of disseminating that knowledge to others, and for the purpose of proceeding further in quest of knowledge in that subject so as to add to the world's stock of knowledge; but not for the purpose of making a pedantic display of learning dug out of rare books, nor for the still worse purpose of passing as products of original research, things that are only products of diligent search among obscure books, not generally known.

- (c) That there should be a reasonable degree of freedom of teaching and of study, but not a large degree of freedom, which may degenerate into an indolent habit of avoiding the teaching and learning of those portions of prescribed courses which are difficult or toilsome.
- (d) That the teachers should have sufficient (but not profuse) leisure to be able to pursue independent investigation in their own subjects, but so as not to neglect the teaching work entrusted to them.

I have said above that I share the views as to the functions of a university implied in the different heads of the question, subject to the limitations and qualifications indicated in my answer; and subject to those limitations and qualifications, I do not see why the ideal should be considered unattainable under the existing system in Bengal, and why the standard indicated above cannot be fairly applied.

We can, by economising our means, have teachers of first-rate ability, if not of recognised high standing, in many, if not in all, subjects: we can have useful, though not splendid, libraries and laboratories: we can have a fair degree of freedom of teaching and study: and we can give our teachers sufficient, though not profuse, leisure to carry on research.

I do not, for one moment, say that the existing system needs no improvement. But I think it would be unpardonable ingratitude in the people of the country

who have been benefited by the University in the past, and it would be unjust pessimism in our outside critics who have to guide its destinies in the future, to pronounce a wholesale condemnation of it. Not unlike the individual human body, the body corporate, the University, has in its earlier days grown and grown well physically in size, and served the useful and necessary purpose of disseminating knowledge, if not of a high standard, and it is now earnestly looking forward to elevate that standard and to add to the stock of the world's knowledge. Changing the figure, this University has hitherto been broadening its base, so that the temple of learning may rise high safely on that broad basis, like a stately pyramid, and not like a slender, though lofty, obelisk on a narrow base.

None regrets the scantiness of products of our University more than I do. But speaking with all humility and self-restraint, one may be pardoned for saying that few as those products have been, they are not altogether discouraging. And with a little more encouragement and judicious distribution of emoluments, we may, by preventing the learned and lucrative professions from drawing away our good graduates, help the progress of literary and scientific culture to a desirable extent. I need not cite instances; but there is one member of the University Commission, who will well understand my meaning, and will be able to explain it to his colleagues. If, on the one hand, we are not satisfied that a high ideal has been attained, on the other hand we need not despair that it is attainable.

QUESTION 3.

What resources exist in Calcutta for the formation of a great centre of learning such as other cities of comparable size possess? How far are these resources organised to serve this purpose? What changes, if any, and what expansions would you suggest?

ANSWER.

The resources that exist in and near Calcutta for the formation of a great centre of learning are :—

- (a) The Asiatic Society of Bengal,
 - (b) The *Bangiya Sahitya Parishad*,
 - (c) The *Sahitya Sabha*,
 - (d) The Indian Association for the Cultivation of Science,
 - (e) The Sir Tarak Nath Palit Science College,
 - (f) Sir Jagadis Chandra Bose's Research Institute,
 - (g) The Presidency College,
 - (h) The Scottish Churches College,
 - (i) The Vidyasagar College,
 - (j) The City College,
 - (k) The Ripon College,
 - (l) The Calcutta University Institute,
 - (m) The Young Men's Christian Association,
 - (n) The Imperial Library,
 - (o) The Imperial Museum, and
 - (p) The Zoological Gardens,
- and in relation to professional learning :—

- (g) The High Court,
- (r) The Bar Association,
- (s) The Vakils' Association,
- (t) The Calcutta Medical College, with its hospitals, and
- (u) The Belgachia Medical College.

Some of these institutions are connected with the University, and some more may be expected to be connected with or to co-operate with it. Though Calcutta has ceased to be the political capital it still continues to be the intellectual capital of India.

QUESTION 4.

- (i) If you have studied the Dacca University scheme have you any suggestions to make with regard to it?
- (ii) Do you think that universities on the lines of the Dacca scheme, or on other lines, could, with advantage, be established at other centres of population within the Presidency, either now or in the future? If so, what centres would you suggest?

ANSWER.

- (i) The suggestions I would make with regard to the Dacca University are embodied in a note on the Dacca University Committee's report, which I wrote at the request of Lord Carmichael. (1)
- (ii) I am not prepared to suggest any centres for the establishment of universities on the lines of the Dacca Scheme.

<1> Please see pages 239-265.

QUESTION 5.

- (i) What, in your view, should be the relation between the University and colleges situated :-
(a) in the University town ; and
(b) in other centres of population in the presidency ?
- (ii) How would you propose to ensure that every institution at which students are permitted to follow the course for a university degree is adequately staffed, and adequately equipped ?
- (iii) To what extent do you consider it possible to grant to colleges some degree of freedom in the design of their courses and, under proper safeguards, in the conduct of the examinations of their students for university degrees ?
- (iv) Should it be found practicable so to organise the intellectual resources of Calcutta as to create a powerful centralised teaching university in that city, how would you propose to deal with colleges not incorporated in that university ? Would you favour :-
(a) The creation of a new controlling body to regulate the studies and examinations of such colleges ; or
(b) the maintenance, as far as possible, of the existing system ? or
(c) the establishment of a new kind of relationship between the university and such colleges, which should allow some autonomy to the latter ?

ANSWER.

- (i) (a) and (b). The relation between the University and its affiliated colleges should, in my opinion, be the same whether the colleges

are situated in the University town or in other centres of population, as any difference in their relation to the University may give rise to inequality in their advantages and disadvantages.

There is, however, one difference between the relation of the University colleges in the University town and with other colleges, which have recently been created by the new scheme of post-graduate teaching, under which the privilege of affiliation in post-graduate teaching has been withdrawn from all Calcutta colleges, and such teaching has been centralised in the University, while colleges outside Calcutta still retain that privilege. This scheme which some of us opposed has been sought to be justified on the ground of necessity, it being deemed necessary for the efficiency of work and economy of agency that all post-graduate teaching in Calcutta should be undertaken by the University, and it being deemed, at the same time, obviously necessary that colleges outside Calcutta should, for the convenience of students outside Calcutta, continue to conduct such teaching. This will, no doubt, place colleges outside Calcutta in regard to post-graduate teaching at a disadvantage compared with the University post-graduate teaching department, which

will be *conducted*, as well as *controlled*, by the University. To reduce the inequality of relation with the University within the narrowest limits the conduct of this department has been placed in the hands of two councils, one in arts and one in science, and not directly in the hands of the syndicate and senate, which are the controlling authorities for all post-graduate teaching in and outside Calcutta. But the Vice-chancellor and members of the syndicate are not excluded (as they ought, in my opinion to be) from the councils of post-graduate teaching. Unless they are so excluded it would not be easy to convince all parties concerned that the vice-chancellor and the syndicate as the executive authorities of the University will be able to do even-handed justice to the University post-graduate teaching college and colleges outside Calcutta in matters relating to post-graduate teaching.

- (ii) The existing system of inspection by the University Inspector of colleges in association with one or two members of the senate will, I think, ensure that affiliated colleges are adequately staffed and adequately equipped if the system is regularly worked.
- (iii) I do not consider it possible, nor would it be desirable even if it were possible, to grant

to colleges any degree of freedom in the design of the courses of study or the conduct of examinations for degrees. The grant of such freedom will destroy uniformity of standard, introduce play of personal predilections which may degenerate into personal caprice, give rise to needless complications and necessary conflict with university authorities, and weaken public confidence in the value of university training and university degrees.

But I do not consider the grant of any such freedom needed in the interests of education much as it may be desired by our natural instinct to be free from control. It is the leading professors of important colleges who chiefly compose the boards of studies, the syndicate, and the faculties by which the courses of study and schemes of examination are designed; and what is settled by the combined wisdom of them all need not be

- unsettled in its working by the individual will of any.

- (iv) I do not consider it desirable to have any larger or more *powerful* (as distinguished from more *efficient*) centralised teaching university in Calcutta than what has been in effect created by the recent post-graduate teaching scheme. Any larger centralised agency may be *mechanically* more *powerful*,

but will not be *intellectually* more *efficient*, because a very large organisation must necessarily have to substitute mechanical rules for personal supervision to a large extent.

(a) Nor would I favour the creation of any new controlling agency, which would give rise to complication.

(b) But I would favour the maintenance of the existing system, with the recent modification introduced by the post-graduate teaching scheme, subject to the qualification indicated in my answer to (i) *supra*, that the vice-chancellor and members of the syndicate should not be on the councils of post-graduate teaching.

QUESTION 6.

What are the callings and professions which are necessary for service to, and the advancement of, India and for which a high degree of training is required? How far do the special needs and the traditions and characteristic powers of India differentiate her requirements in these respects from those of other regions and notably from those of Great Britain?

How far are these requirements met by the University, and how far should it be within the province of the University to meet them?

ANSWER.

Agriculture, technology, commerce, and Hindu Medicine are the callings or professions which, in addition to the ordinary learned professions—law, medicine, and engineering—are necessary for service to, and the advancement of, India and for which a high degree of training is required.

With the increasing keenness in the struggle for existence, and the increasing complexity of economic, social, and sanitary conditions, the equipment of theoretical and practical knowledge indispensable for anyone to carry on successfully agricultural, technological, and commercial pursuits, or the practice of the Hindu system of medicine, is become so large as to render regular academic training in theory and practice absolutely necessary.

Indian soils, Indian climatic conditions, and Indian economic and social environment render special training, suited to Indian conditions, necessary in the subjects mentioned.

In one respect Indian traditions notably differentiate her needs from those of Great Britain and other European countries, and this is the caste prejudice against certain occupations. The caste system, which has done some good, has done this harm that, notwithstanding its relaxation at the present day, it has created in the higher castes, with all their poverty, a prejudice against agricultural, technological, and even commercial pursuits, which is so strong that it can be overcome only if the University takes in hand the training in those subjects, institutes degrees in them, and offers to students the rank of graduates and undergraduates. The University has not yet taken in hand the teaching of any of these subjects, but it is necessary that it should do so.

In regard to Hindu medicine it should be observed that, though according to some it is wrong as a system, it being based upon unproved theories, yet it has discovered remedies which have been effecting cures, and have stood the test of experience for centuries, and the active principles and modes of action of those remedies require investigation according to modern scientific methods; and the study of that system should be encouraged by the University.

QUESTION 7.

- (i) Should the University provide or recognise approved courses of instruction in applied science and technology (including such departments as engineering, agriculture, and commercial science) as qualifying for degrees or diplomas, or both? Should the University also provide facilities for research in these branches of knowledge?
- (ii) Do you think that higher technological training should, or should not, be segregated from other branches of higher education?
- (iii) If, in your judgment, various branches of applied science and technology should be recognised as departments of University teaching and research—
 - (a) what safeguards would you suggest in order to secure that every university student of applied science and technology should also receive adequate training in pure science?
 - (b) what relations should be established between the University and technological institutions including those which have at present no connection with the University organisation?

ANSWER.

- (i) The University should, for reasons referred to in my answer to question 6, provide approved courses of instruction in applied science and technology (including engineering, agriculture, and commercial science) as qualifying for both degrees and diplomas

or licenses. It should also provide facilities for research in those branches of knowledge.

- (ii) Higher technological training should not, in my opinion, be segregated from other branches of higher education, as well in the interests of those branches of education which should be considered equal in importance and dignity to other branches of higher education, as for the sake of overcoming the prejudice of the higher castes of Indian society against agricultural, technological, and commercial pursuits.
- (iii) (a) To secure that every student of applied science should have adequate training in pure science examination in pure science should form part of the examinations for degrees and diplomas or licenses in applied science.
- (b) Technological institutions should co-operate with the University, and the best method of regulating such co-operation would be the affiliation of such institutions to the University in those branches of knowledge in which they give training and the University confers degrees or diplomas.

QUESTION 8.

Are you satisfied with the present conditions of admission to the University of Calcutta and, if not, what changes would you suggest?

ANSWER.

I am not quite satisfied with the present conditions of admission to the University of Calcutta, and I have some changes to suggest. But, before dealing with the changes I wish to suggest, I deem it desirable at the outset to oppose a change which has been suggested in influential quarters, namely, that the matriculation examination, which at present serves as a double test, that is, a test of completion of school education, and also as a test of fitness for admission to the University, should be abolished, and two examinations substituted in its place one a school final examination to serve as a test of completion of school education to be conducted by the Government department of public instruction, and the other a university entrance examination to serve as a test of fitness for admission to the University, to be conducted either by the University or by its affiliated colleges. The main reasons assigned in favour of this change are that the matriculation examination has grown too large to be conducted with efficiency, and that it has failed to serve the double purpose it is now made to serve. The first-mentioned argument is answered by the fact that the establishment of universities at Patna

and Dacca will reduce the bulk of the Calcutta University matriculation examination within proper limits; and the second argument will be sufficiently met if it can be shown, as I think it can, that by suitable changes the matriculation examination may well be made to serve its present double purpose, and thus a duplication of examinations may be avoided to the no small saving of time, energy, and expense. I have dealt with this topic at some length at pages 31 to 43 of my little book, entitled *The Education Problem in India*, to which I would beg leave to refer, instead of repeating what I have said there. And I now proceed to state the changes I would suggest in the present conditions of admission to the University, which will include changes in the matriculation examination scheme.

The following are the changes I would suggest in the conditions of admission to the University :—

- (a) The rule that sixteen years should be the minimum age for admission to the matriculation examination should be abolished. This rule is not only unnecessary, but is mischievous. It is unnecessary because a properly organised and properly conducted matriculation examination will, on the one hand, be a sufficient natural safeguard against immature youths entering the University, and will, on the other hand, prevent the hardship of deserving youths being needlessly kept back; and it is mischievous because it often gives rise to cases throwing

on the University the trouble of entering into delicate investigations as to age, and of sometimes cancelling the results of candidates provisionally admitted to the examination after they have passed, if in the end the investigation as to age proves adverse to them.

- (b) The rules allowing a multiplicity of options in the selection of subjects should be abolished, and the subjects of examination should be :—

- (i) English prose and poetry, text-books.
- (ii) The candidate's vernacular, with an elementary knowledge of its kindred classical language.
- (iii) Mathematics, including arithmetic (the whole) algebra up to quadratic equations, and the progressions, and plane geometry up to properties of similar triangles.
- (iv) Elementary histories of England and India and general geography.
- (v) Elements of physics and chemistry.

And there shall be two papers in each subject.

The importance of the first four subjects is admitted by all. That of the fifth subject also is admitted by all, but some are of opinion that our schools are mostly unfit to teach it properly for want of resources. I think if a year's time is allowed, and a moderate syllabus is begun with, our schools will be able to make a beginning.

The above scheme of subjects, with syllabuses modest and embracing only the broad points of each subject, will afford a common basis of general culture for all students, whatever subsequent careers they may choose. An agriculturist will be none the worse for the little classics he may learn, nor a literary scholar for his little physics and chemistry.

(c) English should be taught with the help of well-selected pieces in prose and verse, pieces that are of cosmopolitan interest; and English grammar should be regularly taught, and not left to be picked up from copious reading.

(d) Subjects other than English should be allowed to be taught, learnt, and examined through the medium of the student's vernacular.

With the foregoing modifications the existing matriculation examination will serve well its double purpose of being a test of completion of the school course, and a test of fitness for commencing the college course. This matriculation course will be a broad basis of general culture for all students: and, though a little too high for low intelligence and a little too low for high intelligence, and, though embracing subjects some of which may not be necessary for all after-careers, it will not impose any needless burden upon any class of students, while it will relieve the teaching agency, that is, our schools, from the undue burden of adjusting their

staff and time-table to suit the multiplicity of distracting, and not always coherent, combinations of subjects, which students choose not so much by reason of their aptitudes, as by reason of the large percentage of passes which particular combinations secure.

A broad general and workable scheme is, I submit, better than a nicely adjusted, but complicated, one. For broad, and not fine, points wear well, and complicated machinery is often liable to get out of gear.

QUESTION 9.

We desire to ascertain the views of our correspondents as to the use and abuse of examinations, with special reference to the educational opportunities and needs of Bengal. Will you favour us with your observations on the following points :—

- (i) Whether, in your judgment, there is validity in the criticism that, in the existing university system, teaching is unduly subordinated to examination ?
- (ii) Whether an attempt should be made to reduce the rigidity of the examination system and, if so whether you consider that the use made of examinations might be varied to meet the needs of different subjects of study and of different groups of students in one or more of the following ways :—
 - (a) the teaching might for certain purposes be defined, as at present, by prescribed examination requirements ?
 - (b) the teacher might be left with a maximum of freedom and the examinations be adjusted to the courses given by individual teachers ?
 - (c) in some particular subjects or sections of a subject, though teaching might be given, there might be no test by a formal university examination ?

(iii) The limits within which examinations may serve as a test of fitness for a specific career :—

e.g.,—the professions of medicine, law, teaching and engineering ; agriculture ; commerce and industry (including the aspects both of management and of scientific guidance and research) ; and administration in the public service.

ANSWER.

- (i) The criticism that in the existing university system teaching is unduly subordinated to examination is valid only to this extent, namely, that the University regulations, by defining the extent of each subject with embarrassing minuteness, and by apportioning the marks to the different heads of language subjects with painful particularity, encourage the idea that teaching should be conducted in all its details so as to make students learn the subjects not in their completeness, but with special reference to the portions specified in the syllabuses, attaching to each portion or head of a language subject importance proportionate to the marks allotted to it. And that idea is worked out to its fullest extent by teachers and professors who teach their pupils not so much to learn their subjects of study, as to learn how to pass their examinations.

The fault lies, therefore, not with the system alone, but with the system and the manner in which it is worked.

- (ii) (a) The rigidity of the examination system should, therefore, be reduced by making the definition of subjects less detailed and more general, and by leaving the apportionment of marks more to the discretion of judicious examiners than to detailed specification by rules.
 - (b) But I do not think it desirable to leave to teachers the freedom of choosing their courses of study to which examinations should be adjusted.
 - (c) In regard to unimportant details of subjects there should be teaching without examination as, indeed, no judicious examiner would think of setting questions on such details.
 - (iii) In regard to professional subjects there should be teaching of details, but examination should be confined to testing knowledge of broad principles only because, in actual practice, very minute details have to be gone into, and they cannot all be expected to be retained in memory.
-

QUESTION 10.

Have you any further suggestions to make as to the improvement of the existing methods of the University examinations?

ANSWER.

My suggestions as to the improvement of the existing methods of university examinations are contained in two of my books, namely, *A few Thoughts on Education*, at pages 189 to 202, and *The Education Problem in India*, at pages 153 to 166, and I beg leave to refer to those portions of the two books as being my answer to this question.

I would only sum up by adding :—

- (a) That it should be borne in mind that examinations must be tolerated as a necessary evil.
- (b) That neither their number, nor their duration, should be increased beyond the limits of strict necessity.
- (c) That they should be intelligently and judiciously conducted, and examiners should not be hampered by too many mechanical rules.
- (d) That no examination should require from examinees reproduction from memory, in the examination hall, of unimportant details of any subject, and that examinations should aim at testing the knowledge and intelligent understanding of the broad principles of a subject.

QUESTION 11.

- (i) Do you hold that English should be used as the medium of instruction and of examination at every stage above the matriculation in the University course ?
- (ii) (a) If your answer to (i) is in the affirmative, do you consider that University students have, on their entrance to the University, an adequate command of English ?
- (b) To what extent do you think that English should be used as the medium of instruction in secondary schools for those students who are being prepared for the matriculation ?
- (c) Are you satisfied with the kind of training now given in English before entrance to the University ? If not, what improvements do you suggest ?
- (d) Would you draw a distinction, both in school and University, between practical training in the use of the English language, and training in the study of English literature ?
- (e) Do you think that the matriculation examination in all subjects should be conducted in English ?
- (f) Do you think that English should be taught to all students during their University course and, if so, what kind of teaching would you advocate for those students whose general course of study may be other than linguistic ?
- (iii) If your answer to (i) is in the negative (i. e., if you think that English should not be used as the medium of instruction and of examination at every stage in the University course above the matriculation), what changes would you recommend, and at what stages in the University and pre-University course ?

ANSWER.

- (i) I do not hold that English should be the medium of instruction and of examination at every stage above the matriculation.

I think that up to the intermediate examination stage option should be given to make the student's vernacular (Bengali and also Hindi and Urdu) the medium of instruction and examination.

Prima facie, the student's vernacular ought to be the medium of instruction and examination in every subject except English, as that would enable the student to learn his different subjects well and easily. English also should be learnt by every Indian student not only for its practical importance in his everyday concerns, but also for the rich literature it contains and the value it has towards furnishing a key to the treasures of the world's thought.

The arguments against making the student's vernacular the medium of instruction are as follows :—

- (A) That that would be less helpful to his learning English.
- (B) That that would involve the inconvenience of his having to learn two sets of technical terms, one in the vernacular and the other in English, for the higher stages at which English must be the medium.

(C) That there are no suitable text books in the different subjects in the vernacular.

The first argument is amply answered by the consideration that the time and energy that will be saved by reason of other subjects being learnt in the vernacular can be devoted, with advantage, to the study of English. The second argument is not of much weight and may be met by English technical terms being retained in vernacular books. And the third argument is answered by the fact that up to the intermediate standard good books are available in most of the subjects in Bengali at least.

(ii) (a), (b), and (c) I cannot say that University students on their entrance to the University have quite an adequate command of English. The deficiency is due to the abolition of text-books in English prose and poetry and in English grammar at the matriculation stage. The teaching of English with the help of good text books in prose and verse and in English grammar should be resorted to.

English should not be used as the compulsory medium of instruction in secondary schools, but it should be left optional with students to use it as a medium. English technical terms should, however, be retained in use.

(d) I would not draw any distinction either in the University or in the school (except in the lower classes) between training in the use of the English language and training in the study of English literature. I think the best training in the use of the English language is that which can be given through the study of such portions of English literature as are of cosmopolitan interest, taught in a well-graduated scale, beginning with simple pieces in prose and verse and rising step by step to pieces of higher standard. The prose and poetical readers compiled under the supervision of Mr. J. E. D. Bethune and published by the School Book Society formed an excellent graduated series.

(e) I do not think that the matriculation examination should in all subjects be conducted in English. In subjects other than the English language it should be left to the option of the candidate to be examined either through the medium of his vernacular or through the medium of the English language.

(f) English should be taught to all students during their University course for reasons stated in my answer to (i), *supra*, and they should all study both English language and English literature (portions of great standard works),

but the philology of the English language should form no part of the course except for those whose general course of study is linguistic.

- (iii) As my answer to (i) is in the negative, I would recommend that history, geography, and mathematics be taught in the matriculation and intermediate stages through the medium of the student's vernacular.
-

QUESTION 12.

Do you think that the University should do more than is now done to encourage the scientific study of the vernaculars of the Presidency? If so, what changes would you advocate?

ANSWER.

To encourage the scientific study of the vernaculars of the presidency the University should do something more than what is now done. It should prescribe vernacular text-books both in prose and poetry, and should examine candidates not merely in style, but also in the subject matter and language of the text-books.

QUESTION 13.

Are there any branches of science or learning not now represented in the curricula of, or not actually taught in, secondary schools in Bengal, and the University of Calcutta or its colleges, which, in your judgment, it is of importance to introduce ?

ANSWER.

In my judgment, elementary physics, chemistry, and also elements of physiology should be taught in secondary schools, and Hindu medicine should be taught in our medical colleges.

The practical importance of physics and chemistry as branches of knowledge, and their theoretical importance as affording mental training and creating accurate habits of observation, are admitted by all. Some knowledge of the structure and functions of the different parts of the human body, whose healthy condition is necessary for efficient education, should also be possessed by every student.

The Hindu system of medicine, with all its errors in its theories, is a valuable depository of remedial agents which have effected cures and stood the test of time for centuries. And such a system is well worthy of study.

QUESTION 14.

What, in your judgment, should be the relations of the Government of India and of the Provincial Government to the University or Universities of a province such as Bengal ?

ANSWER.

In my judgment, the relation of the Provincial Government and of the Government of India to the universities of a province like Bengal should be only like that of an ultimate controlling authority, with power such as every State responsible for the peace of the country should possess of preventing any revolutionary tendency in teaching. Such power should be vested only in the head of the Government ; it should be exercised only in extreme cases for reasons recorded ; and it should produce its salutary effect more by its mere existence, than by its actual exercise. But, in all matters of internal administration, the universities should be independent and free from external interference if they are to exercise their functions efficiently and to enjoy and deserve the respect and confidence of the people.

QUESTION 15.

Do you hold it to be advantageous or the reverse ;

(a) to the public services,

(b) to the students,

(c) to the progress and advancement of learning,

that University examinations should be regarded as the qualification for posts under Government ? Would you advocate the practice, adopted in many other countries, of instituting special tests for different kinds of administrative posts under Government ?

ANSWER.

I "hold it to be advantageous"

(a) to the public services,

(b) to the students,

(c) to the progress and advancement of learning,

that university examinations should be regarded as the qualification for posts under Government because the attainment of high university degrees and distinctions is the best test of general intelligence and steady diligence, and the employment of young men with such degrees and distinctions is calculated to secure for the public services the best men, to secure for students the best patronage, and to secure for the progress and advancement of learning the best encouragement next to special fellowships for research. For different kinds of administrative posts supplementary examinations in

special subjects may be held, if necessary. There is only one class of students for whom the above method of appointment would be disadvantageous, namely, intelligent students who, for want of steady application or lack of general intelligence to master every subject, are unable to obtain good university degrees, but who can compete successfully at special examinations. For the benefit of this class of students it may be desirable perhaps to adopt a middle course, and to reserve half the number of available posts every year for them, to be awarded on the result of special competitive examinations, reserving the other half for distinguished university graduates.

QUESTION 16.

What steps would you recommend for the encouragement and stimulation of independent investigation into Indian and other problems among the alumni of the University? Do you hold that the chief root of such work must be the existence of a wide-spread and genuine intellectual curiosity among the students? Do you consider that the existing system creates and develops such curiosity?

ANSWER.

"For the encouragement and stimulation of independent investigation into Indian and other problems by the alumni of the University" I would recommend the establishment of research fellowships and prizes in Indian economics, Indian agriculture, including Indian textiles,

Indian zoology, including Indian pisciculture, sericulture and entomology.

The existence of genuine intellectual curiosity among students is necessary for the success of any such scheme. I regret to say that the existing system does not help much to create or develop such curiosity. The reason for it is that the existing system, with its long and ambitious courses of study, is so exacting in the amount of book learning it requires as to leave insufficient time to the student for independent thinking, intelligent observation, and initiative work. We should reduce the length of our courses of study so as to reduce the time for reading in order to leave time for thinking.

QUESTION 17.

Do you consider that the conditions under which many students live

(a) in Calcutta,

(b) elsewhere in Bengal,

are such as to undermine traditional morality and family ties, or to be deleterious to the character or physical health of the students? If so, to what causes do you attribute this, and will you suggest the steps which, in your opinion, should be taken to secure for the students wise guidance in matters of moral principle and of personal hygiene, protection against injurious influence, fuller opportunities for physical exercise and training, and the discipline and comradeship of corporate life?

ANSWER.

I "consider that the conditions under which many students live in Calcutta and elsewhere in Bengal are

such as to undermine traditional morality and family ties," and "to be deleterious to the character and physical health of the students."

The causes to which I attribute this are many, some operating directly and openly, and others indirectly and insidiously ; and the chief among them are :—

- (a) The gradual weakening of religious faith and spiritual culture, resulting from the attaching of undue importance to material science and secular intellectual culture to the utter neglect of religious and moral education.
- (b) The decadence of ascetic discipline and habits of self-abnegation and forbearance resulting from the attaching of undue importance to physical comfort and pleasure in students' hostels and messes, which not unfrequently makes students hate their humble homes.
- (c) The contaminating effect of bad examples around uncorrected by any strong counter influences for good.
- (d) The want of respect for elders and teachers due not infrequently to elders and teachers not conducting themselves so as to command respect.
- (e) The insidious but inevitable undermining of morality by slips intentionally committed to evade hard and unreasonable rules.
- (f) The spirit of opposition to authority and intolerance of control engendered by harsh and unsympathetic treatment from superiors.

- (g) The reading of unhealthy, but attractive literature.

To remedy the evil, the steps necessary to be taken are :—

- (i) To make arrangements for non-denominational religious teaching and practical moral training, that is, moral training including practical supervision of conduct, encouragement of good conduct, and rectification of bad conduct.
 - (ii) Appointment of men of high character and intense earnestness as teachers and superintendents of hostels and messes.
 - (iii) Abolition of harsh and hard rules in the management of hostels and messes, and substitution of sympathetic treatment of students.
 - (iv) Reduction of standards of undue comfort in hostels and sympathetic encouragement of ascetic discipline consistent with health.
 - (v) The opening of institutions like the Calcutta University Institute to which students may resort for healthful games, healthy reading, and moral improvement by contact with men of light and leading.
-

QUESTION 18.

What is your experience as to the health and physical development of students during their University career in Bengal? Have you any reason for thinking that the present system imposes an undue physical or mental strain upon students who are not exceptionally robust? If so, please suggest remedies.

ANSWER.

The health and physical development of students during their university life in Bengal in many instances suffer, I have reason to think, from an undue physical and mental strain. The physical strain is caused by unsuitable time tables which colleges have to make to suit the multiplicity of optional combinations of subjects allowed by the regulations, and by the exacting rules of attendance at lectures. And the mental strain is caused by the undue lengths of the courses of study prescribed.

The remedies I would suggest are to reduce the number of options in the selection of subjects, to abolish, or reduce, the percentage of attendance at lectures, and to reduce the lengths of the courses of study prescribed.

QUESTION 19.

Will you contribute any suggestion arising from your experience regarding the organisation of residential arrangements for students, including hostels, messes, and lodgings?

In regard to hostels and 'attached messes', will you discuss especially—

- (a) the relation of these institutions to the University, as well as to the colleges ;
- (b) the functions and status which you would give to the superintendent ;
- (c) the methods of management, control, and inspection ;
- (d) the proper equipment of a hostel, including kitchen and dining-room arrangements ; provision for the treatment of illness, library facilities, etc. ;
- (e) the best size for hostels ; and
- (f) the desirability of their providing tutorial assistance ?

In dealing with these problems, we beg that you will have careful regard to what you deem to be financially practicable.

ANSWER.

My suggestions with regard to hostels and messes are :—

- (i) That there should be more messes, the internal management of which should be left to the students under proper supervision, so as

to give them training in the management of their own affairs, and there should be fewer hostels, which only serve to bring up their boarders as hot-house plants under a high standard of living, and unprepared for the world outside.

- (ii) That the functions of the superintendent, who should be a person of high character, should be like those of a natural guardian of the boarders.
- (iii) That the management should be left in the hands of the boarders in groups, by rotation.
- (iv) That there should be free tutorial assistance rendered by the more advanced boarders to those less advanced.

QUESTION 20.

Do you consider that the financial resources already available for higher education in Bengal are employed in the most economical way? If not, with a view to the strengthening and expansion of higher education, can you suggest some form of University organisation which, while securing economical administration, would make a more powerful appeal for support from private liberality as well as from public sources?

ANSWER.

Not having had any occasion to consider this matter I am sorry I am unable to throw any light upon the question.

QUESTION 21.

Have you any suggestions or criticisms to offer with regard to the proposal that the University (and such of its constituent colleges as may desire) should be removed to an easily accessible site in the suburbs, with a view to facilitating—

- (a) an expansion of the activities of the University ;
- (b) the erection of suitable buildings for colleges and residences for teachers and students; and, generally,
- (c) the growth of corporate University life.

ANSWER.

With all respect for the influential opinion in its favour, I feel bound to say that I am decidedly opposed to the proposal that the University (and such of its constituent colleges as may desire) should be removed to an easily accessible site in the suburbs for the purposes mentioned in the question. And the reasons for my opposition are shortly these :—

- (i) An accessible and healthy site of sufficient extent in the suburbs will be difficult and expensive to obtain.
- (ii) The proposed change will, I fear, be viewed by the Indian public as being more for gratifying a desire for luxury than for supplying an actual want ; and anything which savours of,

or may be mistaken for, luxury, will ill accord with the poverty of the country and with its austere and ascetic, but beneficent and lofty traditions, especially in the field of education.

- (iii) The proposed change will involve lavish waste of money in the abandonment of existing sites with all their costly superstructures.
- (iv) The proposed change will add a little to the comfort and convenience of mofussil students, but it will add much to the discomfort and inconvenience of Calcutta students, who now attend college from their own homes, but who will after the change have to live the life of boarders in hostels, which, under the best arrangement even, will be but a poor substitute, both as regards comfort and discipline, for life at home under the care of parents and other near relations.
- (v) The proposed change will in no case effect a complete or even a sufficient centralisation of educational institutions, as neither the Calcutta Medical College with its extensive hospitals, nor the University Law College with its staff drawn mainly from the High Court Bar, nor the Sir Tarak Nath Palit Science College with its palatial buildings, nor colleges like the Vidyasagar, the City, and the Ripon, with their costly buildings, will be able to follow the change.

- (vi) The purposes for which the change of site is proposed may be served, though in a modest measure, without any such wasteful change. And if the growth of corporate University life of the entire body of students, by their complete separation from home and the rest of the world, and their seclusion in the quiet of a University retreat, is not secured, we need not regret the result very much, because happy as a quiet University hostel life may be, it is insufficient training for the world outside the college walls with its troubles and turmoils which have in the end to be faced, and because the mingling of hostel boarders with even a handful of homeliving students who serve as a salutary leaven, is calculated to make the student community better fitted to be citizens of the world than they would be if brought up in the utter seclusion of University life.
-

QUESTION 22.

To what extent do you consider that the needs and interests of particular communities should be specially considered :—

- ⟨a⟩ in the Government of the University,
- ⟨b⟩ in its courses of study, and
- ⟨c⟩ in its residential and other arrangements ?

ANSWER.

Excepting matters relating to denominational religious instruction and residential arrangements no other matters occur to me in which the needs and interests of particular communities require to be specially considered. Within the sacred precincts of the temple of learning all votaries should receive equal treatment and none should claim any special favour.

QUESTION 23.

- ⟨i⟩ Are there any points in which your answers to the foregoing questions would be different in respect of the needs of men and of women ?
- ⟨ii⟩ To what extent, and in what fields, are additional and special facilities for higher education required for women ?
- ⟨iii⟩ What are the peculiar difficulties and needs which affect the higher education of women in India.

ANSWER.

- (i) There are three main points in regard to which my answers to the foregoing questions would

be different in respect of the needs of men and of women, namely,

- (a) The subjects to be taught, which should include those the study of which will impart knowledge or skill which will be useful to females in playing the part assigned to them by nature in their domestic and social spheres.
- (b) The institutions for teaching, which, in the case of females, should be schools and colleges established exclusively for them.
- (c) Rules relating to the residence of students, which, in the case of females, should be largely relaxed.

(ii) I do not think that any additional or special facilities for higher education are required for females by reason of any peculiarity in their mental constitution, which, if anything, gives them advantage over males. And my limited experience leads me to endorse fully what the Sanskrit poet says :—

“To gather knowledge men must strive,

And over many volumes pore ;

But favoured women all their lore

With ease through Nature's grace derive.”

- (iii) The *xanana* system and early marriage are institutions which create difficulties in the way of the higher education (as ordinarily understood) of women. But they serve

useful purposes in their own way, and, rightly regulated, they have their fair side, and help a higher training, spiritual if not intellectual, which has made the Hindu wife and the Hindu mother, 'when pain and anguish wring the brow,' the 'ministering angels' that they have been.

ORAL EVIDENCE.

The witness amplified the suggestions brought forward by him in the memorandum below.

Improvements in the systems of primary and secondary education are necessary as groundwork for improvement in the superstructure of university education. The faults, which require to be corrected and which produce evil effects of an enduring nature, are the following :—

- (a) The introduction of subjects of study which are beyond the capacity of students at the stage of their progress at which they are introduced,— especially science subjects, as distinguished from simple nature study or easy lessons on things, which should certainly be encouraged and insisted upon to exercise the powers of correct observation.
- (b) The use of text-books entering into details and principles beyond the capacity of the students at the stage of progress they have attained.

- (c) The imposition of home work of quantity and quality which is beyond the capacity of students to perform, which necessitates the work being done not *by* them with reasonable aid, but *for* them by their private tutors, and which fails entirely in its educative effect and engenders the demoralised habit of dependence on the private tutor and the despondent feeling of helplessness without his aid, to say nothing of the deleterious effect of it on the health of the boys.
- (d) The practical transformation of the school into a daily *examining* board, examining work imposed, instead of being a teaching agency to impart instruction to, and evoke the mental powers of, students.

The university regulations require attendance at 75 per cent. of lectures both at the under-graduate and post-graduate stages, and no deficiency of even a small fraction can be excused except by the Senate on the recommendation of the Syndicate and the college authorities. A rule so rigid has led to most culpable and demoralising attempts at evasion by what is known as attendance by proxy. The rule should either be abrogated altogether, and lectures left to attract attendance by their intrinsic merit, or the minimum should be reduced to 50 per cent.

Improvement in the courses of study by reducing their quantity which makes thoroughness of study unattainable, and by leaving out unsuitable books, such as books of

criticism of authors very few of whose works have been read by the students, and diffuse and verbose text-books.

Discouragement of the use of keys and abstracts, and encouragement of and insistence on the making of abstracts and summaries of text-books by the students themselves.

Improvement in the system of examinations by discouragement of the setting of questions too minute or too difficult, except one or two in each paper for the purpose of discriminating candidates of superior merit from those of average merit. As a rule, only such questions ought to be set as will test the candidates' knowledge of the broad principles of a subject. It is a lamentable waste of time and energy to make examinees encumber their heads for purposes of the examination hall with loads of learned lumber which prove of little avail in later life.

Unsuitable school books.—Reference was made to certain school books used in schools with the approval of the text-books committees which were unsuitable and beyond the capacity of the boys concerned. Specific instances were given.

Excessive school work.—The quality and quantity of homework expected from the pupils by the school authorities are excessive. In consequence, the schools are becoming examining bodies to a greater extent even than the Universities. The primary function of the school now apparently is to examine the work done by the pupils at home. So much is this the case that there is very little class teaching in the schools. The health of the pupil, therefore is being undermined and a taste for reading and real study discouraged. The

work at home is often done by a private tutor instead of by the pupils themselves. Though the majority of boys at school are drawn from the poorer middle classes, about 30 per cent. of them are obliged to have private tutors. In practice, if a guardian has the means he employs a private tutor; and those who are unable to have private tutors cannot complete their work satisfactorily. The practice of employing private tutors is of recent growth and was unnecessary in the olden days when different conditions prevailed. Practically almost every teacher supplements his income by private tuition. The fees for private tuition are generally greater than the school fees. The best solutions of the difficulty would be to reduce the home work, and to raise the pay of teachers so that they could not have the opportunity, and would not be under the dire necessity of undertaking private tuition.

Training of teachers.—No great improvement in school methods can be expected from the expansion of training facilities for teachers. The trained teacher is apt to become mechanical. Intelligence and natural love of teaching are of greater importance than training. A good teacher will try to relieve his pupils from the difficulties which he himself experienced as a boy at school. Great care, therefore, should be taken in the selection of teachers. Improvements should be made in the methods of training teachers so that they should not become mechanical. If this were done the study of proper principles of teaching might conveniently be included in the University course.

Rigid attendance at college.—The college students have attained sufficient maturity of understanding to know their own requirements. The imposition of hard mechanical rules in regard to attendance at lectures drives students to lamentable and demoralising dodges to overcome the regulations. The Syndicate and Senate have sometimes acted harshly in refusing *bona fide* petitions from students who have not attended a sufficient number of lectures in accordance with the regulations. Students should belong to colleges, for even the worst college has disciplinary value, but compulsory attendance at lectures should not be enforced. The professor would improve the value of his lectures if he knew that the number of his listeners depended upon the quality of his teaching. Inefficiency should not be propped up by artificial means. The main fault of this compulsory system of attendance at lectures is that the number of lectures being excessive the students are apt to sit in apathy while the discourse is being delivered; and, in addition, much valuable time of the Senate and the Syndicate is wasted in disposing of applications for dispensing with the rule of attendance in numerous cases. This rigid attendance at lectures was imposed by the Legislative Council at the time when the last Universities Act was passed. The majority of the Council had not sufficient confidence either in the members of the college staff or in the students.

Courses of study.—The courses of study are too long and especially those in Sanskrit and Mathematics,

The selection of books has been much improved during recent years.

Keys and abstracts.—The practice of memorising dictated notes and text-books by students is almost universal. The amount of labour involved is enormous, but the benefit is *nil*. The professors should insist on each student making his own summary. The student should remember that elaboration is not condensation. For the better understanding of this principle, logic should be a compulsory subject of study in the intermediate course. It would be well if boards of studies made it a rule that the authors of “keys” be not appointed examiners. Professors should do everything in their power to prevent students from using “keys.” Examiners should be required to insist that candidates answer the question papers in their own words. The examination questions should be so framed as to discourage cram, and insistence on an excessive knowledge of detail should be avoided. The present system of examinations in Bengal is a serious evil.

Improvements in the administration of secondary schools.—Private initiative and enterprise should not be checked by a Government department. In the absence of any other organised body the University should undertake the recognition of schools, but it might be conducive to better supervision if a special committee of the University were appointed for this work. The University represents public opinion, Government and other interests, and therefore is a

suitable body to undertake the supervision of schools. The constitution of district sub-committees to assist in the work would be beneficial.

Second-grade colleges.—The witness had found no reason for changing the opinions expressed by him in his minute of dissent to the report of the Universities Commission in regard to second-grade colleges. As there are more students reading for the intermediate than for the B. A., more institutions are needed for the former than for the latter, Second-grade colleges, therefore, serve a useful purpose. These colleges should not be relegated to high school work, nor should high schools be encouraged to undertake the intermediate work.

Agricultural, industrial and commercial training.—

Sir Gooroodass referred to the necessity and possibility of the University providing such training. The University has recently, recognised the necessity of undertaking such work. The new subjects will be taught in the Government Commercial Institute and other places. The University sub-committee has hopes that certain business firms will take in apprentices. A model farm has been offered for the purpose of agricultural training.

Religious and moral instruction in schools.

Copy of a letter to the Commissioner Presidency
Division dated 22nd August 1912.

1. I have the honour to acknowledge the receipt of your letter dated 8th August 1912 on the question of religious and moral instruction in schools and asking for an expression of my views upon that question.

2. In reply I beg to state below my views, first on religious instruction and secondly on moral instruction.

3. Though I do not join in the common cry against secular education as being responsible for discontent, unrest and sedition but on the contrary I freely admit the beneficial effects of pure intellectual education and fully appreciate the blessings derived from the education given in our schools and colleges, I still feel bound to press on the attention of all educational authorities the importance of religious education as necessary for the full development of character and for the complete conquest of *egoism* (the ultimate cause of all conflict between race and race and man and man) by *altruism* (the only source of peace on earth and goodwill to man). Moral education may serve the same purpose to some extent but not fully for Ethics may not look up to a Governor of the universe, it may not look forward to a state of existence beyond human life. If it does, moral education becomes so far identical with religious education. If it does not, then the motives

of action which it can call into play will be limited by what man can do to man on this earth, a limitation within which it is not possible to reconcile all conflict between man and man and to make the perfect happiness of each compatible with the perfect happiness of all.

4. Another reason, why religious (and the same-thing may be said of moral education) education is necessary in our schools at the present day, is that the high pressure life of modern society leaves very little time and opportunity for such education at home, and the greater spiritual truths are likely to be altogether neglected by reason of the lesser temporal truths more obtrusively demanding attention in the daily affairs of life.

5. I should here state that the religious education I have in view does not consist in instruction in dogmas and rituals, about which religions differ, but it is the inculcation of the great truths, that there is an intelligent moral Governor of the universe and that there is a state of existence after death, truths which are accepted by almost all the great religions of the world and the training of boys to mould their lives in a manner such as belief in those truths requires.

6. The scope of religious instruction being limited as stated in the preceding paragraph (to make the imparting of it practicable) the next question is, how to impart such instruction in our schools.

It is not desirable to ask Government to depart from its wise policy of religious neutrality, so that as regards

Government schools we must be content with having a permissive rule like the one in the Education Code of the United Provinces (referred to in the India Government letter) allowing "religious instruction for one hour a week to the children of parents who desire it through an instructor agreed upon by the parents, provided that the Headmasters have no concern in the matter save the granting of the permission at the parent's wish to pupils to attend the classes and their punishment should they absent themselves therefrom".

Aided schools which have their own Governing bodies and are maintained not exclusively by Government money should, like unaided schools, be left free to make their own arrangements regarding religious instruction provided that no pupil is required to attend a religious class if his guardian expresses a contrary wish and provided also that every religious teacher is enjoined not to speak irreverently of any religion.

7. Short and simple religious text books embodying lessons on the lines suggested in paragraph 5 should be prepared and approved by representative committees to serve as guides for religious teachers and to prevent their teaching treading upon doubtful and debatable ground.

With the precautions and within the limitations indicated in this paragraph and paragraphs 5 and 6 the imparting of religious education will, it is hoped, be free from the difficulty generally apprehended.

8. Moral education in schools which is equally necessary for the reason stated in paragraph 4 involves less practical difficulty and should therefore be imparted more freely.

9. In regard to moral education no distinction should be made between Government and non-Government schools. Nor should the imparting of moral instruction be made optional. All schools should be required to provide for moral instruction and all pupils should be compelled to attend the classes for such instruction. Moreover teachers should be encouraged to dwell upon the moral bearing of all lessons whether literary or scientific.

10. Suitable moral text books should be prepared in the different vernaculars embodying well selected precepts and examples.

In the compilation of moral text books for Indian students valuable materials may be obtained from Muir's metrical translations from Sanskrit Literature.

11. It should be borne in mind that morality should not only be *learnt* but, what is still more important, should also be *practised*. The learner has to perform exercises in literature and mathematics and he must go through exercises in morals also. In fact he performs exercises in morality daily and hourly in his conduct in life, whether his moral teacher sets them or not and he performs them often correctly but not unoften incorrectly also. The only difference between these exercises and those in other subjects is that the moral exercises are more difficult and delicate things

to correct. But though the work is difficult and delicate it must be done for if the pupils' errors in morals are not corrected early he falls into the habit of committing moral slips just as he is liable to contract the habit of committing errors in pronunciation and spelling if his bad accent or bad orthography is not corrected in time. The moral slips of a pupil should be corrected not only by the moral teacher, but by every other teacher within whose cognizance they are committed. They should be dealt with gently but strictly, in a loving spirit but with a firm determination to correct. Much will depend upon the personal influence of teachers. It is not easy to find teachers capable of exercising beneficial personal influence; but the difficulty may be removed if attention is paid towards developing their moral fitness for their work as is given for making them intellectually fit to teach their different subjects.

Speech delivered as Chairman at the Ram Mohun Roy Anniversary

Held at the City College on Friday the 27th September, 1889.

After the very eloquent and instructive address that you have listened to, and in view of the falling shades of night, it will be wrong on my part to detain you long. Nevertheless, I fear I shall be deemed wanting in my respect for this meeting if I were not to say a few concluding words before bringing the proceedings to a close. First of all, I must, on behalf of this meeting, give my most cordial thanks to the learned speakers who have entertained you by their most instructive addresses. These addresses, to my mind, possess something more than a mere temporary value: they furnish matter for deep and serious reflection. They also indicate that when men of the distinction of the several speakers who have addressed you—men representing different sections of the community—take such a life-long interest and write so cordially in doing honour to the memory of Raja Ram Mohun Roy, the work of wisdom which he inaugurated is sure to proceed steadily on. Turning now to the immediate subject of our discourse, the thing that most forcibly strikes one is the versatility of Ram Mohun Roy's genius. He is generally known as a great religious reformer; but as you have been told by the several speakers who have preceded me, there was not one single important question—

be it one in law, in politics, or in education—in which he did not take a most leading part. His two essays—one on the rights of the Hindoo female, and the other on the rights of a Hindoo over ancestral property, which you will find in his collected works—show at once his deep erudition as a lawyer and his broad views as a jurist; and it is to the latter of these two essays that is due in no small measure the advanced state of the law relating to the free alienability of property in Bengal. The concluding paragraph of that essay, notwithstanding the lateness of the hour, I would ask permission to place before you: it is well worthy of Ram Mohun Roy, and will do honor to any lawyer or any jurist in the country. Every one who belongs to the profession to which I have the honor to belong will perceive here the rudiments of that discussion, which in the writings of Sir Henry Maine, have shed such lustre over his name. And Ram Mohun Roy was no professional lawyer. In matters of politics his petition against the Act regulating the Press, and the evidence given by him before the Select Committee of the House of Commons, bear ample testimony to the value of his labours, and I would recommend those writings to everyone of my countrymen, to study as texts for everything else that they may learn in politics and law. In matters of education, you have already been told of the immense work that Ram Mohun Roy did. It is to him that we owe the early progress of English education in India, and, though in his letter to Lord Amherst, to which reference has been made, he may be

accused of not having paid all due compliment to the ancient literature of his country, yet every one must feel the justness of his remark, that mediæval Sanskrit learning must bear the reproach that has been laid at the door of the learning of schoolmen in the days before Bacon. In matters of religion, no doubt, every allowance must be made for diversity of opinion. But one thing, I believe, we all will be agreed upon—all sects, whether orthodox Hindoos or progressive Brahmos, whether Mahomedans or Christians—that to Ram Mohun Roy is due the credit of forcibly pointing out to learned Hindoos that religion does not require one to be a *jogi*, a *suttee*, or to go to the forest, but that home and society are the best surroundings of appropriate worship. A mind so great, a heart so large, could never have been without its charms : and Ram Mohun Roy, though he was greatly in advance of his countrymen, was nevertheless not isolated from them—nay, not from the meanest of them. Though there was opposition, and much bitter opposition, to his religious views, of which he now and then complains, I think I can justly say—and I have some evidence for saying that—even the most orthodox amongst his countrymen, even his greatest opponents had respect and admiration for him. I have had the pleasure of hearing a late distinguished Pandit, a Hindoo of the orthodox school, speak of Ram Mohun Roy, and he spoke of Ram Mohun Roy's towering intellect and his graceful commanding presence in terms of admiration so glowing as vividly to recall to my mind the eloquent lines of Kalidasa :—

"His mighty soul swelled from the vale like a towering hill."

If that is the tribute of respect paid to his memory by one who was orthodox to the backbone—by one whose mind was not then a young growing mind, but whose mind had been imbued deeply with the prejudices of his time—we may well imagine the true greatness of the man that inspired those words. Since the days of Ram Mohun Roy, full fifty years and more of ceaseless intellectual activity have passed away, and yet the writings of Ram Mohun Roy appear as fresh and as instructive as when they were first written in those days of ignorance. The truth is that Ram Mohun Roy was one of those great missionaries whom Providence in its benign dispensation sends to us from time to time to dispel the darkness of ignorance and superstition and prejudice, when these become intolerable; one of those luminaries that shine long and steadily, and never lose their primal glow, though we may be looking at them through long vistas of by-gone years. To focus and concentrate by reflection from clear discourse the light which the genius of Ram Mohun Roy has shed in his country is one of the objects of this gathering. May that light never grow dim, but ever grow brighter and brighter, to lighten us in our path of piety and progress! May the life of Ram Mohun Roy remind his countrymen that they can make their lives sublime and well may they venture to do so, reading the text of the page in the light of the forcible commentary upon it by my learned friend

opposite. And may we, guided by that sentiment and guided by that light, as time rolls on year after year, be enabled to offer to his sacred memory the only acceptable offering of some satisfactory account of our national progress, material and moral.

The Hon'ble Dr. MOHENDRA LALL SIRKAR said :—Gentlemen,—I dare say you will permit me to do the most pleasing duty of this evening, namely to propose a cordial vote of thanks to the Chairman of this meeting. I need hardly tell you, gentlemen, that you could not have found a better, worthier chairman than the Hon'ble Justice Gooroo Dass Banerjee. I am not going to make any comparison, but as you have heard of the versatility of the late Raja Ram Mohun Roy's genius, I may equally say of our present chairman, that he is not less versatile in his acquirements, not only as a lawyer in which he has won the highest distinction in this land, but in his other acquirements, even to the extent of pouring deeply into the highest mathematics, he is one of our worthiest members. In connection with the versatility of the late Raja Ram Mohun Roy, I hope I shall be permitted to take this opportunity of saying that it is a matter of great rejoicing that he should be claimed by all sections of the community as a man who ought to be admired. Gentlemen, while it is a matter for rejoicing, I must at the same time raise my warning voice that we should not lose sight of the great central truth to the propagation of which the late Raja Ram Mohun Roy devoted his whole life, and that was, the unity of the Godhead. The great aspiration of the late Raja Ram Mohun Roy was to enable the human mind to acquire the highest truth which it was capable of acquiring, and that was to have a just, correct, and true idea of the unity of the Godhead. I need not dwell and dilate upon the various reforms which he inaugurated, those reforms are going on rapidly enough. But I must say—and say with the greatest regret—that the greatest reform at which he aimed, namely, to instruct his countrymen in the unity of the Godhead, has not made adequate progress. Of course you will rejoice at the establishment of Brahmo Somajes throughout India as evidences of the progress of the great central truth which the late Raja Ram Mohun Roy tried to inculcate, but compared with the masses of this country, who are deeply ignorant of the very fact of the unity of the Godhead, these various churches are but infinitesimal drops to propagate that noble idea. We have not done sufficient to propagate this idea and to do real homage to the Raja. With all our boasted education, we are, gentlemen, practically atheists, and, if I may be permitted to use the very strong language of the Raja himself, if atheists, we are scarcely better than beasts. I am an outspoken man, and may be blamed for making these remarks, but still, when I recollect what the late Raja Ram Mohun Roy did for the

< 2 >

The anniversary of Raja Ram Mohun Roy's death is a solemn occasion which must awaken in every mind earnest thoughts as to what progress we have, since his time, been able to make in the fields of religious, social, political and educational reform in everyone of which the great reformer laboured with such indomitable courage, untiring perseverance, and disinterested zeal for his country's good. I do not wish to detain you with any lengthy expression of my poor thoughts upon all these matters. I shall make only a few brief observations upon the last of them namely the progress of education, a matter which must effectually influence progress of every other description.

The great educational controversy that engaged the attention of the Government and the public in the days of Ram Mohun Roy, shortly after the establishment of the Hindu College, was that between Orientalists who were opposed to English education and insisted on the study of oriental languages, literature, and philosophy, and the Anglicists who were for English education. It was in connection with this controversy that Raja Ram Mohun Roy addressed the memorable letters to Lord Amherst advocating English education and it is to his advocacy that we are largely indebted for the encourage-

abolition of idolatry, and what we have since been doing towards the same object, I must say that we cannot congratulate ourselves upon our energy. With these few remarks I propose a cordial vote of thanks to the Chairman for the able manner in which he has guided this meeting.

ment given by the State to English education. Whilst gratefully acknowledging our obligations to Raja Ram Mohun Roy and to our Rulers for the blessings of western education, we cannot help expressing our regret that Government should be thinking of gradually withdrawing its support from the higher colleges. Though western learning is no longer an exotic plant here but has taken deep root in the soil and though it will continue to grow without the sunshine of State encouragement, yet I venture to think that the maintenance of first class colleges at the principal cities of the Province as models for other institutions is a duty which the State owes to the people just as much as the imparting of elementary education to the masses. And one of the many bonds that attach the people of the country to the British Throne is the blessing of liberal education.

In his letter to Lord Amherst referred to above, Ram Mohun Roy speaks of Oriental learning in terms of unmerited disparagement, which might puzzle and pain his countrymen to see that a man of his genuine patriotic feeling should have said what he did say. There seems to me however, to be a simple explanation of this. Sanskrit learning, whilst grappling with the great problems of metaphysics and theology with such success as is possible for finite intelligence to achieve in its endeavour to grasp the infinite and with such depth and acuteness as has called forth the admiration of Schopenhauer and Maxmuller, devotes itself exclusively to the contemplation of the spiritual side of

the Universe to the utter neglect of the material. This abnormally undue attention to one side of the universe even though it was the superior side could never have been in accordance with the will of the Author of the universe. A reaction in favour of material nature was inevitable, and the powerful intellect of Ram Mohun Roy gave the necessary initial impulse to restore harmony between physical and metaphysical knowledge and in doing so he as a reformer and an enthusiast rated the latter as far below its legitimate value as it had aspiringly rated itself above.

There was another reason for Ram Mohun Roy's disrespect for Hindu metaphysics. Metaphysical and theological dogmas not being capable of exact or experimental proof rest for the most part on authority. Now legitimate respect for authority is no doubt a characteristic of a well regulated mind; but this respect in the days of Ram Mohun Roy had degenerated into abject servility and it was his mission in this province to liberate reason from the tyranny of authority; and in the fulfilment of that mission he naturally showed intolerance and disrespect towards a system which had led to the thralldom of reason. The result has been the emancipation of reason, the assertion of individuality and progress in the study of physical and natural sciences.

The study of English has made that language the common language of the different races of India; and this it is more than any thing else that has made it possible for men from different parts of India to

meet on a common platform and discuss questions of general interest. Then again the study of English has enabled Bengali authors to combine in our national literature the exuberant pathos and the gorgeous imagery of the East with the stern sentiments and the sombre grandeur of the West.

All this no doubt is good, very good. But few things are unmixed good, and under mysterious laws of progress and change few things, left to themselves without the continual application of correctives, steadily tend towards good. The emancipation of reason from the tyranny of authority has often led to its subjection to the more insidious tyranny of conceit; the assertion of individuality has made us in many cases more selfish, and the study of the material world has not infrequently made us forget our spiritual greatness.

The study of the English language and English literature (except so much of it as is of universal interest and not peculiarly English) has engendered a spirit of imitation inimical to the development of boldness and originality of thought. The reaction which the influence of Raja Ram Mohun Roy brought about is now in some respects working beyond the normal point of progress and stands in need of gentle corrective reaction. It should be our aim now to free reason from the thralldom of conceit; to reconcile individuality with self-abnegation when duty requires it; to leaven largely the knowledge of physics with that of metaphysics and to impress on the student the truth that though in our relations with things around us physical knowledge

and material progress are necessary and useful, in our relation with things above, spiritual knowledge and spiritual progress paramountly demand attention.

Let us by all means increase and improve our patrimony of spiritual progress with material progress of the west ; only we must be careful not to exchange the one for the other ; for then it is certain that the exchange will be to our disadvantage much more than the ruinous monetary exchange is at the present day.

I shall conclude these few remarks with a wellknown text recited in anniversaries of deaths when celebrated in the Hindu style.

দাতারো নোহভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততির্যেব চ ।

শ্রদ্ধাচ নো মাব্যগমং বহুদৈয়ঞ্চ নোহস্থিতি ॥

“May generous natures in our midst increase,
And sacred knowledge and progeny grow,
May never steady faith from us depart.
May we have much on others to bestow.”

< 3. >

In welcoming you to this, the first public meeting of the Ram Mohun Roy Club, I ought to say a few words explaining the aim and objects of the club and the circumstances under which it was established.

A little more than a year ago, after the close of the anniversary meeting before the last, held in honour of Raja Ram Mohun Roy, the promoters of that meeting encouraged by the growing interest which the life and writings of Ram Mohun Roy were awakening in the

public mind resolved upon establishing a club to be called after his name, which should meet once a month and humbly and steadily endeavour to carry on in such ways as its limited means enabled it to do the work he had undertaken of furthering the intellectual, moral, and religious wellbeing of this country.

The name of Ram Mohun Roy is so dear to India and is intrinsically so great that it will be sure to exert a most salutary influence on any association known after that name. Even the most superficial student of his life and writings cannot fail to be struck by the loftiness of his towering intellect and the greatness of his noble soul. If you wish to be able to write good English or good Bengali and to wield your pen for the good of your country, notwithstanding the progress of education since his time, the powerful and impressive though sometimes quaint style of Ram Mohun Roy will serve as excellent models. Do you wish to learn to think for yourselves? You cannot have a better teacher than the thinker who years before western education and culture had, made any progress in this country, anticipated you in enunciating all the measures of reform that you are now able to formulate. Are you anxious to endeavour to follow the sublime precept of the Gita relating self-abnegation and *Niskama Dharma*? You cannot have a better example before you than that of one who though undoubtedly the greatest man of his day among his countrymen used to subscribe "as one wanting in due observance of duty and therefore full of remorse" and who declined the high honour

of being a member of the council of Education though unquestionably the fittest person to be on this council and offering to do all the work attaching to the office. The name of such a man must remind us of our duty to our countrymen and must exhort us to forget our petty differences, our indolence, and our apathy more powerfully than the most eloquent appeal can do.

Animated and sanctified by that great name, guided by his noble example, above all, relying upon the grace of Him who is the giver of all that is good, this club will endeavour to the best of its humble power to do all it can for the intellectual, moral, and religious well being of this once great country.

Religion was one of the things that was uppermost in Ram Mohun Roy's mind and meet it is that the life of a religious teacher, Ekanath of the Deccan, should form the subject of the lecture at the first public meeting of the Ram Mohun Roy Club.

< 4 >

I have great pleasure in taking part in the proceedings of this meeting. It has been well said by a great writer, "He who opens a school closes a prison." I may add "He who opens a public Library and reading room closes many an objectionable place of resort that leads to a prison." But if every library is a blessing, it can not be said that every book is a blessing. Though great libraries as repositories of every product of human thought, good, bad, or indifferent, should contain all sorts of books for the use of the

philosopher and the reformer, popular libraries for the benefit of ordinary readers should exclude from their shelves all books of doubtful moral tendency. And this library which is named after the revered name of the great religious reformer Ram Mohun Roy, may well be expected scrupulously to exclude all such books. And if the organizers of this library have been so happy in the choice of its name, they are equally to be congratulated on the selection of its site. It is situated in Circular Road one of the largest and most important thoroughfares in Calcutta and there is no other library within any convenient distance from it. So it supplies a real want. And its surroundings moreover are salutary and inspiring. It is in close proximity to a number of literary and educational institutions, the Bangiya Sahitya Parishad, the Deaf and Dumb School, and the Brahmo Girls School. On the opposite side of the road a little to the North is the house where Ram Mohun Roy the religious, social, and educational reformer spent the latter and most active years of his useful life. While opposite to it a little to the South are the houses of the two great Indian Scientists Dr. J. C. Bose and Dr. P. C. Roy, names which must inspire every Indian with a desire to devote himself to study and research. And last but not least, the organizers of this library are to be congratulated on their great good fortune in being able to hold this opening ceremony under the Presidency of His Excellency the Governor of the province, who is not only a wise statesman who deeply sympathizes with the people

he is appointed to govern, but is also an erudite scholar who takes a warm interest in education and the language and literature of his Province and who amidst the engrossing duties of his exalted office has found time to learn that language.

A Library opened amidst such favourable environments, under such encouraging auspices, may well be expected to prove a blessing to the neighbourhood. It will help many willing diligent students to carry on study and research ; it will induce many unwilling idlers to turn their thoughts to serious subjects instead of trifling away their time ; it will restrain many pleasure-seekers from resorting to places of coarser pleasure by furnishing them with refined recreation. In short it will make the surrounding atmosphere more intellectual and more conducive to the moral well being of the locality.

Memorial meeting at the Town Hall held on the 27th August 1891 to consider what steps should be taken to perpetuate the memories of Raja Rajendra Lala Mitra and Pandit Iswar Chandra Vidyasagar under the Chairmanship of Sir Charles Elliot the Lieutenant Governor of Bengal. (1)

The Hon'ble Justice GOOROO DASS BANERJEE in seconding the resolution said that they had met there to discharge a solemn and a sacred duty, the duty of doing honour to departed worth. The sentiment that bound the living to the dead was almost universally of a sacred character, sanctified by the chastening influence of death. They forgot the faults of those whom they could see no more : they magnified all the

(1) It appears from the following extract from "The Hindoo Patriot" that it was rather rare in those days for Heads of Provinces to preside over such meetings.

The meeting in honor of Raja Rajendra Lala Mitra and Pandit Iswar Chandra Vidyasagar on Thursday last at the Town Hall, was quite in keeping with its historic traditions and was as great a success as was ever witnessed there. The chair was fittingly taken by His Honor the Lieutenant Governor who congratulated the Sheriff, the Hon'ble Prince Mahamad Feroksha, and the requisitionists on the eminently successful character of the meeting, which was large, influential, and representative of the wealth, rank and intellect of the country. A brilliant array of speakers materially enhanced the importance and prestige of the meeting and included in their body Sir Comer Petheram, Maharaja Bahadur Sir Jotendra Mohun Tagore, Maharaja Sir Narendra Krishna, Dr. Mahendralal Sirkar, the Hon'ble Dr. Gooroodass Banerjee, Raja Peary Mohun

good qualities that they possessed, and they shed tears of affection, or gratitude, or of pity for their ashes. When they felt such feelings towards the ordinary dead, it was no wonder that there should be such universal demonstration of sorrow for the loss of the two noble and rare specimens of humanity who had just passed away from their midst, and it was no wonder that there should be such an earnest desire to do honour to their memory on the part of a people who were noted for their veneration for the dead, whose laws declared that the heir took the inheritance for the worship to the welfare of the ancestor, and whose rituals enjoined the offering of oblations not for their ancestors alone but for all the dead, whether relations or strangers, whether friends or foes. He need not therefore, say much to commend for their acceptance the resolution that he had been called upon to second. That resolution asked them to erect suitable

Mukerjee, Kumar Dinendra Naran Roy, and Babus Surendra Nath Banerjee, Kali Churn Banerjee, Pratap Chandra Mozumder and others. But the most striking feature of the meeting was the fact of Sir Charles Elliott's having condescended to take the chair, though he had no personal acquaintance whatsoever with either of the departed worthies, whose loss the meeting had assembled to mourn and whose memory it sought to commemorate. Maharaja Durga Churn Law in proposing that his Honor should take the Chair said that Sir Charles Elliott, as the head of the Government, had conferred a great honor on the native community by making it possible, amidst the many calls upon his time and attention, to attend the meeting. He felt sure that they were all grateful to his Honor for his condescension, and that they would all appreciate the honor which Sir Charles Elliott conferred upon them by accepting the chairmanship of the meeting. Mr. Rustomjee who seconded the proposition said that the presence of the Lieutenant-Governor at the meeting was a sign that he sympathised with its object and that he was anxious to be in touch with the people, and to recognise sterling worth. Babu Surendranath Banerjee who spoke in the same vein forcibly observed :—

memorials to commemorate the eminent services rendered by the late Raja Rajendralala Mitra and the late Pandit Vidyasagar to this country, and to raise subscriptions for that purpose. It was needless for him to recount in detail the eminent services rendered to this country by these two illustrious men—services which were so well known, and so fully, so forcibly, and so eloquently dwelt upon by the learned speakers who had preceded him. He would content himself with barely touching upon some of them.

Raja Rajendralala Mitra devoted his long life and uncommon powers of mind to the work of unravelling the past in order to present in its true light the ancient greatness of his country. If rescuing from oblivion the great works of art in his classic native land was service to his country, he had done, that service in an eminent degree. If helping towards correct appreciation of the lofty traditions of a highly

Sir, your presence here on this occasion and your occupation of that chair is a very significant fact. It seems to me to be the index and the guarantee of your sympathy in our sorrow, not only in your individual capacity, but also as the august ruler of these Provinces. But it means something more. It is the earnest of your desire and your anxiety to promote those friendly feelings and to establish solidarity between the rulers and the ruled, upon which depend the best interests of both the communities and of the Empire at large. May these feelings grow and deepen and increase to the credit and renown of the English name and the best interests of the people!

His honor responded to these feelings and sentiments freely and at the crisis that we are passing through we are very much inclined to agree with Babu Surendranath Banerjee that if the meeting will have in the least tended to promote better feelings and understanding between the rulers and the ruled the great men in whose honor the meeting was held will not have died in vain, as they certainly did not live in vain.

cultured but oft misunderstood people was service to his countrymen not Bengalis alone but the people of all India should join in commemorating his services. Nor amidst the engrossing work which the past always furnished him with, did he ever neglect the present. His acute and versatile intellect grappled with all the burning questions of the day, and he wrote upon them much that was worthy of careful study. As a Municipal Commissioner, as a leading Fellow of the Calcutta University and as an active member of the British Indian Association he generally supported the weak against the strong; he always maintained his point with fearless independence and with an uncommon power of debate and he often helped to bring about the right conclusion.

If Rajendralala served his country as a scholar and as a patriot Pandit Iswar Chandra Vidyasagar rendered services to it as an educationist, as a reformer and as a philanthropist. By means of his grammatical and literary compilations he facilitated the study of Sanskrit to such an extent that he may well be said to have opened a royal road to the learning of that difficult language. The Bengalee language received at his hand that finished and lasting polish which fitted it to reflect with clearness the abstruse metaphysical conceptions and the varied poetic imagery of later cultured minds. As a social reformer, Pandit Vidyasagar stood second only to Raja Ram Mohun Roy. It was his exertions that brought about the legislation for legalising the re-marriage of the Hindoo widow, and

his powerful writings contributed in no small degree to bring about that strong feeling of abhorrence against polygamy which has well nigh abolished that baneful practice. But he was a reformer of an orthodox type. Amidst all his enthusiasm to bring about his reforms, he never lost sight of the fact that society was an organic and not a mere mechanical structure, and that except in very exceptional cases, reforms to be beneficial must come from within and be assimilated, and must not be thrust from without as foreign matter which would lead to irritation that was inevitable. He had faith in the wisdom and goodness of the ancient sages of India and he believed that the real remedy against many a social evil was to be found in the right understanding of the spirit of their writings. As a philanthropist the services done by Pandit Vidyasagar to his country were many and incalculable. He was not a very rich man, but in one sense he was richer than the richest, for his wants were few and in that respect he was a true type of that old venerable class of Brahmins whom Hindus so justly honoured. The greater part, nay almost the whole, of his large income was devoted to acts of charity and the genuine feeling of sympathy that accompanied his gifts enhanced their value a hundred fold.

Raja Rajendralala Mitra reflected great credit on the Bengali intellect by his scholastic attainments, and Pandit Vidyasagar had by his noble life cast a bright halo around Bengali character. For the valuable services rendered by these two men to their countrymen, it was right that they should erect suitable memorials to commemorate their names. The memorials would not be for the benefit of

these two men, but certainly for the benefit of those living, because those two men had already erected lasting memorials in their own works and were now beyond the reach of their praise and blame. So long as the rich treasures of India's past continued to be valued, the name of Raja Rajendralala Mitra, would be remembered with respect; and so long as the Bengali language continued to be spoken, Pundit Vidyasagar's name and memory would be cherished with affection. By commemorating the services of these two men they were really benefiting themselves. It was a somewhat striking fact that these two eminent contemporaries, who came into the world almost together and left it almost at the same time, were complementary characters. One made himself eminent by his massive and powerful intellect, and the other by his large and generous heart, and the two together formed a complete model of intellectual and moral greatness. If they aspired after intellectual eminence then Raja Rajendralala Mitra would serve as their model; and if they longed for moral perfection, then they might imitate the noble life of Vidyasagar. The lives of those two eminent men exemplified some of those great truths which ought to be their rule of conduct. It had been said by Herbert Spencer that perseverance through a series of defeats was the natural road to success. The life of Raja Rajendralala Mitra exemplified this truth in a remarkable manner. They had already been told that Raja Rajendralala Mitra had tried successively but failed to enter two of the most lucrative professions law and medicine. Disappointment might have daunted the spirit of any other ordinary man, but it had no

effect on the spirit of Raja Rajendralala Mitra ; it only served to stimulate his exertions in a direction in which he was destined to earn a lasting fame. So again, the life of Pundit Vidyasagar eminently exemplified that sublime precept in the *Bhagabat Gita* which said that the good always felt pain at the suffering of others, for that was the highest form of worship of the universal soul. This sublime *precept* was the cardinal doctrine of Pundit Vidyasagar's faith, and the guiding rule of all his action ; and his endeavours to give charity to the poor to remove their sufferings and difficulties was not with the object of earning fame, but for the love he bore towards his fellow-beings. And naturally enough they returned love for love. He (the speaker) might be asked what should be a suitable memorial for each. It was not easy to answer the question at the present moment. The answer to it must depend upon the fund raised, and the question would have to be decided in the Committee that they would be called upon to appoint. Some would have a statue or a bust ; others would be content with portraits, while many again wished that the memorials should take some such form as would be of direct benefit to others. While fully admitting that anything, that would help to call to memory the stately figure and the classical features of the Raja that added so much to the effect of his impressive eloquence and the simple but expressive countenance of the Pundit beaming with bright intelligence and universal love, would be most acceptable

to all, he felt that it would be better if the memorial to Raja Rajendralala Mitra took some such form as the establishment of a fellowship for the encouragement of researches in Oriental learning, and the memorial to Pundit Vidyasagar should take some such form as the establishment of a free boarding-home for deserving poor students coming from the mofussil. It might be said that these memorials required large funds. He saw no difficulty on this score. The charm of these names was sure to make people contribute largely, and he felt sure that both the rich and the poor would vie with one another in contributing to these memorial funds and they would be enabled to raise memorials both worthy of the illustrious dead and directly serviceable to the living.

Copy of a letter from BABU RAJ NARAIN BOSE

Baidyanath

Deoghar

September 1st 1891.

My dear Sir,

I am of opinion that of all the speeches delivered at the Town Hall meeting held in honor of Raja R. L. Mitra and Pandit I. C. Vidyasagar yours is the best. The solidity of the sentiments contained in it, its liberal and generous tone and its truly Hindu spirit above all the rest, are its great recommendations.

Since I saw you last at Deoghar some years ago I had not had the good fortune of doing so a second time. My broken health and the increasing infirmities of age, rather premature, for I am only 65, are great bars to my going to Calcutta.

Trusting you are quite well, I remain with best regards.

Yours Sincerely,
RAJ NARAIN BOSE.

Vidyasagar.

One of the surest proofs that progress is the law of nature is furnished by the fact that love and respect are the feelings that bind us to the good and the great. If we love and respect the good and the great we must feel some yearning after those things that they pursue and though swerving much and oft we must still be striving each to the best of his humble ability, to keep to the path on which their foot prints are marked. Every thing that helps to foster these feelings of love and respect for the good and the great therefore deserves encouragement as an aid to progress. And it is from this point of view that I sympathize with the promoters of anniversary meetings like these, notwithstanding that they serve to remind us forcibly of the reproach justly levelled against us for not having spent anything more substantial than mere words in honouring the memory of departed worth.

It is now two years since Pandit Iswar Chandra Vidyasagar departed this life. Deep and wide spread was the sorrow felt for his loss, and yet nothing has up to this time been done by us in honour of his memory. One thing may no doubt be said in palliation of our conduct. Our inability to raise any memorial for Vidyasagar arose not from any want of genuine love and respect for him, but from the general poverty of the middle classes who form the

bulk of our community and also to some extent from the fact of our not being a demonstrative race. And I may here parenthetically observe that our acts and omissions in many respects should on this account be interpreted somewhat differently from those of races of a different temperament. We do not attach much value to marble statues or full length portraits, specially when they have to be imported from abroad at no small loss owing to the depreciation of the rupee. But that is no reason why we should not have some useful public institution such as a free boarding house for deserving poor students or a free circulating library or a town hall in the northern or the central part of the city as a suitable memorial for the great philanthropist and educationist. I am glad to say that the Vidyasagar Memorial Committee has recently reorganized its plans and is making earnest efforts to collect funds for raising a suitable memorial. With what success those efforts will be crowned it is impossible to say.

In the mean time, it is refreshing to find that the student community of Calcutta for whom Vidyasagar has done so much have not forgotten their benefactor and it must be grateful to the memory of the deceased as it is creditable to the good sense of the living that this anniversary meeting is convened at the instance of the students of the Metropolitan Institution.

It was well observed by some of the speakers at the memorial meeting held shortly after his death,

that Vidyasagar did not want any memorial to be raised by his countrymen to perpetuate his memory. He has raised a lasting memorial for himself. To him as the author of two easy works on Sanskrit Grammar written on a new and improved plan we owe the facilities we now enjoy for the study of Sanskrit; to him as a writer of simple and elegant prose Bengali language and literature are indebted for having cleared and laid out the ground for the further improvement which the genius of Bankim Chandra Chatterjee has effected; and to him as the founder of the first great independent private college for giving education at a very moderate cost, high education is indebted in no small degree for the rapid progress it has made during the last quarter of a century. So long as the people of Bengal continue to cultivate learning through the medium of their ancient classical language or through the medium of their own vernacular or through the medium of the language of the great country with which the interests of their own are inseparably blended, the name of Pandit Iswar Chandra Vidyasagar will be remembered with gratitude from the substantial help rendered, and the great impetus given to study.


Two years ago all that was mortal in Vidyasagar including his failings, his passions and his prejudices, I do not deny that he had his share of these, ceased to exist and now what was good in him survives in his good deeds and will be enbalm'd in the grateful recollection of his countrymen. Many are the lessons

which the life of Vidyasagar can teach. Before resuming my seat I shall shortly refer to one of these as being most appropriate for the occasion. I mean the lesson to be derived from the circumstances under which Vidyasagar learned English.

He was as great a master of the English language and had read English literature and history to as great advantage as any of his countrymen. But he learnt English not at school but wholly from private study. He was a student of Sanskrit College where English was then scarcely taught. He one day came in contact with a gentleman who was a distinguished scholar and who came to be better known afterwards as a distinguished physician, Babu Durga Charan Banerjee. And Vidyasagar used to say that he was so charmed with the conversation of Babu Durga Charan full of the learning and the noble thoughts of the West that he made a solemn resolution to learn the language which was the key to these treasures of thought. But Vidyasagar was a poor young man and the learning of English was by no means easy in those days. So he applied to Babu Durga Charan Banerjee to teach him English. He had to walk long distance and to wait long for the convenience of Babu Durga Charan who was no professional teacher and he had sometimes to come back disappointed. But his perseverance was not to be daunted, his zeal not to be depressed by adverse circumstances. He learnt English and he lived to enrich his own vernacular with many things borrowed from English literature.

You my young friends have not now to labour under any of those difficulties which Vidyasagar tried to overcome. He has established for you the great college which imparts English education at a very moderate cost, and following his example other great colleges have been established. And Vidyasagar's amateur teacher of English is now worthily represented in the professorial chair by my hon'ble friend, (1) his representative in more senses than one, ready and willing to teach you with all the love and enthusiasm that ever inspired a teacher. Treasure up in your minds the lessons to be derived from Vidyasagar's enthusiastic pursuit of knowledge and his persevering pursuit of knowledge under difficulties and without the facilities now available to you.

(1) Doctor Durga Charan Banerjee's son Surendra Nath Banerjee.



David Hare.

This is the 59th anniversary of the death of David Hare and we are met here to pay our humble tribute of gratitude and respect to the memory of that beloved and honoured name. That is a payment which does not much concern the payee but it makes the payer so much the happier, richer, and worthier. For in offering our gratitude and respect to the deserving, we discharge a pleasing duty, and the performance of every pleasant duty, is a source of happiness. Again by practising the performance of pleasant duties, we improve our moral nature; when the duty consists in honouring merit, the practice of such a duty improves our power of appreciating moral worth. And keenness of moral perception, I need hardly add, is of much greater value than keenness of the senses or even of the intellect, in guiding our judgment aright in the various concerns of life, whether domestic, social, or political. Then again, by accustoming ourselves to love and admire the good and the worthy, we learn to be good and worthy, for we strive to be what we love and admire.

Another benefit resulting from our honouring goodness and worth, is, that it serves as an incentive to others to be good and worthy. Not that the great benefactors of mankind like David Hare, cared much for praise or blame. They, like great geniuses, have

fulfilled their mission amidst surroundings favourable or unfavourable. But for average men a certain amount of encouragement is necessary to call forth the good qualities they possess. And last though not least celebrations such as these benefit us by opportunities of listening to addresses like the one we are going to be favoured with on "The prospect of Higher education in Bengal" by that accomplished scholar and experienced educationist Mr. N. Ghose. The subject of the lecture is one of very great importance to this country at the present day when Education has been engaging the attention of every one from the Viceroy downwards and it is peculiarly appropriate to the present occasion when we are met to celebrate the anniversary of the death of one of the greatest promoters of education in this country.

We are eagerly waiting to listen to the learned lecturer; and I shall therefore without any further preface, call upon Mr. N. N. Ghose to favour us with his promised address.

Krista Das Pal.

I deem it a high honour to take part in the proceedings of this meeting. Krista Das Pal was one of the greatest men whom India produced in the nineteenth century. Indeed he was a man who would have done honour to any age and any country. The anniversary of his death is therefore a solemn and sacred day in our calendar ; and we are deeply thankful to his worthy son Rai Radha Charan Pal Bahadur, and to the other promoters of this meeting, for giving us an opportunity today of dwelling on his many great virtues and drawing from his life the many great lessons which it can teach.

Krista Das Pal's brilliant career has shed such undying lustre on so many different walks of life, and is replete with so many significant lessons, that it will take one long in discussing it, to do anything like bare justice to his subject. But I need not attempt anything like that after the eloquent introduction to the subject by Babu Surendra Nath Banerjee, the admirable summary of the life and character of Krista Das Pal from the Chairman and the full, lucid, vividly picturesque and thoughtful account of the life and character of that illustrious man from the Honourable Babu Deva Prasad Sarvadhikari to which we have listened with such intense pleasure. All I shall do will be to draw your attention to one particular lesson which the life

of Krista Das Pal teaches and which bears upon an important question of no small interest at the present moment.

The aim of every civilized Government is to secure to the governed the maximum of good in the shape of peace and order at the cost of the minimum of evil in the shape of constraint and imposition, and though therefore governors and governed ought to be in harmony, yet by reason of their looking at things from different points of view if from no other reason, a certain amount of conflict between them has always been inevitable. And that conflict is increased in no small measure by differences in habits and sentiments, when the rulers and ruled belong to different nationalities. It has thus come to pass that, notwithstanding that the British Government in India is actuated by the noblest motives and notwithstanding that loyalty to established Government is inculcated by Hindu religion, and respect for authority is ingrained in Indian nature, the rulers and the ruled in this country are still in conflict on many matters; and the problem, how one can serve both Government and the people best seems to be a puzzle to many. If one is forward in serving Government, his patriotism is questioned; if he is forward in serving the people, his loyalty is doubted. The problem though difficult and delicate is not insoluble; and Krista Das Pal had found a satisfactory solution of it. As a leading journalist and a leader of the public he had to confront the problem constantly in its varied forms, and unless his solution was satisfactory, he could not have

enjoyed, as he did, the unbounded confidence of the governors and the governed. On the one hand, high functionaries of State like Sir Ashley Eden, Lieutenant Governor of Bengal, (in his speech at the Belvedere Durbar when handing to Krista Das Pal his *sanad* of title as Rai Bahadur,) Sir Richard Temple, another Lieutenant Governor of Bengal (in his speech as Chairman of the memorial meeting held in his honour) and Lord Northbrook a former Viceroy (in the letter of sympathy written after Krista Das Pal's death) speak in glowing terms of the assistance he rendered to Government; while on the other hand great popular leaders like Surendra Nath Banerjee and Dr. Mohendra Lal Sarkar have been emphatic in praising his independence and his service to his country.

The conditions of the problem have somewhat changed since Krista Das Pal's day, but the solution he arrived at still holds good, and deserves careful study. What then was the secret of that solution?

It is hinted in many of the memorial speeches and obituary notices in his honour, that the secret of Krista Das Pal's success lay in his thorough mastery of details which enabled him to put his case beyond all possibility of misconception, his unrivalled eloquence which enabled him to say the bitterest things without giving offence, and his wonderful moderation and patience which enabled him to avoid all overstatements and to disarm opposition even from the most unfriendly quarters. Those were rare gifts no doubt. But even they could not have earned for Krista Das Pal that

unique confidence and respect of all parties, governor and governed, Englishmen and Indians, alike, if those rare gifts had not been marshalled together by his lofty moral nature and directed in their application by his unbending rectitude of purpose. It was Krista Das Pal's moral greatness that regulated his great abilities and attainments in their proper channels and made him truly great by preventing his mastery of details from misleading or confounding his adversary, by preventing his eloquence from degenerating into declamation and sophistry, and by preventing his moderation and patience from merging into inaction and subserviency. I have heard Krista Das Pal repeat with intense admiration the saying of his predecessor in the editorial Chair the great Harish Chandra Mukherjee "You cannot carve a fine image out of rotten wood." Yes, that was very truly said, and Krista Das realized its full import that no intellectual gifts can adorn a man if his moral nature is not perfectly sound. His own high moral nature never stooped to anything low. Whatever he said seriously, he said for the sake of truth; whatever he did deliberately, he did for the sake of duty. He never said or did anything to gain applause from friends or to achieve triumph over enemies. And the result was that he gained the highest applause, that is the applause of both friends and foes, and he achieved the highest triumph, namely the triumph of winning the confidence of all parties. This is one great lesson. I would wish you to draw from the life of the illustrious man whose memory we are met here to honour.

Keshab Chandra Sen.

I deem it a great honour to be permitted to take part in the proceedings of this meeting.

We have met here to celebrate the twenty-ninth anniversary of the death of Keshab Chandra Sen. Keshab Chandra Sen was a Brahmo reformer and I am an orthodox Hindu and the question may occur to many as it did occur to me,—how is it that an orthodox Hindu is to speak at a meeting in honour of the memory of a Brahmo reformer? The answer is easy, and my answer to the question will also explain the object of such an anniversary meeting and will in fact be all that I have to say on the present occasion.

To those who have belief in God and belief in a future state (and these two beliefs are common to almost all religions) religion is the highest concern of life. Now since God is one and religious truth must also be one, the puzzle arises "How is it that there has been such great diversity in religion and such bitter conflict between man and man in the name of religion?" Great prophets of the world have from time to time helped us with solutions of this puzzle which are to be found in the sacred books of the East and the West. God is one, but He is infinite, truth is one, but is great, and the infinitude of God and the greatness of truth are too much for little man

to grasp in their completeness. বতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য
মনসা সঃ "Where our words and thoughts stop being
unable to grasp" as the Hindu scriptures say, "We
see as through a glass darkly" as the Bible says.
Each man sees only that side of God and that aspect
of truth which are nearest to him from his stand point as
determined by heredity and environments. To borrow a crude
illustration from the material world, just as we have only a
partial view of things when seen from a lower level and
we get a more and more complete view as we rise higher
and higher, so ordinary man from their low selfish
level see God and truth only partially and it is the
great prophets of the world alone that, from the spiritual
eminence attained by them, can have a fuller vision
of God and truth, of the unity of all religions in
substance notwithstanding their diversity in form, and
of the harmony of all human interests, notwithstanding
their apparent discord. The sages of the Upanishads
saw and proclaimed this in ancient India and Keshab
Chandra Sen was one of those who saw and proclaimed
this in modern India. And that is why a Hindu rejoices
to offer his humble tribute of respect to the blessed
memory of Keshab Chandra Sen. The teachings of
Keshab Chandra Sen take us from our low and narrow
selfish worldliness to a higher and broader plane which
is free from conflict between man and man and on
which we can realize the higher truths of life. And
I feel thankful to the organizers of this anniversary
meeting for giving us an opportunity of contemplating
for a while the high ideal of the life which Keshab

Chandra Sen lived and of forgetting our petty discords and meeting our fellow men in a harmonious spirit.

I wish I knew more of the sayings and doings of Keshab Chandra than I do. One instance of which I have a vivid recollection, I may be permitted to narrate.

Keshab Chandra Sen once delivered an address on "Madness" in religion in the Town Hall in the presence of the Viceroy, Lord Lytton. I went to hear the lecture with a friend of mine another Vakil of the High Court, and as we were a little late we had to stand in the outskirts of the crowded audience. We could hear the silver voice of the lecturer distinctly, but for a time we were not following the lecture partly by reason of the irreverent remarks which my friend, a very thoughtful man was making. But in a few minutes, notwithstanding the distance at which we were and the distraction that was caused by those remarks the impressive eloquence of Keshab Chandra had full effect upon us my friend's last bantering remark being "There is method in this madness", and after that he and I continued to listen to the lecture with rapt attention as if spell-bound for nearly an hour, sharing as if by electric induction the enthusiasm of the lecturer. When the lecture was over, I taunted my friend for his irreverent banter with the famous couplet which forcibly came to my recollection.

"Truth from his lips prevailed with double sway
And fools who came to scoff, remained to pray."

Debendra Nath Tagore.

Among the many claims which the memory of the late Maharshi Debendra Nath Tagore has upon our gratitude and respect and which are so well set forth in the first Resolution before you and have been so eloquently dwelt upon by the last speaker, the Maharaja of Natore, I shall refer in particular only to one. I mean the salutary influence which the saintly life and the sublime teachings of the Maharshi have exercised upon the moral and general advancement of his countrymen.

An eminent philosopher has said :—"On earth there is nothing great but man ; in man there is nothing great but mind." And the highest phase of this greatest thing on earth the human mind is its spiritual aspect. It is the spirit in man that enables him to rise above his material surroundings and surmount obstacles in the path of duty. It is the spirit in man that enables him to smile with placid indifference at the frowns and smiles of fortune and it is the spirit in man that enables him to transcend the bounds of time and space and hold communication with the Eternal and the Infinite. The superiority of the spiritual over the material has nowhere at any time been more earnestly inculcated by precept or more clearly illustrated by example than in the much maligned East ; and it has nowhere in our own time been better exemplified than in the life of Maharshi Debendra Nath Tagore.

Debendra Nath Tagore lived not in the *Satya Yuga* the golden age of India but in our own degenerate days when materialism is advancing with rapid strides and man is immersed in worldliness, and he lived not in the retreats of the Himalayas, not in the seclusion of a forest but amidst the bustle and tumult of the metropolis of India. But the disadvantages of time and place had no effect in disturbing the serenity of his spiritual nature. Nor had the circumstances in which he was placed any greater disturbing effect upon him. He was born in one of the richest families of Calcutta ; and was nursed in the lap of luxury in his early years and on the death of his illustrious father, Dwarka Nath Tagore, he became the representative of one of the great aristocratic houses of Bengal ; but the inducements to worldliness which his rank and wealth could offer were powerless to divert him from the saintly course he had chalked out for himself.

We can truly say of him :—

বিকারহেতৌ সতি বিক্লয়ন্তে

যেবাং ন চেতংসি তয়েব বীরাঃ ।

They alone are firm whose minds remain undisturbed amidst disturbing causes.

The intense and fervent religious nature of Maharshi Debendra Nath Tagore has naturally made him an object of love and veneration to all who knew or have heard of him. Nor must we think that the devout life which the Maharshi led benefitted him alone and was without any effect on others. Unlike obtrusive agencies,


the most potent agencies for unmixed good though pervasive and enduring in their effect, are silent and slow in their operation. The boisterous storm which obtrudes itself upon our attention may do a little good in clearing the atmosphere while it does also a deal of harm ; but it is the noiseless air which we scarcely notice, that sustains the life of man. If Debendra Nath Tagore did not in his later days ascend the pulpit or the platform to preach his doctrines the silent eloquence of the saintly life he led was more effective in helping the moral advancement of his countrymen than the most impressive verbal lectures could be. If example is a more powerful instrument of teaching than precept, the Maharshi was surely one of the greatest moral and spiritual teachers of his time.

Nor was Debendra Nath altogether a silent teacher ; neither did he pursue spiritual culture to the neglect of the other concerns of life. His oral teachings have been published and he took as the learned mover of the Resolution has said, his due share in movements relating to various practical matters. They all occupied a portion of his time and attention, but they never made him turn away from his higher aim.

“To them his heart his love, his griefs were given,
But all his serious thoughts had rest in Heaven,
As some tall Cliff that lifts its awful form,
Swells from the vale and midway leaves the storm,
Though round its breast the rolling clouds are spread,
Eternal Sunshine settled on its head.”

Such was Maharshi Debendra Nath Tagore. Take him for all in all, where shall we find his like again ?

Meet it is therefore, that we should offer our tribute of respect and gratitude to his hallowed memory, and record the resolution which I have the honour to second.



Bankim Chandra Chatterjee.

Bengal has lost one of the most illustrious of her sons, and we are met here to mourn his loss.

How great, how heavy that loss is, will be realized when we consider not only the work which Bankim Chandra Chatterjee has done, and great as that work is but also what more he was sure to have done if his life had been spared a few years more and permitted to complete the average span of human existence. He died, not at a ripe old age, after having done all that he was capable of doing, but before he had completed his fiftysixth year, and before he had enjoyed his well earned repose for full three years after a long and hard worked period of meritorious service under government. If his death had not been so untimely if he had not been taken away from us so soon, he was sure to have devoted his leisure to the furtherance of that work for which amidst the endless interruptions of a busy official life, he had still found time to do so much. He had already jointly with our esteemed Chairman and a few other scholars taken in hand the publication of a popular exposition of the Hindu Shastras ; and he had also as the President of the literary section of the Society for the Higher Training of Young men undertaken the expanding of the abstract principles of morality and religion.

But though he could have done all this and much more for his country it has pleased Providence in its

inscrutable dispensation to call him back from his mission here ; and we must calmly submit to its decree and turn from regretful contemplation of potentialities left unrealized to the work that has been actually accomplished by this great intellect.

I do not propose to give any biographical sketch of Bankim Chandra Chatterjee. His private life and his official career were no doubt such as would do honour to any ordinary man ; his charming and dignified manners and his unostentatious but firm independence of character made him loved and respected by all who knew him ; but it was in his literary career that he attained his greatest eminence—eminence such as it is the lot of very few to attain ; and it is to the delineation of his literary career that I shall devote the few brief words which time permits me to say.

The eminent services which Bankim Chandra Chatterjee has rendered to his country by moulding its language and enriching its literature are known more or less to every native of Bengal who has learned to read and write ; but to form any adequate conception of the greatness of those services, it is necessary to contrast the language and literature of Bengal as they are today with what they were about thirty years ago when Bankim Chandra's first great work, the *Durgesnandini* made its appearance. There was then no doubt a large amount of good poetical literature though for want of discriminative criticism, much of it was not duly appreciated ; for Vidyapati and Chandidas had been

wasting their sweetness in the desert air, and Madhusudan Dutt's muse had begun to tune her bold notes without attracting any large audience. Madhusudan's successor the author of *Bharat Sangit* and *Bharat Bhikha* and *Vritra Samher* had then been only tuning his lyre. It was in prose that this poverty of our language and literature was greatly felt. Not that there were not some works of great merit; but their number was small and they had failed to become popular. There were the splendid writings of Ram Mohun Roy, remarkable for their force and expressiveness but wanting in elegance and they were mostly of a controversial character. There were the writings of Akhoy Kumar Dutt on various subjects of instruction and written in a highly laboured and ornate style. There were also the writings of Vidyasagar in a style less laboured but scarcely less ornate and they were for the most part translations from Sanskrit or English works. And there were besides, the writings of Tek Chand Thakur and a few other authors of less note. But if the books in prose were few their readers were fewer still. And the reason is not far to seek. Most of those books were translations from English or Sanskrit works; and well educated readers naturally preferred to read the originals. While the less educated who had no access to the originals found the translations which were often in semi-sanscrit style hardly easy for them to understand and appreciate.

It was left for the genius of Bankim Chandra so to mould the language and so to form the literature of his

country as to make them acceptable and delectable to readers of all varieties of taste and all degrees of culture. It has been said in praise of the immortal author of the *Pickwick Papers* that they used to be read by, Sir B. Brodie in his carriage between patient and patient and by Lord Denman on the bench whilst the jury were deliberating. Bankim Chandra had no Brodies or Denmans to write for and he had no language such as the English was in Dicken's time to write in. But to Bankim Chandra is due the high praise of having made the language in which to write and having written novels so charming and so instructive that they have created a reading public where there was none. A Brodie or a Denman or any other busy professional man of refined culture will eagerly read them and read them with pleasure and with profit.

Bankim Chandra discovered and verified the two plain simple truths that language and style to be popular must be not only elegant and classical but also expressive and easy, and that any literature to deserve the name must consist of something more than mere translations.

Before Bankim Chandra's time the erroneous notion largely prevailed that written Bengali should be elegant and classical and should always borrow sanskrit words and phrases even where elegant and expressive Bengali equivalents for them were available and in common use. Bankim Chandra's discerning eyes saw the mistake of this. He saw that the object of language being to call up readily and vividly the thoughts and ideas

intended to be communicated, to recall vividly any particular thoughts and ideas, those words and phrases were most appropriate which were most commonly used to represent them. He recognized ease, elegance, and expressiveness as the three great qualities of language and style and he moulded the language and style of his writing accordingly, never rejecting colloquial words if elegant and expressive, and the effect of this has been marvellous. The language and style thus moulded by Bankim Chandra have been the language and style of educated Bengal whether in writing or in conversation or in public speaking, wherever Bengali is adopted as the medium of communication. Whilst fully acknowledging therefore the claims of Ram Mohun Roy, Akshay Kumar Dutta, Iswar Chandra Vidyasagar or other eminent writers we may with perfect truth assert that Bankim Chandra was the greatest of the makers of modern Bengali. He has founded a School which is expanding its influence fast and among his followers, are to be found men of the highest literary abilities.

Turning now from form to substance from the language and style of the subject of Bankim Chandra's works we find that his creative intellect and his fertile imagination could not stoop to mere translation as their suitable work. Not that he did not sometimes borrow his images, his characters, or even his plots from others, but even if he borrowed, he borrowed from nature, what was the common property of all, and he

never gave out to the world any borrowed thing before he thoroughly modified and embellished it and made it his own.

In his novels we find the richest imagery, the most exquisite touches of feeling, the greatest variety of noble characters and the working of the inmost recesses of their hearts, all delineated in a style of word painting which can be better appreciated, than described, and all these strung together in plots the most romantic and complex and yet always striking the mind as natural and real. He was never so squeamish as to refuse to delineate vice if his story required it, but he never did so except to impress on his reader the ultimate triumph of virtue or the misery of vice. And though he has often out of regard for truth painted vice with all its blandishments such was the consummate skill of his pen, that the innate ugliness of vice is always visible through all its apparent charm in all his fallen characters. And the reader views them with the same shudder and horror with which his Kundanandini viewed the lotus eyed maid.

In all that Bankim Chandra wrote he had a fixed purpose. He never wrote to give his readers mere transient pleasure. Though unostentatious in the extreme, he was always conscious of his own greatness. He knew and felt that the powers with which he was gifted were meant to serve a lasting purpose. And all that he wrote he wrote for entertainment and instruction. He wrote novels not merely to please but to elevate the heart. Pleasure and culture, beauty and

goodness formed the essence of the products of his imagination, and his novels culminated in his Dharmatwa and Krishna Charitra as his mature productions.

Such a writer was something more than a mere novelist and the play of his imagination unlike fashionable freaks of fancy was the working of the loftiest and the purest phase of reason.

I can only wish that all our teachers whether intellectual or moral could combine instruction and entertainment as our great novelist has done.

Men like Bankim Chandra Chatterjee are always rare and their loss it is not easy to supply.

(2)

I have been requested on behalf of the Bankim Chandra Memorial Committee to invite the Honourable Chairman to unveil the portrait of Rai Bankim Chandra Chatterjee Bahadur. It is customary to preface invitations like these with a few preliminary remarks and I shall not depart from that established practice.

The first memorial meeting in honour of Bankim Chandra Chatterjee was held at the instance of the Higher Training Society since known as the Calcutta University Institute, of the Literary section of which he was the President ; and pursuant to the resolutions passed at the meeting, subscriptions began to be raised. This was followed by a general public meeting held in the Town Hall and further subscriptions for raising a memorial were invited by the committee appointed at that

meeting. The two memorial funds were soon after consolidated into one ; and upon the subscription list being closed, it was resolved that a part of the amount collected would be spent in paying the cost of a portrait of the deceased to be placed in the Senate House, that another and a smaller portion should be paid for a portrait to be placed in the Hall of the University Institute, and that the remainder being about Rs 4005 should be made over to the Calcutta University so that out of the interest thereof two prizes named after Bankim Chandra might be annually awarded one for proficiency in original composition in Bengali at the First Arts Examination and the other for similar proficiency at the B. A. Examination. The purposes to which the memorial fund has been appropriated by this resolution will, I have no doubt, meet with your full approval.

Bankim Chandra Chatterjee was one of the first two graduates of the Calcutta University in point of time, and one of the foremost among its graduates in point of literary preeminence. Meet it is therefore that his portrait should adorn the hall of the University as his name adorns its list of graduates ; and we are thankful to the University Authorities for taking the same view and granting us permission to place the portrait in this hall. But if Bankim Chandra Chatterjee was a distinguished member of the republic of letters he was a no less distinguished member of the subordinate executive service. Whilst serving his country in improving and enriching its language and literature he rendered

valuable service to Government in administering criminal law. And if it is fit and proper that his memorial portrait should be placed in this hall of learning, it is equally in accordance with the fitness of things that the ceremony of unveiling the portrait should be performed by one who fills a high office in the administration of the country as Chief Secretary to the Local Government and a still higher place in the estimation of the people as a man of deep culture, and broad sympathy.

I may add here and you will all be gratified to learn that this memorial portrait of the first novelist of Bengal is the work of a Bengali Artist Babu Bama Pada Banerjee.

It is unnecessary for me to give any account of the life of Bankim Chandra Chatterjee. He was born in 1838. He graduated in Arts in 1858 being one of the first two graduates of the Calcutta University. He entered the subordinate executive service in 1859 and retired in 1892 before reaching the age of 55 years. In recognition of his merits as a public servant and as a distinguished man of letters he was made a Rai Bahadur and a Companion of the Indian Empire. He departed this life in March 1894 at the age of 56 years, leaving Bengal to mourn his loss.

Of Bankim Chandra Chatterjee's merits as an author, I need not say much as they are well known and have been universally acknowledged. The influence he has exercised upon the language and literature of Bengal and through them upon the Bengali mind is simply immense. You may form some idea of that from the

fact that there is scarcely any educated man or woman able to read Bengali who has not read some at least of Bankim Chandra's works. This vast influence of the author is due to the fact that the style and the matter of his writings are both equally adapted to make them attractive and popular.

The elaborately ornate diction of Akshay Kumar Dutta and the pure classical style of Iswar Chandra Vidyasagar though they have greatly enriched and ennobled our language and have their use in suitable occasions are generally not well adapted for the easy and effective communication of our thoughts. We want a style that is graceful and elegant and yet at the same time simple and easy ; and the language of Bankim Chandra supplies the want. Another marked peculiarity in his writings and one that has added much to their attraction and popularity is the happy blending we find in them of the gorgeous brightness of the East with the sombre tint of the West. Then again, the *Novel* has naturally greater attraction for most minds than writings of a didactic and scientific character, people caring less as a well known writer has said, 'for being excited to think than for being made to enjoy.'

But whilst saying this, I must not be understood to imply in the slightest degree that Bankim Chandra wrote merely to please his readers. It is one thing to please men in the way they wish to be pleased ; it is quite another thing to please them in the way they ought to be pleased. Bankim Chandra's genius could never stoop to the former. He aspired after and has

succeeded in securing the latter. By reading his works we derive not only exquisite pleasure, but also substantial profit. I have more than once heard him say that the object of literature was æsthetic and moral culture and that he wrote his novels to prepare the way for his didactic works, *Dharmatattva* and *Krishna Charitra*. Though the realistic novel has sometimes degenerated much, still prose fiction has a noble pedigree and must be recognised as a most important and instructive branch of literature. According to a great historian of the Literature of Europe, John Bunyon, author of the *Pilgrim's Progress* may pass for the father of English Novelists and it must be gratifying to Bengali Novelists to note that the first and the greatest novelist of Bengal was also the author of the two great didactic works *Dharmatattva* and *Krishna charitra*. Bankim Chandra always wrote with a distinct moral aim and every one of his novels, whether realistic or romantic has some great lesson to teach. If he has had occasions to delineate vice he has with that consummate skill which is inseparable from true genius painted her so, that the real inward ugliness of her hedious form repels the reader before the apparent outward charm of her seductive blandishments can have time to allure the mind.

Bankim Chandra was not only a great literary artist but was an equally great literary critic, and his writings in the *Bangadarshan* have helped in no small degree to disseminate sound views of criticism.

In short and in fact Bankim Chandra Chatterjee has done for Bengali literature more than any other person has done. The memorial we have raised is only a poor token of our deep gratitude and respect for him.

Adapting the language of an illustrious countryman of mine I think I may say as I said on a previous occasion.

চিরাঙ্কিতং যং জন চিত্ত ভিত্তৌ

চিত্রাঙ্কিতং তন্নয়নশ্চ তৃপ্তৌ

We have painted on canvas to please the eye.

What is deep imprinted in the nation's heart.

Pratap Chandra Mazoomdar.

11th December 1900.

We are met here today to welcome a friend, a benefactor, and a fellow countryman, on his return from a great fair held in a distant land, from the World's Parliament of Religions recently held at Chicago.

It is, as most of you know, a Hindoo custom, which like many other Hindoo customs has its foundation in universal human sentiments, that when a relation or a friend or a neighbour returns from a distant pilgrimage he is welcomed with suitable presents, consisting chiefly of sweet things; and he in return makes presents of such sacred curious things as he may have brought from his place of pilgrimage; the value of these presents and the enthusiasm of this reception being proportional to the intensity of the mutual feelings of love and esteem subsisting between the parties.

Now our pilgrim who has just returned is dear to us as a friend, as a benefactor, and as a fellow countryman. He is one of our best and warmest friends, a friend not of me or of elderly men of my age alone, but of all of us alike, whether young or old, and if there is any difference in our shares of his friendship, you my young friends who form the majority of this assembly have the major share of it. For his heart like every heart that is good and true, is more with you than with men of his age, even in the same proportion as Heaven willing you have a longer future

in this world and are more the future hope of the country than they. Then again he is one of our truest benefactors for he has devoted his life to the work of incessantly labouring for the moral and spiritual welfare of our young men. And if upon us individually his claims are so great, upon us collectively as the Society for the Higher Training of Young men those claims are greater still. For it is no exaggeration to say that that Society owes its origin to him. Whilst we must remember with deep gratitude the valuable assistance which this Society has received from many good men both foreigners and natives, both official and non-official, from the highest personage in the country, to Babu Pratap Chandra Mazoomdar we must give the honour of having brought them together to help him in the establishment of this useful institution. Nor must we forget that it is to his constant and anxious care that this Society is indebted for being able to get over those difficulties that generally threaten all infantile existence, of societies as well as of individuals. And last though not least our pilgrim is a fellow countryman of whose noble life ungrudgingly devoted to our youth, of whose valued learning always at their service, and of whose fervid and impressive eloquence ever ready in its advocacy of truth, we, are all justly proud.

Such is the pilgrim we are assembled to welcome. Now mark what his pilgrimage was. I will not anticipate him by attempting to describe to you the World's Fair of which you will presently hear direct from him in infinitely better language. I shall only tell you that

his pilgrimage was to the World's Parliament of Religions at which the followers of all the great religions met in perfect harmony to worship the great God whom they all adore. Take me not as merely drawing on my own imagination or pursuing a forced analogy when I regard such a place as a place of pilgrimage. My Hindoo friends will remember the text they must have heard often and often from the mouths of our Karthaks or expounders of the Puranas.

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চতত্র
গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ ।
সর্বাণি তীর্থাণি বসন্তি তত্র
যত্রাচ্যুতোদার কথা প্রসঙ্গ ॥

"The Ganga is there the Jamuna is there
The Godavery and the Saraswati,
And all the places of pilgrimage are there
Where in one catholic spirit joined.

Men sing the praise of the immutable God."

And if this new place of pilgrimage, this World's Parliament of Religions is not sanctified by any hallowed traditions of the past it is illumined by bright hopes for the future, hopes that by the grace of God, men will at no distant date forget their religious animosities, and learn to worship the all-merciful God in the spirit of brotherly love towards each other such as ought to prevail among the children of one Common Father. Hopes like these must be dear to all who long for peace on earth and goodwill to men, and to none more than to the people of India at the present moment,

when though placed by Providence under a Power strong enough to protect us against foreign aggression and wise and just and tolerant enough to enable each to follow his religion without molesting or being molested by others, we are still suffering from eternal religious discord so bitter and so fierce as at times to lead to the shedding of human blood. At such a time, the message of toleration and love which our pilgrim brings must be grateful to all. The spirit of toleration and love must pervade every faith. It does pervade mine, I know, for in the *Gita*, *Srikrishna* himself has said :

যে বধা মাং প্রপত্তস্তে তাং স্তথৈব ভজামাহম ।

মম বস্ত্রাহ্নুবর্ভস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

বেহপ্যত্র দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধাধিতাঃ ।

তেহপি মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধি পূর্বকম ॥

“Howsoe’er I’m sought I am still with you

For mine’s the path all seek to pursue.

Who worship other gods devout and true,

Worship but me though not in manner due.”

To a pilgrim so beloved as our friend, returning from such a pilgrimage, meet it is that we should accord a most hearty welcome. And what are the sweet things we have brought to greet him with? There is our address, the free offering of love and esteem, which will doubtless be acceptable and grateful to him. But knowing as I do some of his feelings, I think, there is a thing still more gratifying to him that we are able to present him with and that is the presentation of ourselves in a body as the Higher Training Society

in its present prosperous condition, thanks to the unwearied and earnest and sympathetic exertions of his successor in office my esteemed friend Mr. Wilson. Under his energetic and judicious management the Society has in a short space of time made such progress as would satisfy the most sanguine expectations. The example of that scholar of deep erudition and man of broad sympathies must have a most salutary effect on the young members of this Society. For when they find that notwithstanding all the divergence in point of race, creed, habits and sentiments that separates an Englishman from an Indian, one can be so sympathetic and so earnest in doing good to them as he has been, they cannot fail to be most forcibly reminded of their duty towards each other to promote their common welfare.

Memorial meeting in honour of Mr. Pratap Chandra Majoomdar on 10-7-05 under the Presidency of the Lt. Governor.

(2)

We are met here to offer our tribute of respect to the memory of the late Mr. Pratap Chandra Mazoomdar. He has many claims on our respect and gratitude for the services rendered by him as a moral and religious teacher. Much as I may wish to present to you a complete outline of his manifold services I find that I am unfit for the task. For one important sphere of

his work lay within the limits of the Brahmo Community which I know only from the outside and whose tenets I do not follow. I must therefore leave that part of Mr. Mazoomdar's career to be delineated by some one more competent than myself.

But although Mr. Mazoomdar's work as a leader of the Brahmo Community may not concern us all equally, his life and labours as a moral teacher of the rising generation of Bengal and the warm and the active interest he took in the moral spiritual well being of students in general and of our graduates and undergraduates in particular entitle him to the respect and gratitude of all sections of the public irrespective of race or creed. And there could not be any better proof of this than the fact that the memorial meeting in his honour is graced by the presence of gentlemen representing all classes of the community, and is presided over by the Governor of the Province and the Rector of the University.

As a man of rare intellectual attainments and as one who had reaped the best fruits of Western culture Mr. Mazoomdar naturally sympathised with young men striving for intellectual progress and seeking after western knowledge. His intensely spiritual nature made him anxious to protect them against unhealthy influences inseparable from a great city, and as a practical man he felt that the best mode of securing his object was to place them under a salutary atmosphere and to provide refined recreation to occupy their leisure hours. His efforts in this direction soon attracted the atten-

tion of Sir Charles Elliot then Lieutenant Governor of Bengal; and with his sympathetic support and under the patronage of Lord Lansdowne Mr. Mazoomdar succeeded in establishing the Society for the Higher Training of Young men, now known as the Calcutta University Institute. He was the President of its general and moral section and for many years its guiding spirit. And meet it is that this institution has taken the initiative in convening this public meeting to do honour to his memory.

He was a moral teacher of the highest eminence and his genial nature helped him in no small degree in his moral teaching. He was not sour and crabbed as moralists often are, but was sweet and kind to all. Severe in his condemnation of all error and transgressions as he well might be, for his spotless life knew little of them, he was at the same time indulgent to the erring and to the transgressing whom he sought only to reform and never to reproach.

His eloquence which was not a mere flow of florid language but was the out-pouring of an earnest soul was not confined to his public utterances but characterised his private conversation as well and gave his ordinary words of advice the most impressive effect.

Mr. Mazoomdar was not only an eminent moralist and an eloquent orator, but he was also an accomplished scholar and his conversation on literary topics was as edifying as it was pleasant. Unruly natures not rare among intelligent youths that would ill brook discipline and talk lightly of moral training, often

flocked round him attracted by his superior literary culture ; and when once within the range of his influence they could not resist it in any direction and were benefited all round, morally as well as intellectually.

As a religious teacher and a leader of the Brahmo Samaj Mr. Mazoomdar must have had often to deal with doctrines and dogmas, but his cardinal aim was to mould the life and the conduct of those who sought his advice. And his precepts derived no small force from his own inspiring example.

Well may we say of him :—

“He tried each art, reproved each dull delay,
Allured to brighter worlds and led the way.”

With these few feeble words I beg to move the first resolution before the meeting which runs as follows :

That this meeting records its deep sense of sorrow at the death of the Rev. Pratap Chandra Mazoomdar, the founder of the Calcutta University Institute under its original designation of Society for the Higher Training of young men ; its appreciation of the anxious interest the untiring zeal, the salutary influence, the sterling character, and the inspiring example which he brought to bear on the moral training of youth ; and its deep sense of the loss the cause has sustained by his death.

Annual Meeting of the Calcutta University Institute held on 20th March 1909 under the Presidency of the Lt. Governor Sir Edward Baker.

(3)

In asking your honour to unveil the portrait of the late Rev. Pratap Chandra Mazoomdar I need not detain you with any detailed account of all that Mr. Mazoomdar was and of all that he did. Like other gifted individuals, Mr. Mazoomdar had some prominent qualities which distinguished him from other men and determined the course of his life and actions, and a brief reference to them will I think be enough to show why we should cherish his memory with gratitude and respect. There is one other reason why I may well limit my task in this way and be content to leave unfinished the delineation of a finished character. The learned speaker who will follow me knew Mr. Mazoomdar more intimately than any one here present and he will be able to give to my rough sketch finishing touches more exquisite than any I could possibly give.

Mr. Pratap Chandra Mazoomdar was as most of you know a leading member of the Brahmo community and on the death of Keshab Chandra Sen he became the head of one important section of that community. He was an accomplished scholar well versed in the literature and philosophy of the West as well as of the East. And he was an orator of the highest

eminence. But neither his high position as a Brahmo leader, nor his deep and varied erudition, nor even his uncommon oratorical powers, constituted his real greatness, which consisted in the greatness of his soul, in his insatiable longing after spiritual perfection and in his unceasing solicitude and untiring exertion to promote the moral and spiritual welfare of others. A lifelong student himself, he naturally sympathized with students in all their difficulties and he was anxious for their protection against the temptations of a great city like Calcutta specially in those cases in which they were living away from their homes and guardians. He privately visited them in their messes, held informal conferences with them and helped them with his valuable advice. I know this because he now and then took me with him in those visits. To keep students away from undesirable company and objectionable amusements, he formed the idea of establishing a society which should provide play grounds for healthful sports and a library and reading room for voluntary study, and held social gatherings at which students might mix with each other and with their professors with greater freedom than was allowable in the lecture hall. He communicated his idea to Sir Charles Elliot then Lieutenant Governor of Bengal, who had great respect for him ; and Sir Charles Elliot not only gave the scheme his cordial support but obtained for the proposed Society the patronage of the Viceroy Lord Lansdowne. It was under such distinguished auspices and through the earnest exertions of Mr. Mazoomdar, that the Society

was established which was originally called the Society for the Higher Training of Young men, and which subsequently came to be known as the Calcutta University Institute the name it still bears. Mr. Mazoomdar was thus practically the founder of this institution. He was its first secretary ; later he was appointed as President of its general and moral training section ; and he served the institution in the last mentioned capacity up to the time of his death. He always did his best to promote the welfare of the Institute ; and he exercised a most salutary influence on the morals and conduct of its junior members. He was severe against frivolity of every sort and stern in exacting observance of discipline ; but at the same time he was most genial and kind to all.

Though the head of a religious community, Mr. Mazoomdar had no sectarian narrowness. While men of weaker minds and feebler faith hesitate to recognize any truth in other systems of religion, Mr. Mazoomdar was ready to welcome truth wherever found ; and he showed all due respect to sincere followers of creeds other than his own.

When death deprived the Institute of his valuable guidance a memorial meeting was held in his honour, and a committee was appointed to take steps towards perpetuating his memory. The Committee resolved upon instituting certain prizes and placing in the hall the portrait which I am going to ask your Honour to unveil.

It is a humble tribute of respect to the memory of one of the best friends and guides that the student Community ever had; and it will I hope help to inspire our young men with those feelings of respect for authority, veneration for order and discipline and love of truth and purity, which it was Mr. Mazoomdar's aim to foster and stimulate and which should animate them at all times if they are true, to the lofty traditions of student life in this classic land.

Before concluding, I should acknowledge our deep obligation to His Honour for finding time amidst his numerous official and social engagements in this busy season to grace this occasion by his presence. His presence here, is one of the many proofs of the genuine interest His Honour takes in educational institutions and of the genial kindness he feels for the student community.

With these words I request your Honour to unveil the memorial portrait of Pratap Chandra Mazoomdar.

Dr. Alexander Duff. <1>

Two important characters were filled by Dr. Duff. He was a great Christian missionary and he was also a great intellectual and moral teacher. Of Dr. Duff as a missionary I do not here propose to speak. For I belong to a different religion and firmly believe in its catholi^c teaching that God reveals Himself in every heart and vouchsafes His mercy to every one that truly and devoutly seeks for it whatever his form of faith and worship may be. If however I say nothing of Dr. Duff as a missionary, I must not be understood as being wanting in admiration for his high character as a religious man and his uncommon earnestness in religion, an admiration not unmixed I am bound in sincerity to add with regret, that a mind so deeply religious should at times have been so aggressive towards other religions. But if those professing creeds different from his own must naturally regard Dr. Duff as a missionary with mixed feelings of admiration and respect, it is with unmixed feelings of gratitude and respect that they all regard him as a great and an earnest intellectual and moral teacher. And it is of Dr. Duff in this last mentioned character that I shall say a few words.

<1> Dr. Duff was sent by the church of Scotland as its first missionary to India (1829). He endeavoured to preach Christianity in India by the establishment of schools and colleges in which the Bible, Science, Literature and every other branch of study were to be taught in the English language. Born 1806. Died 1878.

It is now full three score years and three when Dr. Duff first landed in this city, a young man of 24 years, but possessed of rare literary, scientific and theological attainments and the still more rare quality of earnest devotion to his work which distinguished him through life. The educational prospects of this once classic land were then by no means cheering. The old oriental learning was in its decline and efforts were just being made to introduce into the country the learning of the West. Amidst all the discouraging difficulties of the situation, those efforts received a most powerful impetus from Dr. Duff, an impulse which could proceed only from one whose earnest conviction was that he was working for the glorification not of himself but of the great work above all.

Dr. Duff was a great missionary, but he was a still greater man. He came to India as a missionary to preach the gospel of Christianity ; but he did not, notwithstanding the remonstrations of his brother missionaries who were then of a contrary opinion, forget that he must begin by preaching the more universal gospel of knowledge, knowledge not ungodly but religious still though unsectarian ; and mark with what exemplary self-abnegation, what noble humility he began his work as a teacher. As soon as with the help of our great countryman Ram Mohan Roy he was able to establish his school, the first scholar, the most brilliant essayist, and the most eloquent debator of his year at the University of St. Andrews cheerfully began to teach a number of Bengali youths literally the English alphabet.

When such a teacher in such a spirit began the work, no wonder that it made uncommon progress. And if he commenced with such humble beginning, he lived to teach the sublimest productions in English Poetry and the profoundest doctrines of English Philosophy, to splendid classes of enthusiastic Bengali students in the college founded by him and known after his name. He lived also to see the establishment of the Calcutta University to which, as Sir H. Maine testified in his convocation speech, he rendered most signal service and which in its years of infancy thrived under his constant, assiduous and fostering care. And what must have been still more gratifying to him, he lived I believe to hear that one of his favourite Bengali pupils had on the political, the educational, and the religious platform attained an eminence for oratory which forcibly reminded many of the fervid and impassioned eloquence of the master.

I should here add that Dr. Duff was the first to teach the Bengali students the science of Political Economy a science the knowledge of which we so badly want in these days of depreciated silver and currency difficulty. •

Though I have not had the privilege of receiving instruction from the great teacher, yet I was a student when he was a teacher here; and so pervading was his influence as a teacher that it is no exaggeration to say that I and the students of my time, no matter to what institution they belonged, were all within the range of that influence. We all looked up to him as our ideal of a teacher, of a scholar, and of an orator. We constantly

enquired about his ways of teaching and regarded books and modes of study that he recommended to his pupils as the best books and the best modes of study.

And here let us pause for a moment and enquire what was the secret of Dr. Duff's great success as a teacher. To my mind one cause of this success was the sympathy he felt for his pupils both Christian and Non-Christian, sympathy which found such forcible and eloquent expression in his last published words. (1).

It was this deep sympathy for his pupils, this earnest longing for their welfare that prevented him from remaining satisfied with his most brilliant lecture without enquiring at its close whether his pupils had really imbibed its substance and its spirit. It was this sympathy that assured his pupils against any smile of scorn at their stupidity and encouraged them to lay bare their ignorance when receiving instruction. And if ever he rebuked his pupils, he did so with love and not with hatred, in sorrow and not in anger. His teaching was intelligent and rational and intended only to secure lasting results, not mechanical and formal,

(1) "It is true that I did, and do most fervently long for the intellectual and moral, the social and domestic elevation of the people of India, and that in my own humble way I did, and do still labour incessantly towards the realizing of so blessed a consummation. I have lived in the assured faith, and shall die in the assured faith that ultimately, sooner or later, it shall, under the over-rulings of a gracious Providence, be gloriously realised. Meanwhile, though absent in the body I can truly say that I am daily present in spirit with yourself and all other fellow-labourers in India, whether European or Native. Indeed wherever I wander, wherever I stay, my heart is still in India—in deep sympathy with its multitudinous inhabitants, and in earnest longings for their highest welfare in time and in eternity. (Extract from a letter to Mr. Fyfe. Dr. George Smith's life of Dr. Duff p. p. 468-69).

and intended only to secure temporary results such as success in the examination hall. In these days when we are constantly realising the evils of cramming and when even the Chancellor of the University has to warn us against those evils, there can be no more profitable subject of study to all concerned with teaching, than the life of Dr. Duff. And a very thoughtful picture of that life we have from the pen of Dr. George Smith.

But there was yet another and a deeper cause of Dr. Duff's success as a teacher, which was this, that he regarded his work as a teacher no less than his work as a missionary as sacred and religious work, even as the Brahmanical teachers did, in the good olden days. So long as man works for the sake of himself or even of his fellow-men, potent as his egoistic or even altruistic motives may be, they are often liable to be counteracted by conflicting rival motives such as those of pleasing one's self or those around, leaving the work either at a stand still or misdirected and proceeding at a slackened pace. It is only when we work for the sake of a Higher Being before whom all considerations of self or even of those around self shrink to insignificance that all rivalry of conflicting motives disappears and our work proceeds with a singleness of aim and determined energy of action which no obstacles can impede, no allurements can decoy.

While living Dr. Duff was unceasingly engaged in earnestly imparting valuable lessons to those around him. Now that he is no more his life will be a lasting lesson to students and teachers for generations to come.

Kali Charan Banerjee

Memorial meeting held on 16-2-07.

We are met here today to discharge a sad and solemn duty, the duty of offering our grateful tribute of respect to the memory of our departed friend Mr. Kali Charan Banerjee.

His versatile intellect and his varied acquirements qualified him for many-sided activity, and the loftiness of his ideals prevented him from resting satisfied with his work until he had done it thoroughly well.

After a brilliant academic career he entered the legal profession ; and his acute intelligence, deep learning, impressive eloquence, and charming manners soon brought him to prominence and enabled him to command a large practice. But in a short time he found out that there were other fields of work which though less remunerative, yet were more congenial to his nature and afforded him greater opportunities of doing good to his fellow countrymen ; and so resisting the attractions of law he took to politics and education. Here his powerful eloquence and profound scholarship were turned to their best use and helped the political and intellectual re-awakening of the country. His sincerity of purpose, his sound judgment, and his unobtrusive nature secured for him the confidence of all parties and soon made him one of the trusted leaders of his countrymen young and old. He was a teacher of the highest order ; his

teaching was not confined merely to imparting knowledge but aimed at improving the character of those who came within the sphere of his influence. And for more than a quarter of a century there was scarcely any movement intended for the physical, intellectual, moral, or political wellbeing of the country with which he was not actively associated and in which he did not take a leading part.

Along with most other similar institutions, the Calcutta University Institute, at whose invitation we are assembled here, claimed a large share of Mr. Kali Charan Banerjee's attention when it was first established. He was one of the most enthusiastic coadjutors of its founder Mr. Pratap Chandra Mazoomdar. Mr. Kali Charan Banerjee was a member of its executive committee ever since its foundation and one of its Vice-Presidents for many years, and ungrudgingly rendered most valuable service to the institution throughout. His death has been as great a loss to the institution as to the country generally.

But though Mr. Kali Charan Banerjee is gone, the lessons which his life of uncommon self-effacement and devotion to duty teach will continue to instruct and to inspire succeeding generations of his countrymen.

Amidst all this incessant activity his career was marked by two notable peculiarities which distinguished him from most other active workers. These were his uncommon self-effacement and the happy combination of ability and goodness in him.

Self-abnegation and goodness are often virtues of necessity with the weak and incompetent and capable

men are apt to associate them with weakness and incapacity. But in Mr. Kali Charan Banerjee there was complete self-effacement amidst energetic work, and the sweetest goodness associated with the highest ability and the most unbending firmness. He responded to the call of duty with the utmost readiness but as soon as his work was done he retired from the field without allowing his presence to be felt any longer. As with the great masterpieces of architecture like the Taj, the beauty of the edifice often conceals the vast magnitude of its well-proportioned dimensions, so in the case of men of the type of Mr. Kali Charan Banerjee the greatness of the soul is often merged in its goodness.

Annual meeting of the Calcutta University Institute held on 17th March 1910 under the presidency of the Hon. Mr. S. P. Sinha.

Sir Gooroodass Banerjee in requesting the Chairman to unveil the portrait of the late Mr. Kali Charan Banerjee, described him as an unostentatious apostle of culture. He was a respected and scholarly teacher in the college hall, an orator and worker in the field of politics and an admirable preacher of God's message to the educated classes. It was impossible to enumerate his manifold good qualities.

Sir Syed Ahmed.

We are met here today at the instance of the Moslem Friends' Association to do honour to the memory of Sir Syed Ahmed K. C. S. I., L. L. D., F. R. A. S. a man to whom all honour is due.

I cannot help remarking at the outset that I feel a certain degree of awkwardness in occupying the chair in the presence of so many distinguished representatives of the community to which the deceased belonged, any one of whom could have filled the chair more gracefully and appropriately than myself. But as it is your pleasure that I should have the honour of presiding on this occasion, I thankfully accept the honour conferred upon me.

Sir Syed Ahmed was, as you all know for many years, one of the leading members of the Mahomedan Community in India. And though much of what he has done during the long series of years in public and private life may relate to promoting the welfare of that community, yet his claims to grateful remembrance ought not to be confined to it. For in seeking to promote the true welfare of his own community he must have indirectly at least contributed to the welfare of all India. Amidst the diversity of colours and creeds and interests that exist in the country there is a solemn and sacred bond of unity in the brotherhood of man strengthened by the no less solemn and sacred bond of common allegiance to our

gracious Sovereign. And I am a firm believer in the doctrine that no section of a community thus united can be really prosperous unless every other section is so, that India cannot prosper unless every section of the Indian Community is good, wise, and happy. Every one who aims at securing the real good of any section of the Indian Community must indirectly at least be doing good to every other section of it.

Whatever differences of opinion may exist as to the merits of some of the acts in the public life of Sir Syed Ahmed, everyone must admit that his exertions for the promotion of education amongst the Mahomedans entitle him to the respect and gratitude not only of his co-religionists but also of every other community in India.

It is praise enough to say of any man that for upwards of a quarter of a century he was intimately connected with every important educational movement in a great province, and that praise certainly belongs to the deceased, and there is some thing peculiarly appropriate in the fitness of things that this meeting to do honour to his memory should have been convened at the instance of the Moslem Friends' Association, an association consisting for the most part of Mahomedan graduates and under graduates, and should have been held in the hall of the Calcutta University Institute.

I had not the honour of being intimately acquainted with the deceased, and I am not therefore in a position to expatiate at length on his many great

qualities. Nevertheless I know enough of him to be inspired with sincere respect and admiration for him.

Without occupying your time any further, I shall now call upon the speakers of the evening to address you.

• Sir Ramesh Chandra Mitter.

We are met here to mourn the loss of a very distinguished fellow citizen, Sir Ramesh chandra Mitter and to consider what steps should be taken to perpetuate his memory in a suitable manner.

I had the honour of knowing Sir R. C. Mitter, for more than a quarter of a century and I have formed the highest opinion of him as a lawyer, as a judge, and as a man. He was at the bar when our acquaintance began. He was then one of the leading Vakils of the Calcutta High Court. His advocacy was characterised by uncommon earnestness and at the same time perfect fairness. Acuteness and breadth are not often found in combination. But in his arguments acuteness of reasoning and breadth of view were equally prominent. While possessing such abilities and occupying an eminent position in his profession he was most unassuming in his manners and most kind and courteous to his juniors. I shall with your permission allude to one small incident in illustration of what I have said. I was

his junior in a small case which came on for hearing somewhat unexpectedly and before we could get the copies of all the necessary papers; and on my expressing my regret that I was wanting in my duty to my leader, and to my client for not having gone through the record and made notes of the necessary details of the documents to supply the want of papers, I was told by him that I need not regret alone as the duty of not going through the record was his quite as much as it was mine. Kind and consoling as the remark was, I could not help feeling doubtful as to its correctness; but its sincerity was beyond question. When at the bar, Ramesh Chandra Mitter enjoyed the confidence of the public, the love and esteem of the profession and the respect of the court.

On a vacancy being caused by the untimely death of Mr. Justice Dwarka Nath Mitter, Ramesh Chandra Mitter was raised to the Bench. Though succeeding one of the ablest judges that ever sat in an Indian High Court, he soon proved that he was a worthy successor of Dwarka Nath Mitter. His vast and varied knowledge and experience, acquired in the course of an extensive practice, aided by a rare combination of unusual quickness of apprehension and untiring patience, and guided by a calm judgment and an earnest desire to do substantial justice, made him one of the best of judges that ever adorned the judicial bench. He never cared to be flashy. He never required any foil to set off to advantage the genuine brilliancy of his parts. His uncommon quickness of intellect and his unfailing

concentration of attention which enabled him to grasp an argument from the barest indication of it, relieved practitioners appearing before him of all apprehension about their arguments not being duly appreciated and removed all necessity for that repetition of which we so often complain. His judicial independence and absolute freedom from bias of every sort enabled him to enjoy, as the learned officiating Advocate General in his graceful tribute to the memory of Sir Ramesh Chandra Mitter well said, the unbounded confidence of the profession and the public. During the temporary absence of the Chief Justice, he was twice appointed offg. Chief Justice and the appointment was greeted with a chorus of universal approbation. His judgments, which will form a lasting record of his judicial work, bear, as the learned Chief Justice of Bengal observed, marks of the erudition of the lawyer, the impartiality of the judge and the polish of the scholar.

On his retirement from the Bench he was honoured with a Knighthood and was appointed a member of the Supreme Legislative Council and of the Jury Commission. He spent all his time and energy in co-operating with every movement calculated to promote the welfare of his country which he loved most dearly, and he showed his love for his country not merely by admiring her glorious past, but also by doing all that in him lay to secure for her a glorious future.

In private life, he was a man of spotless character; he was a firm and genial friend to those who enjoyed the privilege of his friendship; he loved most

dearly as he was most dearly loved by all his domestic relations. His invaluable advice was sought by many, and everyone who sought for it felt the assurance that he would have his undivided attention and receive the soundest advice it was possible to expect.

Such was the man we have lost. We deeply mourn his loss. And if we appreciate his sterling worth it is our bounden duty to take steps to perpetuate his memory in a suitable manner.

Gokhale.

We are mourning over the great loss which India has sustained by the untimely death of one of the worthiest of her sons, and we are expressing our intense sorrow for that great loss. If the loss is so great and the sorrow so intense to us, people of India, to whom the illustrious deceased was bound by the tie of common nationality, how much greater must that loss be and how much more intense that sorrow to those to whom Gokhale was bound in addition by the closer ties of sacred domestic relationship. While giving expression to our own feelings, we should not forget the feelings of the bereaved family; and meet it is that this meeting should adopt as its second resolution the one which I beg leave to place before you.

If it is our bounden duty to offer our grateful tribute of respect to the memory of our departed countryman who loved us so dearly, who laboured for us so earnestly sacrificing his own ease and comfort

and even health for our sake, it is no less our duty to offer our heartfelt condolence and sympathy to his bereaved family who might have benefited more appreciably by those gifts with which heaven had endowed Mr. Gokhale so richly, if they had been devoted less exclusively to the promotion of our welfare. All that we can offer to Mr. Gokhale's family is but poor return alas for the invaluable services he has rendered to his country. But his noble selfless nature worked regardless of reward. In the true spirit of the Gita text,

অনাশ্রিতঃ কৰ্মফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম করোতি যঃ ।

স সংস্কারী চ যোগী চ ন নিরখিন চাহক্ৰিয়ঃ ॥

Gokhale did his duty regardless of reward and though belonging to the order of house-holder he acted like a Sanyasi and a Yogi.

They say, sorrow shared is sorrow soothed, - I would not pause to question the soundness of the collective wisdom embodied in the saying, but would ask you to yield to the natural impulse which prompts us to sympathise with others in their sorrow. I may remind you, unlike the grosser forces of the material world, the subtle force of sympathy in the moral world is effective directly in proportion to its distance and the bereaved Maharastra family in the Deccan will I hope and trust have the melancholy consolation that he whose loss they are mourning now has by his unselfish overflowing love for all India made that family as dear to us here in distant Bengal as they are to their near neighbours and dear relations.

Rev. Father Lafont.

This being the first meeting of the Senate since the death of our distinguished colleague, the Rev. Father Lafont, before proceeding to the business of the day, we should I think express our appreciation of his valuable services to the University and our sorrow for the loss we have sustained by his death. I would therefore beg leave to move :—

That the Senate records its high appreciation of the eminent services rendered to the University for upwards of thirty years by the late Rev. Father Lafont, and its expression of deep sorrow for the great loss it has sustained by his death.

It is not necessary for me to say much in support of this motion, as the valuable services rendered to the University by our departed colleague are well known to every one present in this hall. The Rev. Father Lafont was a Fellow of this University for more than thirty years, and since his appointment in 1877 he continued all along until his departure for Darjeeling, about two months ago, to take an active part in its work. His varied learning, his sound judgment, his uncommon power of lucid exposition, and his serene temper enabled him to throw useful light upon almost every subject of discussion and to render material help to his colleagues in all their deliberations. He was twice Dean of the Faculty of arts, he was many years a member of the

Syndicate, he was a member of many important committees of the Senate and he was the Senior Ordinary fellow of the University under the new constitution. He was one of the movers in the cause of the promotion of scientific studies in this University and of the cultivation of science by the people of this Province. And it was mainly in recognition of his work in this line that the University conferred on him the honorary degree of Doctor of Science. It is a matter of deep regret that he did not live long to enjoy that honour. But if his friends must share that regret they have this consolation that he lived a fairly long life of earnest and useful work in the field of education in this his adopted country which will cherish his memory with deep feelings of love and esteem.

Gauri Sankar De.

I deem it a great honour to be permitted to take part in the proceedings of this meeting. Great as is the importance of this meeting if judged by its numerical strength and its representative character, far greater is its importance when judged by its object, which is to do honour to departed worth; the sterling worth of one who in his lifetime never sought for any honour except what could be earned by the conscientious and diligent discharge of the duties of the noble calling of a teacher. I feel deeply thankful to the organizers of this meeting for giving me an opportunity of offering my humble tribute of respect to the memory of Professor Gauri Sankar De. Indeed I feel a little embarrassed by the prominent position assigned to me among so many eminent speakers who were colleagues of the late professor, and I can reconcile myself to that position only when I remember that I am not altogether a stranger to this institution. I call to mind with pleasure and with pride the time, it is now nearly half a century ago, when on the opening of the B. A. Class in the General Assemblys Institution, a new professorship of Mathematics was created, and I had the honour of being the first incumbent of that post, which a little later was adorned by Professor Gauri Sankar De, and the duties of which were discharged by him with such conspicuous ability and success for over forty years.

Babu Gauri Sankar De had a very brilliant aca-

demic career. He was the Gold Medalist of his year at the M. A. Examination in Mathematics; he afterwards won the Premchand Roychand Studentship the highest prize which the Calcutta University can award. He obtained also the degree of Bachelor in Law and was, I believe admitted and enrolled as a Vakil of the High Court of Calcutta. But *Themis* (1) though she has drawn away so many of our brilliant graduates, had no attraction for Gauri Sankar, whose sturdy intellect found more delight in stiff Mathematical study than in the engaging pursuits of Law. If Babu Gauri Sankar had joined the legal profession with his high intellectual powers, he could certainly have made his mark there, and earned more money. But what was that compared with the satisfaction he had of being the teacher of two generations of students in a different branch of learning. In this connection I am forcibly reminded of a famous remark of the eminent Mathematician Babbage. When Mr. Maule, Senior Wrangler of his year and afterwards Mr. Justice Maule had been making rapid progress at the Bar, and a friend of his said to Babbage, "Mr. Maule is doing so well at the Bar that he may one day become the Lord Chancellor of England." Babbage sternly remarked, "What if he becomes the Lord Chancellor of England, what is that compared with what he might have become had he stuck to mathematics." It is because the pursuit of knowledge is held in such high estimation in the British Isles that knowledge has made such

(1) Daughter of Uranus personified in Greek mythology as law and order

immense progress there. And it is because our forefathers in the good old days could say,

বিদ্বৎ নৃপত্বং নৈব তুলাং কদাচন ।

স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সৰ্বত্র পূজ্যতে ॥

“Royalty is not equal to learning, for the king receives homage only in his own kingdom, but the learned man receives homage wherever he goes,” that learning made such great progress in ancient times in this classic land. It is true Professor Gauri Sankar De has not added to our stock of mathematical knowledge by discovering new truths; but he has certainly helped to raise the ordinary level of that knowledge, among his countrymen by teaching that subject to thousands of students, and by helping not a small number of them to obtain the degree of Master of Arts with great distinction in that subject. On looking through the University Calender you will find that for a series of years the College in which he taught enjoyed almost a monopoly of turning out M. A.s in pure Mathematics.

The teaching of higher Mathematics was thus his pleasure and his pride. He never sought for any other honour; and I remember one notable instance in which he declined an honour that had been offered. Many years ago, when the Presidentship of the Board of studies in Mathematics was offered to him he declined the offer and gracefully proposed the name of another bright luminary then just rising but destined to outshine all others,—Asutosh Mukerjee.

He was appointed a fellow of the University in 1884, and rendered valuable service as a member of

the Board of studies in Mathematics and of various other Committees. He did not speak much at meetings but when he spoke he spoke with effect and was listened to with respect. He generally gave his silent vote but always with judgment and discrimination.

He led a life of ascetic purity and archaic simplicity. His great learning and his unostentatious but dignified manners won for him the respect and admiration of all who came in contact with him.

Such was Professor Gauri Sanker De. Take him for all in all seldom will you find his like again. He is gone, leaving us to mourn his loss. But the example of his life will not be lost. It will continue to inspire many to follow his noble example.

Sir Henry Cotton.

If the proposition entrusted to me stood in need of any eloquent advocacy in its support, I should have preferred to see it placed in abler hands than mine. But as the resolution will I am sure be carried by acclamation as soon as it is proposed and as the speech of the mover will be mere matter of nominal form in the same proportion as the adoption of his motion by you will be matter of real feeling, I readily respond to the call from the chair to have the honour of taking part in the proceedings of this meeting. And I need hardly say that it gives me very great pleasure to do so. For

not only do I in common with you all, love and respect the man we are seeking to honour, but I am proud to say that my personal relations with him for many years have been of the most cordial sort.

The resolution I have to move asks us to honour a retired high official who throughout his long and distinguished career of public service always did his best to promote the welfare of this country ; it asks us to welcome an Englishman who has devoted his days of well earned repose to the furtherance of India's good.

Rich as the Indian Civil service may be in ability and attainments, it is not often that it can boast of members like Sir Henry Cotton. And high as is the English national character for its strong sense of justice and its earnest devotion to duty a personality like Sir Henry Cotton's must be conspicuous even in that great nation.

Moral greatness must not be measured merely by striking results achieved. There are two marked types of greatness both noble, and each serving in its own way a purpose in the economy of nature, one of which is exclusive, being greatness in height, and is admired more than loved, while the other is attractive, being greatness in breadth, is loved sooner than it is admired. The moral greatness of our beloved and respected friend is of this latter type. Humanity with its load of woe always expects and often finds more relief from the latter than the former. It may not strike the imagination or enforce unwilling obedience, but it awakens our love and receives voluntary homage. And this is why Sir Henry Cotton, though no

longer clothed with the authority of office has been greeted with such enthusiastic reception wherever he has been.

Apart from direct benefits conferred the amount of indirect good that Englishmen of Sir Henry Cotton's stamp do is incalculable. Their broad sympathetic mind enables them to understand and better appreciate the thoughts and sentiments, the aims and aspirations, of a foreign race so liable to be misunderstood and misjudged and they help to strengthen the mutual confidence and mutual good-will between Indians and Englishmen whom an all-ruling Providence has united together, and whose harmonious co-operation must be earnestly wished for alike by the rulers and the ruled.

Whether we consider the true interest of India or that of England, Sir Henry Cotton has pre-eminently worked to serve both. And need I remind you that the only interest he has studiously disregarded is his own.

Nor must we forget that he is here with us now not on any business of his own, no, not even on a pleasure trip ; but he has taken the trouble of coming to us in ready response to our invitation to help us with his sage advice.

For such a true, such a warm, such a disinterested friend of India, no reception which it is in our power to give, can be too enthusiastic. And I think, I voice the sentiment of this large and influential gathering and indeed of the whole country when I say that we should accord Sir Henry Cotton a most hearty welcome.

With these few words which but feebly express our feeling, I would ask you to carry by acclamation the resolution I have the honour to move.

Maharaja Surya Kanta Acharya.

I deem it a great privilege to be permitted to add my feeble voice in support of the Resolution so ably moved by the last speaker.

The saying is as true as it is trite that in honouring departed worth we only honour ourselves. Maharaja Surya Kanta Acharya when he was living must have enjoyed the self-satisfaction inseparable from doing good work. Now when he is no more if we raise a suitable memorial for him, we only shew, that we are able to appreciate his worth and respect what is good and noble in human nature.

After what has been so well said by the eloquent speakers who have preceded me, it is unnecessary for me to dwell upon the many things which entitle the Maharaja to our respect and gratitude. I shall only refer briefly to two matters which have struck me most forcibly.

Maharaja Surya Kanta Acharya was a distinguished sportsman and he has written a book entitled *Shikar-Kahini* in which he gives a graphic account of his adventures in hunting. Amidst narratives of risky enterprises and hair breadth escapes which will interest lovers of sport, are interspersed intensely thoughtful

and devout reflections shewing that inside the somewhat brusque exterior of the sportsman, there was a soul endowed with some of the gentlest and noblest virtues that adorned the man. The reading of those passages in the *Shikar Kahini*, reminds one of Kalidas's well known lines.

ধনুর্ভূতোহপ্যস্ত দয়াত্র ভাব

মাখ্যাতমন্তঃ করণৈর্বিবশষ্টৈঃ ।

বিলোকয়ান্ত্যো বপুরাপুরন্ধাং

প্রকাম বিস্তার ফলং হরিণাঃ ॥

The warm and active interest which the Maharaja took in the cause of national Education and the munificent liberality with which he helped it, entitle him to the lasting gratitude of his countrymen. This is neither the time nor the place to enter into any detailed description of what National Education is ; but as I refer to the Maharaja's support of the National Education movement as constituting one of his best claim to the gratitude of his countrymen I may be permitted to say a word to show that the movement was neither harmful or futile. Education should no doubt proceed upon a cosmopolitan basis and assimilate all the best ideals of the world ; and this the National Council of education expressly admits among its objects. But though this is desirable in the later stage, in the earlier stage such assimilation is not possible to any large extent. Every student when commencing his school education, brings with him in addition to his outfit of language, his stock of thoughts

and sentiments, the gifts of his nature which the teacher instead of ignoring and hastily displacing should try to utilize and improve. And this is all that the National Council of education aims at. Maharaja Surya Kanta with his usual sagacity and judgment soon became convinced that education imparted on the lines adopted by the National Council of Education would satisfy a real want, and he accordingly lent the council his powerful support and made in its favour a grant of Rs. 12,000 a year. The institution had then just come into existence and beyond a few feeble words of gratitude and promise of a distant and dubious future, there was nothing more to expect in return. Appeal for honouring the memory of such a true benefactor of his country will I am sure be readily responded to not only by men of rank and wealth but by all his countrymen according to their means.

It would be premature now to say anything as to the form the proposed memorial should take. That will be determined by the Committee you are going to appoint, having regard to the fund that is raised and the wishes of the subscribers. I would beg leave only to throw out a suggestion that some work of public utility will not be an inappropriate form for the Maharaja Surya Kanta memorial.

Sisir Kumar Ghosh.

I deem it a great privilege to be permitted to take part in the proceedings of this meeting and offer my humble tribute of respect to the hallowed memory of Sisir Kumar Ghosh. The resolution, I am called upon to second has been so eloquently and ably moved by one of our greatest orators and journalists, that the work of the seconder becomes easy. Not that much more does not remain to be said—for not even the eloquence of Babu Surendra Nath Banerjea can exhaust the description of the many-sided activity of Sisir Kumar Ghosh but all that occurs to one at first thought on the subject has been said and very well said.

Illustrious men like great luminaries do not allow their detailed features to be delineated with ease. Their very brightness makes such detailed delineation difficult. Much as I wish, I must own that I am not able to present you any adequate delineation of the many-sided activity of our illustrious countryman whom we are met here to honour. All I shall do will be to dwell upon a few prominent features of this noble character.

The resolution before you very properly divides the work done by Sisir Kumar Ghosh under two great heads, namely his work as a prominent political leader and journalist and secondly his work as a spiritual teacher and Bengali author.

Meeting held in the Town Hall on 23rd March 1911. President—Maharaja of Durbhanga. Sir Gooroodas Banerjee seconded the first Resolution.

As a prominent political leader Sisir Kumar's great merit lay in his being the first to perceive that the real political progress of the country consisted in the masses becoming awakened to a due sense of their political rights and duties. This was only an anticipation of his subsequent spiritual development. He felt for all but most for those who wanted his sympathy more. His democratic leaning was not the result of any ill will towards the aristocracy but was the outcome of enthusiastic good will for the masses. That is why notwithstanding his pronounced democratic predilections, the leading members of the aristocracy were his sincere admirers and fast friends as this very meeting and the presence of your Highness here testify. Upon certain political questions his views differed from those of his contemporaries, but that was perhaps because he was much in advance of his time and saw a forecast of the future of which others had not yet caught any glimpse.

But depend upon it there could not possibly have been anything wrong or sinister in his political principles; for the author of *Amiya Nimai Charita*, the apostle of the religion of Universal Love could not harbour any ill will or hatred towards any race or individual. He believed that the British rule in India was established by the will of Providence. And if he asked for large concessions it was owing to his belief that England was just and would readily grant such concessions.

As a journalist the pungency of his criticism of public men and measures was one distinctive feature

of his writings. He wrote strongly because he felt strongly for the wrongs. For the time being the wrongs carried him away. But bitterness was no part of his writings. His very strength sometimes costituted his weakness and his writings were sometimes considered to be bitter. But they had always the saving grace of humour and bitterness was as far from his nature as anything could be. If he criticised officers severely it was because he had unbounded confidence in British justice and because he firmly believed that their prestige was far too high to be shaken by his criticism. Perhaps he failed to realise the difficulties in the situation of officials and to soften the severity of his criticism accordingly, but those who knew him never charged him with any bitterness of feeling.

He has been rightly described as the master of journalists in India. You are told that his style of writing was somewhat quaint but I think it was his originality. His style of writing was not borrowed from any one but was peculiarly his own. Originality in this as in most other matters was his special merit. He was a favourite child of nature who had lavishly endowed him with some of her best gifts and he was well able to depend upon his own resources without having to borrow from any one.

In manners he lacked, I might almost say, he hated all artificial polish ; but behind the somewhat rough exterior if you choose to call it so, there was a charming sweetness, simplicity, and frankness, which

impressed every one who had the pleasure of close acquaintance with him.

The rough and rapid sketch I have given you of our illustrious countryman may appear to some of you to be a little too glowing. But after a few more strokes which yet remain to be added you will find the sketch is but natural and if anything, it has suffered for my want of skill in proper delineation. No panegyric pronouncement, no high colours we can depict him with, can come up to the mark; he is above them all.

It remains for me now to say a few words about Babu Sisir Kumar Ghosh's high spiritual attainments and work in the field of Bengali literature. It is not until his spiritual nature is taken into account that we can form a correct estimate of his character. It was the spiritual element in him that determined and directed all his thoughts and deeds unconsciously in his younger days and consciously in his later years. He was a true Vaishnaba, an apostle of the religion of universal love and there can be no better proof, no stronger evidence of the earnestness of his devotion to his faith and his real spiritual greatness than the fact that while in full enjoyment of his powers and after he had attained a commanding position as a political leader, he quietly retired from active political life to work for the spiritual

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের শোক সভায় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার সারাংশ :—

সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে অতঃপর আমরা স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিবার জন্ত সমবেত। তাহার জন্ত কেবল বাঙ্গালী জাতি শোকসন্তপ্ত নহে সমস্ত

well being of the country. It is true he found in his beloved and dutiful brother Babu Matilal Ghosh a worthy successor, but how few are there who can retire even if they have worthy ones to take their place. His sacrifice was dictated by his firm faith in heaven.

It was in his retirement that Sisir Kumar Ghosh wrote those wonderful Bengali Books the *Kalachand Gita* and the *Amiya Nimai Charita*. They furnish a literature at once most ennobling and yet so simple that the humblest capacity can well profit by it. The *Amiya Nimai Charita* will ever rank as one of the greatest books in the Bengali language.

I have said a few good things about Sisir Babu and they are his due. I do not say that he was a perfect being. No one was more conscious of his imperfections than he himself. As a Vaishnaba he always felt that it was only those who

ভারত তাঁহার মৃত্যুতে ব্যথিত। তাঁহার কৰ্মক্ষেত্র ত্রিবিধ ছিল, রাজনীতি, সাহিত্য চর্চা ও ধর্ম্যালোচনা এবং এই তিন ক্ষেত্রেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার যে সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল ও তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা সমস্ত ভারতে কীর্তিত। এরূপ অনেক লোক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, যাহাদের মৃত্যুতে আমাদের বেরূপ শোক হয়, আবার তাঁহাদের কীর্তি ও কার্যের কথা মনে করিলে আমরা আবার সেইরূপ সান্ত্বনা পাইয়া থাকি। শিশির বাবু এইরূপ ক্ষণ জন্মা ছিলেন। এই সমস্ত মহাপুরুষের মৃত্যু জনিত শোকে মানুষকে নিষ্কর্মা করেন; বরং তাহাকে আরও উত্তমশীল করে। আমার জীবনের প্রথম ভাগে আমি তাঁহার রাজনীতি কার্যে যোগ দিয়াছিলাম। তাঁহার রাজনীতিক আদর্শ অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর ছিল। তিনি যে খুব বড় বৈয়াকরণিক ছিলেন তাহা তাঁহার লেখা পড়িয়া বোধ হয় না। কিন্তু

were humble as the straw trampled down by every one, who were patient as the tree bearing silently the inclemencies of weather, who were devoid of vanity, and who were respectful to all, that were fit to worship God.

He mixed in politics, carried on journalistic controversies, had his bickerings and contentions with others but all the while his serious thoughts were centred in God. Of him this may be truly said :—

As some tall cliff that lifts its awful form,
Swell from the vale, and midway leaves the storm,
Tho' round its breast the rolling clouds are spread
Eternal sun shine settles on its head.

And now in that eternal sunshine, in the abode of the blessed and far removed from the clouds and storms of the sublunar region Sisir Kumar has his rest. He has left his countrymen one and all friends and opponents—to mourn his loss and to have this consolation in their sorrow that though he is gone he did solid work for them and his life teaches the noble lesson that in spiritual advancement lies the salvation of man.

তথাপি তিনি বাহ্য লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার লেখার গুণের কোন ব্যতিক্রম করে নাই। যখন আমি তাঁহার অমিয় নিমাই চরিত পাঠ করি, তখন আমি দম্ভশূলে পীড়িত ছিলাম; তথাপি আমি প্রথম দিনেই উহা শেষ করিয়াছিলাম। ধর্মভাব ছাড়িয়া দিলেও, অমিয় নিমাই চরিতের গ্রন্থ উচ্চতর সাহিত্য খুব কম দেখা যায়। এই পুস্তকের নাম সার্থক। তিনি অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন এবং নিজেও একজন সুরগায়ক ছিলেন। তিনি একজন বথার্থ প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একত্র সমবেত হইয়া শোকপ্রকাশ করা তাঁহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

Mr. Paranjpe's Senior Wrangler-ship.

We are met here to-day to offer our hearty congratulations to a distinguished fellow countryman on the splendid success he has achieved in his academic career and to express our deep sense of gratitude to a sympathetic Ruler for the kindly interest he has been graciously pleased to evince in that success.

The brilliant success of Mr. Raghavendra Purushottam Paranjpe of Poona in attaining the high position of Senior Wrangler at the Cambridge Mathematical Tripos Examination this year, has not only earned for him the admiration of the educational world but has shed lustre on his countrymen and his country. The examination is a very difficult one. The best trained of the most intellectual youth of England compete at this Examination. And among these who stood first at it in past years were men like Airy, Herschell, Stokes, Cayley, Adams, and Rayleigh. The attainment of the highest place at such an examination by an Indian youth is therefore matter for just congratulation and refutes conclusively the insinuation sometimes made about the supposed inferiority of the Indian intellect.

As fellow subjects of one common gracious Sovereign we naturally wish that Englishmen should treat us as their equals. The most effective mode of vindicating our claim to such equal treatment is for our

countrymen to compete with Englishmen in fields of open competition, and prove their equality by the result. Englishmen are proud of their superiority; but when once convinced by the logic of fact that one is their equal, their innate sense of justice makes them accord him the most welcome reception. The cases of Mr. Ranjit Singh, Mr. Atul Chandra Chatterjee, Dr. Jagadish Chandra Bose, Dr. Prafulla Chandra Ray, and Mr. Paranjpe are instances in point.

If the success of Mr. Paranjpe is thus justly matter for congratulation the graceful and appreciative manner, in which His Excellency the Viceroy has been pleased to refer to it in his congratulatory message to the Principal of the Fergusson College, must be matter for still greater congratulation. The message is in these terms. "Viceroy desires to congratulate you as Principal of the Fergusson College upon the brilliant success attained by a former pupil of the College in carrying off the blue ribbon of English Scholarship. Such a triumph is a wonderful tribute both to the teaching of the College and to the capabilities of the most highly trained Indian intellects." A Viceroy who entertains such kindly feelings for the people he is called upon to govern and who takes such warm interest in their progress is entitled to the lasting gratitude of the country.

Nor must I omit to add here that the effect of the encouraging words of His Excellency's message is enhanced in no small degree by the fact that they proceed from one so well qualified to appreciate

the value of academic distinctions. For Lord Curzon is no less eminent as a scholar than as a statesman; and his academic career was as exceptionally brilliant as his political career has been.

Lord Curzon's high appreciation of Mr. Paranjpe's success will I think have one very salutary effect. It will check the tendency growing in some quarters of underrating intellectual achievements and estimating the works of a man by the money he earns or the preferment he is able to secure. Such a tendency which should be deprecated everywhere is wholly unworthy of the people of this country whose ancestors of old held learning in much higher estimation than wealth and rank and among whom the aristocracy of learning was the only aristocracy recognized.

The importance of the position of a Senior Wrangler arises as I have already indicated not merely from the difficulty of the Mathematical Tripos examination, but also from the achievements of a succession of Senior Wranglers like Stokes, and Cayley and Adams, in the field of science. Mr. Paranjpe being up to this time the only Senior Wrangler we have amongst our countrymen, his career will be most anxiously watched by us in expectation of some substantial contribution by him to the stock of human knowledge in the domain of science, and we trust we shall not be disappointed. At any rate, we hope he will stick to the cultivation of science, and will not be allured by the attractions of the legal profession which have in so many instances not only in this country but

even in England drawn off ardent youths from the less lucrative pursuit of science. He and all of us should do well to bear in mind the remark of Babbage the well known inventor of the Calculating machine, who on being told that his friend Maul afterwards Mr. Justice Maul, the senior wrangler of his year, was doing well at the bar and might one day become the Lord Chancellor, observed, "And what if he becomes the Lord Chancellor? what is that to what he might have become?"—meaning evidently if he had stuck to the cultivation of mathematics. The remark was well worthy of the eminent mathematician in whose estimation, even the exalted position of the Lord Chancellor of England was not equal to that of a true votary of science. It is to men inspired by these really noble sentiments that the greatness of England in the field of science is due.

The success achieved by Mr. Paranjpe and the chorus of enthusiastic admiration with which it has been greeted by all persons from His Excellency the Viceroy downwards, will, we may hope, stimulate our graduates and undergraduates to emulate Mr. Paranjpe the senior wrangler of the year as well as the Senior Wranglers of past years whose splendid achievements in science have shed undying lustre on their Universities.



Reception to the Hon. Mr. S. P. Sinha.

On 9. 4. 1909 the Calcutta University Institute entertained the Hon. Mr. S. P. Sinha at a Social Gathering in the Institute Hall. Sir Gooroodas Banerjee presided.

Babu Narendra Nath Ganguli at the invitation of the President read out a Sanskrit address to the Hon. S. P. Sinha.

Babu Surendra Mohan Maitra then sang a Bengali song specially composed for the occasion by Sir Gooroodas Banerjee.

Sir Gooroodas Banerjee then spoke as follows:—

We are met here this evening to offer our hearty congratulations to Mr. S. P. Sinha on his appointment as Legal Member of the Governor General's Council. The occasion is unique and has naturally called forth a general chorus of acclamation to which the Calcutta University Institute seeks to add its feeble voice.

True it is that in pursuance of the just and enlightened policy enunciated in the famous proclamation of our late beloved Sovereign and confirmed by our present King Emperor, Indians have been appointed to various high offices of State; but this is the first time in the history of British Rule in India when an Indian has been admitted to a share in the actual, executive Government of India. This, if in one sense a bold step is in every sense a wise step. Nothing can be more effective than a step like this, in quieting unrest and soothing discontent and in strengthening mutual confidence between England and India, which Providence in its beneficent dispensation has

united together for the good of both. It not only tends to satisfy the legitimate aspiration of the people to have a share in the Government of their country but it also affords the most convincing proof that our rulers when they can associate one of us with themselves in the executive Government of the country, cannot but be sincere in their profession to govern India for India's good.

Some people try to moderate the good effects of an appointment like this by arguing that it can concern only a very few select individuals and that the great majority of the people regard it with indifference. This is quite an erroneous view. No doubt the dignity and emoluments of the office will be enjoyed by only one person; but the real value of the appointment to the country consists in its marking practically the removal of a disqualification, the obliteration of a colour line, and the triumph of reason over prejudice and that is a value which every Indian, whatever his position in life, can and does fully appreciate. This is the main reason why the appointment has been received with such enthusiastic approbation all over the country. In this view the honour done to Mr. Sinha is an honour which every Indian shares with him. It is in fact an honour done to all India. And why limit the joy occasioned by the appointment to India alone? If India feels the satisfaction of seeing justice done to her England must feel the higher satisfaction of doing that justice.

In saying that the honour done to Mr. Sinha is so largely shared by his countrymen, I must not be understood to imply that his own share in it is small. If that had been so, if he had been selected not for his unquestionable merit but only as a convenient time-serving man, he would have been left with his honour well alone. It is because he is pre-eminently fit, and enjoys the confidence of his countrymen as well as that of Englishmen, it is because the honour done to him is really well earned, that his countrymen claim to share it with him.

Of Mr. Sinha's great ability and attainments I need not say much; they are amply testified to by his brilliant success at the bar whose honoured leader, he has risen to be. Endowed with a quick and acute intelligence, with calm and sound judgment, and with a temper genial and dignified, he has added to these rich gifts of Nature, profound learning and vast and varied experience of men and things in the course of a distinguished professional career, and he stands pre-eminently fitted for the high office to which he has been appointed. Then again, as we gather from his utterances on previous occasions similar to the present, he accepts his new position not in any spirit of elation, but in a truly meek and prayerful spirit, feeling more conscious of the responsibility than of the dignity attached to that position. To a mind thus disposed, will be always vouchsafed abundant light to clear any doubts it may feel, and ample strength to surmount any difficulties it may encounter.

Mr. Sinha's career, will be anxiously watched by all and unsparingly criticised by some. But we feel sure that he will so discharge the duties of his high office as to dispel the doubts of the most dubious and fulfil the expectations of the most sanguine.

We may give Mr. Sinha the assurance that the best wishes of all his countrymen and not a few Englishmen follow him. And we hope and trust that he will have a successful tenure of office such as will reflect credit on India, redound to the glory of England and make his name compare favourably with those of his illustrious predecessors.

Before I conclude I should gratefully acknowledge our deep obligation to the two great statesmen, Lord Minto and Lord Morley on whose recommendation our gracious Sovereign has conferred such high honour on our distinguished countryman.

Sir Ashutosh Mukherjee.

In the unavoidable absence of the Vice Chancellor Dr. Deva Prasad Sarvadhikari, I have been desired by the promoters of this meeting as the senior Ordinary Fellow of the University to request your Excellency the Rector to accept on behalf of the University the portrait of the Honourable Sir Ashutosh Mukherjee presented by the Registered Graduates through Raja Peary Mohan Mukherjee, and to unveil it.

This presentation of the portrait of Sir Ashutosh

Mukherjee by the Registered Graduates is a fitting recognition by them of the great services rendered to their University by their distinguished fellow graduate and fellow countryman for a period extending over a quarter of a century in various capacities as member of the Syndicate, as Dean of the Faculty of Arts, Dean of the Faculty of Law, and as Vice Chancellor. There have been no doubt differences of opinion regarding some of the acts done and some of the measures introduced by Sir Ashutosh Mukherjee. But leaving all debatable matters out of consideration there still remains a record of the work done by him for the University which is a unique record not surpassed nor even equalled by that of the work done by any other Vice-Chancellor. And it is no less a fitting recognition of the value of Sir Ashutosh Mukherjee's work that your Excellency the Rector of the University has been graciously pleased to consent to unveil his portrait. By this graceful act your Excellency, the neverfailing friend of our graduates and of the educated community of Bengal has given one more significant proof of your kindness towards them and has placed them under a deep debt of gratitude. I may be permitted here to add that the part assigned to me in this day's function is to me a source of intense gratification. Twenty seven years ago I had the honour of advising the then Vice-Chancellor, Chief Justice Sir Comer Petheram to insist on the appointment of Babu Ashutosh Mukherjee as a Fellow of the University, feeling confident that such appointment will be the

beginning of a career of great usefulness to the University, and today I have the satisfaction to find that my expectation has been so fully realised and that career has culminated in such conspicuous success as to give me the opportunity of asking your Excellency the Rector of the University to unveil the portrait of that gentleman (1).

(1). In this connection the two letters reproduced below may be read with interest :

77, RUSSA ROAD NORTH,
BHOWANIPURE,
12th June, 1904.

MY DEAR SIR,

Allow me to offer you my sincere thanks and deep gratitude for your kind congratulations and good wishes; they have to me a special value as coming from one who helped me most materially at the turning point of my career on the 25th March, 1887, and who has been, since then, the best of my friends. I trust you may be spared long to benefit us by your advice and guidance.

Yours sincerely,
ASHUTOSH MOOKERJEE.

77, RUSSA ROAD NORTH, BHOWANIPURE,
30th June, 1909.

MY DEAR SIR,

I am deeply grateful to you for your kind letter, which has a special value to me as coming from one who had a considerable share in moulding my career. I hope you will be spared long enough to bless me in my future work.

Yours sincerely,
ASHUTOSH MOOKERJEE.

—o—o—o—o—o—

Queen Empress Victoria the Good.

We are met here (1) to perform a sad and solemn duty, the duty of expressing our deep feeling of grief at the demise of our most gracious and beloved Sovereign Queen Victoria, Empress of India.

With us Hindus, the sovereign is something more than the mere political head of the State. Our religion invests the Sovereign with divine attributes. Manu says :—

মহতী দেবতা হোবা নররূপেণ তিষ্ঠতি ।

“The sovereign is divinity in human form.”

But the love and veneration in which our late beloved Sovereign has been held was inspired not so much by the peculiar tenets of any particular class as by her own intrinsic merits as a Ruler. She was a mighty Monarch of a mighty Empire but the greatness and the goodness of her noble, intellectual and moral nature distinguished her from the rest of humanity quite as much as did the mighty sceptre which she wielded and the bright diadem which she wore. Her many great virtues in public and private life won for her the love and veneration not only of her subjects but of all the nations of the civilized world.

Her long reign has been glorious in war as well as in peace, for “Peace has her victories no less renowned than war.” During her glorious reign the empire has received wide expansion while the justness

(1) Special general Meeting held, at the rooms of the Science Association on Thursday the 31st January 1901 to record its deep feeling of grief at the demise of Her most gracious Majesty Queen Victoria Empress of India. H. H. Sir J. Woodburn being unable to attend Mr. Justice Benerjee was voted to the Chair.

and beneficence of her rule and the motherly love and concern she felt for her subjects, love and concern in which India has always had its full share, have enabled her to lay the foundation of her vast empire deep and firm in the affection of her people. And if her reign has witnessed such great expansion of her political dominion over the surface of the globe it has witnessed no less an expansion of the dominion of culture and knowledge in the fields of literature and science.

Queen Victoria has had her share of trials and tribulations; but she bore them with queenly fortitude and with womanly patience. And now after a glorious career she has left this world with its joys and sorrows and gone to that blissful region which is the abode of the blessed for evermore.

She is gone; but she has left her bright example to lighten the gloom of sorrow in which the empire is plunged and to guide her worthy son and successor our most gracious Sovereign, King Edward the Seventh, Emperor of India.

Such was the great and good Queen Empress we have lost; and meet it is that this Science Association which came into existence during her beneficent reign should give expression, inadequately as it must be, to the profound feeling of grief which it shares with the rest of the community.

King Emperor's Visit.

I deem it a high privilege to be permitted to second the motion for the presentation of a loyal address by the Senate to His Majesty the King Emperor on the occasion of his visit to this city.

The occasion is unique, this being the first time in the history of British India that our August Sovereign will visit the Capital of his Indian Empire. And the privilege accorded to us of presenting an address is also unique, our University being one of the few public bodies whose address the King Emperor has signified his pleasure to accept. This special favour to the University is what might have been expected. English Sovereigns have ever been great patrons of learning, and His Majesty is well aware that among the many great blessings of the British Rule in India, the spread of education, ranks as one of the highest.

The gracious act of permitting our Senate which is entrusted with the superintendence of high education in the Presidency, to approach His Majesty with a loyal address, must be peculiarly gratifying to us, his Indian subjects. Loyalty to the Sovereign is enjoined by our religion; and the education of his people is one of the high functions of the Sovereign according to Indian tradition. Our sacred law giver Manu speaks of the Sovereign as :—

মহতী দেবতা হোষা নর রূপেণ তিষ্ঠতি

“A great divinity in human form.” And our great poet Kalidas speaking of his ideal king says :—

প্রজানাং বিনয়াধাণাদ্ রক্ষণাদ্ ভরণাদপি ।

স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ ॥

"In educating, protecting, and supporting them, His peoples' father he, their sires only gave them birth."

Our King Emperor's gracious condescension to receive a loyal address from our senate will therefore, effectively touch a responsive chord in the heart of educated India to draw it closer to his throne.

Nor must I omit to refer to another bright silken tie that binds us, graduates of this University, to our gracious Sovereign. When he was Heir-Apparent to the throne, he honoured this University by accepting its Honorary degree of Doctor of Law. Every graduate of this University must feel the ennobling and endearing effect of the thought that his name finds place in an academic roll that is graced by the illustrious name of his beloved Sovereign.

With these few words I beg to second the resolution which has been moved so eloquently from the Chair.

Government's refusal to sanction the appointment of three University Lecturers.

I rise now to move the resolution, (1) in obedience to the call of a delicate duty. The duty is delicate because it calls upon us to express our dissent from an opinion which we are bound to respect and which barring the question of jurisdiction raised, we are bound also to follow.

(1) At the meeting of the Senate of the Calcutta University held on the 5th July 1913, Sir Gooroo Dass Banerjee moved the following resolution.

That with reference to the principle enunciated in the letter of the Government of India, No. 996, dated the 20th May, 1913, relating to the appointment of University Lecturers, the Registrar be directed to write a letter to Government embodying the substance of the propositions stated below :—

1. That the Senate begs respectfully to point out that His Excellency the Governor-General-in Council, in refusing sanction to the appointment of three of the Lecturers on the ground that it is not "desirable to appoint as University Lecturers men who have recently taken a prominent part in political movements," has been pleased to adopt a new policy of which the Senate had no previous intimation, and in respect of which the Senate was given no opportunity of submitting its views.

II. That the Senate respectfully submits that although taking a prominent part in a political movement would be a disqualification in a Lecturer, if either the part taken is an improper part or the movement itself is an objectionable movement, yet the mere fact of taking a prominent part (though perfectly honourable) in a political movement (though wholly unobjectionable), ought not to be a ground of disqualification; and the Senate entertains grave apprehension that the unqualified adoption of the principle that it is not "desirable to appoint as University Lecturers men who have recently taken a prominent part in political movements" will seriously hamper the action of the University in the appointment of Lecturers, and will prejudicially affect the interests of education by depriving the University of the services of competent men in many instances.

III. That the Senate therefore respectfully approaches His Excellency in Council with a prayer to reconsider the decision arrived at, and to alter or qualify it in such manner as to his Excellency in Council may seem meet.

The resolution was seconded by the Res. Mr. Milburn and carried by 35 votes to 2.

But the duty is imperative ; and though we must abide by the order communicated to us till it is rescinded or modified, we are bound in justice to ourselves as members of the Senate, and to the public whose educational interests have been committed to our care to point out respectfully to His Excellency in Council that our action which has been disapproved and disallowed was not wrong and that it deserved less severe treatment. I would go further and say that when we feel convinced as we do, that our action was not wrong, we owe it, not only to ourselves and to the public but also to His Excellency in Council, to state our reasons in support of our view, which we have had no opportunity of doing, so as to have the decision, we consider erroneous, rectified.

Upon the question of jurisdiction I do not wish to say anything. It was discussed in his own inimitable way by the learned lawyer (1) whose proposed resolution refers to it, and I shall not mar its effect by touching upon it. I will only add this ; that that question makes the course I suggest of approaching His Excellency in Council with a prayer for reconsideration of his order, all the more necessary, to enable His Excellency to deal with the whole matter with all the new light that has been thrown upon it.

Turning now to the merits of the question, I submit in the first place, that the letter of the Government of India in saying that "His Excellency in Council does not consider it desirable to appoint as University Lecturers men who have recently taken a prominent part in political movements," has in effect enunciated a new policy

(1). Dr. Rash Behary Ghosh.

which in its broad generality had never been announced before, upon which the Senate had no opportunity of expressing its views and of which it had no previous intimation. This circumstance places the Senate which as a Body corporate of the University is responsible for the management of its affairs and the encouragement of the public in the pursuit of liberal education, in a very embarrassing position. The Senate had no reason to anticipate that a change of policy of such magnitude would be effected without consulting its views and without even a previous intimation to it. And the Senate appointed these three learned gentlemen mentioned in the Government letter, one of whom had been previously appointed without objection as University Lecturer, believing as it still believes that there was no objection to their appointment. Those three names were submitted through His Excellency Lord Carmichael who presumably with the advice of his counsellors, all gentlemen of mature experience and zealous in maintaining an atmosphere of pure study, forwarded the names with his own approval. And now at last we are told that the names are open to objection so much so that though their appointment had been condoned in part, they could not be confirmed as a whole. This decision has placed the Senate in a position, the embarrassing nature of which His Excellency the Governor General in Council will, we trust, be able to appreciate when our reasons for reconsideration are placed before him.

Then in the second place, apart from the difficulty created by the newness of the principle enunciated in the Government letter, and the absence of previous intimation

of it to the Senate, its soundness, I speak with all humility and deference is gravely open to question. The principle that it is not desirable to appoint as University Lecturer a person who has recently taken a prominent part in political movements would be correct if either the part taken is improper or the movement itself is objectionable. But it cannot justly be said that the mere recent taking of a prominent part in a political movement will disqualify a person to be a University Lecturer, even though the movement be wholly unobjectionable and the part taken perfectly honourable. Such a broad and unqualified rule, I speak subject to correction, has no where else been adopted. They were told that they should foster an atmosphere of pure study. An atmosphere of pure study, or rather (taking the expression as an instance of transferred epithet) a pure atmosphere of study we are all anxious to foster. We are all anxious to see that peace, order and discipline are maintained and that our young men become fitted to be useful citizens and none has shewn that anxiety in a greater degree than our learned Vice Chancellor. The purity of the atmosphere of study will not be interfered with or contaminated by the honourable participation of any of our Lecturers in any unobjectionable political movement. We teach politics. History and Political Philosophy are in the list of our subjects of study. It is not so much by excluding this Lecturer or that book, not by negative means, that the object can be secured. It is not by negative injunctions so much, as by positive processes and by giving our young men good and inspiring teachers and

good and inspiring books to engage their time and attention that we can keep them out of harm's way.

With all my predilection as an old retired orthodox Brahmin for the purely contemplative life of the hermit I cannot endorse the view that we should train our young men to be pure contemplative creatures fit only for the forest. We want to train them to be active men and useful citizens, qualified to take part in the world of action outside the University walls. Then again that will be an inane purity of atmosphere which has to be secured by sedulously shutting out learned men who have taken an active and honourable part in wholesome movements for furthering progress. An atmosphere so purified will have nothing invigorating, nothing stimulating, nothing inspiring in it, and may harbour, as all stagnant things are apt to do, germs of mischief.

Then in the third place mark the practical consequences of the new principle if it is to be adopted without qualification. It will seriously hamper the action of the University in the appointment of Lecturers. No self-respecting person will consent to allow his name to be sent up to Government at the risk of its being rejected on the undefined ground of its being politically objectionable. Even our present Vice-Chancellor with his uncommon knowledge of men and things and his unparalleled zeal to promote the interests of the University, will find it extremely difficult to secure the services of really competent men as Lecturers. I may add that it will not be easy to find fit persons to fill the places of the three learned gentlemen to whom exception has been taken. There are many learned

lawyers like Mr. Rasul but not many B. C. L.'s of Oxford or Cambridge who have made International law their special study. There are many Arabic Scholars among Maulavis but not many who like Dr. Suhrawardy combine with Arabic Scholarship a knowledge of western methods of linguistic study without which mere Arabic Scholarship is of little profit at the present day. There may be many versed in Budhistic learning like Mr. Jayaswal but not many who combine with such learning a knowledge of Chinese in which a good part of that learning is enshrined.

The principle if adopted will prejudicially affect the best interests of education by depriving the University of the services of competent men in many instances. It will for example, prevent the appointment as Lecturer in a branch of jurisprudence of that eminent lawyer who holds the unique position of being at once the most learned jurist and the most successful practitioner in the country or the appointment of that learned physiologist and eminent physician who is an ornament of the medical profession or of that accomplished scholar and economist whose knowledge of Indian economics stands unrivalled, because each of them has taken prominent but highly honourable parts in movements political though perfectly salutary and unobjectionable. These are some of the difficulties in the way of our carrying out the order communicated to us which may have escaped the broad but distant view of Government but which appear pointedly before our nearer though narrow vision.

When the decision of Government communicated in the letter under consideration can therefore lead to little

good, and is calculated to cause much harm, it is our bounden duty to approach His Excellency in Council with an earnest prayer for its reconsideration.

Science Association 26-11-1908.

This is the 31st. Annual Meeting of the Indian Association for the Cultivation of Science, and the thought naturally occurs to every one here whether the retrospect is reassuring. In considering this point we should moderate our expectations.

Thirty one years, though a fairly long portion of human life, is but a small period in the life of an institution like ours—which is not the outcome of a sudden burst of enthusiasm, and which is intended for steady and continued work. If you plant annuals they will grow and ripen soon, to fade and wither as fast. But if you plant perennials, if you plant a mango grove, you must for some time patiently wait and watch and water the tender plant before they become mature; when however, once they attain maturity, they will go on bearing fruits for years and years to the profit and pleasure, if not of the planter, certainly of his successors for several generations; even others not entitled to share the fruits will enjoy their refreshing shade. The metaphor well bears this extension. For while the honour of making discoveries or original research will be confined to the actual workers in the institution, the benefits resulting from the progress of

science and the dissemination of scientific knowledge will be enjoyed by all.

The question then is reduced to this namely whether we have been nursing the young tree planted by the illustrious cultivator Mahendra Lal Sarkar with all the care and attention that is due to the sacred trust he has committed to his countrymen ; whether the tree is showing signs of healthy growth. The answer though not very cheering, is not discouraging. It is true, we have not worked with enthusiastic ardour in this matter ; but our work though slow has been steady. Our friends have been gradually increasing, and we may hope in the near future to be able to appoint at least one paid professor. At present for the teaching work we have a small band of earnest workers who have been ungrudgingly giving us their valuable time and labour. And we have most hopeful assurance in the fact that the mantle of their illustrious founder and secretary has fallen on his worthy son Babu Amrita Lal Sarkar whose ability and attainments aided and stimulated by his pious desire to promote the life work of his father, have made him as efficient a secretary as we could wish for.

Of the events of the past year there is one which calls for more than a passing notice. It is the death of the Rev. Father Lafont. He co-operated with Dr. Mahendra Lal Sarkar in organising this institution and earnestly worked for it ever since its foundation. His high attainments in science and his uncommon power of lucid exposition made his lectures immensely interesting to all ; and helped not a little in popularising science in

this country. The loss which the Science Association has sustained by his death is incalculable. But we must accept the inevitable. Science prepares us for this and teaches us that, nothing is stationary or permanent, and that it is only the onward march of things that is continued and unceasing. If in the panorama of life, exhibited here one distinguished figure has passed away, it must be matter for congratulation that another as distinguished has taken its place. And we must consider ourselves fortunate in having in the place of the Rev. Father Lafont as our Vice President, Mr. Paul Bruhl a distinguished scientist well known as much for his devotion to science as for his broad-minded sympathy with the people of this country.

And now, before I conclude, I may be permitted to say a few words to my young friends the students of science. Though I am old I may assure you that I have not lost in the slightest degree my sympathy for the young. I know that all our hopes for the future are centred in the young, and I believe that the young are good as a rule, though a few among them, as among all large bodies of men, may form an exception to the rule. You are full of energy, full of enthusiasm. You are animated by noble impulses and unsophisticated by the bad things of the world. These are advantages no doubt, but like every other good thing in the compensating economy of Nature they have their counterbalancing disadvantages. Your super-abundant energy and enthusiasm, your impulsive nature, and your imperfect acquaintance with the bad ways of the world expose you to the danger of being led away

imperceptibly to more and more doubtful courses. That is why the ancient sages of this classic land and indeed wise men of most other civilized countries have enjoined *Brahma-Charya* and *Samjam*, discipline and self-restraint, as a first duty on the student. And that is why a higher Power than ancient sages our Maker himself has implanted in us the salutary sentiment of respect for authority and order.

Ever be on your guard against yielding to the mischievous promptings of that shallow unwisdom and delusive sophistry which suggest that the way to good lies sometimes through evil or that evil done to secure good is laudable. Remember the concurrent teaching of Science and Philosophy that though occasionally the uncontrolled blind forces of Nature and the misguided intelligence of men overpowered by *Tamas* or ignorance, work catastrophe and involve order out of it, it is the highest aim and the noblest triumph of reason so to direct those forces and the intelligence as to avoid catastrophe and lead to good. Have firm faith in the great truth that your own good is not incompatible with the good of others, and is not attainable by evil done to others. Such evils must provoke antagonism which will engage a large part, if not the whole of your available energy and make you powerless for doing any good.

If you are anxious to secure your temporal welfare, and there is no reason why you should not be so, work in the field of science. There, is ample room to work for you and for all your neighbours. And rich indeed will be the harvest you

will reap, rich and plentiful to you and for all your fellow-men. But here again, you must be on your guard not to allow your craving for temporal prosperity to weaken your longing for spiritual good. Ages of culture and ascetic discipline and self-abnegation have produced in us, dwellers of this blessed land, that longing for spiritual good which enables us to set such slight value on temporal things, or it will be a bargain far too dear and altogether unworthy of us to make, if we suffer the slightest deterioration in our spiritual nature for the sake of securing any temporal blessing however great.

Calcutta University Institute.

My dear friends, Young and Old,

Permit me to accord you a hearty welcome on behalf of the University Institute to this our first social gathering, on the opening of its new session.

We have been passing through stirring times. In the physical world, steam which had long supplanted manual labour is now in its turn being displaced by electricity ; the nature of another subtle agency, radio-activity, is being enquired into in the laboratory as a preliminary perhaps to its introduction some day into the manufactory ; and yet another form of energy, which has been exercising some scientific minds is supposed to be stored up in immense quantity in atoms which have only to be disintegrated to make this rich store available for our use. In the

moral world, more slow in its evolution, but quite as sure many new forms of activity are coming into play which it would be useless or worse than useless, to ignore, and which require to be regulated to make their operation beneficent. This is neither the time nor the place to dwell upon these different new forms of activity. But I may be permitted to make a passing reference to one phase common to many if not most of them,—I mean a growing disinclination towards respect for authority and observance of discipline. This may be the result of antecedent abuse of authority or undue severity of discipline. But even then this tendency is fraught with danger not only to those in authority or to those enforcing discipline but also to those seeking to resist authority and discipline. For this inclination to resist is sure insidiously to develop tendencies to disorder which will make those seeking to resist evil worse agents of evil than those they try to resist. If on the one hand evil is to be remedied, on the other hand the remedy must not be worse than the disease. The worst evil that evil can do is to convert even the good into evil in their very effort to remedy it. We must ever be on our guard to prevent evil having this success. The way to do this is to combat or conquer evil not by evil but by good. Evil is assertive and manifests its power more effectively to ordinary thoughtless minds than good can do. But depend upon it than the power of good if silent and slow, is secure and invincible in the end, secure, because it will never lead to any harm, and invincible because in the end, it will disarm all

opposition and convert the worst enemy into a friend. Respect authority then dutifully, observe discipline then scrupulously, not because authority is armed with power and discipline is enforced by penalty such, feeling is mean and incompatible with a proper sense of self-respect, but because reason and conscience the paramount authority over us all, dictate such course. And while respecting authority and observing discipline you will find ample scope for doing good, real solid good. It may be that your silent, and modest work may not be called great, and may not command vociferous applause but the really beneficent agencies are silent and not noisy in their work. The towering precipice with its thundering cataract may stand in solitary grandeur striking awe on the gazers below; but it is the lowly vale with its gentle stream that supplies the daily wants of man.

My dear young friends pray do not misunderstand me. Do not take anything I have said as admonition. Take it only as caution. In the ardour and enthusiasm of youth you may be led to attach undue importance to one view of a thing without pausing to ponder over other views of it. And I may naturally feel a desire to caution you against that.

Calcutta University Institute.

The 17th annual meeting of the Calcutta University Institute held on the 19th March 1912 under the presidency of Hon. Mr. S. H. Butler C.S.I., C.I.E.

I have much pleasure in seconding the proposition for the adoption of the report, which has been so well moved by the Hon'ble Mr. Gourlay.

The report shows a fair amount of useful work done by the Institute during the year under review. The aim of the Institute has been to supplement the work of the Colleges, as to physical, intellectual and moral well-being of our students by affording them facilities for healthful sports in suitable play-grounds, for voluntary study in well-equipped reading rooms, and for friendly intercourse with their professors and other men of light and leading in social gatherings and other entertainments. This is not only desirable but necessary. My saying this however must not be taken to imply any alarmist apprehension that our students will become revolutionaries unless they are kept in leading strings. That would be doing them grievous injustice. For reverence for authority, respect for law and order, and horror for wrong and violence are feelings ingrained in the Indian mind. If there have of late been some grave instances of deviation from this they are not products of the Indian soil, but exotics of foreign importation.

Nevertheless we cannot be too careful in the training of our youth. It has been truly said.

Vice quickly springs unless we goodness sow,
The rankest weeds in richest gardens grow.

During the most impressionable period of their life students ought to be placed as far away from all unhealthy influences as possible. The work however is delicate and difficult, more delicate and difficult than that of the administrator. For the administrator's work is generally supposed to be completed if he is able to secure a certain line of outward conduct on the part of those whom he is required to rule, whatever their inward motives may be, whereas the work of the educator is not done, no not even begun, until the inward feelings and motives of action are influenced for good. For this purpose neither the educational libertinism of Rousseau nor the iron-bound unsympathetic discipline of the middle ages will do. The agency should be personal and elastic and not mechanical and rigid. There should be, if I may with pardonable partiality for old Hindu Institutions say so, something like what existed in the relation between pupil and preceptor, namely interchange of reverence and affection, in the good old days of India. Nor must we ignore another difficulty namely, that arising from the peculiar position of India, which, by the mysterious and beneficent dispensation of Providence, has been placed under British rule; and the harmonious co-operation of Englishmen and Indians for the existence of real good feeling between them becomes essential for the prosperity of the country. And I am happy to be able to say that the Calcutta University Institute furnishes just the kind of educative agency we really want. Here we find, as the report shows, high officials like the Lt. Governor of the Province, Members of the Board of Revenue, Chairman of the Cor-

poration of Calcutta, the Director of Public Instruction, Principals of the Presidency, Scottish Churches and other great Colleges mixing freely with students in graceful condescension at their entertainments, or enlightening them with inspiring addresses on subjects of the highest human interest. The effect of all this in fostering genuine friendly relations and mutual good feeling between English men and Indians is infinitely more certain and enduring than volumes of loyalty text books, and long hours of theoretical teaching.

Generous-minded Englishmen who come out to India as members of the Civil and other services have constituted for themselves another service, the traditions and efficiency of which are in no way inferior to those of the Civil Service itself. Its working though less obtrusive, is no less certain. As in the material economy of nature, though violent storms and torrential downpours may now and then be necessary to clear the earth, it is the silent breeze and gentle rain that supply the daily wants of life ; so in the moral economy of the world, though administrative measures of repression and reform may at times become necessary, it is the sympathetic influence of good men that really secures peace and order in society.

Among the members of what I have called English men's voluntary Indian Service, the Hon'ble Mr. Macpherson our retiring President, holds a prominent position, more prominent even than his position in the Indian Civil service which he adorns. The great moral influence which he has silently, but certainly, exercised over the student community for a period of five years of critical time has

been most salutary, and has helped in no small measure to secure the continuance of that good feeling between Englishmen and Indians which is so necessary for the happiness of the latter. And the Institute in particular and the public in general are deeply indebted to him for this.

All India Temperance Conference 1917.

Mr. President, Ladies and Gentlemen,—I deem it a pleasure and a privilege to be permitted to take part in the proceedings of this important Conference, and I ask you to adopt the third resolution which lays down some very important principles for the practical guidance of the Temperance movement. Among the many self-inflicted evils that humanity suffers from, drink is one of the greatest and the most insidious. The temptation for it is strong. Men, who are not by previous training and culture able to take to more refined enjoyments, think, that they may forget the dull drudgery of life if they can drown themselves in alcohol. Then there are feelings which were unfortunately at one time supported by expert opinion, but happily for us that opinion has now been shown to be erroneous, that drink in moderate quantities is not bad but good. And the unwary victim submits to taking to moderate drinking by taking the first draught, forgetting that the first draught creates a hankering for a second, and the second for a third ; and that each draught

weakens the resolution with which he began. It weakens his power of resistance until at last he becomes a slave to the habit. These are the difficulties in the way of temperance. And yet even the worst sinner against temperance and abstinence admits on trying moments that he had unwarily given himself up to a bad habit which it has perhaps become too late to change. So you see, ladies and gentlemen, human feeling with all human frailty has all long been such that the dead drunkards are in favour of temperance, even of total abstinence, though it may be difficult in many cases to give effect to such feelings. Firm, resolute men, strong-minded men, have at times reclaimed themselves; others, however, require help, extraneous help to reclaim them. The great mischief in the drinking habit is the first step. The first step downwards may be fatal; that is the reason why our wise Aryan sages have said that even the touch of liquor should be religiously prohibited. I know there are some critics of the Temperance movement who say that even Hinduism does tolerate the drinking habit to a certain extent. I do not think that *Soma* has been identified with any intoxicating liquors. What we know is to the contrary; it may be a sedative drug. As to the Tantric practice, the bare name will show that it is not approved, but it is positively disapproved. On the other hand as one of the previous speakers has stated, our shastras show that drinking along with the murder of a Brahmin is a mortal offence; that is true Hindu sentiment. The Mahomedan sentiment is also exactly the same. Drink is absolutely prohibited in the Mahomedan religion. Popular sentiment

also goes with this. Even those who do not act up to the sentiment in practice still profess to regard that ideal, the ideal of total abstinence, as the highest ideal. With that state of sentiment in Indian society I feel no hesitation in asking you to adopt without hesitation the third resolution, which ask for powers of control and restriction in the Advisory Excise Boards.

Then as regards voluntary effort, it is true the question of asking Government at once to come forward with an absolute prohibition may be a difficult question to deal with. Some may say individual liberty is a sacred thing and ought not be touched. Others may say, the finances of the empire depend a great deal upon the sale of liquor, and that is also a matter that requires to be carefully handled. So I leave those things well alone for the moment. But there is ample field for voluntary effort. If we can create, if we can help the propagation of the sentiment which is deep-rooted on Indian soil, that of itself will force the hands of Government in the end, and the plea of non-interference with personal freedom will no longer be tenable. If a traveller finds a fellow-traveller walking on the brink of a precipice from which the next step may plunge him into an abyss from which he will not be able to rise again, it would be criminal negligence on his part if he were not to warn his fellow-traveller. Is the duty less paramount on any of us who finds a fellowman walking on a dangerous moral precipice from which the plunge will be a plunge into misery, misery to health, wealth, reputation and property? I say is it a less paramount duty of any of us

to warn the unwary victim of what he is leading himself on to ? Of course, there is a difference. In the one case, the danger being clear and admitted on all hands, the party warned will receive the blessings and thanks of the party warned. In the other case, it will not be so palpable and evident, and perhaps in place of blessing he may have curses, his interference may be resented, but that should not make us pause or hesitate. There is only one thing that we must carefully guard against. We must not try to correct our fellowmen in anger and hatred ; we must do it in sorrow and love. Hate the vice of drink as much as you may, never hate the man who drinks. Heaven be thanked that my environments, my antecedents have been such as never to have placed me under the temptation of drink. I want to thank heaven, not to exult on my own superiority, intellectual or moral. I must not have any but the sweetest of feeling for the deadliest of drunkards if I meet him. Otherwise my interference will be treated with the contempt it deserves. But if I approach him with all love and say, my good friend, this may be tempting you now but you will feel the reckoning not very late to-morrow morning. To-night you may be indulging in it, to-morrow morning you will have to repent. You must have felt on the previous morning the evil effects of the night's indulgence ; pray do remember what will follow only a few hours hence, and do desist. If I approach my fellowmen in that spirit, I have every confidence that though I may not always succeed I will not be shunned, and that times will come when my friend will court my

company in order to be able to resist what unaided he cannot resist. Voluntary effort, therefore, I place very great reliance upon. Then there is another method of voluntary effort which will be more effective, and that is the formation of an organization for the spread of total abstinence. Let there be distributed broadcast literature aided by science pointing out the evils of drink even in the so-called moderate doses, and that literature will not fail to produce the desired effect. And none is better qualified to disseminate such literature than the distinguished scientist and literary scholar who has honoured this Conference by accepting the presidential chair. (1) He commands an eloquent and an almost fascinating style of writing. I have read many if not all his popular books on food, diet and drink, and if he takes the work in hand we shall very soon have a body of literature in Bengali which will be all that could be desired. With these few words, ladies and gentlemen, I commend the third resolution (2) to your acceptance.

(1). Rai Bahadur Doctor Chuni Lal Bose C.I.E.

(2). That this Conference desires to see non-official opinion more effectively represented on Advisory Excise Boards, and urges that such Boards should be endowed with more powers of control and restriction. It also appeals for the establishment in all provincial capitals of Licensing Boards vested with full and final authority to determine the number and location of all licensed premises within their areas. It does this in view of the increase in Temperance sentiment and effort in various parts of the Indian Empire, and the many signs of progress of Temperance reform among special communities. The number of Temperance Societies steadily increases, and the attitude of Government officials is growingly sympathetic.

Further, this Conference also urges the increase of voluntary effort by the formation of still more organizations for the spread of total abstinence principles, as it believes the solution of the drink problem would aid greatly in the rapid amelioration of some of India's social and economic troubles.

Devalaya.

Extract from a letter written to Sebabrata Sasi Pada Banerji—the founder of the "Devalaya."

The principle on which you have founded the Devalaya, so far as I have been able to make out is a sound one. When God is one and the same for all, and faith in Him constitutes the very basis of all religions—when men of different persuasions perform religious observances according to their own light, it cannot but be a matter of great regret that people should fight over religion. It is nothing strange that men with varying degrees of knowledge, intelligence, education and development, should differ in their opinions, and that is no reason why there should be ill-will amongst them on that score. If people without entertaining ill-will towards one another faithfully practise their respective religions according to their own light, they are entitled to our respect. It is futile to expect that they should agree in the matter of religion. That you have come to this conclusion testifies to your real wisdom and piety. Herein lies the solution of the problem of religious discord. When this conclusion is at the basis of the Devalaya it can fairly be hoped that it will be productive of good at an early date.

Substance of a Speech at a general meeting of the Devalaya Association on 7th September 1912.

When I was requested to take part in the proceedings of this meeting I felt considerable hesitation

to accept the invitation because I thought I was not fit to take part in the proceedings of a religious meeting. Immersed in worldliness as I am, I have always thought that my proper place at a religious meeting is that of a listener and a learner and not that of a talker and a teacher. But my hearty sympathy with the aims and objects of the Devalaya Association in general and with its catholic toleration in particular, made me overcome that hesitation, and here I stand before you in response to the call from the Chair to offer my warm congratulations to the Devalaya Association and to its Venerable founder Babu Sasipada Banerjee for the sacred and beneficent mission which this association has undertaken, and which it has been trying so far successfully to fulfil. To my mind considering the difference of tradition, temperament, and training, difference in religion must be inevitable, not only between race and race inhabiting different regions of the world, but also between individual members of even the same community. When so much difference of opinion exists upon simple matters, finite matters, which can be subjected to actual experiment, it is nothing strange that in regard to a subject in which the finite human mind attempts to grasp the infinite there should be difference. There is no wonder in that. On the other hand, the wonder rather is that in regard to religion which brings us face to face with our common Supreme Ruler and our common Father there should be so much discord and animosity. It is therefore no small relief to find that

an Association like the Devalaya Association should be formed, which affords a common meeting ground, for the followers of different religions and creeds, where they can freely interchange their views on various subjects connected with religion. The most salutary condition of such meetings is that no one should speak or think irreverently of what is held religiously sacred by others. It might be said that differences of opinion can be intelligible in the case of those religions which are the result of the human mind struggling to know and understand the infinite, but what about those religions that are believed to have been revealed? There also, I do not think there is any insurmountable difficulty in understanding the subject.

Revealed religions admit differences of dispensation suited to the requirements of the races and times for which they were intended. Moreover revealed religions would be direct revelation only to a limited and fortunate few. For the rest of mankind the acceptance of revelation must be a matter of evidence and inference on which frail human mind is not likely expected to come to any unanimity. It may be said that the work of this Association is a sort of compromise with truth. But though truth is one, truth is great, and the human mind is too limited to grasp at once the whole of that great truth.

The speaker here related the story of "*Andher hasti-darshan*" in which some blind men gave different descriptions of an elephant. The speaker then said that when blind men could come to such different

conclusions with regard to an elephant how much difference there might be with regard to such a grand thing as religion. The human mind which sees only as through a glass darkly, is next to a blind man and may well be excused for arriving at different conclusions.

The association is not only a place for mere present interchange of thoughts but it has another very beneficent mission to fulfil and it is this. It will help to bring together the followers of different creeds, enable them to interchange their thoughts so that each will correct his own imperfect vision. Speaking of toleration I cannot resist the temptation of quoting a Sloka from the "*Geeta*" in which *Srikrishna* says "that whoever worships other than Me in a true and devoted manner worships but "*Me*".

The Calcutta Orphanage.

I have much pleasure in seconding the motion for adoption of the Report.

I do not think it necessary for me to say much to commend the Report for your acceptance. The Report gives a lucid account of a fair amount of useful philanthropic work done during the last year.

26th Annual meeting of the Calcutta Orphanage held on the 8th April 1918 under the Presidency of the Governor of Bengal. The welcome song composed for the occasion by Rai Chuni Lal Bose Bahadur and translated by Sir Gooroodas Banerjee is reproduced below.

And the learned mover of the resolution, Sir S. P. Sinha with his useful clearness has referred to such features of the report as call for special notice. All that remains for me is to offer a few remarks which modesty has prevented my learned friend from making.

Sir S. P. Sinha as President of the Executive

আবাহন সঙ্গীত ।

বাজাও শংখ, জাল ধূপ দীপ জয় মালা লয়ে করে,
 (এস) ভাই ভগিণী মিলি কুতূহলে, বরি বঙ্গের ঈশ্বরে ।
 রাজ-অতিথি আজি রাজ-ভবন তাজি,
 এসেছেন দয়া করি দীনের কুটীরে ;
 দীন-পালক যিনি শুনাতে আশার বাণী,
 বুঢ়াতে মরম-বাথা, আগত ছয়ায়ে ।
 সম্বল শক্তি হীন শিশুমতি মোরা দীন,
 না জানি কি দিয়া পূজা করিব তোমার ;
 আছে শুধু কৃতজ্ঞতা প্রেম ভক্তি সরলতা,
 তব শ্রীচরণে দেব ! দিতে উপহার ।

Blow joyous conch, burn incense pure,
 Bring wreaths of flowers smelling sweet,
 Come brothers, sisters, one and all,
 Bangala's noble Lord to greet.
 Our Royal Guest His stately hall
 Hath left at Pity's potent call ;
 He is here at our cottage door,
 Gracious cherisher of the poor,
 To soothe our hearts with hope to cheer
 Us hapless things to Him so dear.
 We are helpless little orphans,
 Have for thee no offering meet ;
 Deign to accept our heart-felt love.
 Offered loyalty at Thy feet.

Committee whose report is, before you, could not speak in high eulogistic terms of the report or of the work of his committee. But I labour under no such disqualification, and I may freely bestow on the work of the committee and its report of that work their full measure of praise. Now among the inmates of the Orphanage are, many little children below the age of seven years. They are absolutely helpless and are true objects of charity. The orphans are not only fed and clothed but they, each according to his or her aptitude receive such training, intellectual and industrial, as would help them in after life. And all this work is done at an average expense of only Rs.8 a month for each orphan. This work of the orphanage thus presents a combination of economy and efficiency which surpasses all commendation. Nor is this to be wondered at when we bear in mind by whom that work is done. The committee works under the guidance of its distinguished president Sir S. P. Sinha and it has for its Secretaries two eminent members of the Engineering and Medical professions, Sir R. N. Mukherjee and Rāi Bahadur Chuni Lal Bose. Among the members of the Committee are distinguished medical men, learned professors, retired Judicial officers and leading men of business. And to crown all this the institute has secured the patronage not only of some of the enlightened leaders of the landed aristocracy of Bengal but also of His Excellency the Governor of the Province who as a wise and sympathetic ruler lends his ready support to all good work great or small.

The Orphanage may therefore justly expect the fullest sympathy and support of the public and you will I am sure unanimously accept the motion which I have the honour to second.

Ripon Literary Union.

I feel much pleasure in taking part in the proceedings of this meeting. And there is good reason why I should feel pleasure in doing so. For occasions like these afford us some opportunity of discharging inadequately though it be, one of the duties which the old owe to the young. Elderly men are generally apt to think that they have the right to exact respect from the young. But they forget that this respect is not due to them, as a matter of absolute right. It is due to them only as a compensation allowance for the duty cast on them of serving as guides to the young in this journey through life. If people have to pass in succession over a way that is thorny and full of pitfalls, those who go before ought certainly to warn and guide those who follow. And so in the paths of life unhappily not strewn with flowers, but scattered with thorns and covered with many pitfalls, it is equally the duty of those who have gone before to warn and guide those who come after. Unfortunately we are often so immersed in selfishness, so engrossed with our own concerns that we are unmindful of this plain duty to others.

I feel the weight of this duty, and hail with pleasure every occasion that gives me an opportunity of attempting to discharge it in my humble way. I am glad to be here and I thank you my dear young friends for your giving me this opportunity of being in your midst.

If my first duty is to thank you, my next duty is to ask you to join with me in thanking the learned speakers who have entertained and instructed us by their eloquent addresses this afternoon. And let it be here remembered that your thankfulness to them and mine too for I know and value their disinterested and self sacrificing services to my countrymen, young and old, quite as well as you do, is constant and not occasional only.

I will not mar the effect of their impressive eloquent words by attempting to give you any dull *resume* of them. They require no elucidation and they admit of no further condensation. I would only ask you to aet up to those words with the same attention with which you had been listening to them.

It remains for me now to address you a few words by way of encouragement and advice.

Whatever others may say of the uselessness or even mischievousness of young men specially young students joining debating clubs, I have always regarded such institutions as useful and beneficial to students provided they are properly conducted. You all know the saying of a great philosopher,—“reading makes a full man, conversation a ready man, and writing an exact man,” and debating or discussion serve the same purpose as conversation, and perhaps in a better way. In practi-

cal life, we are daily and hourly called upon to hear think and discuss and decide and express our decision, not merely those that have to decide cases in a technical and limited sense, but all of us, for the most part, readily and upon the spur of the moment; and anything that enables us to acquire readiness in thinking and expressing our thoughts and answering our opponents must be an excellent preparatory training for us, before we enter life. I am glad to learn from your report that the first impulse towards the establishment of the Ripon Literary Union was received by you from my Honourable friend the experienced educationist and the sympathetic instructor of youth at whose feet you have the privilege to sit daily as learners. Even as students preparing for your examination I do not think the time you spend in attending your literary Union is altogether thrown away. I know you and your learned professors are hard pressed for time. Elsewhere I have been trying my best to reduce your burden not so as to lower the standard of your examinations but simply to give you a little more time to think and to assimilate what you learn. But even with the existing pressure on your time, I think the loss of time incurred in attending your Union is amply compensated by the gain in the facility you acquire of expressing yourselves in English, a facility which must be of immense service to you in the Examination hall. I would therefore give your Literary Union every encouragement, provided you go on regularly and mind each description of work you have to do in its proper time and not allow any

one unduly to encroach upon the others. And as a small token of my sympathy with your Literary Union I would beg leave to present it a few books.

Whilst I am free to give you encouragement, I feel considerable hesitation in giving you advice. It has sometimes been said that it is easy to give advice but difficult to follow it. That is not the sort of advice that I would like to give or take. I think advice to be worth the name should be such as would be easy to follow, but then it becomes proportionately difficult to give. I have given some thought to the question what advice should I give you as students and as members of a Literary Union, and the answer I have been able to formulate I shall now shortly state.

You must in the first place be serious about all you do, not serious in the sense of being morose and dull, but serious in the sense of being full of enthusiasm, not serious as opposed to cheerful but serious as opposed to thoughtless. Truly has the poet said :—

“Life is real life is earnest”

You must in the next place be regular in all you do. Things done regularly are much better done and much more quickly done.

You must next learn to attach due importance to conflicting considerations.

You must last of all be sacrificing in all you do, and learn to do your duty regardless of reward.



Arya Mission Institutions.

It gives me much pleasure to take part in this prize distribution ceremony. To be the medium of transmission of rewards to persevering merit must always be a source of pleasure; and the pleasure is enhanced in no small degree when I remember that the recipients of the rewards on this occasion are students of an institution which is one of the few that impart not merely secular but also moral and religious instruction. Such schools richly deserve our sympathy and support.

In saying so, I am far from under-rating the claim of other schools or undervaluing the benefit of secular education. On the contrary I do not think that any education can be purely secular, can be absolutely unattended with wholesome, moral and religious influence. It is not possible to study any work of nature or of art, any product of inanimate matter or of intelligent mind without perceiving the hand of Him that ordains everything. But this leading from Nature up to Nature's God if unassisted by direct religious teaching, must be matter of comparatively slow progress. It can be the lot only of the blessed few like Prahlad in the Puranas to see the spirit of God in the very first secular lesson. For the rest it is needful that secular and religious education should go hand in hand so that the moral and religious cravings of the growing mind may be satisfied along with its craving for knowledge.

Now Government Schools and Colleges for obvious reasons are obliged to work on neutral religious grounds.

It becomes therefore the exclusive privilege of private institutions to impart religious instructions on a national basis along with secular knowledge.

There is one great advantage of religious and moral teaching on a national basis. The teacher here is enabled to utilize those germs of moral and religious sentiment which are easily implanted in the infant mind and often unconsciously fostered in every domestic and social intercourse, which are ever ready to take deep root and under proper care to bear good fruit, germs which the teacher, to whom all but strictly mental ground is forbidden, must let go neglected, to the no small detriment to rapid spiritual culture. It may be said that this advantage has its compensating disadvantage and that sectarian religious teaching from infancy makes the mind less liberal and less tolerant in religious matters than teaching on the broad basis of universal religion. But there need not be any such apprehension in the present instance as the authorities of this institution, as we learn from their annual report have wisely adopted as the basis of their religious instruction that noble work the *Gita* in which the spirit of toleration pervades throughout, and in which *Srikrishna* himself has said :—

যে যথা মাং প্রপত্তন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং ।

মম বর্তানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্ব্বশঃ ॥

যেহপ্যত্র দেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াহিতঃ ।

তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি পূৰ্ব্বকম্ ॥

Howsoever you seek me I'll be with you,
For mine is the path men intend to pursue.
Who worship other Gods devout and true,
Worship but me though not in manner due.

While every judicious arrangement is made for moral and religious training, secular instruction is equally well attended to as the highly satisfactory results of the University Entrance Examination referred to in the report amply testify.

Pandit Panchanan Bhattacharyaya, the Proprietor and Acharya of the institution and his fellow labourers in his useful work therefore, well deserve the patronage which the enlightened leaders of our society like Maharaja Bahadur Sir Jatindra Mohan Tagore have extended to it, and the encouragement which the presence here of so many official and non-official representative men indicates.

It remains for me now to say a few words to the teachers and to the pupils of the school.

The first thing to which I would beg to invite the attention of the teachers, if I may be permitted to do so without being considered intrusive, is the fact that teaching like every other business is an art though unlike many other kinds of business it is as they well know, a difficult art and has its own rules and method which should be followed if it is to be practised efficiently. It is commonly supposed that every one who knows a subject knows how to teach it. This though true to a great extent is not wholly true. One may often know a subject without being aware

of the mental processes or having any recollection of the difficulties that attended his acquisition of the knowledge. Eminent philosophers have written much about teaching as a science and as an art and their writings constitute a body of literature on the subject which every teacher may profitably study.

While addressing the teachers I would next point out the importance of their seeing that the instruction they impart is not only imbibed but is imbibed with pleasure. That is the only test by which to judge whether the instruction given is producing its desired effect. For the object of education is not merely to store the mind with useful knowledge but to exercise and strengthen its powers and awaken and stimulate its desire for the acquisition of knowledge; and no forced loading of the mind with knowledge however useful and at a rate however, rapid, can compensate for the slightest impairing of its power or desire for the acquisition of further knowledge. I know you will say that you have no choice in the matter and that the measure of the burden is fixed by the University. That may be true for one or two classes of the school; for the rest you are free to regulate your own scale. And as regards the course of study fixed for the different University Examinations, if any of them is found to press heavily on the students or by reason of its extent to render deep and thorough study impossible and to necessitate cramming, there is no reason why on a proper representation being made by those engaged in teaching it should not be modified or reduced so far

as may be necessary.

Lastly I would beg to suggest to the authorities of the institution the importance of their showing in the annual report the exact average progress made by each class at the annual examinations. It is the average progress of each class more than the exceptional progress made by a few exceptionally good boys in the class that tests the efficacy of the teaching. And if a little honest emulation is not considered incompatible with the dignity of the tutorial staff, I would further beg to suggest that the learned teachers might compete with one another in bringing about the highest average.

To my young friends the students, I have only one word to say. I would earnestly ask you to remember the ancient traditions of the student class in your own country and to try your best to be true to those lofty traditions. Remember that you belong to a class whose status in former days was designated by that significant word "Brahmacharya" which implies purity, truthfulness, self-restraint, rigid observance of discipline and other great virtues which adorn human nature.

In conclusion, whilst heartily congratulating the prize winners on their success, I would ask them as well as those who have failed to obtain any prize to remember that these prizes are not so much rewards for past labour as incentive for future exertion. And if they are viewed in that light, this prize day need not be a day of despairing sorrow to the unsuccessful; nor one of elating joy to those whose efforts last time have been crowned with success. It should rather be a day of solemn resolve to

both to work diligently so as next time to merit reward. And better still if not this prize day alone, but every day of your lives you can form and keep to a solemn resolve to do your duty and to do it not for reward, but regardless of reward, to do what the Gita you love to read enjoins. :—निष्काम कर्म



Oriental Seminary.

It is customary on occasions like these for the Chairman to bring the proceedings to a close with a few words of encouragement and advice; and I must obey this time-honoured custom.

It gives me much pleasure to take part in this Prize distribution ceremony. To distribute rewards to the deserving, must always be a source of pleasure; and the pleasure is enhanced in no small degree by the thought that the recipients of the rewards on this occasion, are the students of an institution which is one of the oldest and most efficient amongst those under the exclusive management of my countrymen. The Oriental Seminary is venerable by its age, having been in existence for more than three score years; it has had a brilliant past, having turned out such men as Sambhu Nath Pandit and Kristo Das Pal; and it is under exceptionally distinguished patronage and highly efficient management, receiving the sympathy and support of some of the most eminent members of our community.

Such is the institution to which you my young friends, for whose encouragement we are assembled here today, have the honour to belong. I will only ask you so to conduct yourselves as to be true to its best traditions and to deserve the care and attention that is bestowed upon you. To those of you who have won prizes today I have a word of warning to communicate : let not your past success elate you so as to make you slacken your efforts for future improvement or winning reward, for then you may be sure that the next chance will not be yours. To those who have failed to obtain any prize today, I have a word of encouragement to offer : be not depressed by your failure in the past but work diligently and honestly for the future ; and then depend upon it that the next chance will be yours. And to all of you whether prize winners or not, I have a word of advice to say, learn to do your work well and thoroughly, learn to do good and to be good regardless of reward : and then you will learn what it is never too early to learn.

কৰ্ম্মণোবাধিকারন্তে মা ফলেষু কদাচন

“Work is your share, but never the fruit thereof.”

The charge is sometimes made that the present generation of students is wanting in reverence for their superiors. How far the charge is well founded, I need not here pause to enquire. But I now say to you all emphatically to disprove it by your conduct, so that not even your worst enemy can have the slightest ground for saying that the Hindu student of the present day has

lost that virtue of reverence which formed the distinguishing characteristic of the Hindu student of olden days.

I crave your permission here to offer a few suggestions for the consideration of the teachers and managers of the institution. I know it is presumption in an amateur and an outsider to give advice to experts and men actually engaged in teaching ; and such advice is often characterised by want of knowledge and want of sympathy. In the present instance, however, the few words I am going to say are not the remarks of a critic but are the suggestion of a friend ; and though I am wanting in the knowledge of an expert I may assure you that I am not wanting in sympathy for teachers and the work. For I myself began life as a teacher and I often call to mind as some of the happiest days of my life the time I spent with my pupils, in the different colleges in which I served. I have some idea of the great difficulty and the great importance of the work of a teacher ; and it is because I am aware of this that I have ventured to make the few suggestions that I am thinking of.

My first suggestion is that teachers should supplement their own experience by reading the works of eminent men who have devoted their thought to the subject of teaching. Whilst every other profession requires preparation to enable one to qualify for it, it is somewhat singular that the profession of the teacher, which is perhaps one of the most difficult, should be open to all without any preparatory training. It is generally believed that every one who knows a subject is able to teach it to

others. This is no doubt to some extent true. But it will certainly add to the efficiency of a teacher if to his knowledge of the subject to be taught there is added some knowledge of the art of teaching. I beg with the permission of the managing committee to present to this institution the few books lying on this table, which are some of those written on the subject of education and teaching, so that teachers may consult them at their leisure.

My next suggestion is that a teacher should as far as possible look to the wants of individual students instead of being content with teaching a class as a whole. This is specially necessary for the lower classes. There are however, I know, two difficulties in the way. One of them is the largeness of the class to be taught; and the other the length of the course of study prescribed. These two difficulties may be removed or reduced by the managing committee. The report, if I understand it rightly, gives some indication of their endeavour to remove the first difficulty, where it shows that two distinct sets of teachers are employed, one for the free and the other for the ordinary department. As for the second difficulty, though as regards the Entrance class, it rests with the University to fix the course, yet for the other classes the managing committee have full power to regulate the course as they think fit; and I would beg of them and of the teachers to bear in mind that the quality of the teaching and not the quantity of the matters taught should be chiefly attended to, and that the object of general education is more to train and develop the powers of the mind than to store it up with knowledge.

I have heard it said that guardians often measure the progress of their boys by the number of the pages they read. I can only say that the educational value of a few pages of a book well and thoroughly read is very much greater than that of fifty pages read indifferently.

My last suggestion to the teachers and managers is that they should keep in view the average progress of each class and show such average in their annual report. Brilliant results attained by one or two good boys in a class can no more indicate the efficiency of teaching than bad results shown by one or two exceptionally dull boys will indicate its inefficiency.

The institution has had a brilliant past, I earnestly wish it may have a still more brilliant future.

Seal's Free College.

It gives me much pleasure to take part in the proceedings of this prize distribution ceremony.

It is no detraction from the importance of such ceremonies that they concern children only. This child is the future man; and children who are receiving education are the future hope of the country. Among the agencies at work to further the progress of the country, education though silent, is certainly one of the most potent and enduring and every man who has the welfare of his country at heart, must feel pleasure in taking part, however slightly, in the work of education.

But if taking part in proceedings like these is always a source of pleasure, there is a special reason why in the present occasion it is peculiarly gratifying to me. This charitable educational institution is the only one of its kind, founded by a Hindu Donor, that the metropolis of British India, the city of palaces can boast of. It was established as we learn from the report with the object of enabling young men to earn a livelihood in the humbler occupations of life, such as those of artisans, shopkeepers, traders, agriculturists, clerks etc. And it bespeaks no less the enlightened good sense than the munificent liberality of the donor when we find that upwards of forty years ago before English Education had hardly made a tenth part of the progress it has now made, an eminently successful practical man of the world who was never a speculative man of letters should have so well appreciated the importance of liberal education even for those who did not aspire to be above the rank of artisans, shopkeepers, and agriculturists. It is gratifying to know that the High court has appointed two worthy grandsons of the founder as trustees of the school. It will naturally be their pleasure and their pride to promote the welfare of the institution and we may well hope that the school will henceforth make rapid progress in usefulness and efficiency.

Turning now to the students of the institution I must with regret observe that they do not appear to have availed themselves of the benefits of its teaching as well as they ought to have done. The report tells us that only one-third of the students of the first class were

found fit to be sent up for the Entrance Examination ; and of these only one-fourth have come out successful. This is not as it should be. And I would earnestly ask you my young friends, students of Mati Lal Seal's Free College, to remember that you not only owe it to yourselves to make the best use of your time in gaining knowledge, but you owe it also to the benevolent founder of this institution to show by your progress that you are worthy of his bounty. I am not insensible of the difficulties of your situation. I know your limited means do not enable you to have the assistance of private tutors at home, and you have often to struggle hard to provide yourselves with board and lodging. But the pursuit of knowledge here as in other countries has generally been a pursuit under difficulties. You must work bravely and firmly and steadily to surmount your difficulties.

To the teachers of the institution I would beg leave to say a word or two ; but I would add that I do so with very great diffidence ; for no one knows better than I do that a stranger like myself coming in your midst for an hour or so can only make modest suggestions, but should never presume to give advice. Hard and onerous as the duty of teaching is, you will permit me to add that it is harder and more onerous in the case of teachers of charitable schools. They have to teach boys whose circumstances do not enable them to have the assistance of private tutors, and so they must teach their boys in such a way that the want of private tutors may not be felt. Of course this extra work is

work for which they are not remunerated in the ordinary way. But if the liberal founder of this institution has set apart a large portion of his wealth for the benefit of the poor, you who are rich in the treasures of learning, which are never wasted by expenditure may well be expected to spend in charity a part of your inestimable wealth. I would also beg of you to remember always that your work should be measured not by the quantity of matter taught, but by the quality of the teaching. It does not matter that you cannot teach much if what you teach is taught well and thoroughly. No new lesson should be given until the old one is thoroughly mastered. Just as the growth and health of the body depend not upon the quantity of food taken, but upon the quantity that is assimilated, so the growth and development of the mind depend not on the quantity of matter taught but on the amount of knowledge that is imbibed. I know that for the Entrance Class and the preparatory class the extent of the course is settled for you by the University and you have only to teach that to your pupils. But in the classes below the first two you are free to fix the extent of the courses of studies to be gone over in a year, and I would ask you to fix the extent of the course for each class so that it may be mastered thoroughly.

I would also ask you in selecting text books in English, not to adopt books in which the topics treated of are peculiarly English. Such books though well suited for English boys are not likely to be well understood by little boys in this country.

I am glad to learn from the report that you are going

to have a library for the school. I may be permitted to suggest that the Library should have all the ordinary books of reference and all the books in the English language on the subject of teaching. In these last the learned teachers will find all that the wisdom and experience of others have discovered as useful in the art of teaching, an art which requires cultivation just as much any other art.

I do not wish to detain you long. I would earnestly exhort all who are interested in the welfare of this institution whether as pupil or as teacher or as manager, to do their best to make this institution attain its full measure of usefulness and become a fitting monument of the munificent liberality of its worthy founder.

Scottish Churches College.

I deem it a great privilege to be permitted to take part in the proceedings of this important function. To realise its full importance, we should bear in mind that it is presided over by the Governor of the province, who, to add grace to the occasion has been pleased to come associated with his fair partner, 'the noblest lady in the land'. We should remember also that it is the Prize day of a great historic first grade college with a long record of splendid work. The college was founded about three quarters of a century ago by Alexander Duff one of the greatest educationists that Britain ever sent to India.

After a few years it became split into two colleges owing to a division amongst its governing authorities in Scotland ; but after many years of divided existence the two colleges have recently become reunited into one great college whose Prize day we have met here to celebrate. And it is in singular accord with the fitness of things that the Prize day of this recently reunited colleges is celebrated under the presidency of the first Governor of re-united Bengal. Though founded originally to help the spread of Christianity, this institution as helping the dissemination of sound knowledge has commanded the respect of a non-christian nation whose religion inculcates that true knowledge is a means of salvation. :—

“অবিত্রা মৃত্যুং তীর্থা বিগ্ৰহামৃত মঙ্গুতে”

The college has turned out many highly distinguished men such as the accomplished literary scholar and author Lal Behari De, the sound political educator (not mere agitator) Kali Charan Banerjee, the eminent judge and educationist, Sir Pratul Chandra Chatterjee, and the profound meta-physician and mathematician Dr. Brojendra Nath Seal. The annual college day of such a noble institution held under such high auspices must be an occasion of general interest to all friends of education. To me it is of special interest as I had the honour of being a student of the institution for some time more than half a century ago ; and a member of its professorial staff for a short time a few years later ; and that I believe is the reason why in the presence of so many distinguished friends of the College I have been accorded the privilege of addressing you now.

Addressing my esteemed friends the professors and teachers of the institution, I have to offer them on behalf of myself and my countrymen our hearty thanks for the kindly interests they take in educating our youngmen and for the salutary influences they exercise by precept and example in moulding their character.

To you my young friends, students of the institution, my first appeal will be to ask you so to conduct yourselves as to deserve the attention that is bestowed upon you by your teachers. You naturally take pride in the past glory of your country in the field of learning. You should remember that what enabled our forefathers to achieve that glory was their uncommon veneration for their teacher, their unswerving loyalty to their Sovereign, their unbounded respect for authority and their ungrudging submission to discipline.

I would remind you of the great advantages of your educational environments and beg of you to appreciate and utilize them fully. It is true, you have not got any complete system of residential colleges to help the growth of corporate college life. But that want should not prove any great drawback to the Hindu for though exclusive in minor matters, he is cosmopolitan in matters, of serious moment and his maxim of life is well expressed in the aphorism :—

অয়ং নিজো পয়োবেতি গণনা লঘুচেতসাম্ ।

উদার চরিতানাংতু বস্তুধৈব কুটুম্বকং ॥

“This is my relation, that is another's is narrow reckoning. To the broad minded, the whole world is kin”.

You have all the ancient light of the east and all

the modern light of the west available to you for enlightening your mind and guiding your steps in the path of progress. It is true the East is East and West is West but the twain do meet to complete the circle of human progress. I have referred above to two unions, the union of East Bengal and West Bengal, which has given us a gracious governor like Lord Carmichael and the union of Duff college to General Assembly's Institution which has given us the great college in whose hall we have met today. I now refer to a third and a greater union which will bring us higher blessings still, the union of the East and the West in the British Empire. A beneficent Providence has united the great Eastern country of ours, the centre of eastern thoughts, with the greatest and most just empire of the West, for the benefit of both. The contact of the dominant spiritual culture of the East with the dominant material culture of the West will serve to make the contemplative and self-abnegating Indian more active and less ascetic and the more active and energetic European more contemplative and may I add less assertive. This assuring optimism, the out-come of faith in Providence, should inspire you in your relations with the West; and it will make these relations dignified and happy.

Lastly I would ask you to realize the full importance of your own situation. Your present stage is one of preparation for the active stage of life. This will determine your future and upon your future depends the future of your country. A mighty torrent of tumultuous modern thought is seeking to sweep away the ancient institu-

tions of this classic land. It would be unwise and it is impossible to stop it altogether. But it is undesirable and it would be unmanly to give way to, and be drifted by it. It is for you to stand firm, harness the stream and regulate its course so that useful reconstruction and not reckless destruction of your social fabric may be the result. You are no mean factors in the production of that result. You are no insignificant and uncared for section of the community. Let this day impress upon you the fact that your career is watched with loving solicitude not only by anxious friends and guardians and by kind teachers and professors but also by the sympathetic Ruler of the Province himself and by his noble consort who shares with his Excellency his exalted rank together with the cares and anxieties inseparable from it.

If you bear fully in mind your past traditions and your present position your future course can never be devious, your future success never doubtful.

Deaf and Dumb School.

(I)

In responding to the call from the Chair to move the first resolution which appeals to the benevolent public for the support of this institution, I feel that I am called upon to perform a most sacred duty of speaking on behalf of those who cannot speak, and I wish I had the gift of that stirring eloquence which not only

moves the heart but impels it to immediate and energetic action. And if I am painfully conscious of the want of that gift in me, I have one consolation that my feeble words will fall on willing ears. For if I am called upon to speak on behalf of those who cannot speak, you are called upon to hear my appeal on behalf of those who cannot hear. I am sure you will strain every nerve to catch my faltering accents, nay more I am sure you will without waiting to be reminded by me or by any body else of your duty in this matter, spontaneously come forward with liberal help in support of an institution like this which is so deserving of your help.

This institution as most of you know seeks to educate the deaf and the dumb so as to make them useful members of society and to relieve them so far as may be possible from the sorrow and misery which they and those interested in their welfare suffer.

At one time it was considered hopeless to attempt to impart knowledge to those in whom one of the two great avenues for knowledge, and the only avenue for knowledge through verbal instruction, the sense of hearing—is completely shut. But now among the many good and great things which human ingenuity has achieved and is striving to bring to perfection, the art of educating the deaf and the dumb occupies a foremost place; and institutions have been established not only for educating deaf mutes, but also for educating those that are to educate them. In Bombay we have an institution of the former class, and in England there are institutions of both classes.

The first essential requisite for the success of a school like this is a competent teaching staff. Competent teachers of deaf mutes are not easily available; and in this matter the purchasing power of money not merely of the depreciated silver standard, but even of the appreciated gold standard, is not very high. In this respect, considering the extremely scanty funds at its disposal the school has been singularly fortunate. For it has been able to secure the services of competent teachers who almost without remuneration have devoted their time and energies to the noble object of educating the deaf and the dumb. One of them recently visited the Bombay institution with a view to learn their modes of teaching and is ready to go to England to learn more of their modes if only his expenses are paid. It is owing solely to their laudable exertions and the untiring efforts of my esteemed friend Babu Umesh Chandra Dutta whose unostentatious philanthropy and charity are known only to those who have the privilege of knowing him in private life, that the school has been able to do so much in so little time and with such small means.

But now the time has come for expanding the sphere of work of this most useful institution. Encouraged by the success of those who are receiving instruction here, other unhappy youths who labour under the same disabilities are coming to be admitted to this institution, and to meet this growing demand for instruction, it is becoming daily more and more necessary to send some one to England to learn the most efficient means

of teaching. For all this we must have adequate funds, and to obtain funds we must look for aid to the public in the widest sense of the term including the Government, Municipality, and the community at large.

I need not here expatiate on the importance of the object for which I am asking your aid. We are proud of the comforts and conveniences which the civilisation of the nineteenth century has placed within our reach. But it will be a standing reproach to that civilisation if while we are enjoying all these blessings we take no steps to remove so far as possible the miseries of these fellowmen, who have thoughts as good and pure and feelings as delicate and keen as ourselves, and who are suffering from being unable to express their thoughts and feelings when with a little care and a small expense we can enable them to communicate with each other. We are proud of the achievements of science, one of the latest invention of which the telephone, enables us to talk and laugh and even sing to each other from one end of this large city to the other. But if we have a heart that can feel, is it not most painful to think that whilst we enjoy all this, there are others, our fellow human beings, who cannot communicate with one another, even when brought face to face? Is it not our duty to do our best to alleviate their suffering when we find that means are within our reach to do so and we have only to spare a little of our superfluous money to secure this object.

If sentimental considerations are not regarded as of sufficient weight judge by the cool calculating standard of utility and you will find that the claims of this institution

to your support are still equally strong. Who can tell what great powers of the mind may not be lying dormant in those unhappy beings who are deprived of the faculty of speech and hearing. There may be many literally mute inglorious Miltons among them whose powers might be called to better activity if only you will help knowledge to unfold to their eyes her ample page. They may learn many useful arts and become useful members of society.

While fully appreciating the importance of self-reliance I would in a matter like this which is the case of an institution of a new kind altogether, apply and expect aid from Government. The Hindu mind regards the Ruler as the Father and the Protector of the people, and I am happy to find that the Chief Secretary to the Government of the Province whose liberal views on all important matters and whose large-hearted sympathy for the people of this country have endeared him to all of us, is worthily filling the chair on this occasion.

Next I would appeal for aid to the Municipality and I am happy also to find many of its influential members present at this meeting.

And lastly I would appeal to my countrymen at large notwithstanding the many and growing demands on their liberality. I am sure I shall not appeal in vain. I should only ask them to remember that I am appealing on behalf of those whose sufferings not figuratively alone but literally are inexpressible.

(II)

After the eloquent words that have fallen from the mover and the seconder of the resolution, it is unnecessary for me to say anything more to commend the resolution for your acceptance. And if nevertheless I am going to add my feeble voice in its support it is simply because I think there can scarcely be a more worthy purpose for which the faculty of speech can be used than in speaking for those who cannot speak. Nor can I complain that Nature has not been more kind to me in her gift of that faculty when the very occasion for my speaking forcibly reminds me that she has been far more unkind to so many others and when, further more, I have the assurance that my words, few and feeble though they are, will fall upon willing ears.

The resolution I am called upon to support offers in the first place the thanks of the institution to all those ladies and gentlemen who have helped it in any way. And truly they deserve our warmest and most heartfelt thanks. For, the institution commenced its work in a most humble way ; it came into existence not under the auspices of any great name ; its routine of work at first was a very modest one, being the teaching of about half a dozen deaf and dumb boys ; and it was located in a room in this building temporarily lent to it by the philanthropic Principal of the City College, its present Secretary to whose kind and fostering care it is so deeply indebted. And if an institution so humble has met with such sympathy and support, and been able to attain the growth it has reached, this is due to the purest motives of

charity on the part of its friends and benefactors and to the most genuine desire on their part to alleviate the sufferings of their fellow beings. On behalf of the institution I offer these philanthropic ladies and gentlemen our sincerest and most heartfelt thanks. Nor should I omit to acknowledge here the deep obligations of the school to its painstaking and diligent teachers who though they are our paid officers, are doing work which is far in excess of their remuneration and which is really labour of love on their part.

After recording the thanks of the institution to its benefactors and friends the resolution proceeds to recommend it to the public and appeals to you for further aid. Let not this be taken to imply that our gratitude is for favours to come. We gratefully acknowledge the favours we have received from the generous public and if we ask for more it is because the work we have begun cannot be carried out without more. And I firmly believe that if you are convinced that the institution which seeks your help is necessary and useful, the enlightened liberality of Bengal in general, and of Calcutta in particular, notwithstanding that it is often taxed rather too freely, will not be slow to place it on a secure basis and in a satisfactory working condition.

Now can there be any doubt as to the necessity and utility of a school for deaf mutes? Without attempting to place one object of charity in preference to or in competition with another, a task always invidious and often difficult, I think I may justly say that the sufferings which this institution seeks to alleviate are really and

not alone figuratively inexpressible. Not even the healing balm of sympathy which alleviates and renders bearable so much of human sorrow and suffering, is able to give any relief to the deaf mute ; for the very nature of his suffering is such that the sweet voice of sympathy is absolutely unable to touch his sad and desolate heart. If it is possible to prevent such suffering, and the efforts of philanthropic teachers have shown it is, and you will presently learn from the testimony of your own senses that that is so, ought we not to do all in our power to help an institution that seeks to give speech to the dumb and hearing to the deaf ? To those who wish to be discriminating in their charity and would deny it to objects that are not deserving I would say that if sufferers from poverty and sickness not infrequently bring about their own miseries, the sufferings of those whom this institution seeks to relieve, arise from no conceivable fault of theirs. If institutions, which work to minimise the extent of preventible suffering, be regarded as necessary in civilized society, this school for deaf mutes is certainly a necessary institution. And remember that this is the only institution of its kind in this city of palaces, the metropolis of British India.

But an institution of this sort is not only necessary but is also useful. Whatever difference of opinion there may be as to the usefulness of more schools and colleges owing to the field of employment for educated men being limited, there can be no doubt as to the utility of an institution which seeks not to train up a body of discontented graduates whose existence at times alarms statesmen

but which only tries to teach deaf mutes to converse with others and to bring happiness and contentment in place of misery and suffering. What unspeakable joy must it be to the parents of a deaf and dumb child to hear from its lips the sweet charming words pappa and mamma? Or if mere sentimental good does not satisfy you quite I may add that the school teaches deaf mutes the useful arts of drawing and painting, by the practice of which they may earn their living. Some of the performances of the deaf mutes of this institution will be placed before you presently.

I therefore feel no hesitation in commending to your generous and discriminating patronage an institution so necessary and useful and I shall conclude by invoking the grace of Him who is bliss supreme and whose mercy can give speech to the dumb and strength to the lame to cross mountain-chains.

মুকং কৰোতি বাচালং পশুং লজ্জয়তে গিৰিং ।

যৎকৃপা তমহংবন্দে পরমানন্দ মাধবং ॥

Dr. Mahendra Lal Sarkar.

To mourn over departed worth and to pay our tribute of respect to hallowed memory is a sad and solemn duty which is performed in the interests, more of the living than of the dead. We do not know if memorial tributes benefit the dead in any way; but we know that in showing our appreciation of the noble qualities

and the good deeds of our gifted fellow beings we cultivate feelings which may inspire us with a desire to emulate them. In the words of the Poet,

“The lives of great men all remind us,
We can make our lives sublime.”

And the life of our illustrious countryman Dr. Mahendra Lal Sarkar whose death we now mourn, furnishes a valuable lesson illustrative of this text.

Mahendra Lal Sarkar was brought up not in affluence. His was a pursuit of knowledge under difficulties. But his powerful intellect and resolute will enabled him to surmount all the difficulties and soon brought him to the front rank among his fellow students. After finishing his studies in the arts course and earning prizes and scholarships he entered the Medical College which he left laden with honours and distinctions and he obtained the degree of Doctor in medicine in 1863. His professional career as an allopathic practitioner was as brilliant as was his academic career and he soon came to be recognised as one of the leading physicians in Calcutta.

If he had not achieved or attempted anything more he would still have been entitled to rank as one of our distinguished countrymen and his life would have been a noble example to students in the pursuit of knowledge under difficulties. But there would not have been any occasion for us to meet as we have done here today to pay our tribute of respect to his memory. There were however two facts connected with his life which have clearly shown that he was both intellectually and morally

far above the ordinary level of mankind, and have entitled him to the admiration and respect of all.

One of these facts was Dr. Mahendra Lal Sarkar's avowal of his faith in homœopathy regardless of the consequences which such avowal entailed and the other was his earnest, energetic and sustained life-long exertion to help the cultivation of science by his countrymen. On each of these two matters I shall with your permission say a few words.

Whether Dr. Sarkar was right in his belief in homœopathy as a true system of medicine, is a question which I certainly do not pretend to be qualified to discuss and which you probably do not presume to be competent to decide. But one thing is clear to us all that if Dr. Sarkar entertained that belief, it was his duty to avow his belief, and by openly avowing it in utter disregard of the adverse consequence to himself, which was no less serious than immediate excommunication from the society of medical men, he acted with an amount of moral courage which must entitle him to the respect and admiration of all including allopaths and homœopaths alike.

Whatever doubts there may be as to Dr. Sarkar's being right in his belief in homœopathy, there can be no two opinions about the importance of the study of science in this country. Dr. Sarkar's keen intellect saw this very early; and he made the dissemination of the knowledge of science among his countrymen, the great aim of his life and incurred no small sacrifice in carrying it out. It is true he was aided to some extent by the

enlightened liberality of his countrymen and by the earnest co-operation of a distinguished foreigner by birth though he is more than a native of the land by his genuine sympathy for us and who, happily for my countrymen, is still working for them. But he required much more to enable him to realise his sanguine expectations and to make the Indian Association for the Cultivation of Science of which he was the founder, yield the rich harvest which he anticipated. If the Science Association has not yet yielded any rich harvest it has given an impetus to the study of science.

As a life-long student of science, as an enthusiastic lover of truth which he had always the courage to avow according to his convictions regardless of the consequences to himself, and as an earnest worker for the dissemination of the knowledge of science in this country, he is entitled to the highest respect and gratitude of his countrymen in general and of our student community in particular.

Regarding Dr. Sarkar's special claims to the gratitude of the Calcutta University Institute I need not say much as they are well-known to most of us present here. When through the earnest efforts of my esteemed friend Mr. Pratap Chandra Mozumdar this institution was established under the name of the Society for the Higher Training of Young men, Dr. Sarkar was one of his co-adjutors ; and he delivered in the Town Hall one of the inaugural addresses the subject of which was the Moral Aspects of Science. During the early years of its existence and before it had been favoured by Government with its present local habitation, this ins-

titation received valuable assistance from Dr. Sarkar who often lent the hall of the Science Association for holding our large meetings. He attended many of our lectures, of which I may pointedly mention those delivered by Mr. Fletcher Williams and took part in the proceedings of the meetings at which those lectures were delivered.



রায় সূর্য্য কুমার সৰ্ব্বাধিকারী বাহাদুর।

মহাআ ৮ রায় সূর্য্যকুমার সৰ্ব্বাধিকারী বাহাদুরের নাম স্মরণ করিলে তাঁহার অসাধারণ সদৃশ্যের অনেক কথা মনে পড়ে।

তাঁহার চিকিৎসা শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসা কার্যে অসামান্য নৈপুণ্যের বিষয় আলোচনা করা চিকিৎসা শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে যুক্ততা। তবে একথা অবশ্যই বলিতে পারি এবং কৃতজ্ঞতার সহিত বলা কর্তব্য যে ত্রিশ বৎসরের অধিককাল আমি ও আমার পরিবারবর্গ আমরা সকলে সেই পাণ্ডিত্যের ও সেই নৈপুণ্যের শুভ ফল ভোগ করিয়াছি।

ইংরাজি ১৮৭০ সালে সূর্য্য বাবুকে চিকিৎসার জন্ত প্রথমে আমাদের বাড়িতে আহ্বান করা হয়, ও সেই সূত্রে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়। আমাকে দেখিয়া “নীলাশ্বর আর গুরুদাস—আপনি সেই গুরুদাস” এই বলিয়া এত মিষ্টতা ও আদরের সহিত আমাকে সম্ভাষণ করিলেন যে তাহা কখনই ভুলিতে পারিব না। এই কথাটি যে কেবল তাঁহার স্বভাবের মধুরতার পরিচয় দিতেছে তাহা নহে, বিদ্যার্থীদিগের প্রতি তাঁহার যে বিশেষ অনুরাগ ছিল তাহাও এ কথাতে প্রকাশ পায়।

হর্য্য বাবুর তখন কলিকাতায় অদ্বিতীয় প্রসার কলিকাতার সকল বড় লোকেরই তিনি চিকিৎসক ও তাঁহার সকলেই তাঁহার আত্মীয় ও বাধ্য, তিনি নিজেও একজন কলিকাতার বড়লোক বলিয়া গণ্য। আমি তখন একজন সামান্ত জেলা আদালতের উকিল, কস্মীল্লরোধে বাটীতে আসিয়াছি। কিন্তু হর্য্য বাবুর অগ্রজ প্রসন্ন বাবুর প্রিয় ছাত্র নীলাশ্বর মুখোপাধ্যায়ের এক সময় সহাধ্যায়ী ছিলাম বলিয়া আমার এত আদর।

হর্য্য বাবুর উপর এতই বিশ্বাস ছিল যে তিনি কোন রোগীকে, দেখিতে আসিলে কি রোগী কি তাহার পরিজনবর্গ সকলেই আশ্বস্ত হইত ও মনে করিত যখন হর্য্য বাবু আসিয়াছেন তখন একটা কোন প্রতিকার অবশ্যই করিবেন।

তিনি এতই বিনয়ী ও ঈশ্বর পরায়ণ ছিলেন যে তাঁহার চিকিৎসায় কেহ উৎকট রোগ মুক্ত হইলে যদি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেন তিনি বলিতেন সকলই ঈশ্বরের কার্য্য তিনি কেবল নিমিত্তমাত্র এবং “নিমিত্ত মাত্রঃ ভব সব্যাসাচিন্” গীতার এই উক্তির উল্লেখ করিতেন।

তাঁহার চিকিৎসা প্রণালীর একটা বিশেষত্ব সর্বদাই লক্ষিত হইত। যদিও পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, কি ঔষধ কি পথ্য উভয় বিষয়েই দেশকালপাত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবস্থা করিতেন। এবং গৃহস্থের অসাধ্য ব্যবস্থা করিয়া স্বজনবর্গকে কখন অনর্থক ব্যতিব্যস্ত করিতেন না।

চিকিৎসা বিষয়ে হর্য্য বাবুর আর একটা অসাধারণ সদগুণ ছিল। কি সময় কি অসময় প্রয়োজন হইলে তাঁহার অমূল্য সাহায্য পাইতে কাহাকেও বঞ্চিত হইতে হইত না। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন এমন সময় রাত্রি ছুই প্রহরের পরেও নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া তাঁহাকে ছুই একবার আনাইয়াছি, এবং আমাদিগকে তজ্জ্ঞ

অতিশয় কুণ্ঠিত দেখিয়া তিনি বলিয়াছেন, কুণ্ঠিত হইবার কেনি কারণ নাই, কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইলে তৎক্ষণাৎ রোগীর পার্শ্বে উপস্থিত হওয়া চিকিৎসকের কর্তব্য। তিনি বলিতেন তাঁহার শিক্ষক বিখ্যাত এডওয়ার্ড গুডীভ সাহেব তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, বতক্ষণ নিজে রোগ শয্যাশায়ী না হইবে ততক্ষণ রোগীর আহ্বান কখনও অবহেলা করিবে না।

এই সদৃশ্যের একটি অসামান্য দৃষ্টান্ত আমি জ্ঞাত আছি। স্বর্ষ্য বাবুর সহধর্মিনীর বথন শেষ পীড়া হয় সেই সময় আমিও পীড়িত থাকায় আনাকে স্বর্ষ্য বাবু প্রত্যহ দেখিতে আসিতেন। যে রাত্রিতে তাঁহার স্ত্রীর পরলোকগমন হয় তৎপর দিন প্রাতেও বথা সময়ে তিনি আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। আমি বাটীর সমাচার জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন “গত রাত্রে তিনি লোকান্তর গমন করিয়াছেন” আমি শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া বলিলাম “আপনি আজও আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন।” তাহাতে স্বর্ষ্য বাবু উত্তর করিলেন “তিনি তো এক্ষণে গিয়াছেন, মৃত্যুর জ্ঞাত শোক করিয়া জীবিত যাহারা আমার সাহায্য প্রত্যাশায় আছে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে ফল কি?” সত্যই চিকিৎসা স্বর্ষ্য বাবুর কেবল ব্যবসায় ছিল না, তাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল। সেই ব্রত পালন ও উদ্‌ঘাপন করিয়া গিয়াছেন।

স্বর্ষ্য বাবু দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বাটীতে অর্থ না লইয়া চিকিৎসা করিতেন। আমার পুরোহিত মহাশয় তন্মধ্যে একজন।

স্বর্ষ্য বাবুর সত্যানুসন্ধানের ইচ্ছা অতি প্রবল ও সাম্প্রদায়িক সন্ধীর্ণতা অতি অল্প ছিল। তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে, তন্মধ্যে একটীর উল্লেখ করিব। শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ মৈত্র নামক একব্যক্তি বিসূচিকা রোগের একটি ঔষধ বাহির করিয়াছেন ও তাহাতে অনেক লোক আরাম হইয়াছে

এই কথা বলিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র, নবাব আবদুল নতিক বাহাদুর প্রভৃতি কয়েক জনকে সেই ঔষধ প্রচারের সাহায্য করিতে বলায়, তাঁহারা বলেন এ ঔষধ উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষিত ন। হইলে তাঁহারা কিছুই করিতে পারেন না। তাহাতে মৈত্র মহাশয় অনেক ডাক্তারের নিকট গিয়া বিফল হইয়া শেষে সূর্য্য বাবুকে বলায় তিনি বলেন অজ্ঞাত ও অপরিক্ষিত ঔষধ তিনি কাহাকেও ব্যবহার করিতে বলিবেন না, কিন্তু যদি কেহ মৈত্র মহাশয়ের কথায় তাহা ব্যবহার করে তাহার রোগের অবস্থা ও তাহার উপর ঔষধের ফল, কি যথাসময়ে সমাচার পাইলে এ বিষয়ের পরীক্ষা করিতে ও পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করিতে তিনি স্বীকার আছেন।

উচিত কথা বলিতে সূর্য্য বাবু কখন কুণ্ঠিত হইতেন না। একদিনে এত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, কিন্তু অগ্রদিকে তিনি অতি ক্ষমশীল ছিলেন এবং কোন গুণী ব্যক্তির একটা দোষ দেখিয়া তাহার নিন্দা করিলে তিনি অতিশয় বিরক্ত হইতেন, ও বলিতেন “একোহিদোষগুণ সন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেধিবাক্ষঃ।

সূর্য্যবাবু যে কেবল চিকিৎসা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার প্রচুর পাণ্ডিত্য ছিল ও সংস্কৃত সাহিত্যেও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। এবং সেই পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ বাক্পটুতাকে অনেক সময় রঞ্জিত ও অলঙ্কৃত করিত।

এক সময় আমার মকেল রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন এবং সূর্য্যবাবুও আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন। রায় বাহাদুর সূর্য্যবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন উকিল বাবুর শরীর বড় দুর্বল হইয়াছে, যদি কোন বাধা না থাকে তাঁহার জন্ত কিঞ্চিৎ

সোনা-ভদ্র পাঠাইয়া দিব? তাহাতে সূর্যাবাবু উত্তর করিলেন “সোনা-ভদ্র অপেক্ষা উকিল বাবুকে কিছু কাঁচা সোনা দিলে তিনি আরও শীঘ্র স্তম্ভ হইবেন” এই কথা বলিয়া “For Gold in phisike is a cordial” চসারের এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি মনে করিয়া দিলেন।

পুস্তক পাঠে সূর্যাবাবুর আশ্চর্য্য অমুরাগ ছিল। এক রোগীর বাটী হইতে অত্র রোগীর বাটী যাইবার সময় গাড়ীতে প্রায় পাঠ করিতে করিতে যাইতেন, এবং কখন কখন এত নিবিষ্ট চিত্তে পাঠে নিযুক্ত থাকিতেন যে যে বাটীতে যাইবেন তাহা ছাড়াইয়া গাড়ী চলিয়া গেলেও তৎপ্রতি লক্ষ্য থাকিত না। আমাদের বাটীতে আসিবার সময় একের অধিকবার এরূপ ঘটিয়াছে। রোগী দেখিতে আসিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়াছেন ও বাটীর ভিতর আমাকে সংবাদ দিতে লোক পাঠাইয়াছেন, ইত্যবসরে যদি সেই ঘরে কোন নূতন বা তাঁহার মনের মত পুরাতন পুস্তক নজরে পড়িত তাহা লইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিতেন।

সেক্সপিয়ার, মিল্টন, লংফেলো, হেমচন্দ্র ও কালিদাস এই সকল কবিদিগের গ্রন্থ হইতে কবিতা আবৃত্তি করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার আবৃত্তি অতি হৃদয়গ্রাহী হইত, এবং তাঁহার স্মরণ শক্তি অতি আশ্চর্য্য ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে আমার তাদৃশ স্মরণ শক্তি নাই। থাকিলে তাঁহার সঙ্গুণের আরও অনেক কথা বলিতে পারিতাম। সঙ্ক্ষেপে এই কথা বলিতে পারি তাঁহার চিকিৎসা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের ফলে যেমন তাঁহার যত্নে দেহের পীড়া দূর হইত তাঁহার সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের ফলে তেমনই তাঁহার সদালাপে মনের পীড়াও প্রশমিত হইত।



ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নোবেল

পুরস্কার প্রাপ্তি ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির ।

১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩২০ ।

সভাপতি মহাশয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে ডাক্তার সার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্ত আহ্বান করিলেন ।

সার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন “বঁাহার গৌরবে বঙ্গদেশ গৌরবাশ্রিত, বঁাহার প্রভায় আজ বঙ্গসাহিত্য প্রভাবিত, বঁাহার রচনা অবলম্বনে আজ বাঙ্গালা সাহিত্য জগতের সাহিত্য মধ্যে উন্নত আসন অধিকার করিয়াছে, তাঁহার সম্মানে ভারতবর্ষে আনন্দের স্রোত বহিয়াছে । বাঙ্গালা সাহিত্য সমাজের মুখপত্র স্বরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেই আনন্দে সর্বান্তঃকরণে যোগ দিতেছেন ।

এই প্রসঙ্গে বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইল ।

আমার মত প্রাচীন লোকের পক্ষে আনন্দ প্রকাশের ভার পাওয়ায় বড়ই আনন্দ হয় । রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে শুধু যে তিনি সম্মানিত হইয়াছেন তাহা নয়, তাঁহার কর্ম্ম ভূমিও সম্মান লাভ করিয়াছে । বর্তমান স্থলে আনন্দের কারণ কি, তাহা দেখা যাউক ।

পুরস্কারের মূল্য প্রায় একলক্ষ বিশ হাজার টাকা । যে পুরস্কারের মূল্য এত অধিক, তাহা আর্থিক হিসাবে বিশেষ আনন্দের বিষয় বটে । কোনও দুঃস্থ সাহিত্যিক এই পুরস্কার পাইলে তাঁহার বিশেষ আনন্দ

হইত, কিন্তু দ্বারকানাথের (যিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ নামে বিখ্যাত ছিলেন) পোত্রে পক্ষে এই আর্থিক আনন্দ বিশেষ নহে ।

কোনও নব্য সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক এই পুরস্কার পাইলে তিনি তাঁহার সমাজে বিশেষ সম্মান ভাজন হইতেন ও উচ্চাঙ্গন পাইতেন বাহা তাঁহার পক্ষে অগতাবে সহজে হইত না ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে না । কারণ রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাষৎবর্ষ বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ-কালে কলিকাতা টাউনহলে দেশের লোকের নিকট যে মান ও পারিতোষিক পাইয়াছেন, তাহা আর কাহারও ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই । বিরুদ্ধমত বাদ দিলেও এই দেশেই আমরা তাঁহাকে যে পারিতোষিক দিয়াছি তাহা কম গৌরবের বিষয় নহে ।

আমার মতে আমাদের আজিকার আনন্দ প্রকাশের হইঘ্র কারণ আছে ।

প্রথম পাশ্চাত্য জগতের প্রধান পুরস্কার প্রাপ্তিতে বঙ্গসাহিত্য পাশ্চাত্য জগতের চক্ষে উচ্চাঙ্গন লাভ করিয়াছে । অবশ্য বঙ্গ সাহিত্যের প্রাচীনত্ব ও প্রাচীন গৌরব বড় কম নয়, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদগণ জানেন । অক্ষয় কুমার, বিভাসাগর প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নব্য সাহিত্যিকবর্গ বাহা দিয়াছেন, তাহারও মূল্য বড় কম নয়, কিন্তু তাহা হইলেও প্রথম যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, এম, এ প্রভৃতি পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হয়, তখন কেহ বলিয়াছিলেন যে, বি এ, এম এ পড়িবার মত এমন কি বই বাঙ্গালা ভাষায় আছে যে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্য ইউনিভারসিটিতে পড়াইতে চাহিব । অবশ্য তাঁহারাই ইহার ঠিক জবাব পাইয়াছিলেন । কিন্তু এখন রবীন্দ্রনাথের পুরস্কার প্রাপ্তিতে বঙ্গ সাহিত্যের পাশ্চাত্য জগতে পরিচয় হইয়া গিয়াছে । রবীন্দ্রনাথ যে, কালে একজন বড়লোক হইবেন, তাহা আমি পূর্বেই একটি কবিতায় বলিয়া

ছিলাম। সেই কবিতা আমি আর একবার বলিয়াছি ; আজও তাহা বলিতেছি। ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের “বাল্মীকি প্রতিভা” অভিনয় শুনিয়া সেই কবিতাটি রচনা করি। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথও অভিনয় করিয়াছিলেন।

ওঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেক না আর,
অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত হলো হের।
উঠিছে নবীন কবি, নব জগতের ছবি
নব “বাল্মীকি-প্রতিভা” দেখাইতে পুণর্বার।
হের তাহে প্রাণভরে, সুখ তৃষ্ণা যাবে দূরে,
খুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
মণিময় ধুলিরাশি, খোঁজ বাহা দিবানিশি,
ওভাবে মজিলে মন খুঁজিতে হবে না আর।

এইবার আনন্দ প্রকাশের দ্বিতীয় বিশেষ কারণের কথা বলিব।
একজন ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন।

The West is West, the East is East :

And never shall the twain meet.

এই কবিতা লেখকও এক সময়ে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন।
আজ Kipling দেখুন যে, তাঁহার জোড়া পূর্ব দেশে আছে এবং তিনি
তাঁহার সহিত সমাসনে বসিতে অধিকারী। তিনি যে কবিতায়
ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন Never shall the twain meet, আজ তাহা
বার্য হইল।

এইস্থানে পুরস্কার দাতাগণের সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। তাঁহারা
অনুবাদের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথকে কিঞ্চিৎদূর দেখিয়াই পুরস্কার
দিয়াছেন। সবটা পেলে না জানি কি হইত! আর এককথা তাঁহাদের

পক্ষে বলা যায় যে, তাঁহারা একটু দেখিয়াই সমস্তটা বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহাতে পুরস্কার দাতাগণের গুণপন্যার পরিচয় পাওয়া বাইতেছে।

প্রত্যেক কবির কাব্যজীবন সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা যায় ;—
উদয়, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নকাল। ইংলণ্ডের একজন বড়কবি মিণ্টন সম্বন্ধে অনেকে এইরূপই বলেন। তাঁহারা বলেন এই যে মিণ্টন *Paradise Lost* কাব্যে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, *Paradise Regained* কাব্যে তাহা পাওয়া যায় না।

আকাশের রবির, উদয়, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন আছে। বঙ্গাকাশের রবির উদয় ও মধ্যাহ্ন হইয়াছে, কিন্তু অপরাহ্ন হইবে না, ইহা আমি জোরের সহিত বলিতে পারি। আমার এই উক্তির বিশেষ কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে—“তুমি কোন গান গাওহে গুণী” যে গান শুনলে মানুষ আর চাহিবেও না, ফিরিবেও না। তিনি বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া গান রচনা করিতেছেন, সেই জন্তই তাঁহার গানের অপরাহ্নকাল আসিতে পারে না। এই কবিত্বপ্রভা পূর্ণানন্দে গিয়া পঁহুঁছিয়াছে। পূর্ণানন্দের অপরাহ্নকাল হইতে পারে না।

